শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং।

জয়তি।

—০০—

পরম দয়াময় প্রেম সুধাময় ভবভয় বারয়

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র মহাপ্রভুর

অত্যাশ্চর্য্য মহৈশ্বর্য্য সুমাধুর্য্য লীলা ভাব প্রেমাদি বর্ণনং

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

গ্রন্থঃ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপূর মহাত্মা কর্তৃক

পদ্য নানাবিধ শ্লোক ছন্দ বন্ধে নাটকোপলক্ষে কথনং

পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত প্রেমদাস মহানুভব স্মরণস্য।



অবিকল অনুবাদিত

পয়ারাদি নানাবিধ ভাষা ছন্দে বিরচন

শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজ রসিকেভ্যো নমোস্তু মে।

বহুধা যতভেহং জ্ঞোয়ং যেষাং প্রীতি চিকীর্ষয়া।।

কলিকাতা

কমলাসন যন্ত্রে যন্ত্রিতঃ।

—০০—

এই গ্রন্থ যাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহারা ১।১২ নং আহিরীটোলায় তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শকাব্দা ১৭৭৫।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

গ্রন্থ প্রকাশকের প্রার্থনা।

যদ্যপি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় পুরুষ হয়েন, তথাপি সেই পুরুষাদির মূল . য় শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অবতারী, স্বয়ং ভগবান, সর্ব্বাশ্রয়, অনাদি পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ, ষড়ৈশ্বর্য্য সংপূর্ণ, অখিল রসময় মধুর মূরতি, কোটি কন্দর্প জিনি সুলাবণ্য রূপ মাধুরী, শ্যাম সুন্দর, মনোহর, ব্রজেশ কুমার, ন কৈশোর কলেবর, শুদ্ধ পীতাম্বর, দ্বিভুজ মোহন মুরলী বদন, শিখি পিচ্ছ চূড়া সুশোভন, শ্রুতি যুগে অনুপম মণিময় মকর কুণ্ডল, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, বঙ্কিম নলীন নয়ন; প্রসন্ন উরোপর বন মাল বিরাজিত, মৃদু চরণ কোকনদে রতন নূপুর মধুর মধুর রুণুঝুণু সুনিস্বন, নিরুপম নটবর সুবেশ এবম্ভূত পরমারাধনীয় শ্রীকৃষ্ণ, সুরশৈবলিনী তটস্থ পূর্ব্ব শৈল শ্রীনবদ্বীপ ধাম অনুপাম শচী গর্ভ রত্নাকরে অন্তঃ শ্যামল বহিঃ গৌর তপ্ত তপনীয় কৈশোর কলেবর, আজানুলম্বিত সুললিত বাহু দ্বয়, স্ফুটতর সরোরুহ যুগল নয়ন সুশোভন, চাঁচর চিকুর মনোহর, বিম্বাধর বর রুচির, অরুণাম্বর সুন্দর, চরণ সরোসিজ রতন মঞ্জীর মধুর সুনাদিত, পরম প্রেম সুধাময় শ্রীগৌরচন্দ্র উদয় হওতঃ আচণ্ডাল দীন হীন, অকিঞ্চন নিষ্কিঞ্চন ত্রিতাপিত ক্লেশ সন্তাপিত পতিত প্রভৃতির প্রতি অত্যসম্ভব দয়া করুণা এবং প্রেম বন্যায় আপ্লাবিত করতঃ অমূল্য দুর্লভ হরেকৃষ্ণ নামোচ্চারণ করাইয়া পরম্পর সম্প্রদান করাইয়াছেন, ইত্থম্ভূত যে দয়াময় করুণানিলয় পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদির শ্রীচরণ বিস প্রসূন স্মরণ পরায়ণ ভাগবত বৃন্দের পদ রেণু সর্ব্বাঙ্গালঙ্কৃত হওতঃ ধরণী তলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে কোটি কোটি দণ্ডবৎ পূর্ব্বক নিবেদন মিদং ।।

অস্মদ্দেশস্থ নিখিল গুণ মন্দির পরম বিজ্ঞবর মহানুভব করণক পূর্ব্ব প্রাচীন সমীচীন মহাজন কৃত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের

অত্যদ্ভুত মহিমা লীলা এবং করুণাময় বহু বিধ ভক্তি শাস্ত্র যথা ব্যাস শ্রীল শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত লোচনানন্দ দাস „ „ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত জদু নন্দন দাস কৃত মূল সংস্কৃতানুবাদিত বিদগ্ধ মাধব নাটক শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কৃত ভক্তমাল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার ভক্তি শাস্ত্র গ্রন্থ আহরণ পূর্ব্বক অনেকশ মুদ্রাঙ্কণ করতঃ অনেকানেক সজ্জন সাধু সমূহ করণক উপকৃত প্রাপ্ত হইয়া চারতার্থ হইয়াছেন ॥

অথানন্তর এতন্নগরস্থ কোন বর্দ্ধিষ্ণু বিজ্ঞ সজ্জন সদন গমন পুরঃসর তত্রস্থ অতি বিচক্ষণ বিশারদ শুদ্ধ পরম ভাগবত করণক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি সুমধুর চমৎকার লীলা এবং অসীম করুণা মহিমাদি শ্রবণানন্তর মচ্চিত্ত তল্লীলাদিতে আকৃষ্ট এবং লুব্ধান্তঃ করণ হইয়া কশ্চিদ্ধীমান্ করণক বিজ্ঞপ্ত হইলাম যে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর পরম প্রেষ্ঠবর শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপূর মহাশয় কর্তৃক গদ্য পদ্য নানাবিধ শ্লোক ছন্দ বন্ধে নাটোকোপলক্ষে **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক** গ্রন্থ সংপূর্ণ দুর্ব্বোধনীয় বিরচন, পরম হিতানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত প্রেমদাস মহানুভব করণক সুবোধার্থ শ্লোক এবং তদ্ভাষা অবিকল অনুবাদিত পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া অতি অপ্রকাশিত ছিল [কিন্তু ভাগবত মহাশয় দিগের সুগোচর] এই ক্ষণে আমি অতি যত্নে বহ্বায়াসে উক্ত গ্রন্থ আহরণ করত বহু ব্যয়ে স্বীকৃত হইয়া দীর্ঘছন্দাক্ষরে উত্তম কাগজে অতি পরিপাটি রূপে পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কণ করাইলাম। অতঃপর সুজন বিদ্বজ্জন সাধু গণ সদন নিম্ন স্বাক্ষরীত অতি ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট অর্ব্বাচীন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আবেদন যে উক্ত গ্রন্থ গ্রহণ কৃপেক্ষণে কৃতার্থস্কুরু ইতি।

প্রার্থনা শ্রীরাধাবল্লভ শীলস্য।

॥*॥ প্রথম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥*॥

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বন্দনা ... . ১ নাং ৩
গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ .... ৩—৫
নান্দী সূত্রধার রঙ্গস্থলে সভ্যগণের প্রতি শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রোৎসব দর্শনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অদর্শনে প্রতাপ রুদ্র রাজার এবং কতিপয় ভক্তের বিরহ দুঃখ বর্ণন .. ৫—৬
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তত্ত্ব, মহিমা, দয়া, কৃপা এবং লীলাদি বর্ণন নিমিত্ত নটাচার্য্যের প্রতি প্রতাপরুদ্র রাজার আজ্ঞার্পণ .... ৬—৮
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রারম্ভঃ .... ৮—৯
সূত্রধার কর্তৃক পারিপার্শ্বিকের প্রতি বস্তু নির্দ্দেশ কথন ৯—১২
সূত্রধার কর্তৃক কলি মহারাজের প্রশংসা বর্ণন .... ১২—১৪
কলিরাজ এবং অধর্ম্মের রঙ্গস্থলে সমাগমন .... ১৪—ঐ
অধর্ম্মের সহিত কলিরাজের প্রশ্নোত্তর .... ঐ—১৬
কলিরাজ কর্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর নবদ্বীপে উদয় এবং স্বাঙ্গোপাঙ্গ সহিত প্রভাব করুণা মহিমা এবং লীলাদি বর্ণন .... ১৬—২১
অধর্ম্ম কর্তৃক কামাদি ছয় রিপুর প্রভাব কথন .... ২১—ঐ
কলিরাজ কর্তৃক কামাদি ছয় রিপুর পরাভাব কথন ঐ—৩২
কলিরাজ প্রতি অধর্ম্মের বাস স্থান প্রার্থনা .... ৩২—ঐ
কলিরাজ কর্তৃক অধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট স্থান কথন .... ঐ—৩৩
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর কৃপা বর্ণন ৩৩—৩৫
মহাপ্রভুর চপেটাঘাতে শ্রীবাসের পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতি ৩৫—৩৮
মুরারি ও মুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা কথন .... ৩৮—৩৯

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীবাসের বাটীতে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন—শচী মাতা পুত্রের ঈশ্বরাবেশ দর্শনে স্তব এবং শচী মাতার অপরাধ মোচনাদি কথন .... ৪১ নাং ৪৬
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে প্রথমাঙ্কঃ সংপূর্ণ .... ৪৬—ঐ

-৩০-

॥✱॥ দ্বিতীয় অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥✱॥

বিরাগের নাট্য স্থলে প্রবেশ করিয়া ভক্তি বহির্ম্মুখ লোক গণে অবলোকনে আক্ষেপ বর্ণন .... ৪৬—৪৮
বিরাগের ভক্তিদেবীকে অন্বেষণ .... ৪৮—৫২
বিরাগের প্রতি আকাশ বাণী .... ৫২—৫৩
বিরাগের ভক্তিদেবীরসহিত সন্দর্শন ও কথোপ কথন ৫৩—৫৪
ভক্তিদেবীর প্রতি বিরাগের তিন প্রশ্ন .... ৫৪—ঐ
ভক্তিদেবী কর্তৃক বিরাগের প্রথম প্রশ্নের উত্তর [অর্থাৎ বিরাগের প্রশ্ন ভক্তিদেবী কি করেন] .... ঐ—৫৫
ভক্তিদেবী কর্তৃক বিরাগের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর [অর্থাৎ বিরাগের প্রশ্ন শ্রীগৌরচন্দ্র কি করেন] .... ৫৫—৬৩
ভক্তিদেবী কর্তৃক বিরাগের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর [অর্থাৎ বিরাগের প্রশ্ন বিরাগের প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর কৃপা কি হইবে] .... ৬৩—ঐ
বিরাগ এবং ভক্তিদেবী উভয়ের শ্রীবাসের বাটীতে গমন, অদ্বৈত প্রভুর সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর পরিহাস এবং শচী মাতার গৃহে ভক্তবৃন্দ সহিত মহাপ্রভুর ভোজনাদি বর্ণন .... ঐ—৭২
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কঃ সংপূর্ণ .... ৭২—ঐ

॥ ❋ ॥ তৃতীয় অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❋ ॥

প্রকরণ	পৃষ্ঠাঙ্ক
মৈত্রীর নাট্যস্থলে প্রবেশ এবং প্রেমভক্তির সহিত সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন	৭২ নাং ৭৪
প্রেমভক্তি কর্তৃক স্বীয় বংশাবলী কথন	৭৪—৭৫
প্রেমভক্তি কর্তৃক শ্রীবাসের বাটীতে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভাবানুকরণ সংকীর্ত্তন মৈত্রীকে দর্শান	৭৫—১০৯
কেশব ভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সন্দর্শন ও ভারতীগোস্বামীকে অশেষ বিশেষ সমাদর ও ভোজনাদি করান	১০৯—১১০
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে তৃতীয় অঙ্ক সংপূর্ণ	১১০

॥ ❋ ॥ চতুর্থ অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ ❋ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের বৈরাগ্য আবেশ অনুভব করিয়া শচী মাতার মনোদুঃখ—মহাপ্রভু কর্তৃক শচীমাতাকে প্রবোধ	১১০—১১৬
শ্রীবাসালয়ে, রাত্রিকালে ভক্তবৃন্দ সহিতে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন—শেষরাত্র্যে গঙ্গাদাসের নিদ্রাকর্ষণ এবং স্বপ্নদর্শন শেষরাত্র্যে আপন আপন বটীতে ভক্তবৃন্দের গমন আচার্য্যরত্ন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সমভিভার করিয়া কণ্টক নগরে সন্ন্যাস গ্রহণার্থ মহাপ্রভুর পলায়ন	১১৬—১২২
পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দের পরস্পর মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা মহাপ্রভুর অনুসন্ধান এবং মহাপ্রভু বিরহ জন্য আর্ত্ত স্বরে রোদন ও বিলাপ বর্ণন	১২২—১৩৩
মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে আচার্য্য রত্নের কণ্টক নগর হইতে নবদ্বীপে আগমন—গৌরচন্দ্র বিরহে ভক্তবৃন্দের বিলাপ দর্শনে আক্ষেপ—অদ্বৈত প্রভুর সন্নিধানে আচার্য্য রত্নের খেদ বর্ণন	

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ শ্রবণে শচীমাতার খেদ ১৩৯—১৪৫
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আচার্য্য রত্নের নিকট শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর আদ্যোপান্ত সন্ন্যাস গ্রহণ শ্রবণ .... ১৪৫—১৪৭
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চতুর্থ অঙ্ক সংপূর্ণ ১৪৭

৷৷ * ৷৷ পঞ্চম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ৷৷ * ৷৷

শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া কণ্টক নগর হইতে দক্ষিণ মুখে গমন .... ১৫৮—১৫৫
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন ছল ক্রমে ভুলাইয়া শান্তিপুরে আনেন .... ১৫৫—১৫৬
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা নবদ্বীপে প্রেরণ .... ১৫৬—১৫৭
শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ক্রন্দন .... ১৫৭—১৬১
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে মহাপ্রভুর গমন—নবদ্বীপ হইতে ভক্ত বৃন্দ এবং বাল বৃদ্ধ স্ত্রী গণ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে দর্শনার্থ আগমন—শ্রীগৌরচন্দ্রের ভোজন—শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্ত বৃন্দের আনন্দ .... ১৬১—১৭১
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে পঞ্চম অঙ্ক সংপূর্ণ ১৭১

৷৷ * ৷৷ ষষ্ঠ অঙ্কের অনুক্রমণিকা ৷৷ * ৷৷

গঙ্গাদেবীর বিমনস্ক বুঝিয়া রত্নাকর সমুদ্রের আগমন; গঙ্গা দেবীর বিলাপ সমুদ্র কর্তৃক গঙ্গার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা। শ্রীগৌরচন্দ্র বিরহ জন্য গঙ্গার উত্তর .... ১৭১—১৭৩
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে ভক্ত বৃন্দ লইয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন এবং নৃত্যাদি বর্ণন .... ১৭৩—১৭৪
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাটীতে শচীমাতার রন্ধন—ভক্তবৃন্দ সমি৷

প্রকরণ· .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক

দ্বারে মহাপ্রভুর ভোজন—শচীমাতা অদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীবাসাদি ভক্ত গণের সন্নিধানে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন বিদায় যাচ্ঞা করেন .... ১৭৪—১৭৬

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিলাপ শচীমাতার স্থানে অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দের শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর বিদায় বৃত্তান্ত কথন, শচীমাতা শ্রীগৌরচন্দ্রকে বিদায় আজ্ঞা দেন—শচীমাতা কর্তৃক অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দকে প্রবোধ—শ্রীগৌরচন্দ্রের বিদায়ে ভক্ত বৃন্দের বিলাপ বর্ণন .... ১৭৬—১৭৯

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—মকুন্দ দত্ত জগদানন্দ এবং দামোদর সহ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দক্ষিণ পথে গমন—রেমুণাতে ক্ষীর চোরা গোপীনাথ মূর্ত্তি দর্শন—কটকে সাক্ষীগোপাল দর্শন—রত্নাকর কর্তৃক গঙ্গার প্রতি সাক্ষী গোপাল প্রসঙ্গ প্রশ্ন—গঙ্গা কর্তৃক আদ্যোপান্ত কথন .... ১৭৯—১৯৭

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ .... ১৯৭—১৯৯

মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথ দেবের দেউল প্রত্যক্ষ করান—রত্নাকর এবং গঙ্গার গমন .... ১৯৯—২০০

শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ মুকুন্দাদির পুরী প্রবেশ—গোপীনাথাচার্য্যের সহিত মুকুন্দের সাক্ষাৎ—গোপীনাথাচার্য্যের মহাপ্রভুর সহ মিলন—গোপীনাথাচার্য্য কর্তৃক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীগৌরচন্দ্রের সহ মিলন—মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বিপরীত ভাবাদি দর্শনে গোপীনাথাচার্য্যের সহিত সার্ব্বভৌমের বিতর্ক—গোপীনাথাচার্য্য কর্তৃক মহাপ্রভুর সন্নিধানে মনোদুঃখ নিবেদন—মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দৃঢ় বিশ্বাস .... ২০০—২২৩

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিনয় ও স্তুতি বর্ণন .... ২২৩—২২৫
সার্ব্বভৌম কর্তৃক স্বরূপ তত্ত্ব মহাপ্রভুকে শুনান ২২৫—২৩৪
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠ অঙ্ক সংপূর্ণ ... ২৩৪

॥❋॥ সপ্তম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥❋॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের প্রেমোদয় দর্শনে ক্ষেত্র বাসী গণে প্রতাপরুদ্র রাজাকে সম্বাদ কহন, প্রতাপরুদ্র রাজা দূত প্রেরণ দ্বারা সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করিয়া মহাপ্রভুর কৃপা মহিমা অবগত হয়েন—সার্ব্বভৌম কর্তৃক মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশে যথা যথা গমন তথা হইতে প্রত্যাগত দূত করণক অবগত হইয়া প্রতাপরুদ্র রাজাকে সুগোচর করেন .... ২৩৫—২৪০
মহাপ্রভুর আলাননাথ দর্শন—তৎপরে কূর্ম্মক্ষেত্রে গমন তথাকার বাসুদেব নামা কুষ্ঠ ব্যাধিযুক্ত এক ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন .... ২৪০—২৪৩
মহাপ্রভুর গোদাবরী গমন তথায় রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন এবং উভয়ত সাধ্য সাধনের প্রশ্নোত্তর কথন .... ২৪৩—২৫৬
মহাপ্রভুর কর্ণাট দেশে প্রবেশ—কর্ণাটাধিরাজের ভবজ্বালা হইতে মোচন এবং মহাপ্রভুর গুণ কীর্ত্তনে আনন্দ এবং তদ্দেশ বাসী পাষণ্ডী গণকে ভক্তি উদয় করান ২৫৬—২৬১
দক্ষিণ দেশে শ্রীরামোপাসক এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু দর্শনে কৃষ্ণ নাম স্ফূর্ত্তি .... ২৬১—২৬২
সার্ব্বভৌম কর্তৃক প্রতাপরুদ্র রাজাকে রাম এবং কৃষ্ণ নামের বিশেষ ফল কথন .... ২৬২—২৬৩

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
ভবদ্গীতা পাঠক এক বিপ্রকে মহাপ্রভুর কৃপা ২৬৩—২৬৬
শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর নীলাচলে পুনঃ সমাগত ২৬৬—২৬৭
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সপ্তম অঙ্ক সংপূর্ণ ২৬৭

॥❋॥ অষ্টম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥❋॥

শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর নীলাচল পুরী প্রবেশ—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ পর্য্যটনের পরিচয়, কাশীমিশ্রের বাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গের বাসস্থান—উৎকল নিবাসী ভক্ত গণের মহাপ্রভু দর্শনার্থ আগমন—সার্ব্বভৌম কর্তৃক মহাপ্রভুকে প্রত্যেক উৎকলী ভক্ত বৃন্দের নামোল্লেখ করিয়া দর্শান .... ২৬৭—২৭৭
শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত স্বরূপ গোস্বামীর মিলন ২৭৭—২৮০
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহিত ঈশ্বরপুরী প্রেরিত গোবিন্দের সাক্ষাৎ .... ২৮০—২৮২
ব্রহ্মানন্দ ভারতী চর্ম্মাম্বর পরিধান করত ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ এবং কথোপ কথন .... ২৮২—২৮৮
সার্ব্বভৌম কর্তৃক [প্রতাপরুদ্র রাজা গৌরচন্দ্র দর্শনাকাংক্ষী] মহাপ্রভুর প্রতি নিবেদন .... ২৮৮—২৯২
মহাপ্রভুর অসম্মত-কথন—প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুর দর্শনালাভে বিলাপ বর্ণন .... ২৯২—২৯৬
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের শ্রীগৌচন্দ্র দর্শনে শ্রীক্ষেত্রেগমন শ্রীগৌর চন্দ্র মহাপ্রভু প্রত্যেক গৌড়ীয়া ভক্তকে আলিঙ্গন দেন এবং কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন প্রেত্যেক বৈষ্ণবে গোপীনাথাচার্য্য বাসা দেন—রথ যাত্রাত্রোৎসব শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের সম্মুখে ভক্তবৃন্দ সহিতে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন নর্ত্তনাদি শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্র রাজাকে ভাবাবেশে

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
আলিঙ্গন দেন—কৃপা করেন .... ২৯৬—৩২২
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্ক সংপূর্ণ ৩২২

॥✱॥ নবম অঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥✱॥

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ যাত্রোৎসবের প্রসঙ্গ কিন্নরের প্রতি কিন্নরীর প্রশ্ন কিন্নর কর্তৃক প্রত্যুত্তর .... ৩২৩—৩২৪
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তিন প্রকার অনুগ্রহ কিন্নরীর প্রতি কিন্নরের কথন .... ৩২৪—৩২৪
শ্রীগৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ দর্শন প্রথম অনুগ্রহ কথন ৩২৪—৩২৫
শ্রীগৌরচন্দ্রহৃদয়ে প্রবেশ দ্বিতীয় অনুগ্রহ কথন ৩২৫—৩২৯
শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব তৃতীয় অনুগ্রহ কথন ৩২৯—৩৩৩
কিন্নর এবং কিন্নরী উভয়ে শ্রীজগন্নাথ দেবকে সঙ্গীত শুনা ইতে গমন .... ৩৩৩—৩৩৩
শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবন যাত্রা—তচ্ছ্রবণে প্রতাপরুদ্র রাজার বিরহ—সার্ব্বভৌম প্রতি প্রতাপরুদ্র রাজার খেদোক্তি—সার্ব্বভৌম কর্তৃক মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনোৎকণ্ঠা কথন— রায় রামানন্দের স্থানে মহাপ্রভুর বিদায়—মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের কিয়দ্দূর রাজ পথে গমন—রায় রামানন্দের প্রত্যাগমন এবং প্রতাপ রুদ্র রাজার স্থানে মহাপ্রভুর পথ যাত্রার পরিচয়, মহাপ্রভুর সহ রামানন্দের প্রেরিত লোকের প্রত্যাগমন রামানন্দের জিজ্ঞাসা—প্রেরিত লোক কর্তৃক মহাপ্রভুর পথ গমন বার্ত্তা পরিচয় .... ৩৩৩—৩৩৯
দস্যু ম্লেচ্ছে মহাপ্রভুর কৃপা এবং তাহার ভক্তি উদয় ৩৩৯—৩৪৩
মহাপ্রভুর পানিহাটী গ্রামে গমন—পরে কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাটীতে প্রবেশ—তথা হইতে কাঞ্চনপাড়া উত্তীর্ণ হইয়া

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক
সেন শিবানন্দের বাটীতে গমন বর্ণন .... ৩৪৩—৩৪৭
মহাপ্রভুর শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাটীতে প্রবেশ—তথা হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের বাটীতে গমন—মহাপ্রভুর আগমন সম্বাদ পাইয়া নবদ্বীপস্থ আবালবৃদ্ধ সমূহের শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শনার্থ কুলিয়া গ্রামে আগমন ৩৪৭—৩৪৯
শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শনে গৌড়েশ্বর রাজা কেশব বসু দুই পাত্র করণক মহাপ্রভুর অবগত হয়েন .... ৩৪৯—৩৫০
মহাপ্রভুর রামকেলি গ্রামে উপস্থিত—তথায় রূপসাগর মল্লিক দুই সাধু অর্থাৎ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনাদি কথন .... ৩৫০—৩৫৬
মহাপ্রভু বলভদ্র সহিতে কাশী উত্তীর্ণ হইয়া তপণ মিশ্রের বাটী প্রবেশ তথা হইতে প্রয়াগ যাত্রা ত্রিবেণীতে স্নানাদি করতঃ মথুরা পথে গমন—মথুরায় প্রবেশ ৩৫৬—৩৫৮
মহাপ্রভু মাথুরপণ্ডিত কর্তৃক মথুরা মাহাত্ম্য শ্রবণ ৩৫৮—৩৮২
মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা বর্ণন .... ৩৮২—৩৮৬
শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর প্রয়াগে প্রত্যাগমন তথায় শ্রীরূপ গোস্বামীর মিলন তথা হইতে বারাণসী আগমন করতঃ চন্দ্রশেখরের বাটীতে প্রবেশ—তথায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর মিলন .... ৩৮৬—৩৯৬
নীলাচলে মহাপ্রভুর পুনরাগমন—মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ শ্রবণে প্রতাপরুদ্র রাজার মহানন্দ বর্ণন .... ৩৯৬—৩৯৮
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নবমাঙ্ক সংপূর্ণ ৩৯৮

॥ * ॥ দশমাঙ্কের অনুক্রমণিকা ॥ * ॥

শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচা যাত্রা কাল প্রত্যাসন্নে গৌড়িয়া ভক্তবৃন্দের নীলাচল গমনের উদ্‌যোগ—সেন শিবানন্দ কর্তৃক

প্রকরণ .. .. পৃষ্ঠাঙ্ক

ভক্তবৃন্দ আহরণ—বৈদেশিককে গন্ধর্ব্ব কর্তৃক শিবানন্দের পথের পালন পরিচয়— কুক্কুরকে কৃষ্ণনামোচ্চারণ বর্ণন গন্ধর্ব্ব কর্তৃক শিবানন্দের ঘাটিয়াল দ্বারা কারাগারে রুদ্ধ বর্ণন— গৌড়িয়া ভক্ত সমূহের নীলাচলে যাত্রা—শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুকে দর্শনাদি বর্ণন .... ৩৯৯—৪২৬

শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা মহোৎসব—রাজা রাণীর শ্রীজগন্নাথের স্নান মহোৎসব এবং শ্রীগৌরচন্দ্র দর্শন ৪২৬—৪৩০

শ্রীজগন্নাথের স্নানানন্তর পঞ্চদশ দিবস অদর্শনে মহাপ্রভুর বিরহ স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক মধুর সংকীর্ত্তনে প্রভুর বিরহ সান্ত্বনা .... ৪৩০—৪৪২

মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচা মার্জ্জন তদনন্তর সংকীর্ত্তনারম্ভ .... ৪৪২—৪৫০

নেত্রোৎসব বর্ণন—রথযাত্রারম্ভ—রাজা ও রাণীর শ্রীজগন্নাথের রথারোহণ দর্শন—রথের সম্মুখে ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন নৃত্য মূর্চ্ছা উন্মাদ এবং ভাবাদি বর্ণন .... ৪৫০—৪৬৩

হোরা পঞ্চমী যাত্রা এবং লক্ষ্মীর বিজয় .... ৪৬৩—৪৭২

শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভু স্বীয় এবং স্বপার্ষদ গণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন .... ৪৭২—৪৮০

শ্রীগৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রার্থনা মহাপ্রভুর কর্তৃক ভক্ত বিদায় .... ৪৮০—৪৮৫

কবিকর্ণপূর গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয় বর্ণন .... ৪৮৫—৪৮৮

প্রেমদাসের আত্ম পরিচয় কথন .... ৪৮৮—৪৯০

গ্রন্থ সংপূর্ণ ৪৯০

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।



শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

গ্রন্থারম্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্ম যুগ্মং সমাশ্রয়ে।
স্মরণাদ্‌যস্য সদ্যস্যাৎ কৃষ্ণ প্রেম প্রজায়তে॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, সর্ব্ব শাস্ত্রে যাঁরে গান;
দেবা দেবী বন্দিত চরণ।
যোগী যতি সদা ধ্যায়, যাঁর তত্ত্ব নাহি পায়;
বন্দ সেই শচীর নন্দন॥ ১॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্ব ভক্তি সংস্থাপন;
সাধু রক্ষা পাষণ্ড দলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী জগন্নাথ ঘরে;
নবদ্বীপে লভিলা জনম॥ ২॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ, পুঞ্জ গুঞ্জে গৌর বর্ণ;
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ ধাম।
শ্রীপাদ যুগল তল, জিনি রক্ত পদ্ম দল;
দশাঙ্গুলী শোভে অনুপাম॥ ৩॥
শারদ শশীর ঘটা, নিন্দি দশ নখ ছটা;
তুঙ্গ গুল্ফ জংঘ মনোহর।
সবর্ণ সম্পুটাকার, জানু যুগ্ম রূপাধার;
রম্ভারুচি উরু চারুতর॥ ৪॥

প্রসর নিতম্ব স্থল, তাহে শোভে পট্টাম্বর;
কঙ্কালি কেশরী জিনি ক্ষীণ।
অশ্বত্থ পত্রের হেন, উদর নির্ম্মাণ যেন;
বক্ষ দেশ তুঙ্গ অতি পীন॥ ৫॥
জানু দেশ বিলম্বিত, হেমার্গল সুবলিত;
বাহু যুগল অঙ্গদ ভূষিত।
কর তল সুরাত্তল, জিনিঞা জবার ফুল;
মাধুরিতে মদন মোহিত॥ ৬॥
কর দশ নখ আগে, মণি দরপণ ভাগে;
দশ অর্দ্ধ চন্দ্রের আকার।
সিংহ গ্রীব তিন রেখা, তাহাতে দিয়াছে দেখা;
অধর বান্ধুলি পুষ্পাকার॥ ৭॥
সুবর্ণ দর্পণ জিতি, গণ্ড স্থল যুগলাকৃতি;
মুক্তা পাঁতি জিতি দন্তাবলি।
নাসা তিল ফুল জনু, ভুরু যুগ্ম কাম ধনু;
সারক সুন্দরালিক স্থলি॥ ৮॥
অমল কমল আঁখি, তারা যুগল ভৃঙ্গ পাখি;
অনুরাগে অরুণ সজল।
কামের কামান গুণ, শ্রুতি যুগ সুগঠন;
তাহে শোভে রতন কুণ্ডল॥ ৯॥
স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বক্র শ্যাম, কুন্তল লাবণ্য ধাম;
নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি।
বদন কমল হাস, কোটি কলানিধি ভাস;
কুন্দ বৃন্দ করিয়া নিছনি॥ ১০॥
ভুবন মোহন অঙ্গ, তাহে নটবর ভঙ্গ;

নিত্য কৃত্য নৃত্য গান কলা।
দুবাহু তুলিয়া যবে, ভাব ভরে ফিরে তবে;
তাহে যেন অনন্ত চপলা॥ ১১॥
এই রূপ দেখে যেই, ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে সেই;
পরবেশে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব দেহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ি সেহ;
বিহরয়ে গৌর পদ দ্বন্দে॥ ১২॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়২ নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় করুণার সিন্ধু॥ শ্রীবংশীবদন জয় বংশী অবতার। চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফূরে কৃপায় যাঁহার॥ জয় শ্রীজাহ্নবা জয় ঠাকুর রামাঞি। শ্রীহরি গোসাঞি জয় গৌর গুণ গাই॥ শ্রীগুরু সুচারু কল্পতরু পদ দ্বন্দ। সদানন্দ মহানন্দে ছাড়ি সর্ব্ব ছন্দ॥ ভক্তবৃন্দ পদদ্বন্দ স্মরণ সদায়। কৃপা সার পাইলে জীব প্রেম রত্ন পায়॥ শিবানন্দ সেন পুত্র কবিকর্ণ পূর। গৌর লীলা যে বর্ণিলা নাটক মধুর॥ তাঁর পদ সুসম্পদ সানন্দে বন্দিয়া। রচিব নাটক ভাষা সাধু আজ্ঞা পাইয়া॥

তথাহি

সজিয়াৎ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু যেন জিতঃ কলি।
মদ্যাদ্য চরিতান্বিতা অধমাত্মা বিমিশ্মিরে॥

পয়ার। গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। কবি সম্প্রদায় এই কৈল নিরূপণ॥ মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। বস্তুনির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার॥ এক শ্লোকে তিন পক্ষে আবিস্কার করি। মঙ্গলাচরণ কৈল রূপক বিস্তারি॥ শচী ঠাকুরাণী গর্ভ ক্ষীরোদ সাগর। ভক্তি

দেখিতে না পায় ॥ সুবর্ণ মার্জ্জনি লঞা করেন মার্জ্জন। রাজার চক্ষের জল নহে নিবারণ॥ জয় জগন্নাথ হরি ধ্বনি করে লোক। উৎসবে উল্লাস কারো নাহি দুঃখ শোক॥ কেবল প্রতাপরুদ্র আর জন কত। তাঁহারা গৌরাঙ্গ লাগি কান্দে অবিরত॥ যত্ন করি পুনঃ পুনঃ বন্ধ যদি দেয়। বালির বন্ধন যেন জলে ভাঙ্গি লয়॥ এমতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য্য যত করে। বিরহে ভাঙ্গয়ে ধৈর্য্য রাখিতে না পারে। নির্ব্বিঘ্ন হইয়া রাজা বসিলা বিরলে। আমারে ডাকিয়া আনিলেন হেনকালে॥ কান্দিতে২ রাজা কহিল আমারে। অত্র প্রেষ্ঠ নট শ্রেষ্ঠ ইষ্ট কহি তোরে॥

তথাহি।

সোয়ং নীলগিরীশ্বরঃ সবিভবো যাত্রা চ সাগুণ্ডিচা
স্তেতে দিগ্বিদিগাগতাঃ সুকৃতিন স্তাস্তাদিদৃক্ষাত্তযঃ।
আরামাশ্চ তএব নন্দন বন শ্রীনাংতিরস্কারিনঃ, সর্ব্বা
ন্যেব মহাপ্রভুঃ বতবিনা শূন্যানি মন্যামহে॥

পয়ার॥ দেখ২ সেই নীলগিরির ঈশ্বর। জগন্নাথ বসিয়াছে রথের উপর॥ সে সব বৈভব আছে গুণ্ডিচাহ সেই। বাদ্য আদি সব আছে পূর্ব্বে হইত যেই॥ নানা দিগ হৈতে যত সুকৃতী সজ্জন। রথোৎসবে তারাসভে করিলা গমন॥ সেই সব জগন্নাথ দর্শন আরতি। দেখিতে শুনিতে চমৎকার হয় মতি॥ ইন্দ্রের নন্দন বন তিরস্কার করে। হেন উপবন সব আছে থরে২॥ মহাপ্রভু বিনা মোরে সবলাগে শূন্য। হায়২ কি উপায় মুঞি হত পুণ্য॥ এমতি প্রতাপরুদ্র

বিলাপ করিয়া। পুনর্ব্বার কহিলেন মোরে সম্বোধিয়া ॥ সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীগৌর সুন্দর। প্রেম রসে পরিপূর্ণ যাঁর কলেবর। তাঁর গুণ রস কোনই প্রয়োগেতে। আস্বারে আনন্দ দেহ কহিল তোমাতে ॥ যাহার যাহাতে প্রীতি ভাগ বৃদ্ধি পায়। তাহার বিরহ ব্যথা সহা নাহি যায়। সেব্যথা সহিতে এক আছয়ে উপায় ॥ সুহৃদ সকল যদি চিত্ত দেন তায় ॥ সে অনুকরণ কিবা তাঁর গুণ গান। বিরহ ব্যথিত জনে দেখান শুনান ॥ এই রথ যাত্রা কালে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি। নৃত্যরঙ্গ করিতা পার্ষদসঙ্গে করি ॥ সে আনন্দ প্রেমোৎসব দেখিতে না পাই। কেমনে ধরিব প্রাণ রথ পানে চাই ॥ অতএব নটাচার্য্য কর উপকার। গৌরাঙ্গ লীলায় প্রাণ রাখহ আমার ॥ এমতি প্রতাপরুদ্র করিল আদেশ। সত্বর হইয়া তার করিব উদ্দেশ ॥ এবড় আশ্চর্য্য গৌর লীলা অবিনয়। প্রেম দাস বলে বড় ভাগ্যের উদয় ॥

ত্রিপদী।

শুন অপরূপ, গৌরাঙ্গ প্রতাপ; পরম পারক সেই।
অদভুত রসে, বৈস নরবেশে; সাধুজনে সুখ দেই ॥
বিপক্ষ সলভ, সমূহ তা সব; দাহন করণ দক্ষ।
নারায়ণ যবে, সৃষ্টি কৈল তবে; প্রকৃতী করিয়া লক্ষ ॥
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া, মনে বিচারিয়া; ভাবনা করিল আর।
কলিযুগে যবে, ব্রহ্মাণ্ড হইবে; গৌর হরি অবতার ॥
তাঁহার প্রতাপ, আনল সন্তাপ; যখন হইব গাঢ়।
ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া, যাব চূর্ণ হৈয়া; বিষম হইব বড় ॥
ভবিষ্যত জানি, ঈশ্বর আপনি; সপ্ত আবরণ দিয়া।

ব্রহ্মাণ্ড লেপিল, সুদৃঢ় করিল; নিজমনে বিচারিয়া ॥
সেই পরাক্রম, সমূহ উত্তম; হইয়া যেন মূর্ত্তিমান ।
শান্তিরসে আসি, আপনি পুবেশি; রজতম করি আন ॥
চৈতন্য বিক্রম, মূর্ত্তি যেন সম; জগতে মানুষ যত ।
সভার বিষয়, বাসনা নিচয়; নাশি কৈল সম্বরত ॥
অতএব সার, গৌরাঙ্গ বিহার; তাহা অনুনয় করি ।
প্রতাপ রুদ্রের, আনন্দ মনের; করিতে আশয় ধরি ॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ, সেন শিবানন্দ; তাঁহার তনুজ বর ।
চৈতন্য লীলার, নাটক বিস্তার; রচিল মধুর তর ॥
হৃদয় কষায়, তম সমুদায়; জীবের করিল দূর ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, চন্দ্রোদয় ধন্য; নাম সে নাটক শূর ॥
তাহা অনুনয়, করিব নিশ্চয়; আপনা কৃতার্থ লাগি ।
প্রেমদাস বলে, এমন করিলে; লোকের হইব ভাগি ॥

পয়ার ॥ শিবানন্দ সেন পুত্র খ্যাত জগমাঝ । শ্রীপরমানন্দ দাস নাম কবিরাজ ॥ তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় । তাঁহার প্রয়োগ মত করি অনুনয় ॥ প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছা করিব পালন । ভাবিসূত্রধার দিল অগ্রে বিলোচন ॥ পারিপার্শ্বিক দেখি বলে আইস এথা । শুনি পারিপার্শ্বিক প্রবেশ কৈল তথা ॥ পারিপার্শ্বিক বলে আশ্চর্য্য২ । হেন কভু দেখিনাঞি অদভুত কার্য্য ॥ সূত্রধার বলে আর্য্য কি আশ্চর্য্য বল । পারিপার্শ্বিক বলে ভাব শুন যে দেখিল ॥ নীলাচল চঞ্চল পরমানন্দ রূপ । জগন্নাথ ভগবান ঈশ্বর স্বরূপ ॥ তাঁর রথ যাত্রা দিন পরম আনন্দ । সর্ব্ব লোক হইয়াছে আনন্দ নিস্পন্দ ॥ তার মধ্যে কেহ২ করিয়া প্রবেশ ।

কেহবা সন্ন্যাসী কেহ বৈরাগীর বেশ ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন তার মাঝে কেহো আছে । মহাদুঃখি হৈয়া তারা কান্দিয়া আইছে ॥ ব্রহ্মাণ্ড দেখিছে তারা অন্ধকার ময় । বিলাপ করিছে শুনি হিয়া বিদরয় ॥ যে রূপ বিলাপ তারা কহে তাহা শুন । এই সব কথা কান্দি বলে পুনঃ২ ॥ সেই নীলাচল চন্দ্র সেই রথোৎ সব । নব২ উদ্যানের শ্রেণী সেই সব ॥ রথ বিজয়ের পথ সেই এই বটে । এ সব চাহিতে এবে তাপে হিয়া ফাটে ॥ পিত্তজন্য জ্বরে যেন চক্ষু জ্বালা হয় । খলবাক্য বাণে যেন ব্যথিত হৃদয় ॥ হৃদয়ের ব্রণে যেন শরীরেরে তাপে । কেহ২ এইমত করিছে বিলাপে ॥ সে বটে কি তাহা তুমি কহ সূত্রধার । সে রহস্য দেখি বড় বিস্ময় আমার ॥ সূত্রধার কহে বড় ভাগ্য সে তোমার । এ নয়নে দেখা পাইলে আমা সভাকার ॥ মহা মহা ভাগবত দয়ালু তাঁহারা । পৃথিবী তারণ লাগি আইল যাঁহারা ॥ পারিপার্শ্বিক বলে তাঁহারাই কে । সূত্রধার বলে চৈতন্য পাষদ যে ॥ পারিপার্শ্বিক বলে চৈতন্য গোসাঞি । তিঁহ কেবা বটেন তাহাও জানি নাঞি ॥ শুনি সূত্রধার হাসি লাগিলা কহিতে । অদ্যাপিহ আছ তুমি মায়ের গর্ব্ভেতে ॥ অদ্যাপিহ তুমি নাহি শুন তাঁর নাম । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয়েন স্বয়ং ভগবান ॥ ভূঅখিল লোকের শোক করিবারে ক্ষয় । শ্রীচৈতন্য কল্প দ্রুম করিল উদয় ॥ যতির মুকুট মণি মাধবেন্দ্র পুরী । এ বৃক্ষের মূল তিনি আদ্যে অবতরি ॥ প্ররোহ অদ্বৈত

চন্দ্র ভুবন বিদিত। স্কন্ধ রূপ অবধূত অদ্ভুত চরিত ॥ শ্রীবক্রেশ্বরাদি সব রসময় দাতা। স্কন্ধ শাখা রূপ তাঁরা তত্ত্ব জানে কেবা ॥ এ বৃক্ষের ভক্তি যোগ পরম বিস্তার। অকৈতব প্রেম রূপ ফল ফুল যাঁর ॥ ব্রহ্মানন্দ ভেদিতার শিখর উঠিল। পক্ষির মিথুন তাঁহা বাসা যে করিল ॥ রাধাকৃষ্ণ নাম পক্ষি যুগল অভিন্ন। ভব পথ শ্রম নাশে যাঁর ছায়া ধন্য ॥ ভক্তের সংকল্প সিদ্ধ করে সেই তরু। কৃপা পূর্ব্ব লোক ভাগ্যে আইলা জগদ্‌গুরু ॥ পারিপার্শ্বিক বলে তর্ক অগোচর। কি নিমিত্ত অবতার করিলা ঈশ্বর ॥ সূত্রধার বলে শুন কর অবধান। যে নিমিত্ত অবতীর্ণ গৌর ভগবান ॥ পূর্ব্ব২ ছিলা যত বিজ্ঞ পরিবার। তারা নানা শাস্ত্র লৈয়া করিল বিচার ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে এই তারা করিল নির্ণয়। নিরাকার পরংব্রহ্মে চিত্ত করে লয় ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ এই। অদ্বৈত ভাবনা তার সাধন সে সেই। এই নিজ মতে তারা আগ্রহ সে ধরে। লোক সভে সেই মত উপদেশ করে ॥ সেই সেই শাস্ত্রের গূঢ় রূপে লিখন। সৎ চিৎ আনন্দ ময় শ্রীনন্দ নন্দন ॥ নিত্য লীলা নিত্য রূপ নিত্য শোভাবান। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর স্বয়ংভগবান ॥ মহা পুরুষার্থ হয় তাঁর উপাসন। নাম সংকীর্ত্তন আদি তাঁহার সাধন ॥ মায়ায় মোহিত যত অধ্যাপক সব। ভক্তির উদ্দেশ নাহি জানে এক লব ॥ তা দেখিয়া ভগবানের করুণা জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আবির্ভাব কৈল ॥ কৃষ্ণ উপাসন নাম সংকীর্ত্তন ধন। সর্ব্ব লোকে বিলাইব এই সে কারণ ॥ পারিপার্শ্বিক

বলে শুনহ বিদ্বান। নিজ মত গ্রন্থ কিছু কৈল ভগবান। গ্রন্থ না হইলে লোক জানিবে কেমনে। অবতার ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনে॥ সূত্রধার বলে কৃষ্ণ চৈতন্য ঈশ্বর। বেদ শাস্ত্র কর্ত্তা তিঁহ কার অগোচর॥ তথাপিহ অন্তর্যামী যেই ইচ্ছা হয়। তাঁর ইচ্ছা বশে লোক সেই মত লয়॥ বাহ্য উপদেশে লোক বুঝাইতে নারে। কাল দেশ অন্বেষণ করিতে না পারে॥ এখন হইল ইচ্ছা লোকে কৃপা করি। সর্ব্ব পুরুষার্থ সার ভক্তি দিব বলি॥ পারিপার্শ্বিক বলে চৈতন্যের মত। সর্ব্বোৎকর্ষ হয় যদি শাস্ত্রের সম্মত॥ তবে সর্ব্ব লোকে কেন সে মত না লয়। জ্ঞান কর্ম্ম আদি লোক কেনে বা করয়॥ সূত্রধার বলে লোক যতেক জগতে। নানা মত বাসনা সভার হয় চিত্তে॥ যার যৈছে বাসনা তৈছে মত লয়। কৃষ্ণ ভক্তি বাসনা অনেক ভাগ্যে হয়। পারিপার্শ্বিক বলে তুমি যতেক কহিলা। এক মত হয় সেই বিচার করিলা॥ অগোচর ভক্তি যোগ শাস্ত্র সভাকার। তার ফল লিখি শাস্ত্রে জ্ঞান চমৎকার॥ জ্ঞানের পরম ফল ব্রহ্মে লীন হয়। জ্ঞান মার্গে ভক্তি মার্গে ভেদ তো না হয়॥ জ্ঞানে ভক্তি দুই মার্গ কৈবল্য বুঝায়। জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কোন অভিপ্রায়॥ সূত্রধার বলে ভক্তি মুক্তি যেই শুন। তাহার সন্দর্ভ কহি তাহা শুন পুনঃ॥ শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শুকদেব কহেন। ভক্তি ব্রত করি নাম গায় যেই জন॥ অনুরাগ কৃষ্ণে জন্মে দৃঢ় চিত্ত হয়। সংসারের সুখ দুঃখ সব যায় ক্ষয়॥ হাসে কান্দে নাচে গায় মহানন্দে ভাসে। কৃষ্ণের পার্শ্বদ

হৈয়া সর্ব্বদা প্রকাশে ॥ তৃতীয়ে কপিল দেব কহিলা জননীরে। শুন মাতা ভক্তিযোগ ফল কহি তোরে ॥ নাম কীর্ত্তনাদি ভক্তি করে যেই জনে। সেই জনপায় মোর রূপ দরশনে ॥ দিব্য২ বরপ্রদ রূপ দেখা পায়। সেই২ রূপ লীলা গায় সর্ব্বথায় ॥ সেই রূপ দেখি ভক্ত সুখ পায় যাহা। কোটি কল্পে জ্ঞান মার্গে নাহি পাই তাহা ॥ অতএব মুক্তি হৈতে ভক্তি গরীয়সী। কহিল কপিল দেব মায়ে উপদেশি ॥ বিশেষত কলিকালে নাম সংকীর্ত্তন। পুরুষার্থ তিরস্করি রতির কারণ ॥ পারিপার্শ্বিক কহে এই ভাবুকের মত। তুয়া বাক্য কৈল মোরে বড়ই বিস্মিত। শাস্ত্রমত কৃষ্ণ নামেমুকতি পাওয়ায়। তুমি বল ভাবক হইয়া নাচে গায় ॥ ম্রিয়মাণে অজামিল বলি নারায়ণ। মুক্তি পাইলা এই ভাগবতের লিখন ॥ সূত্রধার কহে মুক্তি শব্দ অর্থ আন। পার্ষদকে মুক্ত বলে শুকের ব্যাখ্যান ॥ অজামিল উপাখ্যান শেষেতে কহিল। অজামিল পার্ষদের স্বরূপ পাইল ॥ ভ্রম প্রমাদাদি শুক মুনি নাহি কয়। অজামিল পার্ষদ একথা অন্য নয় ॥

তথাহি

সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ পার্ষ বর্ত্তিনাং ॥

পয়ার ॥ এত শুনি পারিপার্শ্বিক নিরব হইলা। সূত্রধার বলে সিদ্ধান্তের অন্ত পাইলা ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মত এইসব হয়। ইহার অগ্রেতে অন্যমত কিছু নয় ॥ সুকৃতী যে জন এই মত সে আচরে। কলি হৈল ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতারে ॥ যে কলি করিতা লোকে কৃষ্ণেতে

বিমুখ।সেহ কলি এবে আস্বাদয়ে ভক্তি সুখ॥ এইমত চৈতন্য চন্দ্র কৃপার বৈভব। কলির সহিত ভক্ত কৈল জীব সব॥ পারিপার্শ্বিক বলে এহ বিরুদ্ধ কহিলে। কলি মহা দুষ্ট বলি সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥ ভাগবতে কহে কৃষ্ণ জগদ্গুরু হন। ত্রিলোক নাথের বন্দ্য যাঁর শ্রীচরণ॥ হেন কৃষ্ণ জীব না ভজিব কলি কালে। পাষণ্ড বিভিন্ন চিত্ত হব কলিকালে॥ ইত্যাদি কলির নিন্দা শাস্ত্র গণে শুনি। তুমিবল গৌরচন্দ্র কলি কৈল ধনি॥ সূত্রধার কহে এহ বাক্য সত্য হয়। মুনি সকলের বাক্য অন্য কভু নয়॥ কিন্তু কৃষ্ণ অবতারে পূর্ব্বে যেই কলি। সে কলিরে মুনি সভে কহে দুষ্ট বলি॥ যেই শাস্ত্রে শুন কলি নিন্দার বচন। সেই শাস্ত্রে শুন কলি প্রশংসা ও কন॥ কলিতে জন্মিব যত জীবের নিচয়। তার দুঃখ ভাবি কৃষ্ণ করুণ হৃদয়॥ পুণ্য রূপ নিজ যশঃ করিল বিস্তার। অনুগ্রহে যশঃ দিয়া করিল নিস্তার॥ অন্য যুগ হৈতে কলি অত্যন্ত সজ্জন। সর্ব্বজ্ঞ কহেন শুন শুকের বচন॥ শুন রাজা সত্যাদি যুগের প্রজা সব। তাঁহারা ও কলিকালে বাঞ্ছয়ে সম্ভব॥ কলিতে হইব সভে কৃষ্ণ পরায়ণ। সত্যছাড়ি কলিতে জন্ম বাঞ্ছে তেকারণ॥ সেহকালে অবতারে ভক্তি রস ছিল। তবু কেনে প্রজা কলৌ জন্ম ইচ্ছা কৈল॥ কলিকালে হব শ্রীচৈতন্য অবতার। প্রেমভক্তি পাব এই বাঞ্ছা তা সবার॥

তথাহি

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং
কলৌকিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ॥

পয়ার। যাহার শরীরে প্রেমভক্তি আবির্ভাব। তাহার উপরে নাহি কলির প্রভাব॥ পারিপার্শ্বিক কহে কেনে কৃষ্ণপ্রিয় জনে। কলি তারে বাধিতে না পারে বল কেনে॥ সূত্রধার কহে চন্দ্র ব্যপদেশ করি। কৃষ্ণাশ্রিত জনেরে বাধিতে নারে কলি॥ সূত্রধার কহে কৃষ্ণ পক্ষে দিনে দিনে। ক্ষয় পায় দোষাকর চন্দ্রকলাক্রমে॥ বিষ্ণুপদ আকাশ আশ্রিত যত জন। কেমনে বাধিব তারে চন্দ্র ক্ষীণ হন॥ শ্লেষার্থে কলিরে কহি দোষের আকর। কৃষ্ণ ভক্ত পক্ষে তিঁহ বড়ই কাতর॥ বিষ্ণুপদ আশ্রিত জনে কেমনে বাধিব। অতএব কলি ধন্য আর কি বলিব॥ এই মতে পারিপার্শ্বিক আর সূত্রধার। দুই জনে ন্যায় পূর্ব্ব করিছে বিচার॥ হেনকালে প্রিয় সখা অধর্ম্মের সনে। কলিরাজ আচম্বিতে আইলা সেখানে॥ যুগ রাজ কহে অরে তো বটিস কে। দোষাকর শব্দে শ্লেষে নিন্দিস আমাকে॥ শুনি সূত্রধার ভাল রূপে নিরখিয়া। কলি আর অধর্ম্মেরে দেখি ভয় পাঞা॥ পারিপার্শ্বিক বলে হোরো দেখ ভাই। অধর্ম্মের সঙ্গে কলি আইলা এই ঠাঞি॥ নির্দ্দয় সক্রোধ দুই দেখি ভয় পাই। এস্থান হইতে চল পলাইয়া যাই॥ এত বলি দুইজন করিল গমন। নাটক শাস্ত্রের এই প্রস্তাব না হন॥ এথা কলি অধর্ম্মেরে বলে শুন সখা। চারণ আচার্য্য কহিলেন সত্য এই লেখা॥ অধর্ম্ম কহেন সেই কিবা বটে বল। কলি কহে কৃষ্ণ পক্ষে শ্লোক যে কহিল॥ অধর্ম্ম বলেন হায় বড় এড়াইল। এ অধর্ম্ম তোমাকেই আক্ষেপ করিল॥ অরে

পাপ ঈশীলাচরণ ভাল গেলি। মোর রাজা কলিরে নিন্দা দোষ কৈলি॥ তুঞি অধমের যদি মুঞি লাগ পাইতু। কামাদির পাশে বন্দি করিয়া রাখিতু॥ শুনরে আমার রাজার প্রতাপ কহিব। ইহা শুনি তোর বাক্য কেহ না ছুইব॥ সত্য আদি যুগে রাজা ধর্ম্ম নামে ছিল। তার সেনাপতি সব শুন যে দেখিল॥ সম দম ক্ষমা শৌচ বিবেক আচার। ইত্যাদিক সৈন্য ছিল সে ধর্ম্ম রাজার॥ মূল সহ সে রাজারে উপাড়ি ফেলিনু। শৌচাচার আদি ধর্ম্ম এক না রাখিনু॥ ধর্ম্ম প্রিয় ভুবনে আছিল লোক যত। দৃষ্টি পাতে তারা সব পবিত্র করিত॥ তা সভারে নিজ বলে করিয়াছি অন্ধ। আমার প্রতাপে গেল ধর্ম্মের সম্বন্ধ॥ হেন আমি যার বশী ভূত আজ্ঞাকারী। তারে নিন্দা কর নট অজ্ঞ দুরাচারী॥ থাকরে অধম বড় রীতে দিব ফল। কলিক্ষয় যে কহিলি শুনরে উত্তর॥ ধর্ম্ম যথা কৃষ্ণ তথা কৃষ্ণ সঙ্গ যায়। ধর্ম্মাভাবে কৃষ্ণ কোথা কোথা কলি ক্ষয়॥ কলি বলে শুন সখা অধর্ম্ম নিশ্চয়। আক্ষেপ না করিহ যে বলিল সে হয়॥ সে গেল যে কালে ছিল প্রতাপ প্রচণ্ড। সম্প্রতি সে প্রতাপ হইল খণ্ড খণ্ড॥ এই যে ঈশ্বর তাহার প্রচার হইতে। সে প্রতাপ ক্ষত হৈল নারি প্রকাশিতে॥ মহৌষধি অঙ্কুর নির্গম হৈল যেন। তক্ষক নাগের শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বল হয়েন॥ অধর্ম্ম বলেন শুন শুন যুগ রাজ। কে ঈশ্বর কে তোমার নষ্ট করে কায॥ পৃথিবী মারক কিবা কোন হিংসা শীল। কাহার প্রভাবে তুমি হইলে অস্থির॥ কলি কহে তুমি

যে কহিলে পক্ষদ্বয়। সে দুই হইতে মোর ভয় কভুনয়॥ কিন্তু গৌড় মধ্যে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। গোকুল মথুরা যেন তেন অনুপাম॥ সেই গ্রামে জগন্নাথ নামে বিপ্রবর। তাঁহার পদবী হয় মিশ্র পুরন্দর॥ তাঁহার গৃহিণী শ্রীশচী ঠাকুরাণী। তাঁর গর্ব্ভে জন্মিলা কুমার চূড়ামণি। তিঁহ মোর কর্ম্ম সব করিল ছেদন। নিজ ধর্ম্মে কৃতার্থ করিল সর্ব্বজন॥ ইহা শুনি অট্ট২ হাসিয়া অধর্ম্ম। যুগরাজ হইয়া কহ বাউলের কর্ম্ম॥ এই যার ভুজদণ্ড চণ্ডিম অখণ্ড। সেই মহা তেজোময় মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড॥ যার ভয়ে পাদশেষ বৃষধ্বজ রাজ। ঘুকহেন লুকাইল গিরি দরি মাঝ॥ হেন আমি হেন ভৃত্য সেব্য পদ যার। ব্রাহ্মণ বালক দেখি ভয় হয়তার॥ হায়২ কি আশ্চর্য্য জানিল নিতান্ত। যুগরাজ হৈল কিবা তোমার চিত্ত ভ্রান্ত॥ কলি কহে সখা তুমি কহ অপ্রমাণ। শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রে কর দ্বিজ শিশু জ্ঞান॥ যে পুরুষ নাভি পদ্মে ব্রহ্মার জনম। তাঁর মূল কারণ সহস্র শীর্ষ হন॥ তাঁহার কারণ যিঁহো শ্রীনন্দ কুমার। তিঁহ আসি নবদ্বীপে কৈল অবতার। ভক্তি শূন্য লোকসব অপবিত্র হৈল। বিবিধ বিধর্ম্ম সদা করিতে লাগিল॥ গোবিন্দ গোলোকনাথ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। জীব দুস্থ দেখি হইল করুণ অন্তর॥ ভক্তি যোগ শিক্ষাগুরু আপনে হইব। কলির দুর্গত জীব পবিত্র করিব॥ এই কলি কালে লীলা অঙ্গীকার করি। গৌরবর্ণে দ্বিজ গৃহে অবতীর্ণ হরি॥ যদি বল এই কর্ম্ম অংশ হৈতে হয়। স্বয়ংভগবানের কিনিমিত্তে বিজয়॥ সর্ব্বত্র কহেন

কৃষ্ণ নব মেঘ দ্যুতি। কেনেবা হইলা তিঁহ হেম পদ্ম কান্তি॥ তাঁহার মর্ম্মার্থ কহি শুন দিয়া মন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ ব্রজে লীলা করিলা যখন॥ শত কোটি গোপী সঙ্গে করিলা বিহার। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রাধা তাঁর তুল্য নাহিআর॥ আমাতে কতেক প্রেম রাধিকা করয়। জানিতে কৃষ্ণের যত্ন জ্ঞাত নাহি হয়॥ নিজাঙ্গ মাধুর্য্য কৃষ্ণ আপনে না জানে। কেমন মাধুর্য্য রাধা করে আস্বাদনে॥ সে মাধুর্য্য দেখি রাধা কত পান সুখ। এতিন জানিতে কৃষ্ণ হইলা উন্মুখ॥ বহু যত্ন কৈল তভু আস্বাদ না হৈল। তেঞি রাধা ভাব কান্তি অঙ্গীকার কৈল॥ সে ভাবে ভাবিত হঞা আপন মাধুর্য্য। আস্বাদিয়া সিদ্ধ কৈল মূল তিন কার্য্য॥ সর্ব্ব লোক বলে কৃষ্ণ জীব নিস্তারিতে। কৃপা করি অবতীর্ণ হইলা কলিতে॥ এসব সন্দর্ভ জানে অন্তরঙ্গ যেই। কৃষ্ণ গৌর বর্ণে অবতীর্ণ হৈলা তেঁই॥ ফাল্গুণের পৌর্ণমাসী তিথি করি ধন্য। নবগ্রহ সুপ্রসন্ন ছাড়িয়া বৈগুণ্য॥ বিক্রমাদিত্য শাকে চৌদ্দ শত সাত। তাতে শচী গৃহে গৌর হইলা সাক্ষাৎ॥ সিংহরাশি চন্দ উপরাগ সেই কালে। ত্রিভুবনে লোক হরি হরি ধ্বনি বলে॥ উপরাগ ছলে হরি ধ্বনি আগে করি। অবতীর্ণ হৈলা নবদ্বীপে গৌরহরি॥ অধর্ম্ম কহেন এহ ভ্রম সে তোমার। লোকে হরি বলে তাহে কি সিদ্ধ অবতার॥ সহজেই লোকে হরি বলে রাহু দেখি। ইহাতে কি দ্বিজ শিশু কৃষ্ণ বলি লিখি॥ জন্ম কর্ম্ম

তাঁহার হরি ধ্বনি গ্রহ লক্ষ। কাকতালীর ন্যায় তুমি করহ প্রত্যক্ষ॥ উড়ি যায় কাক বৃক্ষ হৈতে তাল পড়ে। সে তাল আঘাতে যদি কাক পক্ষ মরে॥ তালের কি পুরুষার্থ তাহাতে গণন। তেমতি আপনি হরি ধ্বনি সংঘটন॥ শুনহ তোমার মহা প্রতাপ তা হয়। মহা মহা দিগ্বিজয়ী কতেক সহায়॥ অতি উচ্চ তোমার সে চির বদ্ধ মূল। যার ভয়ে ত্রিভুবন হইল ব্যাকুল॥ দ্বিজ বংশ কড়ম্ব সে নদীয়া জনম। তারে কল্প ভয় এ তোমার অতি ভ্রম॥ কলি কহে যথার্থ শুনহ মোর ঠাঞি। ছোট বড় ভাব এই ঈশ্বরেতে নাঞি॥ স্বঅংশে প্রকাশ হন যাঁহারা যাঁহারা॥ কাল দেশ বয়েস অপেক্ষা নাহি তাঁরা॥ প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠে বাল সূর্য্য বলি। জাতমাত্র অন্ধকার নাশয়ে সকলি॥ তেমতি শ্রীগৌর চন্দ্র শিশু রূপ লীলা। তাহাতেই আমারে প্রভাব হীন কৈলা॥ হেন না করিহ মনে নিঃসহায় ইনি। এই গৌরচন্দ্র অবতার রত্ন খনি॥ নিজ জন্ম পূর্ব্বে যত পার্ষদ নিচয়। তাঁ সভার পৃথিবীতে করাইয়া উদয়॥ এই যে দেখিতেছ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য। সাক্ষাৎ শঙ্কর ইহোঁ জ্ঞাত সর্ব্ব কার্য্য॥ এই নিত্যানন্দ চন্দ্র অবধূত বেশ। সঙ্কর্ষণ ইহোঁ যাঁর অংশ হন শেষ॥ আর এই দেখ যে পণ্ডিত শ্রীনিবাস। নিশ্চয় জানিহ শ্রীল নারদ প্রকাশ॥ শ্রীকান্ত শ্রীপতি রাম তিন সহোদর। বাল্য কাল হৈতে তাঁরা নিত্য সহচর॥ শ্রীআচার্য্যরত্ন হরিদাস শ্রীমুরারি। গঙ্গাদাস গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥

বিদ্যানিধি বাসুদেব আচার্য্য মুকুন্দ। বক্রেশ্বর দামোদর শ্রীজগদানন্দ॥ শ্রীনৃসিংহ শুক্লাম্বর আদি ভক্তগণ। বাল্য হৈতে বন্ধু নবদ্বীপ বাসীহন॥ নানা ভাব বিলাসের রসজ্ঞ প্রেম স্থান। সভেই আইলা জগৎ করিতে পরিত্রাণ॥ এইসব ভক্ত শ্রীল গৌরাঙ্গ সহায়। যা সভার দর্শনে জীব প্রেম রত্ন পায়॥ অধর্ম্ম কহেন হউ পার্ষদ নিচয়। এহ যে ঈশ্বর তাঁহা কি রূপ নির্ণয়॥ কলিরাজ কহে সর্ব্ব জনান্তঃকরণ। আকর্ষয়ে ঈশ্বরের বিশেষ লক্ষণ॥ আপনে আনন্দ-ময় সর্ব্ব লোকে তথি। আনন্দিত করে যেই ঈশ্বর শকতি॥ ধনবন্ত জন যেন নির্দ্ধন জনেরে। নিজ ধনে ধনী করিবারে তারে পারে॥ ইহোঁযে ঈশ্বর তাহা ইহাতে জানিল। বাল্যেই সকল চিত্ত চমৎকার কৈল॥ বাল্যকালে শচী কোলে খেলে গৌরচন্দ্র। দেখিতে আইসে লোক পরম আনন্দ॥ বাক্য সব কহে সর্ব্ব শাস্ত্র সারোদ্ধার। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যেতে সর্ব্ব লোকে চমৎকার॥ আকৃতি প্রকৃতি স্নিগ্ধ মধুর বিদ্বান। ইত্যাদি অগণ্য গুণ গণ অধিষ্ঠান॥ যে দেখে সে নেত্র মনঃ নারে ফিরাইতে। সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি হয় সর্ব্ব চিত্তে॥ শিশু রূপে হেন গুণে গুণী যিঁহো হন। তাঁহারে ঈশ্বর না বলিব কোন্ জন॥ অধর্ম্ম কহেন তুমি চঞ্চল নহিও। প্রকৃষ্ট যে কোন্ জীব বলি তারে কহিও॥ যাঁর কিছু গুণ দেখ সে যদি ঈশ্বর। তবে এই পৃথিবীতে ঈশ্বর বিস্তর॥ কলি কহে না বুঝিয়া এমত না কহ। শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকে বুঝি মনঃ দেহ। বিভূতি সম্পত্তি

তেজঃ থাকে যে জনার। কৃষ্ণবাক্যে তারে জান অংশ অবতার॥ উদ্ধব অর্জ্জুনেরে কৃষ্ণ কহিলা স্থানে স্থানে। বিভূত্যাদি যুক্তে মোর অংশ জান মনে॥

তথাহি

যদ্যদ্বিভূতি মৎসত্ত্বং শ্রীমদুর্জ্জিত মেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মমতেজোহংশ সম্ভবং॥

পয়ার॥ সেইমত অনন্ত গুণ গণ অধিষ্ঠান। তাতে জানি গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভগবান॥ আমরাহ ভগবত্ত্বে হৈয়াছি প্রমাণ। জীব হৈতে মোর নহে ভয়ের উত্থান॥ অধর্ম্ম কহেন কিছু তটস্থ হইয়া। বিবাহ করিল তিঁহ শুনিঞাছি ইহা। মনুষ্যের কন্যা যিহোঁ বিবাহ করিল। বল দেখি সে কেমনে ঈশ্বর হইল॥ কলি কহে বিবাহ করিল সত্যহয়। তাঁর প্রিয়া মনুষ্যের কন্যা কভু নয়॥ জগতে যখন হয় ঈশ্বরাবতার। তাঁর শক্তি লক্ষ্মী আইসে উদ্দেশে তাঁহার॥ ঈশ্বর যেমন নর লক্ষ্মী তেন নারী। তাঁরে বিবাহ কৈল তাহে কোন দোষ ধরি॥ শাস্ত্রেতে কহেন দেব রূপে দেবী রমা। মনুষ্যত্বে মানুষী হয়েন অনুত্তমা॥ সেই লক্ষ্মী অঙ্গীকরি তবে কথোদিনে। অন্তর্দ্ধান করাইল কি ইচ্ছা কে জানে॥ লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান কৈলে সনাতন কন্যা। পৃথিবীর অংশ রূপা রূপে গুণে ধন্যা॥ বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁরে বিবাহ কৈল ভগবান। নবীন যৌবন তাঁর হয় বিদ্যমান॥ আপনেও যুবা তভু তাঁহারে ছাড়িয়া। জীবেরে বৈরাগ্য ধর্ম্ম শিক্ষার্থ লাগিয়া॥ সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ যাত্রা ব্যাজ করি॥ জীব উদ্ধারিব কৃপা

করি গৌর হরি ॥ ইহাঁর অগ্রজ ছিলা বিশ্বরূপ নাম। সঙ্কর্ষণ রূপ তিঁহ সর্ব্ব গুণ ধাম॥ বিবাহের যত্ন তাঁর পিতা মাতা কৈলা। বিবাহ না করি তিঁহ সন্ন্যাসী হইলা॥ কথোদ্দিন তীর্থ ভ্রমিলেন পৃথিবীতে। আপনার তেজঃরাখি ঈশ্বরপুরীতে॥ অন্তর্দ্ধান কৈলা তিঁহ কি ভাবি অন্তর। গৌর বিশ্বরূপ দোঁহে মহা মহেশ্বর॥ শুনিঞা অধর্ম্ম বলে শুন মহারাজ। গৌরহরি নাম লৈয়া কিছু নাহি কায॥ আমার কষ্টের হেতু ইহাঁ হৈতে বড়। অন্য নাহি এতদিনে জানিলাঙ দৃঢ়॥ মনো গ্লানি অঙ্গ ভঙ্গে ইন্দ্রিয় না চলে। স্মৃতি হানি ধৈর্য্য হানি প্রাণ কেমন করে॥ বল সখা কি উপায় করি যে সংপ্রতি। গৌরাঙ্গের নামে মোর সর্ব্ব স্বর্থ ক্ষতি॥ অধর্ম্মের শত্রু রূপ গৌরাঙ্গের নাম। জানিলাম সে প্রসঙ্গে কিছু নাহি কাম॥ কলি কহে তুমি যে জানিলে সেহো ভাল। ভালরীতে জান গুণ গাই পুনঃতার॥ ঈশ্বরের সনে তুমি আস্পর্দ্ধা যে কর। আমি নিষেধিলে মোর বাক্য নাহি ধর॥ গৌরাঙ্গের নাম গুণ তাঁর লীলা কথা। ইহাঁ বিনে অধর্ম্মের কে করে অবস্থা॥ অধর্ম্ম বলেন ভাল করিব উপায়। যে রূপে গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাভব হয়॥ মো সভার হইবেক পরম কল্যাণ। কলি কহে বল কিবা করিবে বিধান॥ অধর্ম্ম বলেন আছে ছয় পাত্র বর। কামাদি তার কিছু নাহিক দুস্কর॥ যার বাহু বলে হৈতে এতিন ভুবন। এক ছত্র হৈল প্রায় তোমার এখন॥ দিগ্বিজয়ে তাহারা গিয়াছে ছয় জন। প্রায় তারা জিনিলেক এতিন

ভুবন ॥ এক জনে এক দিগ বিজয় করিয়া। আইলা সম্প্রতি তুমি মনে জান ইহা ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ মদ মৎসর। তুমি তা সভার রাজা তাহারা কিঙ্কর॥ এক কালে ছয় পাত্র দিয় পাঠাইয়া। গৌরাঙ্গেরে যেন পরাভব করে গিয়া ॥ তা সভার পরাক্রম কহিব তোমায়। জ্ঞানী যোগী ব্রহ্মচারী সভারে ভুলায়॥ পদ্মযোনী ব্রহ্মা যার বাহু বল হৈতে। কন্যা উপগত হৈলা উনমত্ত চিতে॥ শঙ্কর মোহিত হৈয়া ভবানী ছাড়িয়া। মোহিনীর পাছু২ বুলিলা ধাইয়া ॥ আর যে নৃপাদি জীব তারে কে গণয়। সহজেই তাহারা স্ত্রীর ক্রীড়া মৃগ হয় ॥ ত্রিভুবন বিজয়ী যাঁহার খ্যাতি ডাক। তার স্থানে গৌরাঙ্গাদি কোন বাবরাক ॥ সেই কামাদি এখনি পাঠাব সাজাইয়া। স্ত্রীর বশ করি যেন রাখে ভুলাইয়া॥ কলি কহে সখা তুমি বড়ই অজ্ঞান। জীবাধমে ভগবানে করহ সমান॥ এই গৌর চন্দ্র ধর্ম্ম মূর্ত্তি পত্নী গর্ব্ভে। অংশ ক্রমে অবতীর্ণ হৈয়াছিলা পূর্ব্বে ॥ নর নারায়ণ নাম হৈয়া মূর্ত্তি হৈলা। বদরিকাশ্রম দোঁহে তপস্যাতে গেলা ॥ তপস্বী দুই জন দেখি ইন্দ্র পাইল ভয়। তপ করি মোর পাছে ইন্দ্রপদ লয় ॥ দুই জনার তপ ভঙ্গ হয় কোন মতে। এত ভাবি কামে ডাকি আনিল সাক্ষাতে ॥ কামেরে পাঠাইলা ইন্দ্র বদরিকাশ্রম। নর নারায়ণ তপ ভঙ্গের কারণ ॥ সঙ্গে দিল তার দিব্য অপ্সরার গণ। ভ্রমর কোকিল আর দক্ষিণ পবন ॥ ইন্দ্র বাক্য নারায়ণ জিনিবার তরে। বদরিকাশ্রম গেলা অতি অহঙ্কারে ॥ বসি-

য়াছেন দুই প্রভু জগত জীবন। মন্দ মন্দ হাস্য শোভে প্রফুল্ল বদন ॥ কাম যাই পঞ্চবাণ করিল সন্ধান। অপ্সরা নাচয়ে ভৃঙ্গ কোকিলের গান ॥ তাহা দেখি নারায়ণ হাসিতে লাগিলা। সভারে আতিথ্য করি কহিতে লাগিলা ॥ আমার আশ্রম ধন্য কর আজি রহিয়া। দেবরাজ তো সভারে দিল পাঠাইয়া ॥ এত বলি আপনার উরুদেশ হৈতে। বিস্তর অপ্সরা সৃষ্টি করিলা ত্বরিতে ॥ তা সভা সাক্ষাতে যত ইন্দ্রের অপ্সরা। বড়ই নিকৃষ্ট হৈল দাসী গণ পারা ॥ তারে কি দিবেন মোহ আপনে মোহিত। অপ্সরার সঙ্গে কাম বড়ই লজ্জিত ॥ তবে নারায়ণ হাসি কহিল কামেরে। এক অপ্সরারে লৈয়া যাহ স্বর্গপুরে ॥ দেবরাজে দেহ লৈয়া এই আজ্ঞা পাইয়া। এক জনে লৈল কাম ইন্দ্রের লাগিয়া ॥ উর্ব্বশী হইল নাম উরু জন্ম হৈতে। তারে লৈয়া কাম গেলা ইন্দ্রের সাক্ষাতে ॥ আদ্যন্ত সকল কথা কহিল বিস্তারি। ইন্দ্রের বিস্ময় হৈল তাহা শ্রবণ করি ॥ স্বর্গের ভূষণ রূপ উর্ব্বশী হইয়া। ইন্দ্র স্থানে কাম আদি ফাঁফরে পড়িয়া ॥ জগৎ মোহন হরি তাঁহারে মোহ দিতে। দেহধারী জীবে পারে ইহা কর চিত্তে ॥ তথাপিহ আমি কহিয়াছি তা সভারে। গৌরাঙ্গের নিজ বশ করিবার তরে ॥ তারা বলে আমরা এখন না পারিব। যুবক হইলে কামে ভুলায়ে রাখিব ॥ সেহো অসম্ভাব্য বলি মোর মনে লাগে। কামাদি কেবা হয় ক্ষুদ্র গৌরাঙ্গের আগে ॥ নবীন কিশোর যেই অসম্ভব হৈল।

সেই লক্ষ্মী সম কান্তি রমণী ছাড়িল ॥ বিষ্ণু প্রিয়া ছাড়ি গেলা গয়া করিবারে। জনকের পিণ্ড দিল মনুষ্য আকারে ॥ দৈব বশে সেই কালে শ্রীঈশ্বরপুরী। গয়া গিয়াছিলা মহা ভক্তি অধিকারী ॥ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পরম মহান্ত। দশাক্ষর মন্ত্র তাঁর উপাস্য একান্ত ॥ সেই মন্ত্র দিলা তিঁহ ঈশ্বরপুরীরে। সেই মন্ত্র পাইয়া প্রেম সমুদ্রে বিহরে ॥ শিক্ষা গুরু গৌর চন্দ্র তাঁরে গুরু করি। পুরী স্থানে লৈলা সেই মন্ত্র দশাক্ষরী ॥ জিতেন্দ্রিয় শিরোমণি শ্রীগৌর সুন্দর। মন্ত্র লৈয়া আইলা পুনঃ নদীয়া নগর ॥ গৃহে আসি নদীয়ার প্রিয় সংপ্রদায়। শ্রীনিবাস হরি দাস শ্রীঅদ্বৈত রায় ॥ রায় আদি সঙ্গে করি নিরবধি গান। নিত্য উচ্চ রোদনে পাষাণ গলি জান ॥ নৃত্য করে যবে কৃষ্ণ করি অনুনয়। দুনয়নে জল যেন গঙ্গা ধারা বয় ॥ তিন লোক ভাসাইল আনন্দ সাগরে। লক্ষ্মী হেন রমণীরে দৃক্‌পাত না করে ॥ কাম কোন্ বরাক বা কি করিব তারে। সদা বিহরেণ ভক্তি আনন্দ সাগরে ॥ অধর্ম্ম বলেন যদি কাম তাঁরে নারে। ক্রোধ হাঁকি দিব তবে গৌরাঙ্গ উপরে ॥ শম দম নিয়ম ধারণা ধ্যান যোগ। করিল যতীন্দ্র সব ছাড়ি নানা ভোগ ॥ নিস্কাম হইয়া মহা তপস্যা করিল। বার্ত্তা অনুরূপ পরমেষ্টাদি মানিল ॥ কাম আদি শত্রু যত তারে করি জয়। ক্রোধ যুক্ত হৈয়া তারা কলি বশ হয় ॥ সে ক্রোধ জিনিতে শক্তি কোন জনা ধরে। সেই ক্রোধ পাঠাইব গৌরাঙ্গ উপরে ॥ কলি কহে ক্রোধ কোন বরাক তাঁর আগে। তোমার বচন

মোরে উপহাস লাগে ॥ মহাপাপী জীব যেই তার দেহ হৈতে। কাম ক্রোধ আদি যায় গৌরাঙ্গ ইচ্ছাতে ॥ তাহা শুন কহি যে করিল অনুভব। নবদ্বীপে থাকে দুই অধম বাড়ব ॥ জগাই মাধাই নাম অতি পাপাচার। মনঃ দিয়া শুন দোষ কহিয়ে তাহার ॥ বিপ্র জাতি নবদ্বীপে দুই সহোদর। ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম বিধর্ম্ম তৎপর। দস্যু বৃত্তি আরম্ভিল দুই সহোদর ॥ ডাকা চুরি বাটপাড়ি করে নিরন্তর ॥ মদ্য খায় মদ্যপের সঙ্গে সদা থাকে। ব্রাহ্মণ গবাদি বধ করে লাখে২ ॥ ব্রাহ্মণ্যাদি পতিব্রতা জাতি ধ্বংস করে। নানাস্ত্র ধরিয়া নির্ভয় হইয়া ফিরে ॥ জগাই মাধাই যেই দিগে চলি যায়। সে দিগের লোক সব মহা ভয় পায় ॥ পঞ্চম মহাপাপে পরিপূর্ণ কলেবর। কুকর্ম্ম কমঠ অসদ্বাক্য নিরন্তর ॥ সকার বকার শব্দ করে সর্ব্বদায়। সন্ধ্যা বন্দনাদি বেদ পাশ নাহি যায়। দুই জনা দেখি লোক করে হাহাকার। মরিলে নরক হৈতে নহিব উদ্ধার ॥ এই রূপে নবদ্বীপ ভ্রমে দুই জন। দৈবে এক দিন গৌরাঙ্গ সঙ্গে দরশন ॥ দোঁহা দেখি গৌর চন্দ্রের করুণা জন্মিল। দোহাকার জন্ম কর্ম্ম লোকে জিজ্ঞাসিল ॥ লোক কহিলেক পূর্ব্ব সিদ্ধ সকল। শুনি করুণাতে আঁখি করে ছল ছল ॥ এই দুই জনার আজি উদ্ধার করিব। পতিত পাবন নাম তবে সে ধরিব ॥ এত ভাবি দুই জনে ডাকিল আপনি। নিকটে আনিয়া কহে গৌর গুণমণি। যত যত পাপ কৈলে হৈয়া

সাবধান। সে সকল পাপ মোর হস্তে দেহ দান ॥ ইহা শুনি দুই জনে হৈল চমৎকার। স্থগিত হইয়া মনে করেন বিচার ॥ কে বটে এ বিপ্র কেনে মোর পাপ চায়। লয়ত ভালই হয় দিব সর্ব্বথায় ॥ এত ভাবি বলে দিব পাতক সকল। দুই ভাই ইহা বলি হস্তে নিল জল ॥ দিলাম বলিয়া পাপ দিল প্রভু হাতে। করুণায় প্রভু কৈল শুভ দৃষ্টি পাতে ॥ দোঁহার শরীর হৈল পরম উজ্জ্বল। সর্ব্বাঙ্গে উদয় কৈল পুলক মণ্ডল ॥ চারি পাঁচ অশ্রুধার দুই চক্ষে বহে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গদ্গদ বাক্য কহে ॥ প্রভু আগে উচ্চৈঃস্বরে কান্দয়ে প্রচুর। কাম ক্রোধ আদি দোষ সব গেল দূর ॥ মহা ভাগবত দশা পাইল দুই জন। দেখি সব জনের দুস্থিত হৈল মনঃ ॥ চিত্তার্পিত হেন লোকে হৈল মত-কার। গৌরচন্দ্র হেন পাপী করিল উদ্ধার ॥ হেন পাপী যে উদ্ধারে সেইত ঈশ্বর। লোকে বলে গৌর-চন্দ্র কভু নহে নর ॥ সর্ব্ব পাপহর গৌর করুণা কটাক্ষ। দৃষ্টিপাত ক্ষয় মহাপাপ পক্ষি পক্ষ ॥ অন্যের ক্রোধাদি যার দৃষ্টিপাতে যায়। ক্রোধ বশ করিব সে কি বিচিত্র তায় ॥ হেন কালে নেপথ্যে আনন্দ কোলা-হল। কলিরাজ কর্ণ দিয়া শুনিল সকল ॥ কলি কহে সখা তুমি কিছু কি শুনিলে। কুতূহল কোলাহল শ্রীবাস মণ্ডলে ॥ তেঞি অনুমান করি আজি এই ঠাঞি। করিব কি অপূর্ব্ব লীলা চৈতন্য গোসাঞি ॥ পুনর্ব্বার বেশ স্থলে উলু উলু ধ্বনি। বিবিধ বাদ্য যে বাজে সুমধুর শুনি ॥ শুনি কলি ভাল রূপে করিল নির্ণয়। অধর্ম্মের প্রতি

তাহা ব্যক্ত করি কয়॥ যে করিল অনুমান অন্যথা না হয়। মহা মহোৎসব আজি শ্রীবাস আলয়॥ দেখ দেখি ভূমিসুর সুরনারী গণ। একত্র উলুলু দেয় উল্লাসিত মনঃ॥ ভক্ত গণ মনঃ তোষে জয়ধ্বনি বোলে। বাদিয়ে সকলে নানাবিধ বাদ্য করে॥ বিশঙ্খল শঙ্খঘণ্টা বাজিছে রসাল। শ্রবণে প্রবেশ যেন সুধারস ধার॥ এক কালে এতেক মঙ্গল সমুদয়। অতএব কোন্ মহোৎসব রসময়॥ এ উৎসব আজি চল অবশ্য দেখিব। দেখিয়া নয়ন দুই সফল করিব॥ এথা শ্রীনিবাস গৌরহরি পাঞা ঘরে। নিজ ভ্রাতৃ গণে কহে আনন্দ অন্তরে॥ শুন রাম অর্ঘ্যের সামগ্রী তুমি কর। অষ্টোত্তর শত ঘট শ্রীপতি আহর॥ শ্রীকান্ত কহগা তুমি বিপ্র নারী গণে। নবঘট গঙ্গাজল বহি যেন আনে॥ কলি কহে জানিলাম পরম উল্লাস। সহোদর সঙে কহিছেন শ্রীনিবাস॥ আজি গৌরচন্দ্র ভক্ত ভাব পরিহরি। মহা মহেশ্বরাবেশে ঐশ্বর্য্য স্বীকরি। বিশ্বম্ভর দেব বসি প্রকট প্রভাব। অভিষেক করেন শ্রীবাস মহাভাগ॥ অধর্ম্ম বলেন যদি স্বয়ং ভগবান। আবেশ কেমন শুনি বিরুদ্ধ বন্ধান॥ কলি কহে নিত্য যেন ঈশ্বর ঐশ্বর্য্য। তেমতি তাঁহার নিত্য আছেন মাধুর্য্য॥ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই ঈশ্বর অধীন। যেমন কৌতুক দেয়া দেন যেই দিন॥ কথন লৌকিক লীলা কথন ঐশ্বর্য্য। তথাপি ঐশ্বর্য্য হৈতে মাধুর্য্য সে বর্য্য॥ পুনঃ কলি শ্রীবাস মন্দির পানে চায়। দেখে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর দেবরায়॥ রবি করে মিশে হেম

শিখরে শিখর। ইলাবৃত বর্ষে যেন করেন ভাস্কর ॥ এমনি শ্রীবিশ্বম্ভর অঙ্গের কিরণে। ঝলমলি উঠিয়াছে শ্রীবাস ভবনে ॥ বৃন্দ বৃন্দ আনন্দ নিস্পন্দ গৌর চন্দ্র। ঐশ্বর্য্য আবেশ অতি উন্মত্তের বন্দ॥ বিজুরীর পুঞ্জ যেন শীঘ্র গতি যায়। আকস্মিক তৈছে লম্ফ দিয়া গৌররায় ॥ ঈশ্বরের মন্দিরে উঠিয়া দেখি তায়। শালগ্রাম গোপালাদি মূর্ত্তি সমুদায় ॥ পালঙ্ক হইতে সব পেলি এক পাশে। আপনে পালঙ্কে বৈসে ঈশ্বর আবেশে ॥ তা দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দ অন্তর। আনন্দাশ্রু পুলক পূর্ণিত কলেবর ॥ পরম সংভ্রমে সভে চতুর্দ্দিগে ধায়। পূর্ব্বোদ্দিষ্টে পূজার সামগ্রী লৈয়া যায়॥ পূজার সামগ্রী ঘরে লৈয়া যায় সবে। ইন্দ্রিয়ের অনন্ত পাটব হৈল তবে॥ বিষয় বাসনা হীন বৈষ্ণব সকল। গৌরচন্দ্র বলিতে নয়নে বহে জল॥ গৌরাঙ্গের চারি দিগে বেড়িল আসিয়া। জয় জয় ধ্বনি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত বলে শুনহ রামাঞি। গঙ্গাজল সুগন্ধি করহ তুমি যাই ॥ অভিষেক সামগ্রী মুকুন্দ তুমি কর। বস্ত্র মাল্য ভূষাদি আনহ গদাধর॥ খট্টার উপরে বসিয়াছে গৌরহরি। আপনে গৌরাঙ্গ অভিষেক আমি করি॥ কলি কহে দেখ সখা পরম আনন্দ। সুমঙ্গল ঘট হাথে বিপ্র নারী বৃন্দ ॥ কেহ ফিরি আইসে ঘরে কেহ যায় তীরে। গঙ্গাজল বহে সভে আনন্দ অন্তরে॥ গৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়্যা কয়্যা। কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেত্র বাইয়া॥ খসিয়া পড়য়ে কেশ তাহা না সম্বরে। কপোলে রোমাঞ্চ গায়

কম্প ভাব ভরে ॥ কি অদ্ভুত স্ত্রী পুরুষ সভে হরষিত। কেহ স্তব পড়ে কেহ কেহ গায় গীত ॥ অধর্ম্ম বলেন সখা আর চিন্তা নাঞি। কামে উন্মত্ত জল লৈয়া যাইছে বাই ॥ অদ্ভুত না বল এই সাজিল অনঙ্গ। গৌরাঙ্গে জিনিব তুমি রস্যা দেখ রঙ্গ ॥ যেথানে যেথানে মৃগলোচনার ক্রম। সেথানে সেথানে হয় মদন বিক্রম ॥ আপনার বৃদ্ধিকারি সেনাগণ বিনে। সেনাপতি যুদ্ধে নাহি চলে কোন থানে ॥ উন্মত্ত করেছে নব যুবতী সকল। পঞ্চবাণ লৈয়া যাইছে কাম মহাবল ॥ যুবতী যুবক প্রতি সেবা আদি যেই। নিশ্চয় জানিহ মদনের হেতু সেই ॥ কলি কহে যুবতী যুবকে কিবা করে। রতি লুব্ধ মনঃ হয় তবে ক্ষোভ ধরে ॥ সেনহিলে অপরাধ না করে আকার। ঈশ্বরের সেবাতে সভার অধিকার ॥ ওথা পুরুষোত্তম মন্ত্র পঢে ভক্ত গণ। গৌরাঙ্গ মস্তকে জল দেয় হৃষ্টমনঃ ॥ জল ঢালে মস্তকে চৌদিগে ধারাবয়। কি অপূর্ব্ব শোভা সেই তাহাকে বর্ণয় ॥ স্বর্গগঙ্গা যৈছে ব্রহ্ম কমণ্ডলু হৈতে। পড়িলা সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতে ॥ চতুর্দ্দিগে চতুর্দ্ধারা পড়িলা যেমন। গৌর অঙ্গে জলধারা বহিছে তেমন ॥ অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজল শিরে। শ্রীবাস ঢালিয়া দিলা আনন্দ অন্তরে ॥ সর্ব্বাঙ্গের জল মুছি উত্তমবসন। পরাইয়া নানা গন্ধ করিল লেপন ॥ সর্ব্ব অঙ্গ সাজাইল রত্ন অলঙ্কারে। কেহ দুই চরণ ধৌত করেন সত্বরে ॥ দিব্য কলধৌত যেন জ্বলন শোধিত। ঐছে গৌর চন্দ্র অঙ্গ হইল শোভিত ॥ পরম ঐশ্বর্য্য প্রকাশিলা

গৌরচন্দ্র। অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সর্ব্ব ভক্ত বৃন্দ ॥ শ্রীচরণ পঙ্কজ সভার শিরে দিল। অদ্বৈতাদি নানা উপায়ন সমর্পিল ॥ কেহ স্বর্ণ কেহ বস্ত্র কেহ নীল-মণি। স্তব করে ভক্ত গণ করি জয় ধ্বনি ॥ অধর্ম্ম বলেন সখা লোভ কে ডাকিয়া। গৌরাঙ্গকে ভুলা-ইতে দেহ পাঠাইয়া ॥ ধৈর্য্য ধ্বংস করে মুখ্য সুখো-দ্দেশি হয়। লজ্জা দূর করে কাহো হৈতে নহে জয় ॥ অন্যের কা কথা বিষ্ণু সমুদ্র মথনে। লক্ষ্মী কৌস্তুভেতে লোভী হইলা আপনে ॥ কলি কহে এহো নহে তেমন বন্ধান। না কহে না শুনে কিছু না মিলে নয়ান ॥ নিজা-নন্দে স্তিমিত হইয়া মাত্র আছে। ক্ষণেক্ষণে মহাতেজঃ শ্রীঅঙ্গে উঠিছে ॥ অধর্ম্ম বলেন সখা মদের এই রীত। কারে না অজ্ঞান করে মদের চরিত ॥ অমুকের মুক করে অনন্ধকে অন্ধ। অবধিরে করি রাখে বধিরের বন্ধ ॥ সুমনাকে বিমনা করিয়া মদে রাখে। মদে মত্ত গৌর আছে কহিল তোমাকে ॥ আর কিছু চিন্তা নাঞি এক অবসরে। কাম ক্রোধ আদি তারা যাব ধীরে ধীরে ॥ তুয়া পায়ে গুপ্তে গৌরে আছেন মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্যের কার্য্য সব পরম আশ্চর্য্য ॥ অন্যের উৎকর্ষ সেই সহিতে না দেন। মনেতে কাপট্য ক্রৌর্য্য মালিন্য করেন ॥ যাতে থাকে যার অঙ্গ দগধে সকল। বৃক্ষ যেন দহেন কোটরস্থ অনল ॥ যার মনে মাৎসর্য্য সে করেন বিশ্রাম। লোকে খ্যাত হয় তার খল বলি নাম ॥ যুগরাজ সনে তথা কহিছে অধর্ম্ম। এথা শ্রীনিবাস অদ্বৈতেরে কহে মর্ম্ম ॥ একাসনে

বসিয়া গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। ক্ষণ প্রায় বসিয়াছে আঠার প্রহর॥ সে আনন্দময় দেবে মোরা ক্ষুদ্র জন। কিবা উপহার দিয়া করিব পূজন॥ অতএব আমরা করিয়া সমবায়। স্তব করি যেন প্রভুর বাহ্য হয়॥ যদ্যপিহ স্বতন্ত্র পরমানন্দ হন। তথাপি বাৎসল্যে রাখে ভক্তের বচন॥ কলি কহে সখা তুমি শুনিলে শুনিলে। কেবল ঐশ্বর্য্য ভক্ত সহিতে না পারে॥ অধর্ম্ম কহেন সখা সকল শুনিলু। অন্তর্বর্ত্তী মোহ মদ তাহো সে জানিলু॥ সহজ আনন্দ যদি হয় বিশ্বম্ভরে। তবে সে আনন্দ ত্যাগ করিতে না পারে॥ অতএব মদে করে কপট করিয়া। বিশ্বে তৃণ জ্ঞান করি আছেন বসিয়া॥ নিজ জনে যদি তার মোহ নাহি থাকে। তবে কেনে যত্ন করি ভক্তগণ রাখে॥ কলি কহে ভকত বৎসল এই গুণে। ভক্তের বচন প্রভু সর্ব্বকাল শুনে॥ অধর্ম্ম বলেন যদি ক্ষুদ্র জন হয়। তবে তারে লোক সভে মোহ বলি কয়॥ মহজ্জন হৈলে বাৎসল্য বলে তারে। তোমা সকলের বাক্য বুঝিতে দুস্করে॥ কলি কহে বড় অজ্ঞ জানিল তোমারে। জীবের বিচার তুমি ঘটাহ ঈশ্বরে॥ ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র বিচার সে জীব গত হয়। ঈশ্বর সে এক রূপ পরানন্দময়॥ পুনর্ব্বার দেখে কলি শ্রীবাস মন্দিরে। এক কালে অদ্বৈতাদি প্রণিপাত করে॥ চারি ভাই শ্রীনিবাস আর বধূগণ। দণ্ডবৎ প্রণাম করিছে সর্ব্ব জন॥ অতএব জানিল গৌরাঙ্গ ভগবান। নিজানন্দ তন্দ্রা ছাড়ি মিলিলা নয়ান। দেখ দেখ

কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। ভক্ত গণে কহে মেঘ গভীর সুস্বর॥ শ্রীপদ পঙ্কজ শিরে করিয়া অর্পণ। আমাতে থাক্‌ক চিত্ত বলিছে বচন। অশ্রু কম্প পুলক পূর্ণিত ভক্তগণ॥ উল্লাস কৌতুক রসে করেন সীৎকার। পরানন্দ তন্দ্রা পাইল ভক্ত পরিবার॥ এই দিগে সভাই আসিব অতঃপর। আমরাহ চিন্তহ পলাব স্থানান্তর॥ অধর্ম্ম বলেন আগে চিন্ত মোর স্থান। কলি কহে চিন্তিয়াছি কহি বিদ্যমান॥ বিদ্যা শীল তপ কুলাশ্রম আদিযুত। শান্ত দান্ত একান্ত যদ্যপি গুণাবৃত॥ হেন জন হৈয়া যদি গৌরাঙ্গ চরিত॥ নিন্দা করে তবে সেই অধম নিশ্চিত॥ সে সব লোকেতে তুমি বাস কর সুখে। তুয়া পত্নী মৃষা বহু বহির্ম্মুখ মুখে॥ তোমার অনুজ দম্ভ তার স্থান হন। শুষ্ক কর্ম্ম কুশল কেবল যে যে জন॥ স্ত্রী পুত্র সহিত তিন স্থানে থাক গিয়া। খেদ না করিহ মনে আনন্দ পাইয়া॥ অধর্ম্ম বলেন যেই রুচিল তোমারে। কলি আর অধর্ম্ম গেলেন স্থানান্তরে॥ নাটক শাস্ত্রের এই বিষ্কম্ভক হয়। প্রেমদাস বলে এ প্রসঙ্গ সুখময়॥ ১॥ *॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে
কলি অধর্ম্ম প্রশ্নোত্তরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান
সিদ্ধান্ত সংস্থাপন কথনং নাম
প্রথম অঙ্কঃ॥ ১॥

শ্রীশচী নন্দন প্রভু।

ত্রাণঙ্কুরু।

প্রথম অঙ্ক আনুপূর্ব্বিক।

ত্রিপদী।

ঈশ্বর পালঙ্কোপর, বসিয়াছে বিশ্বম্ভর;
বস্ত্র ভূষা পূর্ণ্ণ কলেবর।
আনন্দ সে নিদ্রা হৈতে, জাগি বসি হর্ষচিত্তে;
ভক্ত প্রতি করুণ অন্তর॥
অদ্বৈতাদি ভক্ত গণ, দূরে করে সংকীর্ত্তন;
অশ্রু কম্প পুলক ভূষিত।
আনন্দে গৌরাঙ্গ হরি, কহিছেন কৃপা করি;
হের আইস বলি যে অদ্বৈত॥
প্রেমামৃত বন্যা দিয়া; আমারে ভাসাইয়া লৈয়া;
গোলোক হইতে পৃথিবীতে।
আনিলে লোকের তরে, প্রেমভক্তি বিলাবারে;
সে বন্যা না পারি নিবারিতে॥
অদ্বৈত অঞ্জলি বন্দে; মুঞি ক্ষুদ্র বলি কান্দে;
কি শক্তি তোমারে আনিবারে।
লোক অনুগ্রহ লীলা, তোমার চিত্তেতে হৈলা;
তেঞি অবতীর্ণ কলিকালে॥
ভাগবতে কুন্তী সতী, কহিল তোমার প্রতি;
শুন নাথ কমললোচন।
পরং হংস মুনিগণ, জ্ঞান মার্গে দৃঢ় মন;
ভক্তিরস না জানে কখন॥

ভক্তি রস শিখাইয়া, তা সভারে দ্রবাইয়া;
আইলা কৃতার্থ করিবারে।
এমত্ত ঈশ্বর তুমি, মূঢ় নারী জাতি আমি;
কি করিয়া জানিব তোমারে॥

তথাহি প্রথমে।

তথা পরম হংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যে মহিস্ত্রিয়ঃ॥

মুনি মনঃ রসযুত, করিবারে নন্দসুত;
করিলেন তিন স্থানে লীলা।
গোকুল মথুরা আর, দ্বারাবতী পরিবার;
শুনি মুনি চিত্ত ভুলি গেলা॥
সে লীলা শ্রবণ গান, সুখে ছাড়ি যোগ জ্ঞান;
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পাইলা সুখ।
সেই সেই লীলা কথা, গাই বুলে যথা তথা;
ভক্তি রসে হইলা উন্মুখ॥
তার মধ্যে বৃন্দাবন, লীলা অতি রম্য হন;
উদ্ধব কহিল তত্ত্ব সব।
ভগবানে গোপী গণ, কৈল ভক্তি প্রবর্ত্তন;
যেই ভক্তি মুনির দুর্লভ॥
মুক্তি মহানন্দময়, নিজ শক্তি গোপী হয়;
তার সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব যেই।
প্রবর্ত্ত করিল ব্রজে, এত দিন ব্রজ মাঝে;
আছিল পরম তত্ত্ব সেই॥
সর্ব্ব পুরুষার্থ আর, ব্যর্থ করে কথা যার;
সে রস করিতে আস্বাদন।

গৌরবর্ণ দেহ ধরি, শচী গৃহে অবতরি;
সদায় আস্বাদ সেই ধন ॥
গণ্ডূষ করিয়া যেন, সুধা সার পিতেছেন;
রন্দ্র দিয়া পড়ে তার কণা।
আমরাহ ভাগ্য বশে, পায়্যা প্রেম কণা রসে
কৃতকৃত্য করিব আপনা ॥
এত বলি মহানন্দে, অদ্বৈত ফুকরি কান্দে;
প্রভু তাঁরে করিল আশ্বাস।
প্রেমদাস দীন কয়, চাহিতে করুণাময়;
সমুখে দেখিল শ্রীনিবাস ॥

পয়ার। শ্রীচৈতন্য ভগবান ঈশ্বর আবেশে। পুনর্ব্বার হাসি কহে পণ্ডিত শ্রীবাসে ॥ অএ শ্রীরাস কিছু স্মৃতি কর তুমি। বাহির হৈত তোমার প্রাণ রাখিল যে আমি ॥ চাপড় মারিয়া তোরে কৈলু সাবধান। স্মৃতি হৈল শ্রীনিবাস বলে বিদ্যমান ॥ মৃত্যু হৈতে আমারে রাখিল কোন্ জন। এই মোর চিত্তে প্রভু আছয়ে স্মরণ ॥ শুনিয়া বিস্ময় সভে হৈলা চমৎকার। প্রভু কহে মূল হৈতে কহত বিস্তার ॥ সে প্রসঙ্গ শুনেন সকল ভক্তগণ। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিবাস কথা কন ॥ যখন না ছিল প্রভু তুয়া অবতার। তখন আমার ছিল বড় দুরাচার ॥ এ ষোড়শ পর্য্যন্ত বৎসর হৈল বয়। মত্ত হঞা ভ্রমি আমি চিত্ত স্থির নয় ॥ দ্বিজ গুরুজনে কভু না করি বন্দন। কাষ্ঠ হেন কঠোর নির্দ্দয় মোর মনঃ ॥ কলহ করিয়া আমি ভ্রমি যথা তথা। সদাই অস্থির বুদ্ধি

সদাই দ্বকথা ।। স্বপ্নেহো কখন কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্ত্তন । না করিলু লোকে বলে এবড় দুর্জ্জন ।। এক দিন অচেতন হৈয়া নিদ্রা যাই । পূর্ব্ব জন্ম পুণ্য ফল ধরিল তথাই ।। সকরুণ কোন মহাপুরুষ আসিয়া । স্বপ্নে হেন আমারে কহিল ডাক দিয়া ।। অএ অএ নিন্দিত ব্রাহ্মণ দুরাচার। কেবা তোরে কহে উপদেশ বাক্য সার । তভু কহি তোরে দেখি সাদ্র চিত্ত মোর । অতঃপর বর্ষ মাত্র পরমায়ু তোর ।। অতঃপর কৃষ্ণ ভজ সাবধান হৈয়া । বৃথা আয়ু ক্ষয় না করিহ মদ পাইয়া ।। এত বলি সেই পুরুষ করিল গমন । জাগিয়া আমার হৈল সুদুস্থিত মনঃ। প্রাতঃকাল হৈতে সেই উপদেশ কথা । সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করি মনে জানিল সর্ব্বথা ।। অল্প আয়ু জানি অতি বিমনা হইনু। পূর্ব্বের চাপল্য যত সব তেয়াগিনু ।। দুঃখিত হইয়া সে দিন কৈলু উপবাস । সেই উপদেশামৃত করিলু আশ্বাস ।। পুরুষের নিঃশ্রেয় সে কি করিলে হয় ! ভাবিতে ভাবিতে হৈল ভাগ্যের উদয় ।। নারদীয় পুরাণে পাইল এই শ্লোক। তাহা পাএগ সুখী হৈলু গেল দুস্থ শোক ।। হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার । অন্যথা কলিতে গতি নাঞি নাঞি আর ।।

তথাহি

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।

পয়ার ।। দনুজ দমন কৃষ্ণ উপদেশ করি । এই শ্লোকে জানিলাম মনেতে বিচারি ।। সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি

নিল নামের শরণ। হরে কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বলি অনুক্ষণ॥ নাম রসে মত্ত আমি পাসরিলু ঘর। লোকে দেখি পরিহাস করয়ে বিস্তর॥ না শুনি লোকের বাক্য শান্ত মনঃ হৈয়া। অন্য বৃত্তি ছাড়ি বুলি কৃষ্ণ নাম গায়্যা॥ দিন গণি মাস গণি হৈয়া অপ্রমাদ। নিকট হইল মৃত্যু অন্তর বিষাদ॥ এই মত বর্ষ গেল মৃত্যু যে আইল। সেই দিন আমি মনে বিচার করিল॥ দেবানন্দ পণ্ডিত পরম বন্ধু জন। নিজ গৃহে ভাগবত করায় অধ্যাপন॥ আজি মৃত্যু দিন মোর অবশ্য মরিব। মৃত্যু দিনে ভাগবত শ্রবণ করিব॥ এত ভাবি গেলু দেবানন্দের ভবনে। প্রহ্লাদ চরিত্র কথা হৈল সেই দিনে॥ প্রহ্লাদ চরিতামৃত শুনিতে শুনিতে। মৃত্যুর সঙ্গত আমি হৈলুঁ আচম্বিতে॥ আনন্দে আছিনু কথা শুনিবার তরে। জ্ঞান নাহি ঢলিয়া পড়িলুঁ সে চত্বরে॥ হেন কালে কেহ এক অপূর্ব্ব শরীর॥ প্রাণ যে আমার হৈয়া গিয়াছিল বাহির॥ পুনঃ তাহা আনি পরমায়ু সঞ্চারিয়া। জীয়াইয়া গেলা মোর মনে পড়ে ইহা॥ জ্ঞান প্রাণ পাইয়ে পুনঃ উঠিনু বসিয়া। সব লোক ঘরে তবে আনিল উঠাইয়া॥ এত শুনি ভক্ত গণে হৈল চমৎকার। গৌর ভগবান তাঁরে কহে পুনর্ব্বার॥ রাত্রি মধ্যে আমি তোরে স্বপ্ন দেখা-ইনু। জীউ দান দিয়া তোরে পুনঃ বাঁচাইনু॥ ইহা শুনি সর্ব্ব গণে হইলা বিস্ময়। হাসি হাসি ভগবান পুনঃ তাঁরে কয়॥ স্পর্শমণিস্পর্শে যেন লৌহ সোনা হৈল। ঐছে তুয়া সেই দেহ এমন হইল॥ তোমাতে নারদ

কর নিবেদন কৈল॥ নিজ অপরাধ হৈতে মনঃ দুঃখে স্বরে। দোঁহারে প্রসন্ন হও নিবেদি তোমারে॥ দুর্ব্বাসনা রূপ সব তাপ বিষ হরে। ভব তাপ তাপিতেরে শীতল যে করে॥ কৃপা মকরন্দ বৃষ্টি করে অনুক্ষণ। নিজগণে পদ্ম গণে করেন গঞ্জন॥ হেন শ্রীচরণ আতপত্র দেহ শিরে। প্রসাদ করহ দুইজন দুস্থিতেরে॥ ইহা বলি মুরারি মুকুন্দ ধরি লৈয়া। অদ্বৈত প্রভুর পদে দিল পেলাইয়া॥ শ্রীচরণ দিলা প্রভু দোঁহার মস্তকে। অনুগ্রহ বাক্য প্রভু কহেন কৌতুকে॥ যশোদা নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। জ্ঞানী যোগী বিষয়ী সুখেতে নাহি পান। পরানন্দ ভক্তি হৈতে সুখে কৃষ্ণ পায়। ইহা বলি কৃপা পূর্ব্ব কহে গৌররায়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নায়ংসুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা সুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি মতামিহ॥

অতঃপর বিজাতীয় বাসনা না কর। দৃঢ করি কৃষ্ণ পাদ পদ্মে মনঃ ধর॥ দণ্ডবৎ হৈয়া দোহে হস্ত যোড় করি। ষষ্ঠস্কন্ধ বৃত্র বাক্য কহেন উচ্চারি॥ শুন হরি তুয়া পদ দাস অনুদাস। পুনঃ পুনঃ হই যাতে অখণ্ড উল্লাস॥ তুমি প্রাণ নাথ সে তোমার গুণ গণ। মনে স্মরি বাক্যে তাই কহি অনুক্ষণ॥

তথাহি

অহংহরে তব পাদৈক মূল, দাসানু দাসৌ ভবিতাস্মিভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতে গুণানাং; গৃণীতবাক্ কর্ম্ম করোত্তু কায়ঃ॥

পয়ার ॥ ইহা পটি কর যুড়ি কান্দে দাণ্ডাইয়া। তথাস্তু তথাস্তু প্রভু বলেন হাসিয়া ॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে ঘর। তিঁহ দাঁড়াইয়া পুনঃ প্রভুর গোচর ॥ তিঁহ কহে শুদ্ধ ভক্তি করি অনাদর। কঠোর তপস্যা আমি করিল বিস্তর ॥ বহু তীর্থ পর্য্যটন বিস্তর করিল। তথাপি আমার চিত্ত প্রসন্ন নহিল ॥ অতএব আবিস্কার স্বপ্রভাব দাস্য। প্রসীদ কৃপাতে কর করুণা কটাক্ষ ॥ ইহা বলি শঙ্কা ভয় সকল ছাড়িয়া। প্রভুর চরণ পদ্মে শির দিল লৈয়া॥ মস্তকে প্রভুর পদ স্পর্শ যেই কৈল। অশ্রু কম্প পুলক পূর্ণিত সেই হৈল॥ গদাধর কর্ণমূলে কহে শ্রীনিবাস। দেখ দেখ গদাধর প্রভুর প্রকাশ ॥ এ বিপ্র তপস্যা হৈতে দাম্ভিক প্রবীণ। বজ্র অগ্র ভাগ হৈতে হৃদয় কঠিন ॥ গৌর পদ স্পর্শ মাত্র দ্রবিভূত হৈয়া। রোমমার্গে চক্ষুমার্গে যায় যেন বয়্যা॥ অতঃপর আমরা এমত যুক্তি কর। শচী ঠাকুরাণী ডাকি আনহ সত্বর ॥ সংকীর্ত্তন আনন্দে আমরা প্রভু সনে। বিহার করিয়ে তাতে দুঃখ পায় মনে॥ পুত্র বুদ্ধি করে প্রভুকে না জানে ঈশ্বর। মো সভারে ভৎসনাহ করেন বিস্তর॥ এই সে অদ্বৈত আদি বৈষ্ণব সকল। মোর পুত্র বিশ্বম্ভর করিল পাগল॥ ঘুচাইল ইহার ব্যবহার মার্গ যত। নাচাঞা কান্দাঞা পুত্র কৈল উনমত্ত ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপে ঘর ছাড়াইল। এহো পুত্র ভুলাইয়া কিবা মন্ত্র দিল॥ পুত্র যে সভার কর্ত্তা ইহা নাহি জানে। অতএব তাঁরে

শীঘ্র আন এই স্থানে।। সানন্দ আবেশে তঁহি ঐশ্বর্য্য প্রকাশি। গৌরহরি কৃপা করি সিংহাসনে বসি।। এই বেলে তিঁহ যদি করেন দর্শন। পুত্র বুদ্ধি ঘুচে আর না করে ভৎসন।। অতএব কি রূপে সে এরূপ দেখেন। গদাধর বলে যদি আচার্য্য কহেন।। অদ্বৈত বলেন কি সে যুক্তি তাহা বল। শ্রীবাস অদ্বৈত কর্ণে কহিল সকল।। অদ্বৈত বলেন সাধু এই যুক্তি হয়। শীঘ্র তাঁরে আন যেন ভ্রম হয় ক্ষয়।। দেখুন আসিয়া নিজ পুত্রের এ রঙ্গ। কীর্ত্তন আনন্দ যেন না করেন ভঙ্গ।। যে আজ্ঞা তোমার বলি শ্রীবাস চলিলা। শীঘ্র যাই শচী স্থানে সকল কহিলা।। তাঁরে সঙ্গে আনি পুনঃ অদ্বৈ-তের স্থানে। কহিল বিজ্ঞপ্তি কর প্রভুর চরণে।। জগতের মাতা শচী প্রভুর জননী। ইহাঁরে প্রসাদ কৃপা করুণ আপনি।। কৃতাঞ্জলি অদ্বৈত প্রভু আগে যাইয়া। অবধান কর বলি কহে মুখ চাইয়া।। আপনে কপিল রূপে দেবহূতি মায়। জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ দিলে সমুদায়।। কৃতার্থ করিলে তাঁরে সব শিখাইয়া। সংপ্রতি শচীরে লৈলে জননী বলিয়া।। বিশ্বম্ভর জননী বলি খ্যাতি যাহার। ভক্তি রসে পূর্ণ বাহ্য অন্তর ইহাঁর।। ইহারে কৃতার্থ কর প্রেমানন্দ দিয়া। এত বলি শচী দেবীর করাগ্রে ধরিয়া।। ভগবান অগ্রে লৈয়া শচী সমর্পিল। পুত্র দেখি শচী দেবী বিস্ময় পাইল।। কত কোটি চন্দ্র জিতি হেন অঙ্গ জ্যোতি। সানন্দ আবেশে নাহি জানে দিবা রাতি।। কৃপাব-লোকন করিলা গৌরহরি। কাঁপিতে লাগিলা শচী

হস্ত যোড় করি ॥ সরস্বতী প্রতিভাতে দীপ্ত যেন করে। তৈছে শচী শ্লোক পঢে প্রভুর গোচরে ॥ চতুর্ভুজ কৃষ্ণ দেখি দৈবকী কারায়। পঢিল যে সেই শ্লোক পঢে অমায়ায় ॥ প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সব তত্ত্ব আকর্ষিয়া। নিজ গর্ব্ভে ধরে যেহো পৃথক করিয়া ॥ সে প্রভু আমার গর্ব্ভে লভিল জনম। মনুষ্য লোকের এই অতি বিড়ম্বন ॥

তথাহি। বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌনিশান্তে, যথাবকাশং পুরুষঃ পরোভবান্। বিভর্ত্তি সোহয়ং মমগর্ভজোহভূদহোনৃলোকস্য বিড়ম্বনং তৎ ॥

পয়ার ॥ এই শ্লোক স্তব করি শচী জগন্মাতা। চরণ ধরিতে চাহে হৈয়া অশঙ্কিতা ॥ তা দেখি অদ্বৈত চন্দ্র বিস্ময় হইল। শচীর এ শ্লোক স্ফূর্ত্তি কেমনে হইল ॥ জানিলাম আপনে দৈবকী স্বয়ং হৈলা। দেহান্তরে সেই ভাব আবির্ভাব কৈলা ॥ নিরুপাধি প্রেম যার ঈশ্বরে জন্ময়। জন্ম জন্ম সেই প্রেম অন্যথা না হয় ॥ ভগবান কহিছেন শুনহ জননী। যদ্যপিহ জগন্মাতা বটেন আপনি ॥ তথাপি তোমার হৈল বৈষ্ণবাপরাধ। তাহাতে করিল বাধ ঈশ্বর প্রসাদ ॥ এই যে শ্রীবাস আদি পরম মহান্ত। ইহাঁ স্থানে অপরাধ করিয়াছ নিতান্ত ॥ সেই অপরাধ ক্ষমা যখন হইবে। তবে তুমি ঈশ্বরের প্রসাদ পাইবে ॥ ভক্ত অপরাধ সর্ব্ব মঙ্গলের অরি। সেই অপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥ শুনিয়া অদ্বৈতচন্দ্র বলে হায় হায়। এ কথা কহিতে প্রভু অযুক্ত তোমায় ॥ যার গর্ব্ভে ঈশ্বর করিলা অবতার।

জগৎ জননী তিঁহ পূজ্য সভাকার॥ পুত্র স্থানে মাতৃ অপরাধ অসম্ভব। মাতৃ স্থানে পুত্র আগে যুক্ত এই সব॥ দেখত শ্রীবাস তুমি করহ বিচার। শচীর সমান ভক্তিযোগ আছে কার॥ যদ্যপি ঈশ্বর বুদ্ধি দৈবকীর হৈল। তথাপি এমত ভক্তি কৃষ্ণে না দেখিল॥ ঈশ বুদ্ধি তবু তিঁহ প্রণাম না করিল। ইহোঁ পুত্র পদ যুগ ধরিতে ধাইল॥ প্রসূ হইয়া পুত্র প্রতি বিশ্বাস এমত। দাস হৈয়া মো সভার নহিব তেমত॥ শ্রীনিবাস বোলে এবে নিঃসঙ্কোচ হৈলুঁ। গৌরাঙ্গে ঈশ্বর ভাব শচীর করিলুঁ॥ নৃত্য গীত কীর্ত্তনাদি স্বচ্ছন্দে করিব। পুত্রার্থে পাইল শচী আর কি কহিব॥ অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি শুন। প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুনঃ॥ যদ্যপি গৌরাঙ্গ এই রূপে রহিলেন। তার প্রেম সুখ আস্বাদন নহিলেন॥ অন্যের কাকথা মাত ভাব মাতা প্রতি। সেই দূর গেল এই ঐশ্বর্য্য শকতি॥ মাতার যদ্যপি থাকিলেন মাতৃ ভাব। তথাপি গৌরাঙ্গ পাসরিল নিজ লাভ। কোলে করে চুম্ব খায় আশীর্ব্বাদ করে। তবে সে বাৎসল্য রস পুষ্টতাকে ধরে॥ আমরাহ প্রভু সঙ্গে নৃত্য গান করি। তাহা ছাড়ি ইহা দেখি ভয় পাঞা মরি॥ অতএব স্তব কর হৈয়া সাবধান। যে মতে ঈশ্বরাবেশ করে অন্তর্দ্ধান॥ সভে বলে অদ্বৈত কহিলে সর্ব্বোত্তম। ইহা হৈতে নর লীলা সর্ব্ব মনোরম॥ সর্ব্ব গণে বহু স্তব করি পুনর্ব্বার। কহে প্রভু নিবেদন শুন মো সভার॥ যদ্যপিহ নিত্য ভগবত ভগবত্ত্বা। সচ্চিদানন্দময় বিগহ

সর্ব্বথা।। তথাপি যে দেহ যবে করহ স্বীকার। তাহার স্বভাব তত্ত্ব করহ প্রচার।। সংপ্রতিহ কৃপা করি সেই রূপ কর। সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর।। মো সভার ভাগ্যে শচী গর্ব্ভে অবতার। শিশু হৈতে ভক্ত রূপে করিলে বিহার।। সেই রূপে যে আনন্দ দিলে মো সভারে। তাহি দেহ প্রণাম তোমার ঐশ্বর্য্যেরে।। গীতাতেও শুনিয়াছি অর্জুন কহিল। বিশ্বরূপে যবে কৃষ্ণ তারে দেখাইল।। দেখিয়া অর্জ্জুন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণ পাদ পদ্মে পুনঃ নিবেদন কৈল।। দেখাহ আমারে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ। বিশ্বরূপে কার্য্য নাহি কর অনুগ্রহ।। শুনি হাসি কৃষ্ণ হৈলা দ্বিভুজ শ্যামল। দেখি অর্জ্জুনের ত্রাস ঘুচিল সকল।। অর্জুন বলেন প্রভু দেখি নরাকার। চেতন পাইল প্রাণ আইল আমার।। যে রূপ ধরিয়াছিলে সে রূপ স্মরিতে। অদ্যাপি আমার চিত্তে ত্রাস উঠে ভীতে।। বস্তুতঃ লৌকিক রূপ অলৌকিক ভাবে। বিরোধ না হয় তাহা মনে বিচারিবে।। চিন্তামণি যৈছে অন্য মণি গণ যুত। চিন্তামণি হ্রাসভাব হয় অসঙ্গত।। এই মত অদ্বৈতাদি করিল স্তবন। শুনি প্রভু কৈল ভক্ত আবেশ স্মরণ।। সেই শচী পুত্র বিশ্বম্ভর বিপ্র বেশ। ঈশ্বর আপনে দেখি করিয়াছে প্রবেশ।। বিষ্ণু স্মৃতি করি প্রভু নাম্বিলা ত্বরিতে। কতক্ষণ ছিনু বলি জিজ্ঞাসে সভাতে।। ভক্তগণ কহিলেন আঠার প্রহর। শুনি প্রভু অনুতাপ করেন বিস্তর।। সুপ্ত হেন ছিনু মোর কিছু নাহি স্মৃতি। তোমরা না দিলে বোধ

কেনে মোর প্রতি॥ সভে বলে তোমার আনন্দ নিদ্রা হয়। তাহা ভাঙ্গিবারে সভে করিলেন ভয়॥ প্রভু বলে হায় হায় কি অভাগ্য হৈল। জ্ঞান হীন হৈয়া এত কাল গোঙাইল॥ চল সভে করি যাঞা কৃষ্ণের কীর্ত্তন। শুনি সর্ব্ব ভক্তের আনন্দ যুক্ত মনঃ॥ যেআজ্ঞা যেআজ্ঞা বলি কীর্ত্তন করিতে। গেলা সব ভক্ত গণ প্রভুর সহিতে॥ সানন্দ আবেশ প্রভুর এইত কহিল। প্রথমাঙ্ক নাটকের সমাপ্ত হইল॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা শুনহ সাদরে। শুনিলে বিবিধ তাপ পাপ সব হরে॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বলা। প্রেমদাস চকোর পাইয়া তৃপ্ত হৈলা॥ প্রেমদাস পামর মাগয়ে এইবর। যুগে যুগে মোর প্রভু হঙ বিশ্বম্ভর॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং প্রথমাঙ্কঃ॥ ১॥

অথ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রারম্ভঃ।

সঞ্জীয়াৎ যেন গৌরেণ ধৃত মারাঙ্কে মূর্ত্তিনা।
অদ্বৈত প্রতি যেনন্দ পুত্রত্বং প্রকটী কৃত॥

ত্রিপদী

দ্বারকাতে ভগবান, যবে কৈলা অন্তর্দ্ধান;
সেই দিনে কলির প্রবেশ।
সত্য শৌচ দয়া শান্তি, সম দম তপ ক্ষান্তি;
কলি ভয়ে ছাড়ি গেল দেশ॥ ১॥
বিরাগ যে প্রবেশিয়া, সর্ব্ব দিগে দেখে চায়্যা;
জগত বিস্তর বহির্মুখ॥
লোকের দুর্নীত দেখি, কহিছেন হৈয়া দুঃখি;

কোথা গেলে পাব মুক্তি সুখ ॥ ২ ॥
সত্য শৌচ সম দম, শান্তি ক্ষান্তি নিয়ম;
দয়া মৈত্রী মোর বন্ধু জ্ঞাতি ।
এক জন না দেখিল, কলিজনে উপাড়িল;
কিবা করে অজ্ঞাত বসতি ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাত বাসের ঠাঞি, তা সভার দেখি নাই;
তেন স্থান থাকিলে সম্ভবে ।
হায় হায় কি করিব, কোথা বন্ধু দেখা পাব;
কি রূপে কল্যাণ মোর হবে ॥ ৪ ॥
প্রতিগ্রহ কর্ম্মে রত, জগতে ব্রাহ্মণ যত;
সূত্র মাত্র আছে দ্বিজ চিহ্ন ।
ক্ষত্রিয়ের নাম আছে, ধর্ম্ম তার উড়ি গেছে;
বৌদ্ধ প্রায় বৈশ্য ধর্ম্ম ভিন্ন ॥ ৫ ॥
শূদ্র সে পণ্ডিত মানী, গুরু হৈয়া লোকে আনি,
ধর্ম্ম উপদেশ লঞা করি ।
চারি বর্ণে এই গতি, মোর বন্ধু স্থান কতি;
সর্ব্বনাশ কৈল মোর কলি ॥ ৬ ॥
যদি বা আশ্রম বল, তাহো কিছু না দেখিল;
জগতে সকল দুরাচারী ॥
যতে বিভা নৈল যাঁর, ব্রহ্মচর্য্য হৈল তার;
রক্ত বস্ত্রে হৈল ব্রহ্মচারী ॥ ৭ ॥
গৃহস্থ দেখিল যত, স্ত্রী পুত্র উদর রত;
তাহে পোষে অশেষ বিধর্ম্মে ।
শাস্ত্র ধর্ম্ম যে লিখিল, তাতে সভে ডোর দিল;
ভ্রমি বলে চৌর্য্য আদি কর্ম্মে ॥ ৮ ॥

বাণপ্রস্থাশ্রম যেই, কর্ণে মাত্র শুনি সেই;
নেত্রে তাহা দেখিতে দুর্ল্লভ।
সন্ন্যাসী বা আছে কেহ, বেশ মাত্র ধরে সেহ;
রতি লীলা সংগ্রহ উৎসব॥ ৯॥
বর্ণাশ্রম গতি দেখি, বিরাগে হইলা দুখি;
আচম্বিতে কি বিপাক হৈল।
প্রেমদাস বলে দুখ, না ভাবিহ পাবে সুখ;
গৌড়ে নবদ্বীপে শীঘ্র চল॥ ১০॥

পয়ার। অতঃপর বিরাগ সে কত দূর গিয়া। দেখিল বিদ্বান গোষ্ঠী আছেন বসিয়া॥ বিরাগ বলেন এই হব ধন্য দেশ। উজ্জ্বল অনেক লোক করিয়াছে প্রবেশ॥ মোর গোষ্ঠীর উদ্দেশ কোথায় পাইব। নিকট যাইয়া ইহা সভা পরীক্ষিব॥ তাঁ সভা দেখিল তর্ক করিছে বিচার। অহঙ্কার বিনা কার বাক্য নাহি আর॥ ব্যাপ্তি অনুমতি জাতি উপাধ্যাদি শব্দ। অভ্যাস করিছে তাই করিবারে জব্দ॥ জন্ম হৈতে দূরে কৃষ্ণ কথার প্রসঙ্গ। দম্ভে বাথানিছে তর্ক দোলাইছে অঙ্গ॥ যে যাতে কল্পনা বিজ্ঞ সে পণ্ডিত বড়। নিজ কল্পনাকে শাস্ত্র করি মানে দঢ়॥ বিরাগ বলেন হায় তার্কিকের গণ। এ গোষ্ঠীতে কথা কিছু নাহি প্রয়োজন॥ তথা হৈতে পলাইয়া কথো দূরে গেলা। সন্ন্যাসীর গণ তথা যাইয়া দেখিলা॥ বিরাগ বলেন দেখি নিষ্পাপের প্রায়। এথা নিজ বন্ধু দেখা পাব সর্ব্বথায়॥ নিরূপিয়া বলে হায় এই মায়াবাদী। কি করিব এথা এই বহির্মুখাবধি॥ ব্রহ্ম নিষ্ঠা নির্ব্বিশেষ

জ্ঞানে অকৈতব। চেষ্টি হীন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানী এই সব॥ আপনাকে ব্রহ্ম বলে ঈশ্বর বিগ্রহে। দ্বেষ করে অচিন্ত্য শক্ত্যাদি না মানয়ে॥ হায় হায় সাকার ঈশ্বরে নাহি রতি। এ সকলে নমস্কার পলাইব কতি॥ অন্যত্র যাইয়া পুনঃ চৌদিগে চাহিল। স্বার্থবাদী অন্যোহন্যে বিবাদ দেখিল॥ কপিলক বাদ পাতঞ্জল মুনি গণ। জৈমিনী প্রভৃতি স্মৃতি মত নিরূপণ॥ তার কর্ম্মমার্গে ব্যাখ্যা করে নিরন্তর। ভগবান তত্ত্বেরপ্রসঙ্গ অগোচর॥ এ সকল স্থানে মোর নাহি প্রয়োজন। ইহা বলি বিরাগের অন্যত্র গমন॥ তথা যাইয়া তবে দেখিলা বৌদ্ধ গণ। কেহবা কপালি জটা ভস্ম বিভূষণ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ড সব শৈব কেহ কেহ। অল্পায়ু সকল কৃষ্ণ বহি-মুর্খ সেহ॥ বিরাগ বলেন হায় কেনে এথা আইলুঁ। যমের দক্ষিণ দিগে আসিয়া পড়িলুঁ॥ এ সব পাষণ্ড মোরে করিব সংহার। এথা হৈতে পলাই তবে সে প্রতিকার॥ তথা হৈতে পলাইয়া গেলা কথো দূরে। দেখে এক জন বসিয়াছে নদী তীরে॥ শিলাতে বসিয়া আছে মুদ্রিত নয়ানে। গুণাতীত কিছু যেন দেখিছে ধেয়ানে॥ অতএব সাধু ইহো নিকটে যাইব। বাহ্য অন্তরের কথা সকল বুঝিব॥ ললাট চন্দ্রের সুধা পথ রোধ করে। জিহ্বা অগ্রভাগে তার দার্ঢ্য আবি-স্করে॥ অকস্মাৎ তাহার সমাধি হৈল ভঙ্গ। বিরাগ বলেন উপস্থিত কোন রঙ্গ॥ বিস্মৃত হইয়া চারি দিগ পানে চায়। দেখিল যুবতী এক জল লৈতে যায়॥

তার শঙ্খ কঙ্কণের শুনি ঝন ঝনি। ধ্যান ভাঙ্গি চকিত হৈল এক পট মুনি॥ বিরাগ বলেন বুঝিলাম এই ঠাট। উদর ভরণ লাগি পাতিয়াছে নাট॥ তথা হৈতে অন্য ঠাঁই করিলা গমন। দেখে পরিগুহিন আইসে এক জন॥ তৈর্থিক হবেন ইহোঁ মোর বন্ধু গণ। ইহাতেই আছে মেনে করি নিরূপণ॥ এত ভাবি তার পাশে চলি যায় যেই। আর এক পথ তাঁরে দেখাইল সেই॥ বিরাগ বলেন আমি থাকি এই স্থানে। দুইরসংবাদে চিত্ত বুঝিব এখনে॥ তৈর্থিকের বেশ যার সে আপন কয়। যত তীর্থ ভ্রমিলাঙ নির্ণয় না হয়॥ প্রয়াগ মথুরা বারাণসী গঙ্গাদ্বার। পুষ্কর শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র বদরিকা আর॥ উত্তর কোণার সেতুবন্ধ প্রভাসাদি। কত তীর্থ কৈলাম তার নাহিক অবধি॥ বর্ষ মধ্যে পরিক্রমা তিন চারি বার। তীর্থাবলি দেখা বিনা কার্য্য নাহি আর॥ এই রূপে কত বৎসর গোঙাইনু। মোর সম পৃথিবীতে কাহো না দেখিনু॥ বহু ভাগ্যে দুই এক তীর্থ কেহ দেখে। মোর সম তৈর্থিক নাহিক তিনলোকে॥ হাসিয়া বিরাগ কহে বুঝিলাম মুঞি। ভাল ভাল মহাশয় সত্যবাদী তুঞি॥ কলি উপদ্রুত সত্যস্থান না পাইয়া। তোমাতেই আছে মনে জানিলাম ইহা॥ তথা হৈতে পলাইয়া গেলা অন্য দেশ। দেখে এক জন আইসে তপস্বীর বেশ॥ এই ভাল তপস্বী হবেন মহাভাগ। এত বলি তার রীত দেখেন বিরাগ॥ ললাটে বাহুতে গ্রীবা পেটে উরুগলে। সম্পূর্ণ করিয়া মাটী মাখ্যাছে সকলে॥ কুশ এক গুচ্ছ আনি ধরিয়াছে হাথে। বড় বড় দিমাগ করি চলি-

য়াছে পথে॥ কোন লোক সনে যদি পথে দেখা হয়। হুঁ হুঁ হুঁ ভুঁ বলি তারে কটু বাক্য কয়॥ এমত চাহেন দৃষ্টি প্রাকল্প করিয়া। তা দেখিয়া লোক ভয়ে যায় পলাইয়া॥ বিরাগ বলেন হায় হায় কি অজ্ঞান। দম্ভ কিবা বর্গ যেই হৈল মূর্ত্তিমান॥ পূর্ব্ব হৈতে পাপিষ্ঠ সে দেখিল ইহারে। কলি হৈতে কি অদ্ভুত দেখিল সংসারে॥ নিরুপাধি বিষ্ণু ভক্তি ছাড়ি তার পাশ। ধারণাহ নাহি ধ্যান নিষ্ঠা শাস্ত্রাভ্যাস॥ শ্রম জপ তপ কর্ম্ম সকল ছাড়িয়া। নট প্রায় নানা বেশ স্থলেন ধরিয়া॥ উদর ভরণ লাগি কতেক আকার। কিবা হৈব এ লোকের না দেখি উদ্ধার॥ অতএব অএ কলি তুমি হও ধন্য। এক ছত্র ত্রিভুবন কৈলে হত পুণ্য॥ উচ্চারিত কৈতব যত সম দম নিত্য। ধন উপার্জ্জিত হেতু কাহো কৈল ভৃত্য॥ ধর্ম্ম বৃক্ষ মূল সহ উপাড়ি পেলিলে। দয়া মৈত্রি আদি সব উচ্ছন্ন করিলে॥ আর কি করিতে ইচ্ছাহ সংপ্রতি তোমার। হায় হায় কিবা গতি হইব আমার॥ ক্ষণেক বিচার করি মনের ভিতর। বন্ধুর বিচ্ছেদ দুঃখে দহে কলেবর॥ বন্ধুর উদ্দেশে মোর শ্রম যুক্ত হৈল। অসার সংসার দেখি শোক উপজিল॥ বিরাগ বলেন আর চলিতে না পারি। বৃক্ষ মূলে ক্ষণেক বিশ্রাম আমি করি॥ বসিয়া বিরাগ তবে কান্দিতে লাগিলা। কি করিব ঈশ্বর কি গতি মোরে দিলা॥ সকল ভুবন আমি দেখিল শুনিল॥ বাহ্যান্তরে সম এক জন না দেখিল॥ মনে এক করে মুখে বাক্যে বলে

আন। কলি মলে্য লোপ পাইল লোক ধর্ম্ম জ্ঞান॥ কত দিনে আমার এমন ভাগ্য হৈব। অকৈতব কৃষ্ণ ভক্ত নয়ানে দেখিব॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজন আর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। অশ্রু পুলকাদি যুক্ত শ্রীঅঙ্গ শোভন॥ কায় মনো বাক্যে কৃষ্ণ বিনা না জানেন। এমন বৈষ্ণব দেখা কবে হইবেন॥ এত বলি বিরাগ কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে। সে কালে আকাশবাণী কহেন তাহারে॥ শুনিয়া চকিত হৈয়া আকাশ চাহিয়া। কি বল কি বল বোলি পুছে ব্যগ্র হৈয়া॥ পুনর্ব্বার আকাশে কহেন ভক্তি যথা। শুদ্ধ বৈষ্ণবের দেখা পাবে যাহ তথা॥ ক্ষণেক বিচার করি পাইল আহ্লাদ। ভক্তিদেবী আছে পাইনু কি শুভ সম্বাদ॥ ভক্তি আছে বাক্য শুনি চিত্তের উল্লাসে। কোথা আছে বলি পুনঃ জিজ্ঞাসে আকাশে॥ আকাশ কহেন পুনঃ শুনহে বিরাগ। কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণবের যথা পাবে লাগ॥ গৌড়দেশ নামে তুমি উৎকল উত্তরে। পুণ্যতীর্থ অবতংস প্রায় গুণ ধরে॥ তাতে ভাগীরথী গঙ্গা তীরে সুখধাম। তাতে আছে রম্যপুরী নবদ্বীপ নাম॥ তাতে চামীকর চয় রুচি কান্তি ধর। অবতার করিলেন গোলোক ঈশ্বর॥ তাতে গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতি ভক্তিদেবী। বিহার করিছেন ঈশ্বর পদ সেবি॥ শুনি বিরাগের হৈল আনন্দ অপার। জীলে কি না দেখি বলি বলে বার বার॥ অতঃপর যাব সেই নবদ্বীপ পুরী। এত বলি কথো দূরে গেলা শীঘ্র করি॥ ওথা নবদ্বীপ ব্যাপি ভক্তিদেবী আছে। দুর্ব্বল বিরাগে দেখি বলে সে কি আছে॥ নিরন্তর গুরুতর ব্যথিত

অন্তর। মান হীন ম্লানমুখ ক্ষীণ কলেবর ॥ আমি নাহি চিহ্নি এহো আমারে দেখিয়া। সন্তুষ্ট হইলা অলৌকিক দশা পাঞা ॥ নির্ব্যথিত হৈয়া যেন আসিছে যে দিগে। বিরাগ ভ্রাতার হেন মোর চিত্তে লাগে ॥ হায় হায় এতাদৃশ সম্পত্তি আমার। দুঃখ দশা তাতে সঙ্গ না হয় ভ্রাতার ॥ কলির দুর্জ্জন লোকে মারিল কি আছে। উদ্দেশ না পাঞা মনঃ কেমন করিছে ॥ ওথা ভক্তিদেবী দেখি বিরাগ ভাবিল। এই ভক্তিদেবী হব লক্ষণে জানিল ॥ প্রসন্ন করিছে সব জীবের অন্তর। ইন্দ্রিয় শোধন করে প্রভাবে নির্ম্মল ॥ মোক্ষ বস্তু তুচ্ছ করে দর্শনে যাহার। অর্থ কাম তুচ্ছ করে কি বিচিত্র তার ॥ আনন্দ সমুদ্রে জীব সভে ডুবাইয়া। কৃতার্থ করিছে সদ্য কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥ অতএব ইহার নিকটে যাব চলি। সমীপ গেলেন অবধান কর বলি ॥ বিরাগ কনিষ্ঠ ভাই ভক্তিদেবী তুমি। কৃপা কর আমারে প্রণাম করি আমি ॥ ভক্তিদেবী তাঁরে দেখি বাৎসল্য জন্মিল। জিয়া আছ ভাই বলি অঙ্গে হাথ দিল ॥ জিতেন্দ্রিয় লোকের তুমি সে হও প্রাণ। আস্য আস্য বাছা আছ বড়ই কল্যাণ ॥ বিরাগ চরণ বন্দি ভক্তিরে জিজ্ঞাসে। সত্য আদি বন্ধুগণে না পাইল উদ্দেশে ॥ তোমার বড়ই দেখি সম্পদ উৎসব। কলিতে তোমার না করিল পরাভব ॥ ভক্তিদেবী বলে ভাই ইহা জান নাঞি। শুনহ সকল কথা কহি তোমা ঠাঞি ॥ আমরাও পাঞাছিনু ক্লেশ বহুতর। সম্প্রতি সম্পদ দিল গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥

মো সভা নিমিত্তে গৌরচন্দ্র ভগবান। অবতীর্ণ হইলা পরম কৃপাবান॥ ভব বন্ধচ্ছেদ করে তাহার চরিত। এখন সর্ব্বত্রে নাহি হৈয়াছে বিদিত॥ বিরাগ বলেন বল কোন বা রহস্য। ভক্তিদেবী বলে ভাই কহিব অবশ্য॥ এই কলিকালে অন্য ধর্ম্ম লেশ নাঞি। স্থির-তর কেহো নহে দুর্নীত সদাই॥ অলঙ্কৃত করে ভাগবত ধর্ম্ম মাত্র। বন্ধ মোহ দূর করি করেন কৃতার্থ॥ মহা দুষ্ট কলিকে জিনিতে কেহো নাঞি। এত ভাবি অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥ সাধ্য আর সাধন স্বধর্ম্ম শুদ্ধ ভক্তি। সর্ব্ব পাপ নষ্ট করে যার অল্প শক্তি॥ তা সভারে সঙ্গে লৈয়া আর ভক্তগণ। সাঙ্গোপাঙ্গে আমা হেন ভক্তি নিজ ধন॥ সব সঙ্গে লৈয়া আপনি ভক্ত রূপে। অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর নবদ্বীপে। চণ্ডাল প্রভৃতি জীব সব উদ্ধারিব। দুর্ব্বাসনা নাশ করি ভক্তি যোগ দিব॥ বিরাগ বলেন আমি জানিয়াছি ইহা। অকাশবাণীতে মোরে কহিলেন যাহা॥ কিন্তু তুমি কহ দেখি সংপ্রতি কি কর। গৌরাঙ্গ বা কি করেন সম্প্রতি তা বল॥ গৌরাঙ্গের আমা প্রতি কৃপা কি হইব। নিরাশ্রয় মুঞি মোরে আশ্রয় কি দিব॥ ভক্তি দেবী বলে ভাই শুন তোরে কহি। চৈতন্যের কৃপা দেবী হন ইচ্ছামযী॥ তিঁহো কৃপাদৃষ্টি পাত মোরে করে যবে। পবিত্র করিব চাণ্ডালাদি জীবে তবে॥ জীবের সকল পাপ কাটাঞা পেলিমু। হৃদয়ের পাপ সংস্কারে ঘুচাইমু॥ চিত্ত শুদ্ধ করি রস করিব সঞ্চার। যেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক নাহি জানে আর। বিরাগ বলেন

দেবী কহত ভগিনী। তাঁর কৃপা বিনে শক্তি না ধর আপনি ॥ ভক্তিদেবী বলে কৃপা না করেন তিঁহ। অথবা না করে কৃপা তার ভক্ত ষেঁহো ॥ তবে আমা সকলের নাম নাহি থাকে। কি পবিত্র করিব আমরা অন্য লোকে॥ বিরাগ বলেন যে দ্বিতীয় প্রশ্ন কৈনু। গৌরাঙ্গ কি চেষ্টা করে তাহা না শুনিনু ॥ ভক্তিদেবী বলেন ভাই তাহো কহি তোরে। গৌরচন্দ্র যেই চেষ্টা আপনে আচরে ॥ নবদ্বীপে এমত মনুষ্য না দেখিল। যাহার মন্দিরে কৃষ্ণ সেবা না হইল। কৃষ্ণের বিগ্রহ সেবা নাহি যে মন্দিরে। এমন মন্দির নাহি নদীয়া ভিতরে ॥ হেন সেবা নাহি যাতে সব সংকীর্ত্তন। নৃত্য যাত্রা মহোৎসব যাতে নাহি হন॥ গোলোকে যে সুখ তাহা প্রতি ঘরে ঘরে। করিয়া দিলেন এই চেষ্টা তিঁহ করে॥ বিরাগ বলেন তিঁহ শিখান লোকেরে। কিম্বা তাঁর চিত্ত বুঝি লোকে তা আচরে॥ ভক্তিদেবী কহে তাঁর মহিমা সঞ্চয়। গ্রহ গ্রস্ত তাঁরে দেখি হেন লোক হয়॥ দেখিলেই লোকে তাঁর আশয় জানেন। তাঁর অনুরূপ চেষ্টা আপনে করেন ॥ যাবৎ তাঁহার জন্ম নবদ্বীপে হৈলা। লক্ষ্মীদেবী নবদ্বীপে তাবৎ আইলা॥ লোকের নাহিক দৈন্য ভক্তি মাত্র করে। যবে যেই চাহে তাহা আপে আইসে ঘরে॥ শিশু কাল হৈতে তিঁহ করেন যে লীলা। তাহা কহি শুন যা শুনিলে দ্রবে শিলা॥ শ্রীবাস মন্দিরে কভু বিদ্যানিধি ঘরে। আচার্য্য রত্নের ঘরে কভু নৃত্য করে॥ মুরারি গুপ্তের গহে কখন নর্ত্তন। প্রেম আস্বা-

দন বিনা নাহি যায় ক্ষণ। প্রিয় পারিষদ গণে করে কৃষ্ণ গান । শুনিয়া আনন্দময় হন ভগবান ॥ অশ্রুকম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলকাদি ব্যাপে। নানা ভঙ্গি নর্ত্তন করেন ভক্ত রূপে ॥ বিরাগ বলেন সদা ভক্তের চরিত। প্রকাশ কি করেন ঐশ্বর্য্য কদাচিত ॥ ভক্তি কহে যদি অলৌকিক লীলা হৈতে। ভক্ত চিত্তে লোভ হয় লৌকিক দেখিতে ॥ মহেশ মস্তক হৈতে আসি পৃথিবীতে। গঙ্গা যেন সুখ দেন মনুষ্য লোকেতে ॥ তথাপি কখন তিঁহ অলৌকিক লীলা। প্রকাশ করেন ইচ্ছা বশ তার খেলা ॥ একদিন শ্রীনিবাস পণ্ডিত বাড়িতে। শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ গৌরাঙ্গ করিতে ॥ এক ম্লেচ্ছ সূচিবৃত্তি বসন সিঁয়ায়। মদ্য পানে চক্ষু তার ঢুলে সর্ব্বথায় ॥ ভাগ্য বশে ম্লেচ্ছ দেখিল বিশ্বম্ভর। মদ্য হৈতে মাদক দর্শন মদ্য বর ॥ প্রভুর দর্শন মদে বিহ্বল হইল। দুই নেত্র তার অতি প্রফুল্লিত কৈল ॥ হী হী আমি দেখিলুঁ দেখিলুঁ বলি উঠে। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নিপ কলি যেন ফুটে ॥ নদীর প্রবাহ যেন নেত্রে বহে ধার। বক্ষঃ স্থল বাহিয়া ধারা বহে অনিবার ॥ দুই বাহু তুলি নাচে উন্মত্তের প্রায়। তা দেখি শ্রীবাসে জিজ্ঞাসেন গৌর-রায় ॥ অকস্মাৎ ম্লেচ্ছ কেনে হাসে নাচে কান্দে। বিহ্বল বিবস্ত্র হৈল ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥ নয়ন জন্মিল কোন উৎসব ইহার। নিজ কর্ম্ম ছাড়ি কৃষ্ণ বোলে বার বার ॥ পরিহাস করি তবে বলেন শ্রীবাস ; তোমার দর্শন মদ মহিমা উল্লাস ॥ নিরন্তর মদ্য পানে আসক্তি ইঁহার। তভু বুদ্ধি লোপ নহে করে ব্যবহার ॥

তিল মাত্র তোমার দর্শন মদ পাইয়া। পূর্ব্ব বুদ্ধি দূর গেল নিস্পাপ হইয়া॥ অবিদ্যা জনিত কথা সব গেল দূর। অতি মত্ত হইয়া হইল ভক্ত শূর॥ অতএব তোমার দর্শন রূপ মদ। প্রেমায় মাতায় ঘুচে অবিদ্যা সম্পদ॥ বিরাগ বলেন কহ কহ দেখি শুনি। কি অদ্ভুত লীলা কৈলা গৌর গুণমণি॥ ভক্তিদেবী বলে ভাই প্রভুকে দেখিয়া। স্বধর্ম্ম কুটুম্ব বন্ধু সকল ছাড়িয়া॥ সে অবধি লৈল কৃষ্ণ নামের শরণ। অবধুত বেশ ধরি করেন ভ্রমণ॥ নৃত্য করে গান করে নেত্রে ধারা বয়। গৌরহরি বিশ্বম্ভর নাম মাত্র লয়॥ তা শুনিল যবন আচার্য্য কাজী গণ। ধরি আনি তারে কৈল বিস্তর তাড়ন॥ যত মারে তত বলে প্রভু গৌর হরি। হাসেন নাচেন ম্লেচ্ছ দৃক্‌পাত না করি॥ কাজী বলে ওরে তোর কেনে হেন মতি। ছাড়িলি আপন ধর্ম্ম যাবি অধঃগতি॥ তিঁহ বলে আরে তোরা বড়ই অজ্ঞান। গৌরচন্দ্র বিনা ধর্ম্ম কিবা আছে আন॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব শক্তিময় গৌরচন্দ্র। তাঁরে ভজ ঘুচিব সকল কর্ম্ম বন্ধ॥ শুনি কাজী বিস্তর প্রহার কৈল তাঁরে। প্রহার না জানি তিঁহ আনন্দে বিহরে॥ তবে কাজী ক্ষোভ দেখি তাহারে ছাড়িল। নবদ্বীপে ভ্রমে তিঁহ প্রতিষ্ঠা বাঢ়িল॥ লোক যদি পুছে তবে করেন উত্তর। বিশ্বম্ভর বিনা কেহ নাহিক ঈশ্বর॥ দেখি ভাগবত সব আনন্দ অন্তরে। ভক্ত গণ তাহার নির্ব্বাহ সব করে॥ ভক্ত দত্ত বস্ত্র পরে প্রসাদ ভোজন। নির-

বধিকরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥ সেই ম্লেচ্ছ মহাভাগ-বত দশা পাইল। তারে দেখি লোক সব চমৎকার হৈল॥ বিরাগ বলেন ম্লেচ্ছ কি রূপ দেখিল। কি দেখিয়া প্রেম মদে উন্মত্ত হইল॥ ভক্তি বলে আনন্দ স্বরূপ ভগবান। তাতে হৈতে হয় মহা আনন্দ উর্থান॥ বিরাগ বলেন ম্লেচ্ছ নীচ যোনি হন। কি রূপে হইল হেন সৌভাগ্য ভাজন॥ ভক্তি কহে জাতি কুলাশ্রম বিদ্যা ধর্ম্ম। রূপ গুণ সম্পদ সুশীল পুণ্য কর্ম্ম॥ কৃষ্ণের প্রসাদ কার অপেক্ষা না করে। ইচ্ছা বশে হয় পাত্রা-পাত্র নাহি ধরে॥ বিরাগ বলেন যেই কহ সেই হয়। পুনঃ কহ গৌরাঙ্গ ঐশ্বর্য্য সুখ ময়॥ ভক্তি কহে আর দিন মুরারি অঙ্গনে। সঙ্কর্ষণ রূপ দেখাইল ভক্ত গণে॥ বিরাগ বলেন কহ বিস্তার করিয়া। শুনিব প্রভুর গুণ শ্রবণ ভরিয়া॥ ভক্তি কহে সেই দিন পূর্ণিমা নামে তিথি। রাত্রি কালে ভক্তগণ করিয়া সংহতি॥ মুরারি অঙ্গনে প্রভু আছেন বসিয়া। দশ দিগ প্রসন্ন চন্দ্ররশ্মি পাইয়া॥ অকস্মাৎ সভে দেখে মত্ত মধুকর। কত লক্ষ আইল ঝঙ্কার মনোহর॥ আকাশ মণ্ডল সব অন্ধকার হৈল। চকিত হইয়া সভে চাহিয়া রহিল॥ ততঃপর কাদম্বরী গন্ধ মনোহর। পাইয়া সকল ভক্ত বিস্মিত অন্তর॥ প্রভুরে জিজ্ঞাসে সভে একি অদভুত। কাদম্বরী গন্ধ কোথা হইতে আচম্বিত॥ গন্ধ পাইয়া মত্ত ভৃঙ্গ ধায় অন্ধ হৈয়া। বিস্মিত হইল সভে তত্ত্ব না জানিয়া॥ লাঙ্গল মুষল অগ্রে দেখি বিদ্যমান। কি হেতু ইহার কহ গৌর ভগবান॥ বিশ্বম্ভর দেব কহে

সর্ব্ব ভক্ত গণে। আজি সঙ্কর্ষণ প্রাদুর্ভাব এই স্থানে॥ সভার হৃদয়ে তিঁহ করে আকর্ষণ। সেই ভগবান দেখা দিল সঙ্কর্ষণ॥ লাঙ্গল মুষল কাদম্বরী তাঁর প্রিয়া। প্রাদুর্ভাব করিলেন অগ্রেতে আসিয়া॥ এই কহি আপনে গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। সঙ্কর্ষণ রূপ হৈলা সভার গোচর॥ কাদম্বরী গন্ধ পাঞা ঘূর্ণিত লোচন। এক কর্ণে নৃত্য করে কুণ্ডল শোভন॥ কোটি চন্দ্র জিনি দেহ শ্বেত বর্ণ হৈল। তা দেখিয়া ভক্ত গণে বিস্ময় লাগিল॥ বলরাম চরিত রচিত যত গীত। তাই গায় ভক্ত গণ হৈয়া হরষিত॥ প্রণাম করিয়া সভে বহু স্তব কৈল। দেখিয়া সভার মনঃ নেত্র জুড়াইল॥ এই মতে কভু তিঁহ রুদ্র রূপ হন। ক্রোধ নৃসিংহাদি মূর্ত্তি ধরেন কখন॥ গত দিনে অবধুত রায় নিত্যানন্দ। ষড়ভুজ আকৃতি দেখিলেন গৌরচন্দ্র॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাথে ধরে। রত্ন বান্ধা বংশী দুই হাথে শোভা করে॥ রত্নের কিরীট হার রত্ন তাড় বালা। কৌস্তুভ হৃদয়ে শোভে বৈজয়ন্তী মালা॥ অনাহার্য্য মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য ধুরন্ধর। ঔদার্য্য চাতর্য্য সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য বিস্তর॥ অবৈধুর্য্য ধৈর্য্য সৌধুর্য্য মহাত্তর্য্য। দেখি নিত্যানন্দ বড় মানিল আশ্চর্য্য॥ নিত্যানন্দ ডুবিলেন আনন্দ সাগরে। পুলক ব্যাপিত দেহ বহু স্তুতি করে॥ তুমি হরি তুমি হর তুমি ব্রহ্মা জল। তুমি ইন্দু তুমি অগ্নি তুমি দিবাকর॥ তুমি নভ তুমি ক্ষিতি বায়ু মুর অরি। সমস্ত ঈশ্বর তুমি নমস্কার করি॥

তথাহি

হরিস্ত্বং হরস্ত্বং বিরিঞ্চিস্ত্বমেব; স্ত্বমাপ স্ত্বমগ্নি স্ত্বমিন্দু স্ত্বমর্কঃ।
নভস্ত্বং ক্ষিতিস্ত্বং মরুত্ত্বং মুরারেঃ নমস্তেঽ সমস্তেশ্বরায় ॥

পয়ার।

ষড়ভুজ আকার এইতুমি যে হইলে। ষড়বর্গ সংহার লাগি কেহো২ বলে ॥ আমি বলি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি। ভক্তি প্রেম চয় দিতে ছয় অস্ত্র ধারি ॥ এইমত নিত্যানন্দ বহু স্তুতি কৈলা। পুনঃ প্রভু দ্বিভুজ মনুষ্যাকৃতি হৈলা॥ এই রূপে অনেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশিলা। এবে গুণ কহি তাঁর প্রেমাবেশ লীলা ॥ ত্রিবিধ আছয়ে লোক নবদ্বীপ পুরে। কেহো গৌরচন্দ্রে অতি অনুরাগ করে॥ কেহো কোন ভাগ্য হৈতে মধ্যমানুরক্ত। কেহো অনুরক্ত না হন পুনর্বিরক্ত ॥ বিদ্যার্থী যাহারা আছে চিনিতে দুর্ল্লভ। শৈবে শৈবে হয় তারা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ॥ একদিন গঙ্গাস্নান করি গৌরহরি। নিজ গৃহে আসিছেন আর্দ্র বস্ত্র পরি ॥ তাঁরে দেখি পরিহাসে পঢুয়ার গণ। কেহো করে কৃষ্ণনাম মধুর কীর্ত্তন ॥ কেহো ভাগবতের সরস শ্লোক পঢে। কেহো বা মধুর কৃষ্ণ গীতগান করে॥ কৃষ্ণ নাম গান শুনি বিহ্বল হইলা। আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমিতেপড়িলা॥ আর্দ্র বস্ত্রে জলপড়ে নেত্রে ধারাবয়। দুই জলে পৃথিবী সে কর্দ্দমিত হয়॥ তাহে গড়ি দিতে অঙ্গ কর্দ্দমে ব্যাপিল। বক্ষঃস্থলে অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল ॥ পাঁচ সাত ধারা অঙ্গ বায়্যা বায়্যা যায়। কাদা ধুঞা স্থানে স্থানে হৈল লালা প্রায় ॥ বিজুরীর

পুঞ্জ যেন লতায় বেঢ়িল। এইমত প্রভু ভূমে পড়িয়া রহিল॥ চঞ্চল পঢুয়া সব প্রভুরে দেখিয়া। হাসিতে লাগিলা অতি কৌতুক করিয়া॥ লোকে যাঞা কহিল প্রভুর ভক্তগণে। পথে পড়ি বিশ্বম্ভর করিছে ক্রন্দনে॥ শুনি মাত্র ধাঞা আইলা প্রভুর ভক্ত গণ। দেখে প্রভু পড়িয়াছে কর্দ্দম আচ্ছন্ন॥ প্রভুরে তুলিয়া লৈয়া পুনঃ গঙ্গা গেলা। প্রভুর সকল অঙ্গ জলে ধোয়াইলা॥ পুনঃ স্নান করাইয়া লঞা আইলা ঘরে। এইমত প্রভু প্রেম সমুদ্রে বিহরে॥ প্রভুর চরিত্র শুনি শচী জগন্মাতা। অনুতাপ করে মনে পাঞা বড় ব্যথা॥ বড় পুত্র বিশ্বরূপ সেহ এইমত। যাহাঁ তাহাঁ নাচে কান্দে যেন উনমত্ত॥ পিতা মাতা গৃহ বন্ধু সকল ছাড়িয়া। বিরক্ত হইয়া গেলা সন্ন্যাসী হইয়া॥ সেই সব রীত বিশ্বম্ভরের দেখিল। কি করে বিধাতা কিছু বুঝিতে নারিল॥ দুঃখ ভাবি শচী দেবী কান্দে নিরন্তর। ব্যগ্র হৈয়া শালগ্রামে মাগে এই বর॥ কৃপা করি প্রভু মোরে দেহ এই বর। হাস্য মুখে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর॥ এই মতে শচী দেবী বিলাপ করেন। পুত্র স্নেহ বিনা তিঁহ অন্য না জানেন॥

ত্রিপদী

আর এক দিন, আচার্য্য রতন; মন্দিরে করিলা নৃত্য।
কোটি চন্দ্র রবি, জিনি অঙ্গ ছবি; আনন্দ বিবশ চিত্ত॥
নৃত্য সমাপিয়া, বাহ্য প্রকাশিয়া; আনন্দ মন্দিরে যায়।
পথে এক জন, নিন্দিত ব্রাহ্মণ; প্রভুরে দেখিতে পায়॥
সেই ব্রাহ্মণের, শরীরে বিস্তর; গলিত কুষ্ঠ হয়্যাছে।

কমিরসাময়, দেখিলাগেভয়; অনেক যাতনা পাইছে ॥
প্রভুরে দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া; সেই কুষ্ঠবিপ্র বলে।
শচীর নন্দন, বিশ্বম্ভর শুন; দুঃখি নিবেদন করে ॥
সভেই তোমার, মহিমা বিস্তর; যথা তথা বসি কয়।
গৌর ভগবান, কমল নয়ান, পরম পুরুষ হয় ॥
বিক্রম বৈভব, কহে লোক সব; শুনিয়া আইনু আমি।
মুঞি সে পামর, আমাব উদ্ধার, কর দয়াময় তুমি ॥
কুষ্ঠের জ্বালায়, প্রাণবাহিরায়; শান্তি নহে প্রতিকারে।
কুষ্ঠ দূর করি, আমারে উদ্ধারি; মহিমাকর বিস্তারে ॥
তবে সত্য তুমি, ঈশ্বর আপনি; আমার মনেতে লয়।
শুনিয়া হাসিয়া, তাহারে ডাকিয়া; গৌরভগবান কয় ॥
সহজ করুণ, দেখিয়া ব্রাহ্মণ; দয়া উপজিল অতি।
শুনয়ে ব্রাহ্মণ, আমার বচন; তুমি বড় অজ্ঞমতি ॥
যে হয়ে ঈশ্বর, তিঁহ অগোচর; দুষ্প্রাপ্য সকল লোকে।
মোরে উপহাস, কর পরকাশ; কি আর বলিব তোকে ॥
কিন্তু কহি তোরে, কুষ্ঠ ঘুচাবারে; আছয়ে এক উপায়।
তাহা কর যবে, তোর কুষ্ঠ তবে; অবশ্য ঘুচিয়া যায় ॥
পূর্ব্বে হৈতে তোর, শরীর সুন্দর; হইব করিলে তাহা।
কহেন ব্রাহ্মণ; প্রফুল্ল লোচন; কহত উপায় যাহা ॥
প্রভু কহে পুনঃ, শুনরে ব্রাহ্মণ; অদ্বৈত করুণা সিন্ধু।
ভাগবত শ্রেষ্ঠ, গোবিন্দের প্রেষ্ঠ; অখিল জগত বন্ধু ॥
তাঁর পাদোদক, জগত পাবন, ভক্তি করি কর পান।
পাপ জন্য যেই, ব্যাধ যাব সেই; অবশ্য নহিব আন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, তোমার দর্শন; তাহাতেই দূরে যাব।
তুমি যেউপায়, কহিলেতাহায়; যাবতাকিপ্রশংসিব ॥

দ্বিজ এতবলি, শীঘ্র গেলা চলি; যেথানে অদ্বৈত রায়।
প্রণামকরিয়া, পাদোদক লৈয়া; ভকতি করিয়া খায়॥
পান মাত্র তার, ব্যাধি গেল দূর; অপূর্ব্ব হইল অঙ্গ।
এইমত কত, প্রভু অবিরত, করেন নবীন রঙ্গ॥
বিরাগ বলেন, কি চিত্র হয়েন; তাঁহার এসব কায।
প্রেমদাস কয়, ভব হব ক্ষয়; ভজ গৌর দ্বিজরাজ॥

পয়ার॥ বিরাগ বলেন ভক্তি কর অবধান। কি ইচ্ছায় একাকিনী এথায় পয়ান॥ ভক্তিদেবী বলে আজি শ্রীবাস মন্দিরে। আইলা অদ্বৈত দেব প্রভু দেখিবারে॥ তাঁর সঙ্গে কথা রঙ্গে আছে গৌর হরি। তাঁহার নিকটে আমি যাব ত্বরা করি॥ বিরাগ বলেন আমি যে প্রশ্ন করিল। তাহার তৃতীয় প্রশ্ন শেষ যে রহিল॥ কহে তিঁহ আমার কি হইব আশ্রয়। মোরে রক্ষা করিবেন কি মোরে নির্দ্দয়॥ ভক্তিদেবী বলে ভাই না ভাবিহ ব্যথা। তোমার আশ্রয় তিঁহ হইব সর্ব্বথা॥ যদ্যপি আনন্দ তভু শরীর আপন্ন। যদ্যপি ব্যাপক তভু হন পরিচ্ছন্ন॥ তৈছে তিঁহ যদি হন বিলাসী শেখর। তথাপি বৈরাগ্য যুত হন বিশ্বম্ভর॥ অতএব চল তথা করি আগমন। একত্র যাইয়া দেখি প্রভুর চরণ॥ এতবলি দুইজনে চলিলা দেখিতে। কি লীলা করেন প্রভু শ্রীবাস বাড়ীতে॥ তথা শ্রীনিবাস গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র। বসিয়া আছেন চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥ নিকটে বসিয়াছেন অদ্বৈত ঈশ্বর। তাঁরে পরিহাস বাক্য কহে বিশ্বম্ভর॥ সীতাপতি জয় যুক্ত আছে বিদ্যমান।

লোকেরশমন হরে যাঁর কীর্ত্তিগান ॥ অদ্বৈত বলেন এথা কোথা রঘুনাথ। যদুনাথ সংপ্রতি সে হইল সাক্ষাৎ ॥ গৌরচন্দ্র কহিছেন অদ্বৈতের প্রতি। মোর ইচ্ছা করে সদা একত্র বসতি ॥ আমারে ছাড়িয়া তুমি রহ শান্তিপুরে। তোমার উচিত নহে হেন করিবারে ॥ শ্রীনিবাস বলেন যদ্যপি শান্তিপুর। অদ্বৈতের উপযুক্ত আনন্দ প্রচুর ॥ তথাপিহ নববিধ ভক্তির প্রদীপ। তার প্রায় নবদ্বীপ গঙ্গার সমীপ ॥ শ্রীচরণ আবির্ভাব যদ্বধি হইল। তদবধি অদ্বৈত পক্ষপাৎ এথা কৈল ॥ সে কারণে আইল ব্যাপক নিত্যানন্দ। নবদ্বীপে হৈল তেঞি পরম আনন্দ ॥ অদ্বৈত বলেন তেঞি শ্রীবাস এথায়। সকল সম্পদ লোক অনায়াসে পায় ॥ শ্রীবাস বলেন তিঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান। সংপ্রতি এথানে কোথা কহ সাবধান ॥ ভগবান কহেন শ্রী শব্দেতে ভক্তি কয়। তোমরা সকলে ভক্তি বর্ত্তমান হয় ॥ তবে কেন বল শ্রী করিল অন্তর্দ্ধান ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু কহিছ প্রমাণ ॥ সেই শ্রী সংপ্রতি হইয়াছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু কহে মিথ্যা নহে যে কহিলে তাহা ॥ যদ্যপিহ জ্ঞান আদি বহু পথ আছে। তভু ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া সভে জানিয়াছে ॥ অদ্বৈত বলেন তেঞি আপনে বুঝিয়া। অঙ্গীকার করিয়াছ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ এইমত রহস্য সভার সনে করে। অদ্বৈতের নিমন্ত্রণ আজি মোর ঘরে ॥ শচী দেবী মনুষ্য পাঠাইল হেনকালে। জগত জননী শচী কহিল তোমারে ॥ শ্রীবাস বাড়ীতে আসি সেই

লোক কয়। অবধান করহ অদ্বৈত মহাশয়॥ জগত জননী শচী কহিল তোমারে। অদ্বৈতের নিমন্ত্রণ আজি মোর ঘরে॥ ভাগ্য বশে নবদ্বীপে তাঁহার প্রয়ান। মোর গৃহে আজি আসি করিব বিশ্রাম॥ অদ্বৈত বলেন ভাগ্য যে আজ্ঞা তাঁহার। জগত জননী আজ্ঞা কর্ত্তব্য আমার॥ কহ গিয়া ভগবান বিশ্বম্ভর সনে। ভোজন করিব গিয়া তাঁহার ভবনে॥ শচী গৃহে ভোজন তাহাতে প্রভু সঙ্গ। শুনিতেই আনন্দে স্থগিত মোর অঙ্গ॥ শ্রীনিবাস বলে মুঞি বঞ্চিত হইব। মোর লাগি আজি তথা ঈশ্বর মাগিব॥ যদি নাহি দেন তিঁহ তভু মাগি খাব। আনন্দ ভোজন কিবা দেখিতে না পাব॥ প্রভু সঙ্গে অদ্বৈতের নাহি ব্যবহার। কহিলেন প্রভু চিত্ত বুঝিতে তাঁহার॥ তুমি যদি শ্রীনিবাস যাবে মোর ঘরে। রন্ধনের শ্রম তবে হৈব অদ্বৈতেরে॥ অদ্বৈত কহেন প্রভু ভালতো কহিলে। আমি গিয়া রন্ধন করিব তাঁর ঘরে॥ জননীর দুঃখ হব এমন বিচারি। অন্ন নাহি দিলে কিছু বলিতে না পারি॥ শুনি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এক ছিল। মায়েরে কহিতে তাঁরে শীঘ্র পাঠাইল॥ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি সে মনুষ্য গিয়া। শচীরে কহিল পাক কর শীঘ্র হৈয়া॥ অদ্বৈত শ্রীবাস সঙ্গে শ্রীগৌর সুন্দর। ভোজন করিতে আসিবেন নিজ ঘর॥ ওথা প্রভু সঙ্গে বসি অদ্বৈত শ্রীবাস। পরিহাস রসে আছে পরম উল্লাস॥ অদ্বৈত গোসাঞি শ্রীনিবাসেরে ডাকিয়া। তাঁর কর্ণে কথা

কিছু কহিল বসিয়া ॥ প্রভু কহে শ্রীনিবাস আমি কি বঞ্চিত। কি কথা তোমার কর্ণে কহিল অদ্বৈত ॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু শুন গৌরচন্দ্র। তোমারে ষড়্‌ভুজ দেখিলেন নিত্যানন্দ ॥ শুনিঞা অদ্বৈত তোমারে কঞাছিলা। এ রূপ দর্শনে কেনে আমারে বঞ্চিলা ॥ তুমি কঞাছিলে তাহা দেখাব তোমায়। বলিয়া না দেখাহ তাহাতে দুঃখ পায় ॥ শুনি প্রভু সে কথা গোপন করি কন। যে দেখিছ এই সে আমার রূপ হন ॥ অদ্বৈতের প্রেমপাত্র এই রূপ হয়। আর কিবা রূপ লাগি করেন আশয় ॥ শুনিঞা অদ্বৈতচন্দ্র হইলা নিরব। কি বলিব তাঁহারে করেন অনুভব ॥ যদি বলি এই রূপ নিত্য সে তোমার। তবে শ্যাম রূপের দর্শন নহে আর ॥ যদি বলি তুয়া রূপ শ্যামল সুন্দর। তবে গৌর দেহ প্রতি হয় অনাদর ॥ এমতি অদ্বৈত মনে করেন বিচার। শ্রীবাস প্রভুরে কহে উত্তরের সার ॥

তথাহি

অস্মাকমিদমেব ভবদ্বপুঃ প্রেমপাত্রকঃ সন্দেহ। কিন্তু স্বয়মেবোক্তং তদ্ভবতি দর্শয়িস্যামীতি নিবেদয়তি ॥

পয়ার। মো সভার এই যে তোমার গৌর দেহ। এই প্রাণ ধন হয় কি তাহে সন্দেহ ॥ কিন্তু তুমি অদ্বৈতেরে কঞাছ আপনে। সেই রূপ তোমারে করাব দরশনে ॥ তেঞি নিবেদন করে তোমার চরণে। প্রভু কহে শ্রীনিবাস বুঝি দেখ মনে ॥ উন্মাদের দশা যবে হয়ত যাহার। কোন কোন প্রলাপ বা না হয় তাহার ॥ শ্রীনিবাস বলেন যে অন্যের উন্মাদ। ব্যাধি তারে

বলি সর্ব্ব কার্য্য করে বাদ॥ তোমার উন্মাদ যেই দেখে যেবা শুনে। তারব্যাধি দূর যাব এ উন্মাদ গুণে॥ কিন্তু বস্তু বিচারিলে জীব যেই হয়। ক্ষুদ্রানন্দে ধৈর্য্য যায় বুদ্ধি লোপ হয় ॥ জ্ঞানানন্দময় নিত্য স্বরূপ ঈশ্বর। জ্ঞানানন্দ ঈশ্বর অধীন নিরন্তর ॥ মহাপ্রভু হাসি কহে শুনহ পণ্ডিত। সে রূপ অধীন মোর নহে কদাচিত॥ কেমনে দেখাব রূপ শ্যামল সুন্দর। যদি আচার্য্যের তাহা দেখিতে অন্তর॥ তবে জ্ঞান চক্ষে তাহা দেখুক ভাবিয়া। শুনিয়া অদ্বৈত বৈসে নয়ন মুদিয়া॥ প্রভু তবে অদ্বৈতের চিত্তে প্রবেশিলা। ললিত শ্যামল রূপ তাঁরে দেখাইলা॥ তা দেখিয়া অদ্বৈতের বাহ্য দূর গেলা। অচেষ্ট হইয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলা॥ তা দেখিয়া শ্রীনিবাস করে অনুমান। অদ্বৈত অদ্বৈতোপরি হৈলা বর্ত্তমান॥ ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বৃত্তি সব দূর গেল। নিজানন্দে অন্তঃকরেণর লয় ভেল॥ অনুভবাস্বাদ্য বস্তে আত্মাপাল্য লয়। স্থাণু প্রায় শরীর নিশ্চল হৈয়া রয়॥ সবে মাত্র রোমোদ্গম হৈয়াছে শরীরে। সজীব আছেন তাহাতেই চিত্তে ধরে॥ প্রভু কহে পণ্ডিত কহিলে নিরবাদ। এমনি জানিবে কৃষ্ণ স্বরূপ আস্বাদ॥ শ্রীনিবাস বলে এই নাট্য সে তোমার। রাহে নাহি দেখাইলে অভাগ্য আমার॥ সেহ ভাল শ্যাম রূপ আমি নাহি চাই। গৌররূপ ধ্যান করি গৌর রূপপাই॥ কিন্তু তুমি সংপ্রতি করহ এই কার্য্য। বাহ্য যেন পায় এই অদ্বৈত আচার্য্য॥ অকস্মাৎ ইহো কেন হইলা

এমন। কি দেখিয়া তার আমি সুধাব কারণ।। প্রভু কহে আমি তার কর্ত্তা নাহি হই। আপনে পাবেন বাহ্য তভু বল কই।। এত বলি শ্যামরূপ তাঁর চিত্ত হৈতে। তিরোভাব করাইলা প্রভু আচম্বিতে।। অদ্বৈতের মনে স্ফূর্ত্তি যে রূপ করিলা। তা না দেখি নেত্র মিলি অদ্বৈত চাহিলা।। নিদ্রা ভাঙ্গি উঠি যেন ইতি উতি চায়। সেই দশা মগ্ন আছে অর্দ্ধ বাহ্য প্রায়।। কি দেখ অদ্বৈত বলি গৌরাঙ্গ সুধায়। আচার্য্য কহেন গ্রহগ্রস্ত স্বপ্ন প্রায়।। অকস্মাৎ তেজস্পুঞ্জ কেহো একজন। আমারে আনন্দ দিতে দিলা দরশন।। বিকশিত কুবলয় স্তোম কান্তি অঙ্গ। ঘন শ্রেণী স্নিগ্ধ মূর্ত্তি পরম আনন্দ।। কিম্বা নব তমাল সমূহ শ্যাম অঙ্গ। অগ্রে দাণ্ডা হল্লীষক নৃত্য রঙ্গ।। শ্যাম বর্ণ কিরণ মণ্ডল মধ্যে আছে। প্রতি অঙ্গে মধুরিমা চুয়াঞা পড়িছে।। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ছান্দে মুরলী বাজায়। আহা কি অদ্ভুত রূপ বর্ণন না যায়।। শ্রীনিবাস বলে আচার্য্যের বাহ্য জ্ঞান। তথাপি কৃষ্ণেরে বর্ণে যেন বর্ত্তমান।। মহাপ্রভু বলেন হৈয়াছে যে আনন্দ। তাতে মগ্ন আছে নাহি বাহ্যের সম্বন্ধ।। আর কি বলেন তাহা শুন দেখ রঙ্গ। নিরব হইলা প্রভু সঙ্গে ভক্ত বৃন্দ।। অদ্বৈত বলেন আহা কি অপূর্ব্ব বেশ। কুটিল শ্যামল দীর্ঘ স্নিগ্ধ রম্য কেশ।। কামের কোদণ্ড জিনি বক্র অরুণতা। বদন কোমল বেঢ়ি অলকা ললিতা।। চঞ্চল রাতুল রক্ত দীর্ঘ নেত্র পদ্ম। ললিত নাসিকা সর্ব্ব মাধুরীর সদ্ম।। অধর বন্ধুক সম তাহে

চিত্র রেখা। শ্রীবৎস কৌস্তুভ রমা বক্ষঃস্থলে দেখা॥ শ্রবণ তলেতে মণি মকর কুণ্ডল। কপোল উপর ছায়া করে ঝলমল॥ দিব্য মণি হার শোভে হৃদয় উপর। আপাদ লম্বিত বনমালা মনোহর॥ সুবলিত ললিত দীর্ঘল বাহু দণ্ড। অদ্বৈত বদনে বাক্য যেন সুধাখণ্ড॥ শ্রীনিবাস বলে এই বড়ই আশ্চর্য্য। একা কেন হেন দশা পাইল আচার্য্য॥ আমরাহ ধ্যান করি ভক্তিও আচরি। একা কেনে অদ্বৈত দর্শন অধিকারী॥ প্রভু কহে ধ্যানাভ্যাসে স্ফূর্ত্তি যেই হয়। স্ফূর্ত্তি তারে বলি বহু কালেতে উদয়॥ ধ্যান আদি বিনা অকস্মাৎ স্ফূর্ত্তি যার। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় তারে বলি অবতার॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু সত্য সে কহিলা। আবেশাবতার আজি অদ্বৈত হইলা॥ পূর্ব্ব জন্মে নারদে যেমন দেখা দিলা। অবতার বলি তারে শাস্ত্রেহ বর্ণিলা॥ ধ্রুব বহু কাল যত্নে করিলেন ধ্যান। তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হৈলা মূর্ত্তিমান॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু আমার সংশয়। ধ্যান জ্ঞান আদি ভক্তি যেবা না করয়॥ অকস্মাৎ তাহার অন্তরে কি কারণে। কৃষ্ণের প্রকাশ হয় যোগ্যতা কেমনে॥ মহাপ্রভু কহে কৃষ্ণ অনুগ্রহ যায়। আগে চিত্ত শুদ্ধ করি প্রকাশ করায়॥ আগে সূত্র যাইয়া যেন অন্ধকার নাশ। পশ্চাৎ জগতে হয় সূর্য্যের প্রকাশ॥ শ্রীনিবাস বলে যেই এখনে দেখিছে। কিম্বা দেখিয়াছে তাই এখন কহিছে॥ হাসিয়া গৌরাঙ্গ বলে আমি কি তা জানি। জিজ্ঞাস অদ্বৈতে ইহো কহিব আপনি॥ শ্রীবাস অদ্বৈতে পুছে শুন মহাভাগ। যে কেহ তা দেখ

কিম্বা হৈলা অন্তর্ভাব ॥ সুধাসিন্ধু হৈতে যেন অদ্বৈত উঠিলা। অল্প বাহ্য পাঞা তবে কহিতে লাগিলা ॥ অতি নীল মহঃপুঞ্জ যেই প্রভু হৈতে। আমার অন্তরে প্রবেশিলা আচম্বিতে ॥ প্রবেশিয়া ক্ষণেকে হইলা অন্তর্দ্ধান। তা না দেখি ব্যাকুল হইল মোর প্রাণ ॥ বাহ্য পাইয়া পুনঃ সাক্ষাতে দেখিল। এই বিশ্বম্ভর তিঁহ প্রবেশ করিল ॥ শ্রীবাস হাসিয়া বলে শুন ভগবান। ফলিল আমার বাক্য হইল প্রমাণ ॥ প্রভু কহে তন্দ্রা আজি দেখিল অদ্বৈত। সেই দোষে কহিছেন এই অনুচিত ॥ শ্রীনিবাস বলে অদ্বৈত আনন্দ তন্দ্রায়। ইহাতে কি দোষ ইহা ভাগ্য বশে পায় ॥ ভগবান হাসি বলে অদ্বৈতের প্রতি। জাগিয়াও স্বপ্ন দেখ এ অদ্ভুত অতি ॥ অদ্বৈত বলেন যেন কোপাবিষ্ট হৈয়া। জাগি স্বপ্ন হেন কথা কহ কি বুঝিয়া ॥ সাক্ষাৎ দেখিল নব কুবলয় শ্যাম। কিশোর বয়স দিব্য জিনি কোটি কাম ॥ বাম জংঘ উপর দক্ষিণ জংঘ দিয়া। বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ তুমি হেন তিঁহো তোমা দেখি তাঁর প্রায়। ব্যক্ত হৈলে ভেদ নাহি লুকা নাহি যায়। জাগ্রত স্বপ্ন বলি মোরে আর ভাণ্ডাইবে। চিনিনু আপন নাথ আর না পারিবে ॥ প্রভু কহে এ তোমার বাসনার দোষ। কৃষ্ণ দেখ আমারে কহিতে কর রোষ ॥ সদা ধ্যান কর কৃষ্ণ দেখ যথা তথা। আমারে তা বল কেনে অসম্ভাব্য কথা ॥ যদি কৃষ্ণ প্রকট হইতা সর্ব্বথায়। তবে আর কেহো কেনে দেখিতে না পায় ॥ শ্রীনিবাস

বলে হেন ভাগ্য হব কার। যে ভাগ্য সে রূপ দেখা পাইব তোমার॥ ভগবান হাসি শ্রীনিবাস প্রতি বলে। তুমিহ অদ্বৈত পথ পতিত হইলে॥ শ্রীনিবাস বলে তুমি কৃষ্ণের সহিতে। অদ্বৈত যে বট তাহা লুকাবে কাহাতে॥ তোমা পক্ষ হইলে অদ্বৈত পক্ষ-পাতী। তা আমরা বটি যে সন্দেহ কিবা ইথি॥ প্রভু কহে পণ্ডিত এমন যদি বল। কৃষ্ণ সনে অদ্বৈত তোমার তবে হৈল॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু ইহা না বলিবে। বৈষ্ণবের পথ ছাড়া মোরে না করিবে॥ তোমার চরণ পদ্ম মকরন্দাস্বাদ। যে করে তাহার ইহা শুনিতে প্রমাদ॥ প্রভু কহে বুঝিয়া কহিবে মহা-শয়। যদ্যপি অদ্বৈত পথ ভক্তমত নয়॥ তবে মোরে বল কেনে কৃষ্ণেতে অদ্বৈত। শ্রীনিবাস বলে আমি কয়্যাছি উচিত॥ স্বভাবে গোবিন্দ তুমি নহে আরো পণ। যার যে স্বভাব সে না হয় গোপন॥ অদ্বৈতের তবে আর ইহাতে দোষ নাঞি। আপনে কঞাছ তা দেখাব তব ঠাঞি॥ হেনবেলে আচম্বিতে আসি একজন। সত্য সত্য বলিয়া নেপথ্যে কথা কন॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু আমরা জিনিল। দৈববাণী হেন কালে জনা যে কহিল॥ পুনঃ সেই জন বলে শুন গৌর-হরি। শচীদেবী আমারে পাঠাইল ত্বরা করি॥ পাক ক্রিয়া প্রস্তুত করিয়া যত্ন করি। তোমার অপেক্ষা করি আছে পথ হেরি॥ অদ্বৈত সহিত শীঘ্র করহ গমন। গগণ মধ্যস্থ দেখ হইলা তপন॥ শুনিয়া শ্রীবাস বলে আর কার্য্য নাঞি। বিলম্ব উচিত নহে

শচী গৃহে যাই ॥ আগে তুমি কহ গিয়া বিশ্ব জননীরে। অদ্বৈতাদি যাই সভে লৈয়া বিশ্বম্ভরে ॥ যার যেই স্থান সভে করিলা গমন। ভক্ত সঙ্গে গেলা প্রভু করিতে ভোজন ॥ দ্বিতীয়াঙ্ক নাটকের অবধি পাইল। সর্ব্ব অবতার লীলা যাহে প্রকাশিল ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা শুনহ সাদরে। শুনিলে ত্রিবিধ পাপ তাপ সব হরে ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বলা। প্রেমদাস চকোর পাইয়া সুখী হৈলা ॥ শুনিতে উথলে প্রেম সংসারের নাশ। নাটক দ্বিতীয় অঙ্ক কহে প্রেমদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং দ্বিতীয়োঙ্কঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়াঙ্ক প্রারম্ভঃ।

শ্রীবাসাদ্বৈতয়ো নিত্যানন্দ মুখ্যেস্ব বন্ধুষু।
ধৃতস্বেচ্ছা স্বরূপস্য গৌরস্য বর্ণ্যতে রসঃ ॥

পয়ার ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র গোলোক ঈশ্বর। ভক্ত বৎসল জয় করুণা সাগর ॥ ততঃপর মৈত্রী আসি প্রবেশ করিলা। মনস্তাপ পাঞা তিঁহ কহিতে লাগিলা ॥ মো সভার বংশের এক কড়ম্ব জন। প্রাণে মাত্র জীয়া আছে করিয়াছি শ্রবণ ॥ না জানি এ বিরাগ আছে বা কোন স্থানে। আমি যে বাঁচিয়া আছি সে তাহা না জানে ॥ অতএব তার আমি করিব উদ্দেশ। এতবলি মৈত্রী আগে করিলা প্রবেশ ॥ অদ্ভুত আকৃতি আগে দেখি এক জন। বিস্ময় পাইল দেখি চকিত নয়ন ॥ পরানন্দ মূর্ত্তিময় দেখি সুখ উঠে।

অমৃতের দ্রব সম অঙ্গ প্রভা ছুটে॥ তাঁরে দেখি সব লোক মনঃ শুদ্ধি পায়। করুণা কটাক্ষ করি পাশে চলি যায়॥ ইহা বলি বিস্ময় পাইয়া মৈত্রী চায়। প্রেমভক্তি ততঃপর দেখিলা তথায়॥ প্রেমভক্তি বলে হায় হায় কে এ বটে। ইহারে দেখিতে মনে ব্যথা বড় উঠে॥ নাম মাত্র অতি কৃশ ধরিয়াছে শরীর। ম্লান কান্তি তুষ্টি হীন বড়ই অস্থির॥ উৎকণ্ঠাতে মোর মুখ করে দরশন। ধীরে ধীরে মোর আগে করিছে গমন॥ ভাল রীতে মৈত্রী তাঁরে দেখিয়া কহেন। এই মেনে প্রেমভক্তি অবশ্য হবেন॥ জননী কহিল যত দেখি সে লক্ষণ। অতএব কাছে যাইয়া করিব বন্দন॥ নিকটে বলিল গিয়া কর অবধান। মৈত্রী নাম মোর আমি করি যে প্রণাম॥ ইহা শুনি প্রেমভক্তি পাইলা চমৎকার। হরি হরি মৈত্রী তুমি কি গতি তোমার॥ আস্য আস্য বাছা বলি কৈল আলিঙ্গন। একাকিনী বাছা কোথা করিয়াছ গমন॥ স্থিতি নাহি ভ্রমিছ এমন দুরাবস্থা। এত দুঃখে বল তুমি চলিয়াছ কোথা॥ মৈত্রী বলে দুরাবস্থা জিজ্ঞাসিছ কি। প্রাণ লৈয়া ভয় পাঞা পলায়্যা যাইছি॥ বলবান যত ছিল মো সভার পক্ষ। তারে জিনিলেক কলি-পরিজন দক্ষ॥ দুষ্টজন ভয় হৈতে পলাইতে নাহি ঠাঞি। কি জিজ্ঞাস দুরাবস্থা ভ্রমিয়া বেড়াই॥ প্রেমভক্তি বলে অতঃপর ভয় নাঞি। নির্ভয় আমার সঙ্গে থাক স্বাস্থ্য পাই॥ মাতামহো ভগ্নী আমি

হইয়ে তোমার। মৈত্রী কহে কি রূপ সম্বন্ধ কহ তার॥ প্রেমভক্তি বলে মূল হৈতে শুন কই। বংশ কথা শুন তুমি সাবধান হই॥ ভগবান অনুগ্রহ তারে বলি পিতা। ভগবজ্জনাসক্তি সে হইল মাতা॥ দোঁহার অপত্য বহু হৈল কালক্রমে। এক পুত্র হইল বিবেক তার নামে॥ বহু হৈল কন্যা ভক্তি তা সভার নাম। বিবেকের কন্যা অনসূয়া অনুপাম॥ অনসূয়া পতি নাম হৈল সমভাব। তাঁর কন্যা তুমি যাতে মোর তুষ্টি লাভ॥ অনসূয়া কন্যা হৈল দুইত প্রকার। সরসা নিরসা বলি নাম হৈল যার॥ গুণ যোগে নিরসার বহুত প্রকার। সরসার দশ ভেদ হেতু শুন তার॥ উজ্জল অদ্ভুত সম হাস্য প্রেম বলি। বৎসল সে এই ছয় রসনাম ধরি॥ ইহার আশ্রয় ভক্তি যেই সেই যোগ্য। সভার প্রধান তারে বলি বহু ভাগ্য॥ মৈত্রী কহে প্রেমভক্তি কনিষ্ঠা সে তুমি। প্রেমভক্তি বলেন কনিষ্ঠা হই আমি॥ সর্ব্বরস সর্ব্ব ভাব উঠিয়া মিলায়। এই রসে তারে প্রেমভক্তি বলি গায়॥ সিন্ধুতে তরঙ্গ যেন উঠিয়া মিলান। খণ্ডানন্দ অন্য রস খণ্ড প্রেম হন॥ অখণ্ডে সেখণ্ড ধর্ম্ম ভিন্ন যেন থাকে। আপনার বংশ ব্যাখ্যা কহিলুঁ তোমাকে॥ মৈত্রী কহে প্রেমভক্তি তুমি একাকিনী। কোথা করিয়াছ যাত্রা কহ দেখি শুনি॥ প্রেমভক্তি বলে শুন যথাকে প্রয়ান। মো সভার আশ্রয় সেই গৌর ভগবান॥ বিশ্বম্ভর নাম ধরি নবদ্বীপ পুরে। সর্ব্ব অবতার লীলা করিয়া বিহরে॥ সংপ্রতি যে বন্দাবনেশ্বরী

শ্রীরাধিকা। তাঁর ভাবানুকৃতি লীলা সর্ব্বাধিকা ॥ তাই করি আজি নৃত্য হৈব এই ঠাঞি। তাঁর আজ্ঞা লোক চিত্ত শুদ্ধি লাগি যাই ॥ মৈত্রী কহে সে নৃত্য হৈব কার ঘরে। ভক্তি কহে শ্রীআচার্য্য রত্নের মন্দিরে ॥ মৈত্রী কহে যদি তিঁহ হেন সর্ব্বেশ্বর। স্ত্রী ভাবে তাঁহার নৃত্য বুঝিতে দুস্কর ॥ প্রেম কহে বালা তুমি জ্ঞান নাহি হয়। যে হন ঈশ্বর তিঁহ সর্ব্ব রসাশ্রয় ॥ সর্ব্ব ভক্ত আশা অনুরোধের লাগিয়া। বিচিত্র করেন লীলা ভাবে মগ্ন হৈয়া ॥ ভক্ত সব নিজ নিজ বাসনানুসারে। সেই লীলা অনুকৃতি করি ভজে তাঁরে ॥ বিরল পরম ভাগবত যে যে জন। তার চিত্তে সেই ভাব প্রবেশ করাণ ॥ সর্ব্বোত্তম সেই লীলা অনুকৃতি করি। আজি নৃত্য করিবেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ এ লীলার ভিন্ন সে সরস কিছু নাঞি। সে লীলার সাহায্য করিতে আমি যাই ॥ মৈত্রী কহে সে লীলা কি অঙ্ক রূপ হব। কিবা প্রভিন্নক রূপ তা কহ শুনিব ॥ প্রেম কহে অঙ্ক রূপ সে নৃত্য হবেন। মৈত্রী কহে কেবা কার বেশ ধরিবেন॥ প্রেমভক্তি কহে বাছা কর অবধান। নিজ মনে চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান ॥ শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে। পরম রহস্য তাহা অন্য নাহি পারে ॥ এই ভাবি রাধা রূপ ধরিল আপনে। রুদ্র রূপে অদ্বৈ-তেরে আজ্ঞা করি মানে ॥ অদ্বৈতেরে করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ। ইহাতে লোকের হইল প্রতীতি বিশেষ॥ বস্তুতঃ আপনে হৈলা দ্বিবিধ আকার। রস আস্বাদিতে নানা লীলা সে তাঁহার॥ বেশ মাত্রে

অদ্বৈত সে চরিতার্থ হৈলা। বস্তুতঃ তাহাতে প্রভু আবির্ভাব কৈলা॥ আর শুন হরিদাস হৈলা সূত্রধার। শ্রীমুকুন্দ পারিপার্শ্বিক হইলা তাঁহার॥ বাসুদেবাচার্য্য হৈলা বেশ সম্পাদক। নিত্যানন্দ শুন হৈলা যে লীলা কারক॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ সঙ্গ করিবার তরে। যোগমায়া ভগবতী বৃদ্ধা রূপ ধরে॥ তিহোঁ আসি নিত্যানন্দ দেহে প্রবেশিলা। নিত্যানন্দ যেন বৃদ্ধা অদ্ভুত হইলা॥ মৈত্রী কহে সামাজিক হৈল কোন জন। প্রেম কহে দর্শনের যে হয় ভাজন॥ পূর্ব্বে ইহা আপনে চৈতন্য ভগবান। শ্রীবাসের প্রতি কহিলেন কৃপাবান॥ শুন শুন শ্রীনিবাস আমার বচন। নৃত্য কালে হবে আজি সাবধান মন॥ এ কর্ম্মের যোগ্য যে তাহারে যাইতে দিবে। অন্য জন যাইবারে নিষেধ করিবে॥ শ্রীনিবাস বলে প্রভু কোন কর্ম্ম তরে। যোগ্যাযোগ্য ব্যবস্থা করিব বল মোরে॥ কোথা বা প্রবেশ করাইব তাহা বল। মহাপ্রভু বলে তত্ত্ব কহিব সকল॥ এই যে আচার্য্যরত্ন ইহার মন্দিরে। অদ্ভুত দর্শন আজি কহিল তোমারে॥ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা গোবিন্দ মোহিনী। আচার্য্য প্রাঙ্গণে আজি আসিব আপনি॥ উৎসাহ পাইয়া মৈত্রী পুছে বার বার। প্রেমভক্তি বলে শ্রীনিবাস চমৎকার॥ শ্রীনিবাসের মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল। ঈশ্বরের বাক্য তাতে প্রতীত হইল॥ প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিবাস মতিমান। দ্বারপাল রাখিলা হইয়া সাবধান॥ প্রভুর পরম পাত্র গঙ্গাদাস বিপ্র। শ্রীনিবাস

তারে দ্বারী করিলেন ক্ষিপ্র ॥ মৈত্রী বলে কহ কহ এ বড় কৌতুক। প্রেমভক্তি বলে শুন আনন্দ স্বরূপ ॥ ভগবান শ্রীবাসেরে কহিলেন পুনঃ। নারদ হইবে তুমি মোর বোল শুন ॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তোমার স্নাতক। এবে শুন যে যে জন হইব গায়ক ॥ শ্রীরামাদি তোমার যে তিন সহোদর। আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পঞ্চ সাধুবর ॥ ইহাবহি অন্য প্রবেশিতে নাহি দিবে। পরম রহস্য লীলা আজি সে হইবে ॥ ইহা শুনি শ্রীআচার্য্যরত্নের দুহিতা। মুরারির বধূ আসি যত পতিব্রতা ॥ শ্রীবাসের সহোদর পত্নীর সহিতে। আগে গিয়া নৃত্য স্থলে রহিলা একভিতে ॥ সে লীলা দেখিতে তাঁরা হন অধিকারী। তেঞি আগে শ্রদ্ধা করি গেলা অনুসরী ॥ হেনকালে শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে। মৃদঙ্গ তালাদি ধ্বনি হৈল মনোহরে ॥ প্রেমভক্তি বলে বাছা শুনিলে কি তুমি। রঙ্গের আরম্ভে সভে গেলা নৃত্য ভূমি ॥ হেন বেলা রঙ্গ স্থলে ভাগবত শ্লোক। পাঠ হৈল যাতে কৈল হত দুঃখ শোক ॥

তথাহি

জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো; যদুবর পরিষৎস্বৈ দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং। স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন; ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥

পয়ার ॥ জয় জয় গোবিন্দ গোপাল দামোদর। সর্ব্ব ভক্ত সুখদায়ী শ্যামল সুন্দর ॥ ব্রজবধূ পুরবধূ কাম বৃদ্ধকারী। দুই স্থানে সদা যিহোঁ রমে কৃপা

করি॥ আপনে সকল জন নিবাস হইয়া। দেবকীতে জন্মবাদ মাত্র প্রকাশিয়া॥ বাহুবলে অধর্ম্মের করিয়া সে ক্ষয়। যদু শ্রেষ্ঠ গণ যার পারিষদ হয়॥ হাস্য যুক্ত মুখ পদ্ম মাধুরী দেখিয়া। ব্রজপুর বনিতার কন্দর্প বাঢ়াইয়া॥ ব্রজে দ্বারকাতে যার সর্ব্বদা বিহার সেই প্রভু জয় জয় শ্রীনন্দ কুমার॥ আর এক শ্লোক পুনঃ করিলেন পাঠ। এই শ্লোকে প্রকাশিল রাধিকার নাট॥

তথাহি

সম্পূর্ণেন্দু মুখী সরোজনয়না কোকস্তনীত্যাদি॥

পয়ার॥ পূর্ণচন্দ্র সমযাঁর শ্রীমুখ প্রকাশ। পদ্মনেত্রা কোকস্তনী কৈরব সুহাস॥ কম্বু সম কন্দরা লক্ষ্মীর গর্ব্ব নাশা। প্রতপ্ত কনক কান্তি সূক্ষ্ম নীল বাসা॥ যিহোঁ বৃন্দাবন ক্রীড়া কৌতুক নাটক। নান্দী সম শ্রীকৃষ্ণের রস প্রকাশক॥ সেই শ্রীরাধিকা দেবী জগতের লোকে। শুভ দান করুণ এই অর্থ এই শ্লোকে॥ প্রেমভক্তি বলে সত্য আমি যে বলিল। হরিদাস রঙ্গে আগে প্রবেশ করিল॥ শ্রীভাগবত পদ্য মঙ্গল করিয়া। নান্দী পাঠ কৈল আগে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ অতএব অনুমানি এই হরিদাস। এক অঙ্ক ভাল নাট্য করিব প্রকাশ॥ প্রেমভক্তি বলে বাছা এ লীলা দেখিতে। ইচ্ছা থাকে তবে কেহ আমার সাক্ষাতে॥ মৈত্রী কহে কোথা মোর সে ভাগ্য হইব। গৌরাঙ্গের সেই লীলা দেখিতে পাইব॥ প্রেমভক্তি বলে কিবা চিন্তা সে তোমার। মোর সঙ্গে

থাকি দেখ গৌরাঙ্গ বিহার॥ আমার প্রভাবে কেহ লখিতে না পাব। তুয়া অনুরোধে আমি নিকটে থাকিব॥ মৈত্রী কহে অনুকূল যদি হও তুমি। প্রভুর নৃত্য দেখিয়া কৃতার্থ হই আমি॥ আস্য বলি প্রেম-ভক্তি চলিলা কৌতুকে। এ প্রসঙ্গে প্রবেশ কহেন এ নাটকে॥ ওথা হরিদাস সূত্রধার বেশ ধরি। প্রবেশ করিল রঙ্গে মহানন্দ করি॥ কথো দূরে প্রেমভক্তি মৈত্রী দুই জন। অলক্ষিতে থাকি করে নৃত্য দরশন॥ সূত্রধার হরিদাস রঙ্গ স্থলে যাইয়া। দুই হস্তে পুষ্পা-ঞ্জলি লইল তুলিয়া॥ ভগবান পাদ পদ্ম নখ মণি গণ। তার শোভা পুষ্ট রূপ পুষ্প সমর্পণ॥ কুন্দ মল্লিকাদি যত পুষ্পের সন্ততি। নাট্যরস হাস্য সম যার শুক্ল কান্তি॥ শ্লোক বন্ধে ইহা বলি সেই পুষ্পাঞ্জলি। রঙ্গ স্থলে দিল হরিদাস কুতূহলি॥ প্রেমভক্তি বলে সাধু সাধু হরিদাস। যদ্যপি নেপথ্যে নান্দী পাঠের প্রকাশ॥ তথাপি সে রঙ্গ পূজা প্রসঙ্গ করণে। পুষ্পা-ঞ্জলি পেলি দিল কৃষ্ণের চরণে॥

ত্রিপদী

প্রেমভক্তি বলে, মহা কুতূহলে; বৎস মৈত্রি হের দেখ।
হরিদাস কয়, নাট্য লক্ষ্মী প্রায়; তেজ ভব পরতেক॥
কণ্ঠে দিব্যহার, শ্রবণে তাঁহার; কুণ্ডল যুগল শোভা।
অবতংস তাতে, প্রসর বক্ষেতে; সুরম্য মাল্যের প্রভা॥
অঙ্গদ কঙ্কণ, শ্রীভুজ মণ্ডন; শিরে শোভে চিত্রপাগ।
চরণ যুগল; নূপুর মঞ্জুল; কি কহিব পরভাগ॥
মৈত্রী বলে পুনঃ, প্রেমভক্তি শুন; কোনশাস্ত্রে হেনকয়।

প্রেমভক্তি কয়, শাস্ত্র মত নয়; অনুরাগ পথ হয়॥
শাস্ত্র মার্গে তাহা, তে নিয়ম হয়;
অনুরাগ মার্গ নিয়ত।
মৈত্রী বলে অনিয়তে, যে চলে সে পথে;
বিলম্বে হয় গম্য গত॥
প্রেমভক্তি কয়, এ নিশ্চিত নয়;
শুনহ কহি দৃষ্টান্ত।
স্বভাবে কুটিলা নদী, সেই পথে নৌকা যদি;
যায় শীঘ্র নাহি পায় অন্ত॥
নদীর বন্যার কালে, অনিয়ম মার্গে চলে;
শীঘ্র গিয়া পায় গম্য লাগ।
এইমত ভক্তজন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ;
লৈয়া যায় কৃষ্ণ অনুরাগ॥
অতএব এ বিচারে, কিছু কার্য্য নাহি করে;
শুনহ কি বলে হরি দাস।
হরিদাস রঙ্গ স্থলে, সভ্য গণ আগে বলে;
প্রেমদাস শুনিয়া উল্লাস॥

পয়ার। আর অতি বিস্তারের নাহি প্রয়োজন। আজি আমি গিয়াছিনু ব্রহ্মার ভবন॥ নৈত্যিক বন্দনা তাঁর করিনু সাদরে। নারদ আছিলা বসি সে সভা ভিতরে॥ আমারে দেখিল তিহোঁ আদেশ করিল। নারদ গোসাঞি শুন যে কথা কহিল॥ শুনহে গন্ধর্ব্ব রাজ আমার বচনে। বহু দিন মনোরথ আছে মোর মনে॥ শ্রীল বৃন্দা বিপিন বিহারি ভগবান। ব্রজ ভূমি চন্দ্র তিহোঁ সুখের নিধান॥ তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা

কৌমুদী সে হয়। নৃত্য করি কর মোর নয়ন বিষয়॥ আজি সেই নটন সম্পন্ন যেন হয়। এমন কৌশল করি পূরাহ আশয়॥ ভগবান নারদের আজ্ঞা সিদ্ধ তরে। যত্ন করি আমি তাহা কহিল সভারে॥ ইহা বলি অগ্রেতে করিল দৃষ্টিপাত। পারিপার্শ্বিকে তিঁহ দেখিল সাক্ষাৎ॥ আইস আইস বলি তাঁরে করিল সম্ভাষে। কি আজ্ঞা বলিয়া পারিপার্শ্বিক প্রবেশে॥ সূত্রধার বলে আর্য্য শুন কহি কথা। আজি মোরে নারদ কহিল সব কথা॥ পারিপার্শ্বিক কহে কি রূপ তোমার। নারদের দেখা হৈল কহ সমাচার॥ সূত্রধার ব্রহ্মলোক বৃত্তান্ত কহিল। পারিপার্শ্বিকের মনে বিস্ময় জন্মিল॥ পারিপার্শ্বিক বলে সে নারদ আত্মা-রাম। ব্রহ্মার তনয় তিঁহ ব্রহ্মার সমান॥ সনকাদি আত্মারাম তাঁহার অনুজ। অন্তর বাহিরে ব্রহ্ম কহে মুখাম্বুজ॥ আত্মারাম হৈয়া কৃষ্ণ লৌকিক যে লীলা। তাহা দেখিবারে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইলা॥ সদৃষ্ট হইয়া তোমা করিলেন প্রার্থন। ইহার রহস্য কহ করি নিবেদন॥ ইহার রহস্য আছে বলে সূত্রধার। শ্রীভাগবতে সিদ্ধান্ত কহিয়াছে তার॥ আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ সকল। ইহারাও ভজে কৃষ্ণ চরণ যুগল॥ অহৈতুকী ভক্তি করে ছাড়িতে না পারে। ঐছে অনর্ব্বচনীয় গুণ কৃষ্ণ ধরে॥ পারিপার্শ্বিক বলে ভক্তি করুণ তাঁহারা। লৌকিক আচরে কেন অনুরাগ প্যারা॥ সূত্রধার বলে তুমি না কহ এমন। অলৌ-

কিক হৈতে লৌকিক লীলা রসায়ন ॥ বিশ্ব সৃষ্টি আদি লীলা প্রাচীন হইলা। তাতে হৈতে স্বাদু হয় অবতার লীলা ॥ এ সব বিচার করি শুক মহাশয়। ভাগবতে কহিয়াছে করিয়া নির্ণয় ॥ ভক্তে অনুগ্রহ করি মনুষ্য আকার। ধরিয়া করেন কৃষ্ণ মনুষ্য বিহার ॥ সেই মনুষ্যের ক্রীড়া শুনে যেই জন। অচিরাতে হয় সেই কৃষ্ণ পরায়ণ ॥ সাধারণ জন প্রতি এই অনুক্রম। ইহ যে নারদ মহা ভাগবতোত্তম ॥ বিশেষে শ্রীবৃন্দাবন প্রিয় মহাশয়। শ্রীগোপাল মহামন্ত্র ঋষি সুনিশ্চয় ॥ তাতে উপযুক্ত তাঁর দর্শনেচ্ছা ইথি। অবিলম্বে অনুনয় করহ সংপ্রতি ॥ পাত্র বর্গ ভুমিকা সে পরিগ্রহ কর। বিলম্ব না কর ইহা করহ সত্বর ॥ পারিপার্শ্বিক বলে ক্ষণ অপেক্ষা সে কর। যাবত এথানে নাহি আইসে মুনিবর ॥ ব্রহ্মলোক হৈতে তিহোঁ করিব গমন। বেশ করি আমরা থাকিব কতক্ষণ ॥ সূত্রধার বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান। অন্তরীক্ষে চলে সে নারদ ভগবান ॥ তথা হৈতে আসিবারে তাঁর কতক্ষণ। অতএব শীঘ্র কর বর্ণিকা গ্রহণ ॥ পারিপার্শ্বিক বলে যদি এমন করিব। কোন লীলা অনুকৃতি তাঁরে দেখাইব ॥ সূত্রধার বলে সে নারদ তপোধন। রহস্য কৌতুক রসে তাঁর লুব্ধ মনঃ ॥ অতএব যোগমায়া দেবী যে আপনে। জরতির ভাব ধরি হরষিত মনে ॥ সাহায্য করিয়া তিহোঁ সম্পূর্ণ করিলা। রাধা মুকুন্দের যেই দান নামে লীলা ॥ তাহা অনুনয় করি দেখাহ মুনিরে। তা দেখি নারদ

সুখী হইব অন্তরে ।। পারিপার্শ্বিক বলে ইহা তৎ-
কাল কেমনে। অনুষ্ঠান করিব তা বলহ আপনে ।।
সূত্রধার বলে ইথে কোন অনুস্বার। না পারিবে
কেনে তা তৎকাল করিবার ।। পারিপার্শ্বিক বলে
শুন করি নিবেদন। এ প্রয়োগে নিপুণ তোমার কন্যা
গণ ।। সশঙ্ক হইয়া তারে বলে সূত্রধার। কহ তা
সভার আগে শুভ সমাচার ।। পারিপার্শ্বিক বলে
তাঁরা আছেন কল্যাণে। কিন্তু গিয়াছেন তাঁরা
শ্রীবৃন্দাবনে ।। বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব পুজিবারে।
সভে মেলি গিয়াছেন আনন্দ অন্তরে ।। এত শুনি
সূত্রধার সোদ্বেগ হৃদয়। কেমতে নারদ ইহা করিব
প্রত্যয় ।। দেখিতে না পাইলে তিহোঁ শাপ দিয়া যাব।
বড়ই সঙ্কট দেখি কি বুদ্ধি করিব ।। পারিপার্শ্বিক
বলে তুমি চিন্তা না করিহ। সমাগত প্রায় তারা
নিশ্চয় জানিহ ।। সূত্রধার বলে তুমি কিছুই না জান।
তৎকাল আসিব তারা ইথে কি প্রমাণ ।। কুমারী
সকল তাঁরা পথ নাহি চিনে। উপযুক্ত বন্ধু তার
কেহ নাহি সনে ।। তাতে বৃন্দাবনে আছে মত্ত হস্তীবর।
মেঘ বর্ণ তিহোঁ দ্রব্যে দান স্বীকর ।। পারিপার্শ্বিক
বলে চিন্তা না করিহ ইথে। তাঁহার শাশুড়ী বৃদ্ধা
আছে তাঁর সাথে ।। যোগমায়া সমান প্রভাব সভে
জানে। বনে হস্তী ভয় আদি না করিহ মনে ।। সূত্র-
ধার শুনি হাসি কহিতে লাগিলা। ইহা কহি তুমি
মোরে নিশ্চিন্ত করিলা ।। তাঁহার শাশুড়ী বুড়ী পথ
নাহি চিনে। ডাকিকথা কহিলেও না শুনে শ্রবণে ।।

সে আমার কন্যা গণে করিব সহায়। দেখিতে তাহার মূর্ত্তি অতি জরা প্রায়॥ পারিপার্শ্বিক বলেন না বল এমন। মহা সুপ্রভাবা তিঁহো যোগিনী উত্তম॥ মতি নাশ হেতু তাঁর জরাবস্থা নয়। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি দিনে দিনে বৃদ্ধি হয়॥ চন্দ্রের মণ্ডল যেন প্রতি দিনে দিনে। বৃদ্ধি হয় সেই মত বিচারিবে মনে॥ এইমতে দুই জনে কহিছেন কথা। হেন বেলে শ্রীনারদ আইলেন তথা॥ দূরে হৈতে আনন্দেতে কহিছে ডাকিয়া। শুনহে গন্ধর্ব্ব পতি কি কর বসিয়া॥ যার লাগি আমারে করিল অনুনয়। সে লীলার অনুনয় করিল সহায়॥ শুনি পারিপার্শ্বিকেরে কহে সূত্রধার। শ্রীনারদ গোসাঞির হৈল আগুসার॥ মো সভার অভিমত শ্রীকৃষ্ণের লীলা। দেখিবারে উৎকণ্ঠাতে নারদ আইলা॥ মো সভার কিছুই সামগ্রী দেখি নাঞি। শীঘ্র চল কুমারীর অন্বেষণে যাই॥ যে আজ্ঞা বলিয়া নৃত্য করি কতক্ষণ॥ তথা হৈতে দুই জন করিলা গমন॥ দান লীলা অনুনয়ে এই প্রস্তাবনা। দেখিলেন প্রেমদাস হৈয়া হৃষ্টমনা॥

পয়ার॥ এথা রঙ্গস্থলে শ্রীনারদ আইলা। সভাতে স্নাতক ইহা দরশন দিলা॥ কোথা হে গন্ধর্ব্ব রাজ এই বোল বলি। তার অনুসন্ধান করেন কুতূহলী॥ প্রেমভক্তিবলে বাছা মৈত্রী দেখ দেখ। শ্রীনারদ গোসাঞি হইলা পরতেক॥ কৈলাস শিখর যেন শুভ্র অঙ্গ কান্তি। বিদ্যুতের প্রায় জটা শোভা করে অতি॥ প্রকোষ্ঠে সে অক্ষমালা অষ্টাঙ্গেতে ফোঁটা। যুবা বয়েস

তাতে দীপ্তি অঙ্গচ্ছটা ॥ বীণার গুণায় নানা তান সঞ্চারিয়া। গাইছেন কৃষ্ণ গুণ ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ ইহার অপূর্ব্ব গাঁথা লিখিয়াছে পুরাণে। শ্রীভাগবত গ্রন্থে লিখে স্থানে স্থানে ॥

তথাহি.

অহোদেবর্ষি ধন্যোয়ং যৎকীর্ত্তি শার্ঙ্গ ধন্যন।
গায়ন্ মাদন্নিদং তন্ত্র্যা ভ্রময়ত্যা ভুবং জগৎ ॥

পয়ার ॥ প্রেমভক্তি বলে বাছা প্রণম সত্বর। মহাভাগবতোত্তম এই মুনিবর ॥ ইহার অপূর্ব্ব গাঁথা লিখিলা পুরাণে। সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রসঙ্গে লিখিল স্থানে স্থানে ॥ দেবর্ষি নারদ ধন্য শারঙ্গ ধন্যযশ। মত্ত হৈয়া গাইয়া করে ত্রিভুবন বশ ॥ প্রণাম করিয়া মৈত্রী পাইয়া বিস্ময়। প্রেমভক্তি স্থানে জিজ্ঞাসিলা সানন্দয় ॥ শুন আই পূর্ব্বে তুমি আমারে কহিলা। শ্রীনিবাস করিবেন নারদের লীলা ॥ ইহোঁত শ্রীবাস নহে নারদ সাক্ষাৎ। শ্রীনিবাস বলি তুমি ভাণ্ডাহ আমাত ॥ প্রেমভক্তি বলে শ্রীল নারদ আপনে। শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে প্রকট ভুবনে ॥ পূর্ব্ব রূপাচ্ছাদি যেন শ্রীবাস হইলা। তেন ইহাঁ আচ্ছাদিয়া নারদত্ব পাইলা ॥ শ্রীঅদ্বৈত আদি যে হইব কৃষ্ণ আদি। বেশ আরোপণ তাতে ভক্ত তত্ত্ব বিধি ॥ অতএব তুমি সর্ব্ব বিতর্ক ছাড়িয়া। চৈতন্যের লীলা দেখ নয়ান ভরিয়া ॥ নারদ বলেন শুন শুনহে স্নাতক। এথা কেনে নাহি দেখি কোনই নাটক ॥ স্নাতক বলেন মুনি গন্ধর্ব্বের রাজ। নৃত্য করিবারে গেলা বৃন্দাবন মাঝ ॥ যোগ্য

স্থান যেই সেই বিচার করিয়া। সামগ্রী লইয়া গেলা অনুমান ইহা॥ চলহ আমরা যাব শ্রীবৃন্দাবনে। সে নৃত্য দেখিব যাঞা আনন্দিত মনে॥ নারদ বলেন একি বৃন্দাবন নহে। স্নাতক তাঁহার প্রতি হাসি হাসি কহে॥ শুন মহাভাগ তুমি অতি হর্ষাবেশে। আপনাহ পাসরিলে মোর চিত্তে ভাষে॥ বৃন্দাবনে বৃক্ষ লতা পুষ্প আদি যত। সকল তোমাতে বেদ্য শাস্ত্র দৃষ্টি মত॥ তথাপিহ অন্য স্থানে বৃন্দাবন বল। আপনা ভুলিলে তুমি জানিলাঙ দঢ়॥ নারদ বলেন সত্য কহিলে স্নাতক। আনন্দ উন্মাদ হয় সর্ব্ব বিস্মারক॥ অন্তর্ব্বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি লোপ করে। সম্যক্ আত্মাকে কেহো চিনিতে না পারে॥ পর পরিচয় কথা সে থাকুক দূরে। কৃষ্ণানন্দ উন্মাদ এমত শক্তি ধরে॥ অতএব কহ কোন দিগে বৃন্দাবন। স্নাতক কহেন এই করহ গমন॥ দুইজনে নৃত্য করি পথে চলি যায়। মৈত্রী সহ প্রেমভক্তি দেখি সুখ পায়॥ প্রেমভক্তি বলে এহোঁ মহাভাগবত। স্বাভাবিকি বৃন্দাবন রতি সমাবৃত॥ নৃত্যরসে নারদ কথোক দূর গেলা। স্নাতক সম্বোধি পুনঃ কহিতে লাগিলা॥ এই শ্রীল বৃন্দাবনে চিচ্ছক্তি বিকার। ভূমি বৃক্ষ লতা কুঞ্জ অনন্ত প্রকার॥ পক্ষী মৃগ ভৃঙ্গ আদি সান্দ্রানন্দ ময়। জ্ঞানানন্দ নয়নানন্দ বর্ণন না হয়॥ বিরজা পরমব্যোম নহে যার পার। হেন বৃন্দাবন হৈব নয়ন গোচর॥ ইহা বহি চক্ষু ফল কিবা আছে আর। আর কহি শুন তাহা পূর্ব্ব সমাচার॥ মোর

পিতা ব্রহ্মা যারে স্বয়ম্ভু সে বলি। তিঁহ যবে দেখিলেন বৃন্দাবন স্থলি ॥ ব্রহ্মলোক প্রতি তবে হৈল অধিকার। বৃন্দাবনে যে সে জন্ম বাঞ্ছা হৈল তার ॥ এই কথা ভাগবতে করিল প্রকাশ। তাহা শুন বলি শ্লোক পটে শ্রীনিবাস ॥

তথাহি

তদ্ভূরিভাগ্যমিহজন্ম কিমপ্যটব্যাং, যদ্গোকুলেঽপিক তমাঙ্ঘ্রি রজো ঽভিষেকং। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃশ্রুতি মৃগ্যমেব ॥

পয়ার ॥ বৎস শিশু হরি ব্রহ্মা বৎসরেক গেলে। সেই বৎস শিশু দেখে কৃষ্ণ সঙ্গে খেলে ॥ পুনঃ সব বৎস শিশু চতুর্ভুজ হৈলা। পুনঃ দেখে একা কৃষ্ণ শিশু রূপ হৈলা ॥ হংস পৃষ্ঠ ছাড়ি ব্রহ্মা বিস্মিত হইলা। কৃষ্ণ পাদ পদ্মে পড়ে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ অনেক প্রকার স্তব করি পুনঃ শেষে। কৃষ্ণ স্থানে প্রার্থনা করিল ভাবাবেশে। শুন প্রভু কৃপা করি মোরে দেহ বর। কিছু হৈয়া জন্মি বৃন্দাবনের ভিতর ॥ কৃষ্ণ বলিলেন তুমি ব্রহ্মলোক ছাড়ি। বৃন্দাবনে জন্মিবারে সাধ দেখি বড়ি ॥ কি লাভ হইব জন্ম হৈলে বৃন্দাবনে। কান্দিয়া কহেন ব্রহ্মা কৃষ্ণের চরণে ॥ বৃন্দাবনে জনমিলে কোন বনবাসি। পদধূলী মোর অঙ্গে লাগিবেক আসি ॥ কৃষ্ণ কহে ব্রজলোকে কি ভাগ্য দেখিলে। যাহা দেখি পদধূলী প্রার্থনা করিলে ॥ ব্রহ্মা কহে শ্রুতিগণ করে অন্বেষণ। অদ্যাপিহ নাহি পায় তোমার চরণ ॥ চরণ না পায় তাঁর ধূলীহ

না পায় । হেন তোমা ব্রজবাসী দেখে সর্ব্বথায় ॥ তোমাতে এতেক প্রীত না দেখিলে মরে । ইহা সভা পদধূলী ভক্তি ফল ধরে ॥ ব্রজবাসী মহিমা কহিতে শক্তি নাঞি । অতএব ইহা সভার পদধূলী চাই ॥ কৃষ্ণ বলে ব্রহ্মা তুমি জগৎ ঈশ্বর । বড় বৃক্ষ হৈতে কেনে নহিল অন্তর ॥ ব্রহ্মা বলে বনে যদি বড় বৃক্ষ হই । সর্ব্বাঙ্গেতে পদধূলী লাগিবেক কই ॥ অতএব গুল্ম লতা মধ্যে কিছু হইয়া । ধূলী ব্যাপ্ত হৈয়া থাকোঁ সন্তোষ পাইয়া ॥ এমন প্রার্থনা কৈল জনক আমার । সে স্থান হইব দৃশ্য আমা সভাকার ॥ এত বলি সেই শ্লোক বীণায় উচ্চারি । নৃত্যাবেশে নারদ চলিলা কুতূহলী ॥ স্নাতক বলেন হৈল গেলে বৃন্দাবন । পায় পায় নাচি গাই করহ ক্রন্দন ॥ ধৈর্য্য করি পথে যাহ বৃন্দাবন যায়্যা । নৃত্য গান যত ইচ্ছা করিহ বসিয়া ॥ ধৈর্য্য করি নারদ কহেন পথ কই । স্নাতক বলেন আস্য পথ বটে এই ॥ পুনঃ নৃত্য করি পথে নারদ চলিলা । হেন কালে বৃন্দাবনে বেণু ধ্বনি হৈলা ॥ স্নাতক বলেন এই বটে বৃন্দাবন । গোবিন্দের বেণু ধ্বনি পুলিন মোহন ॥ স্নাতকের বাক্যে মুনি স্থির কৈল কান । মুনি বলে সত্য বটে কৃষ্ণ বেণু গান ॥ মাধুরী রসের মহা দীর্ঘকায় বাঁশী । কলরব করে যেন সুখে মত্ত হংসী ॥ প্রণয় কুসুম বাটী ভঙ্গ গীত হেন । সুরত সমর ভেরী বাজিছেন যেন ॥ রসিক জনের করে হৃদয় বিদংশ । নিশ্চয় বাজিছে পূতনার শক্রবংশ ॥ প্রেমভক্তি বলে বাছা মৈত্রী সাবধান । প্রবেশ করিব

কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ॥ আজন্ম যতেক দুঃখ সকল পাসর। দেখি দুই খানি চক্ষু সফলতা কর ॥ শ্রীগোবিন্দ রূপ না দেখিল যেই জন। মহা দুঃখি সেই তার বিফল নয়ন॥ মৈত্রী বলে সব তুয়া চরণ প্রসাদে। গোবিন্দ দেখিব আমি আজি নির্ব্বিরোধে ॥ এথা সে নারদ ভাল রূপে নির্দ্ধারিয়া। কহিছেন স্নাতক পুনঃ রুহে সম্বোধিয়া ॥ সত্য মেনে ব্রজরাজ কুমারের বংশী। বাজিছেন বৃন্দাবনে সর্ব্ব চিত্ত দংশী ॥ দেখ দেখ বৃন্দাবনে যত গিরিগণ। অশ্রুধারা সভার বহিছে অনুক্ষণ ॥ তরু লতা সকল পুলক ব্যাপ্ত হইল। নদী সকলের শ্রোত স্তম্ভিত হইল ॥ দেখ দেখ কি অদ্ভুত নয়ান ভরিয়া। এত বলি নাচি যায় বীণা বাজাইয়া॥ স্নাতক বলেন এবে যথার্থ এ নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ দেখিবে অতঃপর কোন কৃত্য ॥ অদ্যাপিহ শ্রুতি যাঁর করে অন্বেষণ। ব্রহ্মজ্ঞানী করে যাহা আস্বাদি তেমন ॥ যিঁহো মূর্ত্তিমান মহা আনন্দের সার। ভব ব্রহ্মা আদি দেব নতি করে যাঁর ॥ হেন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম নেত্র দৃশ্য হৈব। ইহা বই কোথা কোন আনন্দ পাইব ॥ শুন দেব ঋষি তুমি আমার বচন। অলক্ষিতে আমরা থাকহ এক ক্ষণ ॥ শ্রীদাম সুবল আদি যত সখা গণ। তা সভার সনে কৃষ্ণ করিলা গমন ॥ কিবা ভাগ্যবতী যত আভীর কিশোরী। তাঁ সভার সঙ্গে আসিছেন গিরিধারি ॥ নারদ বলেন সত্য এই সে কর্ত্তব্য। অলক্ষিতে রহিলেন দুই মহা সত্য ॥ এথা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশে

আসিয়া। প্রফুল্ল কদম্ব বৃক্ষে অঙ্গ হেলাইয়া॥ ললিত ত্রিভঙ্গ তনু মদন মোহন। মুরলী বাজন নৃপ তরু আলম্বন॥ জনকত সম বয়ঃ সখা মাত্র সঙ্গে। সখা সম্বোধিয়া কিছু কহিছেন রঙ্গে। দেখ দেখ সখা সব বৃন্দাবন শোভা। প্রফুল্ল মাধবী লতা জগ মনো লোভা॥ ললিত লবঙ্গ তরু মুকুলে আকুল। বিশোক অশোক কোকনদ সম ফুল॥ বিবিধ বিবিধ বিচয় চম্পক নিচয়। কুসুম সুষম সর্ব্ব চিত্ত আহ্লাদয়॥ নাগ পুন্নাগ তরু সুচারু স্তবক। কুটিরে পাটব বায়ু গন্ধ আহ্লাদক॥ শিশু সব হাসি বলে শুন প্রাণ সখা। তোমার ক্রীড়ার বন শোভার কি লেখা॥ প্রেমভক্তি বলে দেখি পরম আশ্চর্য্য। কিবা অনির্ব্বচনীয় রূপের মাধুর্য্য॥ এহোত অদ্বৈত নহে বুঝিল নিশ্চয়। বেশ রচনার শিল্প এমত কি হয়॥ কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি কৈল আবির্ভাব। রূপ দরশন মাত্র পরানন্দ লাভ॥ যথার্থ যে বস্তু সেই করে চমৎকার। সুখ সন্দোহাদি করে যথার্থ আকার॥ পুনর্ব্বার দেখি বলে করিয়া বিচারে। অকৃষ্ণ যে সেই কৃষ্ণ হইতে না পারে॥ স্বয়ং কৃষ্ণ নানাকৃতি হইতে সমর্থ। কৃষ্ণ হৈতে নারে অংশ কলা আছে যত॥ অবয়বী বহু অবয়ব হৈতে পারে। অবয়বী হইবারে অবয়ব নারে॥ অতএব ইহোঁ মেনে না হয় অদ্বৈত। বেশ রচনাও নহে জানিল নিশ্চিত। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈলা অবতীর্ণ। ইহাঁরে দেখিয়া দুই নেত্র হৈলা ধন্য॥ দূরে হৈতে নারদ দেখিল কৃষ্ণ রূপ। মহা সুখে বলে কিবা আনন্দ স্বরূপ॥ সান্দ্রানন্দ

রস সিন্ধু করিয়া মন্থন। এই শ্যামামৃত উঠাইল কোন জন ॥ ভক্ত গোষ্ঠী প্রতি কৃপা মোহিনী আপনে। শ্যামামৃত পরিবেষে আনন্দিত মনে ॥ পংক্তি করি বসিলেন যত রতিবান। নানা রুচি করি করে বারম্বার পান ॥ নিত্য নূতন হয় না হয় বিকার। কি অপূর্ব্ব শ্যামামৃত বড় চমৎকার ॥ নবজলধর শ্যাম ধাম অনুপাম। ও রূপে তুলনা নহে কত কোটি কাম ॥ শরদ পূর্ণিমা চন্দ্র সুন্দর বদন। পদ্মপত্র দ্রোণী দীর্ঘ অরুণ নয়ন ॥ বিম্বফল হেন বক্তু বর্ণ ওষ্ঠাধর। হাস্য কুমুদ কান্তি তাহার উপর ॥ চলি আসিছেন কৃষ্ণ এই দিগ পানে। কুঞ্জ আড়ে থাকি আস্য আমরা দুজনে ॥ নারদ স্নাতক দুই কুঞ্জ আড়ে থাকে। কৃষ্ণ ওথা কহি-ছেন সঙ্গীয়া বালকে ॥ শুন সখা শ্রীদাম সুদাম মোর কথা। কুসুমাসব বটু কেন নাহি দেখি এথা ॥ তার অন্বেষণা দেখি কর বৃন্দাবনে। যে আজ্ঞা বলিয়া তারা চলে অন্বেষণে ॥ হেন বেলা বিদূষক ধাইয়া আইলা। সম্ভ্রমে গোবিন্দ আগে কহিতে লাগিলা ॥ রক্ষ রক্ষ কৃষ্ণ বলি আইসে নিকটে। ত্রাস দেখি কৃষ্ণ বলে কি বটে কি বটে ॥ কি নিমিত্ত ভীত তুমি তাহা কহ আগে। বিদূষক বলে ভাই এড়াইনু ভাগ্যে ॥ অতিবৃদ্ধা প্রায় দেখি একটা যোগিনী। গুটি পাঁচ ছয় সঙ্গে বালিকা রমণী ॥ দৈবে কোথা পাইয়াছে তাহা সভা কারে। বন মধ্যে আইলা গোপেশ্বর পূজিবারে ॥ একা আমি তার কাছে গিয়াছিনু বনে। সে যোগিনী মোর দেখা পাইত এই ক্ষণে ॥ এখনি আমারে লৈয়া গিবে

বলি দিত। তুয়া পুণ্যে এড়াইনু প্রাণ হারাইত ॥ হাসিয়া গোবিন্দ বলে সুবলের প্রতি। কেমন সন্দর্ভ এই মনঃকর ইথি ॥ সুবল বলেন জানিলাম অনুমানে। এই স্থানে থাক তথা যাইব বা কেনে ॥ আজি গোপেশ্বর রাজ শিব পূজিবারে। গুরুজন নিষেধ করিল রাধিকারে ॥ রাধিকার মাতামহী মুখরা গোপিকা। হর্ষ পাইয়া নিজ সঙ্গে লইয়া রাধিকা ॥ স্বচ্ছন্দে আইলা বনে গোপেশ্বর স্থানে। তাহা দেখি আইলা ইহোঁ বুঝিলাম মনে ॥ বৃদ্ধা মুখরাকে দেখি যোগিনীর ভ্রমে। বটু ভয় পাঞা ধাঞা আইলা এই স্থানে ॥ আকৃতে প্রভাতে তিঁহো যোগমায়া যেন। বৃন্দাবনে কে আর যোগিনী আছে হেন ॥ ইহা শুনি বিদূষক হী হী করি হাসে। গোপী সব যদি আইলা গোপেশ্বর পাশে ॥ এখনি পড়িব আসি প্রিয়সখা হাতে। কৃষ্ণ গুণে আকর্ষিয়া নিব সেই পথে ॥ গোকুল বাসিনী নারী কুরঙ্গিণী গণ। প্রিয়সখা গুণ তার বাগুরার সম ॥ বাগুরা ছাড়িয়া মৃগী যাইব কোথারে। এখনি পড়িব আসি প্রিয়সখা করে ॥ নারদ বলেন শুন স্নাতক বচন। এখানে থাকিতে আর নহে প্রয়োজন ॥ অতএব আইস যাই যোগের প্রভাবে। আকাশে থাকিয়া দেখি এ কৌতুক সভে ॥ ইহা বলি শ্রীনিবাস তথা হৈতে গেলা। রাধা বেশে গৌরচন্দ্র আসি প্রবেশিলা ॥ বিশ্বম্ভরবলি কেহ চিনিতে না পারে। আকৃতি প্রকৃতি রাধা সভে মনে করে ॥ রাধা বলে আর্য্যে শুন কি বুদ্ধি করিব। গোপেশ্বর পূজিবারে কোন পথে যাব ॥ স্থানে স্থানে

দানকর করি বিমোচনে। ধূর্ত্ত বনগজ আসিয়াছে বৃন্দাবনে ॥ সদালী নিকর সেই করে আকর্ষণ। হেলাতে কণ্ডূল করদণ্ড সুশোভন ॥ বনগজ ভয় বনে যাইতে নারিব। গোপেশ্বর পূজিবারে কেমনে পাইব ॥ তাহা শুনি সুবল কৃষ্ণেরে কহে পুনঃ। মোর বাক্য ফল ধরিলেক তাহা শুন ॥ বিদূষক বটু বলে থাকরে সুবল। বৃথা গর্ব্ব ছাড় সত্য আমার উত্তর ॥ আমি যে বলিয়াছি প্রিয় বয়স্যের হাতে। তাহার প্রতীত এই দেখহ সাক্ষাতে ॥ অতএব আমরা সে উদ্যম করহ। কৃষ্ণ কহে কি উদ্যম শুনি তাহা কহ ॥ বটু বলে রাধিকা এ শ্লোক পাঠ কৈল। ধূর্ত্ত বনগজ স্থানে স্থানে দান কৈল ॥ কিন্তু বনগজ বলি উচিত কহিল। ধূর্ত্ত কথা কহি মোরে বড় দুঃখ দিল ॥ সে প্রসঙ্গ ঝাঁপি কৃষ্ণ হাসি কহে তারে। বনগজ ধূর্ত্ত বলি রাধিকা উচ্চারে ॥ তাহাতে তোমার দুঃখ কহ হৈল কেনে। বটু বলে আর গজ কে আছে এ বনে ॥ অতএব ধূর্ত্ত করি তোমারে কহিল। এই বাক্যে রাধা মোর মনে দুঃখ দিল ॥ পুনর্ব্বার রাধা বলে সেই বন হাতী। সহচর ইভের সঙ্গেতে বুলে মাতি ॥ শুনিয়াছি বৃন্দাবনে কৈল দানকর। কেমনে যাইব পথে বলনা উত্তর ॥ কুসুমাসব বটু বলে শুনহ রহস্য। কুঞ্জ আড়ে থাকি দেখ গোপিকা রহস্য। নির্ভয় বিশ্বস্ত হৈয়া আগুল ইহারা। এক ক্ষণ কুঞ্জ মার্গে থাকহ তোমরা ॥ তা শুনিয়া সভে বলে উত্তম বলিলা। কৃষ্ণের সহিতে সভে কুঞ্জে প্রবে-

শিলা॥ এথা রাধা সঙ্গে যত প্রিয় সখীগণ। পূজার সামগ্রী হাথে করিলা গমন॥ আগে আগে বুড়ী চলে রাধা তার পাছে। সে শোভা বর্ণিব হেন শক্তি কার আছে॥ রাধা বলে সখী গোপেশ্বরকে পূজিতে। সকল সম্ভার আনিয়াছি গৃহ হৈতে॥ সখী সভে বলে সব আনিলা সম্ভার। কিন্তু এক দ্রব্য নাহি আনিলা পূজার॥ সুথাঞা মলিন হৈব ইহার কারণ। পুষ্প মাত্র না আনিল কৈল নিবেদন॥ এথায় আনিব পুষ্প করিয়া চয়ন। তাহা শুনি রাধিকা ভাবেন মনে মন॥ ভালই হইল পুষ্প লইব বৃন্দাবনে। এত ভাবি বলে চল পুষ্প অন্বেষণে॥ নাট্য রসে করে সভে পুষ্পের চয়ন। মৈত্রী সহ প্রেমভক্তি করেন দর্শন॥ প্রেম বলে কি আশ্চর্য্য সেই বিশ্বম্ভর। সাক্ষাৎ রাধিকা যেন হইল গোচর॥ ইহার অসাধ্য মেনে কোন বস্তু নয়। ইচ্ছা বশে স্ত্রী পুরুষ দুই রূপ হয়॥ পূর্ব্বে শুনিয়াছি যবে মোহিনী হইলা। যতেক অসুর ছিল সভারে মোহিলা॥ আত্মারাম ঈশ্বরের ঈশ্বর শঙ্কর। দেখি মোহ পাইলা তিঁহো ভবানী গোচর॥ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়াও তিনি। সেই দেহে রাধা রূপ হইলা আপনি॥ সর্ব্ব শক্তিময় হন প্রভু বিশ্বম্ভর। অতএব এই তাঁর কি আশ্চর্য্যতর॥ অথবা আপন শক্তি সহ ভগবান। দ্বিদল যুগলে এক কলাই সমান॥ পৃথক হইলা যেন স্ত্রী পুরুষ মূর্ত্তি। দুই মূর্ত্তি সম ঘাটি বাটি নাহি ইথি॥ রাধিকার সনে গদাধর মূর্ত্তি দেখি। ইহো গদাধর নহে

কিন্তু রাধা সখী ॥ সাক্ষাৎ ললিতা ইহোঁ নহে গদাধর। অথবা ত্রিমূর্ত্তি হৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ পুনর্ব্বার চাহি কহে জরতীর পানে। ইহোঁ মেনে যোগমায়া বটেন আপনে ॥ তমো গুণ শুদ্ধসত্ব করিয়া মাথায়। পাকা কেশ ছলে ধরি আইলা এথায় ॥ বৃদ্ধা বেশ ধরি সত্য যোগমায়া আইলা। নিত্যানন্দ নহে ইহোঁ জরতীর খেলা ॥ ভগবান যোগমায়া পাঠাইয়া দিলা। যোগমায়া নিত্যানন্দ দেহে প্রবেশিলা ॥ এ নহে আশ্চর্য্য নিত্যানন্দ হলধরে। নানা রূপ ধরি ইহোঁ কৃষ্ণ সেবা করে ॥

তথাহি

নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকোপধান বর্ষাতপ
বারণাদিভিঃ। শরীরভেদৈ স্তবশেষ তাংগতৈ
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতোজনৈঃ ॥

পয়ার ॥ কৃষ্ণের নিবাস শয্যা পাদুকা আসন। বস্ত্র উপধান ছত্র নানা রূপ হন ॥ শরীর ভেদেতে সেবা শেষ নাম ধরে। অতএব লোকে তাঁরে শেষ নাম বলে ॥ যখনে যে রূপ লীলা গোবিন্দ করেন। তাঁর অনুরূপ বলরাম বেশ ধরেন ॥ মৈত্রী প্রেমভক্তি দোঁহে মহানন্দে দেখে। জ্ঞান দৃষ্টে প্রেমদাস যথা মতি লেখে ॥

ত্রিপদী

কুঞ্জ আড়ে রহি হরি, রাধিকার রূপ হেরি;
মনে মনে কত সুখ পায়।
সে রূপ বর্ণন করি, সখারে শুনান হরি;

কর্ণ মনঃ শুনিয়া জুড়ায় ॥
কোন কারু গুরুবর; কোন রত্ন মনোহর;
আনি নিরমিল রাধা দে।
কি প্রেম চিত্রকর, চিত্র কৈল চারুতর;
লাবণ্য কুন্দে কুন্দাঞাছে ॥
সৌন্দর্য্য সমুদ্র মথি, উঠাইল কোন বিধি;
মধুরিম লক্ষ মনোরমা।
নিতি নিতি দেখা হয়, নিত্য নূতন ময়;
চিত্ত হরি ব্যগ্র কৈল আমা ॥
কাম মহা নরপতি, দর্প রূপ ধরা মূর্ত্তি,
লাবণ্য লক্ষ্মীর মধুমদ।
কিবা সৌভাগ্যের গর্ব্ব, উদয় করিল সর্ব্ব;
কিবা রাধা রূপের সম্পদ ॥
মাধুর্য্যের নানাস্থানে, সর্ব্ব গুণাদ্বৈত ভানে;
কিবা রূপ নির্ণয় না হয়।
কেলি বিলাসের শ্রেণী, উপনিষদহন ইনি;
স্থিরচর কৈল সুখময় ॥
নয়নের চমৎকার, রূপ দেখি বার বার;
কেবা বটে চকোর নয়নী।
এরূপ দেখিলা যেই, ভাগ্যধর লোক সেই;
প্রেমদাস মধুর ভাষণী ॥

পয়ার। রাধিকা বলেন প্রিয় সখী ললিতারে। চল যাই লবঙ্গ কুসুম তুলিবারে॥ জরতী বড়াই বলে শুনহ রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এই লবঙ্গ বটিকা॥ ইহার নিকট কদাচিত না যাইবা। প্রমাদ হইব বড়

নিশ্চয় জানিহ ॥ পড়িবে কৃষ্ণের হাথে ছাড়াতে নারিব। বলিয়া ফারাক আমি পশ্চাৎ জানিব ॥ ললিতা বলেন যদি কৃষ্ণ আইসে এথা। তোমারে জামিন তবে করিব সর্ব্বথা ॥ জামিন হইবে তুমি আপনা ছাড়াইব। ইহাতে কি চিন্তা সব কলহ ভাঙ্গিব ॥ এত বলি হাসি পুষ্প করেন চয়ন। হেন কালে এক ভৃঙ্গ তথায় গমন ॥ পদ্ম-ভ্রমে রাধা মুখ নিকটে আইল। ভৃঙ্গ দেখি ভয়ে রাধা ললিতা ডাকিল ॥ রক্ষ রক্ষ সখি মোরে মত্ত মধুকর। দংশিতে আইল ভয়ে কাঁপিছে অন্তর ॥ সখী সব বলেন মধুসূদন চপল। অনিয়ত প্রেম ইহোঁ স্বভাবে তরল ॥ লবঙ্গ কুসুম ছাড়ি গন্ধে অন্ধ হৈয়া। তুয়া মুখ বেঢ়ি ভ্রমে ঝঙ্কার করিয়া ॥ কুঞ্জ আড়ে থাকি কৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া। রাধা মুখ দেখি কহে সভারে ডাকিয়া ॥ দেখ দেখ মুখে আসি পড়িছে ভ্রমর। নিবারণ করে রাধা দিয়া নিজ কর ॥ ভয়েতে চকিত হৈয়া অধোমুখ করি। দেখ দেখ সখা কিবা রূপের মাধুরী ॥ ভ্রমরের মন দুঃখ কঙ্কণ ঝঙ্কারে। পীড়া পাই ঘূরি ঘূরি চারি দিগে ফিরে ॥ বিদূষক বলে সখা মোর বোল ধর। মো সভার ভাল হৈল এই অবসর ॥ লবঙ্গ ফুলের বন আমা সভাকার। না কহিয়া ফুল তোলে রাধিকা তোমার ॥ ফুলের লাগিয়া তুমি কর যাই রণ। বলাৎকারে কাটি লেহ বস্ত্র অভরণ ॥ কৃষ্ণ কহে সখা এই রূপ দরশন। ইহা হৈতে কিবা সুখ আছে ত্রিভু-

বন॥ অসঙ্কোচ মুখচন্দ্র করেছি দর্শন। হেন সুখ বাদ তবে হইব এখন ॥ তবু প্রিয় বটু বাক্য না করিব আন। এত বলি দেখা দিলা কমল নয়ান॥ দর্প করি বলে হরি শুনত ললিতা। এমত সাহস শিক্ষা পাইলে তুমি কোথা॥ বৃন্দাবনে মোর স্থানে স্বতন্ত্র হইয়া। কোন মদে বার বার পুষ্প তোলসিয়া॥ ভাল জ্ঞান ছিল মোর তোমা সভাকায়। ইতর লোকের প্রায় দেখি ব্যবসায়॥ গায়ের গরবে আসি বৃন্দাবন স্থলে। পুষ্প লৈয়া বৃক্ষ লতা ভাঙ্গ ডাল মূলে॥ বড়ই অনীত দেখি তোমা সভাকার। বন ভাঙ্গি মোরে দুঃখ দেহ বার বার॥ ভগ্ন দেখি দুঃখ পাই দেখিতে না পাই। আমারে অবজ্ঞা করি বুল এই ঠাঞি॥ ভালই হইল আজি দেখিল সাক্ষাতে। আজি তার ফল ভোগ কর ভাল মতে॥ বুড়ি বলে অএ কৃষ্ণ তোঁ বড়ি অজ্ঞান। পুষ্প লাগি বালা সব করিলা পয়ান॥ বৃন্দাবন মধ্যে যাইয়া ফল ভোগ করি। ইহা লাগি এথা নাহি আইসে গোপনারী॥ আচম্বিতে তুমি বন ফল ভোগ কর। কেমন তোমার কথা বুঝিতে দুস্কর॥ বটু বলে বুড়ী মোরে আশ্চর্য্য লাগিল। বয়-স্যের সঙ্গে বুঝি বুদ্ধি তোর গেল॥ অপরাধে দণ্ড করে তারে বলি ফল। ইহা নাহি জান তুমি হইলে পাগল॥ জরতী বলেন শুন ব্রাহ্মণের শিশু। ক্ষীর-কণ্ঠ তুঞি তোর বুদ্ধি যেন পশু॥ অপরাধকারী বলি করহ বিচার। অপরাধ হৈলে তবে দণ্ড কর তার॥ অপগত রাধা তারে বলি অপরাধ। সরাধা আমরা

নাহি দেখ কি প্রমাদ ॥ ললিতা বলেন বটু শুনহ বলি য়ে। তোমার বয়স্য এই বনের বটে কে ॥ বটু বলে মোর সখা ইহাঁ অধিকারী। ললিতা বলেন সত্য কহিলে বিচারি ॥ অধিক যে অরি অধিকারী বলি তারে। তুয়া সখা অধিকারী এ বন মাঝারে ॥ এ নহিলে মোর সখী রাধারে এ বনে। তুয়া সখা এমত অবস্থা করে কেনে ॥ বটু বলে ললিতা পাণ্ডিত্য প্রকাশিলে। শব্দ ভাঙ্গি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্যের বলে ॥ সেহ ভাল হউ মোর সখা এই বনে। হইলা অধিক অরি তোমার বচনে ॥ তুয়া প্রিয়সখী রাধা তার এই বন। কোন অভিপ্রায়ে কহ এমন বচন ॥ তোমার সখীর বল কেমনে হইল। অতি অদ্ভুত কথা আজি সে শুনিল ॥ ললিতা বলেন ভোগ প্রমাণ সর্ব্বথা। অন্যথা নিঃশঙ্কে পুষ্প তুলিকেন এথা ॥ জরতী বলেন সত্য কহিলে ললিতা। মোর নাতিনীর বন ইথে কি অন্যথা ॥ এ নহিলে এথা বৃন্দা নিজ পরিজনে। দেব রূপে নিযুক্ত করিল কি কারণে ॥ কৃষ্ণ হাসি বোলে আর অদ্ভুত শুনিল। রাধা পরিজন বৃন্দা কেমনে হইল ॥ নাতিনীর পক্ষ হইয়া মিথ্যা কথা কহ। আমার বৃন্দারে রাধিকারে দিতে চাহ ॥ জরতী বলেন ওরে কৃষ্ণ মূর্খ বড়। রাধার যে বৃন্দা ইথে সন্দেহ কি কর ॥ সাক্ষাতে আছেন বৃন্দা জিজ্ঞাস আপনে। কার পক্ষ বটে বৃন্দা কহিব এখনে ॥ যার পক্ষ বৃন্দা তার হব বৃন্দাবন। কৃষ্ণ বলে ভাল ভাল প্রমাণ বচন ॥ কৃষ্ণ কর্ণে বটু বলে হও সাবধান। এ কথাতে

বৃন্দাকে না করিহ প্রমাণ ॥ গোপিকার পক্ষ বৃন্দা জানিহ নিশ্চিত। আত্ম পক্ষ বলি না বলিবে কদা-চিত ॥ বটু বাক্যে কৃষ্ণ কিছু তটস্থ হইলা। সুবল ললিতা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ আমার সখার সত্য বটে এই বন। কৃষ্ণ নাম মুদ্রা ইথি প্রমাণ বচন ॥ বনে প্রতি বৃক্ষ দেখ পুংলিঙ্গা উদ্দেশ। রাধার বলি কেনে কর মিথ্যা আবেশ ॥ ললিতা বলেন যদি এমন বলিবে। তথাপি সুবল তুমি বিচারে হারিবে ॥ মোর সখী শ্রীরাধিকা তাঁর নামাঙ্কিত। বৃন্দাবনে লতা সব দেখহ নিশ্চিত। পুংলিঙ্গ নির্দিষ্ট বনে নাহি কোন লতা। বৃক্ষের কুসুম মোরা না লব সর্ব্বথা ॥ লবঙ্গ লতার পুষ্প লিছি আপনার। তোমার সখার ইথে কিবা অধিকার ॥ সুবল তটস্থ হৈলা না স্ফুরে বচন। বুড়ী বলে ললিতার যাউ নির্ম্মঞ্ছন ॥ উত্তম বলিয়া তাঁরে বলি লৈলা কোলে। কৃষ্ণ প্রতি বুড়ী পুনঃ কোপা-বেশে বলে ॥ ওরে কৃষ্ণ কলহ করিছ কি কারণ। নিজ অধিকারে পুষ্প তোলে গোপীগণ ॥ যদি তোর এই পুষ্পে আছে অনুরাগ। বিনয় পূর্ব্বক রাধিকার ঠাঞি মাগ ॥ আমি তবে দিব তোরে লবঙ্গের ফুল। কার প্রিয় নহ তুমি সভে অনুকূল ॥ কৃষ্ণ পানে চাই রাধা অতি স্পৃহা হৈল। কি আশ্চর্য্য বলি মনঃ কথা আরম্ভিল ॥ অঙ্গের ছটায় শ্যাম করিছে ভুবন। দশ দিগ চন্দ্রময় করিছে বদন ॥ সুধাসার কর্ণ পূর্ণ করিছে বচনে। আকাশ অম্বুজ ময় করিছে নয়নে ॥ অর্দ্ধ নেত্রে রাধা কৃষ্ণ রূপ করে পান। দেখিতে

দেখিতে কত অমিয়া সিনান ॥ জরতী বলেন কৃষ্ণ হেতু এই ফুল। এত বলি ধরি রাধিকাদ্যের দুঙ্গল ॥ আঁচলে যতেক পুষ্প দিল ছড়াইয়া। কৃষ্ণের অগ্রেতে বুড়ী হাসিয়া হাসিয়া ॥ তা দেখিয়া রাধা মন্দ মধুর হাসিয়া। বসনে বদন ঝাঁপি কহে বুড়ী চায়্যা ॥ কি করিলে আর্য্যা তুমি অজ্ঞানের পারা। দেব পূজা লাগি পুষ্প তুলিল আমরা ॥ সে সব ফুলের কৈলে এমত অবস্থা। কার বোলে হেন কর মোরে দেহ ব্যথা ॥ ঘন ঘন চাহে কৃষ্ণ রাধিকার পানে। শোভা দেখি কথা কহে নিজ মনে মনে ॥ বসন আবৃত মুখ তভু এত শোভা। দেখিয়া না ফিরে আঁখি সর্ব্বেন্দ্রিয় লোভা ॥ দুখানি নয়নে কিবা সাজিছে অঞ্জন। পিঞ্জর ভিতরে যেন নাচিছে খঞ্জন ॥ অধরে সাজিছে কিবা মন্দ হাস্য লব। বসনে ছানিল যেন কর্পূরের দ্রব ॥ ললিতা বলেন বুড়ী কি কার্য্য করিলে। ভয়ে বেয়াকুল হৈয়া কার্য্য না বুঝিলে ॥ এত শ্রম করি পুষ্প করিল চয়ন। ইহা নষ্ট কৈলে তুমি কিসের কারণ ॥ কিবা ইনি বৃন্দাবনে কিবা অধিকার। ইহাকে ডরাও তুমি বড়ত উদার ॥ বুড়ী বলে ললিতা বড়ত দেখি কথা। কলহ করিতে কিবা হইয়াছে সমর্থা ॥ বৃথা মাত্র গর্ব্ব কর না থাকে বচনে। দুষ্টের সহিত হাস্য কর তুমি বেনে ॥ আস্য আস্য ললিতা আমরা যাব ঘর। এত বলি ধরিলেন রাধিকার কর ॥ রাধা লঞা গৃহ প্রতি করিলা গমন। রাধা বলে আর্য্য শুন আমার বচন ॥ গোপেশ্বর না পূজিয়া কি করিয়া

যাব। দেবতা পূজার দ্রব্য কোথা বা রাখিব॥ বটু বলে আর্য্যা তুমি যাইতে পাবা কোথা। মোর সখার দান কর লাগিবেক এথা॥ যথার্থ যে দান হয় তার বোধ দিয়া। সভে যাহ একা কেনে যাবে রাধা লৈয়া॥ বুড়ী বলে কিরে দান বামন বড়ুয়া। কার সৃষ্টি কিবা দান কেবা কহে ইহা॥ বটু বলে সুবল শুনহ সর্ব্ব বাণী। ইহার উত্তর তুমি বলহ আপনি॥ সুবল বলেন আর্য্যে ইথে কর মন। কাম নাম নরপতি বিদিত ভুবন॥ বৃন্দাবনে কুলবধূ যত আইসে যায়। তার দান ঘাটে কারো যোগ্য নাহি পায়॥ খুঁজিতে খুঁজিতে মোর সখারে দেখিল। অতি যোগ্য কৃষ্ণ দেখি বড় সুখ পাইল॥ নিজ হস্তে পুষ্প দিয়া অনেক যতনে। কৃষ্ণেরে স্থাপন কৈল এই বৃন্দাবনে॥ নব কুলবধূ দান ঘউ রাজ হৈয়া। যখন আমার সখা বসিয়া আসিয়া॥ তখন কন্দর্প নরপতি আপনাকে। কৃতার্থ করিয়া মানিলেন তিনলোকে॥ এ স্থানে এ কার্য্য যদি কৃষ্ণ না থাকিতা। কিছু কার্য্য না হইত জন্ম হৈত বৃথা। এই মত বিস্তর কহিল বাক্য মনে। তার প্রীত লাগি কৃষ্ণ আছেন ভুবনে॥ রাজার অভিন্ন মূর্ত্তি জানিবে কৃষ্ণেরে। অতএব দান দেহ কহিল তোমারে। শুষ্ক বিবাদেতে কিছু নাহি প্রয়োজন। দান দ্রব্য দিয়া সুখে করহ গমন॥ বুড়ী বলে তুয়া সখা দানী হউ নহু। তাহার বিচার এথা না করিবে কেহু॥ তুমি যে কহিলে স্মর নরপতি বরে। তার বশ নহি মোরা দান দিব কারে॥ যে

জনের আছে স্মর নরপতি ডর। সে জনের স্থানে তুমি সাধ গিয়া কর॥ সুবল বলেন ভাল কহিলে উত্তর। বৃন্দা তুমি স্মর প্রতি কি তোমার ডর॥ সঙ্গে করি লৈয়া যাইছ যে সব প্রবীণা। ইহারাত বটে স্মর নৃপতি অধীনা॥ ক্রোধ করি বুড়ী বলে শুনরে সুবলা। দান যোগ্য পদার্থ কি এ ঠাঞি দেখিলা॥ দানের সামগ্রী নাহি মিছাই চাতুরী। দ্রব্য সঙ্গে থাকিলে দানীকে শঙ্কা করি॥ সুবল বলেন কৃষ্ণ কি বলিব আমি। ইহার উত্তর বুঝি কর মেনে তুমি॥ গাম্ভীর্য্য করিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা। রাজ আজ্ঞা শুন সভে যে মোরে বলিলা॥ রাজা মোরে দান ঘাটে কহিল নিয়ম। বৃন্দাবন কুলবধূ করেন গমন॥ তা সভার রত্ন আদি যত বস্তু হয়। থাকু বা না থাকুক তার পশ্চাত নির্ণয়॥ প্রথমে যে বাহু দোলাইয়া চলে যায়। তার দান বুঝিয়া লইবে সমুদায়॥ অতএব বাহু দোলানির কড়ি দেও। রত্ন সব লৈয়া যাইছে তার পানে চাও॥ সোনারসম্পুটে ভরা যত রত্ন আছে। দেখাও জগাত দেহ চলি যাও পাছে॥ কৃষ্ণ বাক্য শুনি কহে যত সখীগণ। আমা সভা স্থানে নাহি রত্ন আদি ধন॥ গোপেশ্বর পূজা রসে এ উপকরণ। পুটিকাতে লৈয়া যাইছি করি আচ্ছাদন॥ হাসিয়া কহেন বটু যত গোপীগণে। তোমা সভা সম মূর্খ নাহি ত্রিভুবনে॥ গোপেশ্বর কৃষ্ণ ইহোঁ সাক্ষাৎ থাকিতে। কোথা গোপেশ্বর কোথা যাইবে পূজিতে॥ এই গোপেশ্বর পূজা কর শুদ্ধ মনে। যে কিছু অভীষ্ট

সিদ্ধি হইব এখনে ॥ সখী বলে মূর্খ মহা কাল গোপেশ্বর। পূজিব আমরা তুমি কেবল পামর ॥ বটু বলে কৃষ্ণ মোর মহা কাল নন। যার অঙ্গ কান্ত্যে কাল কৈল বৃন্দাবন ॥ গোপীসব বলে মূর্খ শ্রীচন্দ্রশেখর। তাঁর পূজা করিব তিঁহো সে গোপেশ্বর ॥ বটু বলে দেখ দেখ অজ্ঞান সকল। কৃষ্ণ কি নহেন ইঁহো শ্রীচন্দ্রশেখর॥ ইহা বলি ময়ূর চন্দ্রিকা কৃষ্ণ শিরে। নিজ হস্তে নাচিয়া দেখান গোপীকারে ॥ সখী সব হাসি বলে শুনহে বাচাল। গৌরীপতি পূজিব তিঁহো সে মহাকাল ॥ বটু বলে গৌরীপতি গোবিন্দ কি নহে। তোমরা কি গৌরী নহ চাহ নিজ দেহে ॥ জরতী বলেন অরে বটুয়া অজ্ঞান। তুয়া সখা ইহা সভার পতি এই জান ॥ থাক থাক বড় গর্ব্ব হইয়াছে মনে। গ্রাম মধ্যে তোমার কি না পাব দর্শনে ॥ সখী সব বলে অরে বাচাল অজ্ঞান। পশুপতি পূজি এই দেবের প্রমাণ ॥ বটু বলে এত পশু যে করে পালন। বুঝি দেখ পশুপতি না হয় সে জন। পশুপতি কৃষ্ণ তাঁরে দেহ পুষ্প গন্ধ। হইব অভীষ্ট সিদ্ধি পাইবে আনন্দ। সখী বলে ও কথা কেমন করি বল। মোরা হেন আছি যার পশুর মণ্ডল॥ হেন জন নহেন কি ইহোঁ পশু-পতি। আমরা এতেক পশু যাহার সংহতি ॥ সুবল বলেন পশু হইনু আমরা। কৃষ্ণে পশুপতি সিদ্ধ করিলে তোমরা॥ কৃষ্ণ পশুপতি হৈল পূজহ ইহাঁরে। দাসী হৈয়া সেব সভে আমার সখারে ॥ ইহাতে হইলা স্পষ্ট আর কহি শুন। পুটিকাতে লুকাঞা

লৈয়াছ কিবা পুনঃ ॥ সকল দেখাইয়া সুখে করহ গমন। নিরর্থক কলহ করহ কি কারণ ॥ রাধা বলে সুবলের কথা রাখ ভাল। পুটিকার পূজার দ্রব্য দেখাহ সকাল ॥ সখী সব দেখায়েন বটু চাঞ্চা দেখে। সামগ্রী সকল গণিলেন একে একে ॥ মৃগমদ কুঙ্কুম সে অগোর চন্দন। কর্পূর এ মুক্তাহার করিল গণন ॥ কিন্তু মুক্তাহার ফণী হারের সমান। কৌশল করিয়া দেখ করিয়াছে নির্ম্মাণ ॥ জরতী বলেন তবে শুন ফণী হার। বটুকে দংশহ বোল ধরহ আমার ॥ বটু বলে যে করিল কালীয় দমন। তার সখা মোর সর্প ভয় কি কারণ ॥ অতএব এই দ্রব্য তুমি দান কর। বিচারিয়া দিয়া পাছু সুখে আগুসর ॥ সখী সব বলে ভাল দেব পূজা করি। সংপ্রতি আমরা সব ঘরে যাই চলি ॥ তোমার বয়স্য যদি জান মোর ঘরে। যে পারিব তাহা তবে কর দিব তাঁরে ॥ বটু বলে বটে নিজ অধিকার ছাড়ি। তোমা সভা ঘরে যাই হইব ভিখারী ॥ থাক থাক মর্য্যাদা সকল ঘুচাইব। বলাৎকারে দ্রব্য সব কাটিয়া লইব ॥ এত বলি দেব পূজা যত উপহার। লইবারে চলিলা করিয়া বলাৎকার ॥ ললিতা বলেন গোপরাজের নন্দন। এ সকল দেবতার পূজোপকরণ ॥ এমন করিয়া যদি কর অপবিত্র। উপযুক্ত নহে তোমার এমন চরিত্র ॥ রাধা বলে ললিতা শুনহ মোর বোল। অপুণ্যাত্মা পুরুষ দ্রব্য ছুইল সকল ॥ ইহোঁ যে শাসের দ্রব্য পুনঃ তাহা

লৈয়া। দেবতাকে সে দ্রব্য বা দিব কি বলিয়া ॥ অত-
এব ফেল ফেল সর্ব্ব উপহার। ঘরে যাই অন্য দ্রব্য
আনি পুনর্ব্বার ॥ শুদ্ধ দ্রব্য আনিয়া পূজিব গোপে-
শ্বর। আস্য আস্য আর্য্যে শীঘ্র যাব নিজ ঘর॥ ইহা
বলি ঘর যাইতে উদ্যম করিল। বাহু পশারিয়া কৃষ্ণ
পথ আগুলিল ॥ কৃষ্ণ বলে আপনা চতুর করি মান।
ছল করি পলাইবে নাহি দিবে দান ॥ সকপটে
ক্রোধ করি বলেন রাধিকা। মূল যদি দিল তবে দানের
কি লেখা ॥ সানন্দে বলেন কৃষ্ণ কিবা মূল দিলে।
শুন কহি যত দ্রব্য জানিবে কহিলে ॥ কাঞ্চন কমল
মুখ অমূল্য রতন। তার পর নীলরত্ন পদ্ম দুনয়ন ॥
তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠান। মুক্তাবলী তার
মাঝে দন্ত নিরমাণ ॥ দেখিতেছি এত দ্রব্য আছে
তোমা ঠাঞি। ইহার দানের কড়ি তার লেখা নাই ॥
বক্ষঃ স্থলে ঢাকা দুই হেম কুম্ভবর। না জানি কি রত্ন
আছে তাহার ভিতর ॥ সে সকল একে একে করিব
বিচার। দান দিয়া যথা ইচ্ছা কর আগুসার॥ রাধা
কহে কেবা তুমি কিসের বিচার। অবিচারে বিচার
করিতে শক্তি কার॥ বলাৎকারে কৃষ্ণ রাধা ধরিবারে
চায়। বুড়ী আসি মধ্যে তার হৈল অন্তরায় ॥ বুড়ী
বলে অএ তুমি যশোদার পুত্র। চঞ্চল করিয়া কিবা
করিছ কি সূত্র ॥ কিবা লোভে লোভিত হৈয়াছে
তুয়া মন। নন্দপুত্র হৈয়া কেনে ধার্ষ্ট্য আচরণ ॥
তত্ত্ব কথা কহি শুন কুলবধূ জন। এ সভারে কর উপ-
দ্রব আচরণ ॥ নিশ্চয় জানিহ তবে নহিব কল্যাণ।

ক্রোধ করি ললিতা বলেন সাবধান॥ বড় ধার্ষ্ট্য দেখি আজি কেবা বট তুমি। কৃষ্ণ বলে বিদিত মাধব নাম আমি॥ ললিতা বলেন একি অদ্ভুত আখ্যান। বৈশাখে মাধব বলি সে কি মূর্ত্তিমান॥ কৃষ্ণ বলে অঙ্গে মোর নাম জনার্দ্দন। ললিতা বলেন লোক পীড়ক সে জন॥ তারে জনার্দ্দন বলি সেই নিষ্ঠা বট। এ নহিলে বন মধ্যে কেনে হৈল ঘাট॥ কৃষ্ণ বলে গোবর্দ্ধনধারী মোর নাম। ললিতা হাসিয়া বলে যথার্থ আখ্যান॥ গো হিংসুক হৈয়া বল গোবর্দ্ধনধর। বৃষাসুর বধ কৈলে সভার ভিতর॥ গো হত্যা করিলে সেই পাপের কারণ। সপ্ত দিন কষ্টেতে ধরিলে গোবর্দ্ধন॥ প্রেমভক্তি বলে মৈত্রী বড় কুতূহল। শ্রীগৌর চন্দ্রের লীলা পরম মঙ্গল॥ নট সব যদি করে এ লীলানুকৃতি। সুখী হয় লোক দেখি জন্মে চমৎকৃতি॥ আপনে ঈশ্বর সঙ্গে নিজ গণ লৈয়া। অনুনয় করে সুখ তুলনা কি দিয়া॥ কিন্তু সামাজিক রস নট সব পথ। রস না জন্ময়ে বটে পণ্ডিতের মত॥ সামাজিক কৃতি দুই রূপ যদি হয়। তভুত সজ্জান নাট হয় সুনিশ্চয়॥ অলৌকিক বস্তুতে এ সব আস্বাদন। তাহাতে বিরোধে কিবা অতি রসায়ন॥ কিন্তু অলৌকিক হৈতে লৌকিক যে লীলা। চমৎকার করে ঈশ্বরের সেই খেলা॥ জগল্লোক আকর্ষক লৌকিক বিহার। অলৌকিক হেতু সেই এই সারোদ্ধার॥ এত বলি প্রেমভক্তি বিস্ময় পাইলা। মৈত্রী সঙ্গে সুখে দেখে গৌরাঙ্গের লীলা॥ ওথা বটু বলে বড় কুটিলা ললিতা। মোর

সখা দুষ্টাচার করিলি গর্ব্বিতা ।। বৃষাসুর বধি কৈল গোকুল রক্ষণ । গোবধিয়া বলি তাঁরে বলহ বচন ।। থাক থাক তার কার্য্য করিব পশ্চাৎ । হাস্য ক্রোধে শ্রীসুবল আইলা সাক্ষাৎ ।। সুবল বলেন সত্য কৃষ্ণ গো হিংসুক। তুমি শুদ্ধ যার পঞ্চ এ মহাপাতক ।। ব্রহ্মহত্যা সুরাপান সুবর্ণ হরণ । গুরু পত্নী সঙ্গম এই চারির সঙ্গম ।। এই পঞ্চ মহাপাপ তোমা সভাকার । তথাপি হইলে শুদ্ধ কিবা চমৎকার ।। ললিতা বলেন কোথা মহাপাপ পঞ্চ । মিথ্যা কহি কেনে কর অধর্ম্মের সঞ্চ ।। সুবল বলেন তোমা সকলের মুখ। দ্বিজরাজ ঘাতী তাহা জানে সব লোক ।। মদিরা খাইয়াছ তাহা চক্ষে দিছে সাক্ষী। নহিলে বিবর্ণ কেনে চঞ্চল দু আঁখি ।। তোমাদের বর্ণ হেম চৌরী সর্ব্বথা । গুরুপত্নী সঙ্গে সঙ্গ করিছ সর্ব্বথা ।। পঞ্চবাণ অনুক্ষণ সঙ্গে সভাকার । তথাপি তোমরা হৈলে মহা শুদ্ধাচার ।। সর্ব্ব পাপ হরে যার নামের স্মরণে । হেন মোর সখা দুষ্ট জানিয়াছ মনে ।। অতএব কৃষ্ণ শুন আমার বচন। ধার্ষ্ট্য করে জগতের সহজ এ ধর্ম্ম ।। ধার্ষ্ট্য বিনা দান কর প্রাপ্তি নাহি হয় । ঋজু হৈলে ব্যাপারী না করে তার ভয় ।। অতএব তুমি কর দর্পের প্রকাশ । ধৃষ্ট গোপী সকলের গর্ব্ব হব নাশ ।। এত শুনি কৃষ্ণ পেলে বুড়ীকে ঠেলিয়া । বলাৎকারে রাধার বসন ধরে গিয়া ।। কোপাবিষ্ট হৈয়া বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়াঞা । অন্তর্দ্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে লৈয়া ।। নিজ রূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ । নৃত্য

ক্ষরে সভা মাঝে পরম আনন্দ ॥ মৈত্রী বলে দেবী বৃন্দা কোন দিগে গেলা। নিত্যানন্দ অকস্মাৎ কোথা হৈতে আইলা ॥ প্রেমভক্তি বলে যোগ মায়ার প্রভাব। নিত্যানন্দে তিহোঁ করি আছিলা আবির্ভাব ॥ অবশেষ থাকুক রস এই মনে ভাবি। অন্তর্দ্ধান করিলেন যোগমায়া দেবী ॥ তিহোঁ গেলা নিত্যানন্দ স্বরূপ থাকিলা। সহজ যে ভাব তাই উদয় করিলা ॥ যৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার। অগ্নি তাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার ॥ অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ। এই মত যোগমায়া ছাড়ি নিত্যানন্দ ॥ অতএব এই নৃত্য রহিল এখন। ঈশ্বরের লীলা এই নাট নহে যেন ॥ অদ্বৈত অদ্বৈত হৈলা সে মূর্ত্তি গেলা কতি। দেখ দেখ মৈত্রী চিত্র ঈশ্বরের গতি ॥ মৈত্রী বলে ভগবান প্রভু বিশ্বম্ভর। কি রূপ হইলা যেন সর্ব্ব লীলা ধর ॥ হেন বেলে আইলেন কেশব ভারতী। মহাপ্রভু গৃহে তিহোঁ গেলা শীঘ্রগতি ॥ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী বলি লোকে ডাকি কয়। প্রেমভক্তি বলে কোন অমঙ্গল হয় ॥ দেখিল ভারতী গেলা প্রভুর বাড়ীতে। প্রেমভক্তি বলে মৈত্রীআইস মোর সাথে ॥ ইহা বলি তথা হৈতে দুই জন গেলা। যে যে ছিলা সভে নিজ২ স্থানে আইলা ॥ নিজ গৃহে গৌরচন্দ্র আছেন বসিয়া। ভারতী হেনই কালে উত্তরিলাসিয়া ॥ ভারতীরে দেখি প্রভু পরম আদরে। সেবা করিলেন যেন বিধি ব্যবহারে ॥ গৌরচন্দ্র দেখিয়া ভারতী ভাগ্যবান। মহা সুখী হইলেন জুড়াইল প্রাণ ॥ সে দিবস

থাকিয়া ভারতী ভাগ্যধর। প্রাতঃকালে গেলা পুনঃ কণ্টক নগর ॥ কণ্টক নগরে তিহোঁ করিলা নিবাস। জাহ্নবী দেখিয়া চিত্তে পরম উল্লাস ॥ তৃতীয়াঙ্ক নাটকের সম্পূর্ণ হইল। গৌরচন্দ্র যাতে দান বিনোদ করিল ॥ প্রেমদাস বলে লোক শুনহ সাদরে। শুনিলে ত্রিবিধ তাপ পাপ সব হরে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং তৃতীয়োঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থ অঙ্ক প্রারম্ভঃ।

ত্রিপদী।

গৌরচন্দ্র ব্যবসায়, দেখি শচী দুঃখ পায়;
নিরন্তর বৈরাগ্য আবেশ।
ভগিনীরে ডাকি তাঁরে, আনিলেন নিজ ঘরে;
বসি তাঁরে কহিছে বিশেষ ॥
শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম, বিপ্র কৃষ্ণ প্রেম ধাম;
তাঁর পত্নী মহা পতিব্রতা।
তাঁর সঙ্গে কুতূহলে, মন্দিরে নির্জ্জন স্থলে;
বসিয়াছে স্বয়ং জগন্মাতা ॥
শচী বলে ভগ্নী শুন, তোমারে কহিয়ে পুনঃ;
আমার জীবন বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে, বড়ই আদর করে;
তা দেখিয়া মোর লাগে ডর ॥
ভগিনী বলেন তাঁরে, সন্ন্যাসী আদর করে;
তাহা তুমি জানিলা কেমনে।

শচী বলে সে বৎসরে, আস্যাছিলা মোর ঘরে;
অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী এক জনে ॥
কেশব ভারতী তাঁর, নাম অতি সদাচার,
শ্রদ্ধা করি তাঁর ভিক্ষা তরে।
কহিল আমার প্রতি, আপনেহ তাঁরে অতি;
গুরু ভক্তি অনুরাগ করে ॥
ভগিনী বলেন সেহ, ভক্ত হব নিঃসন্দেহ;
তুমি কেনে দুঃখ পাও মনে। :
পিতা মাতা গুরু জন, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব গণ;
তাঁর ভক্তি করে ধন্যজনে ॥
শচী কহে সন্ন্যাসীর, নাম শুনি হিয়া মোর;
কাঁপি উঠে প্রাণ কেমন করে।
নিমাঞি অগ্রজ ছিল, সন্ন্যাসী হইয়া গেল;
বিশ্বরূপ পভাইয়াছে মোরে ॥
এ কথা নিমাঞি স্থানে, জিজ্ঞাসিব আমি মেনে;
ভগ্নী বলে এই যুক্তি হয়।
আচার্য্য রত্নের নারী, তাহারে যতন করি,
শচীদেবী কান্দি জিজ্ঞাসয় ॥
আমার হৃদয়ানন্দ, চন্দন গৌরাঙ্গ চন্দ্র;
কোথা আছে তুমি তাহা জান।
কোথা দেখা পাব তাঁর, জিজ্ঞাসিব সমাচার;
কেমন করিছে মোর প্রাণ ॥
হেন বেলা গৌর হরি, তথা আইলা তাঁরে হেরি;
ভগ্নী বলে কর দরশন।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন, পূর্ব্বদিগে উঠে হেন;

আইলেন তোমার নন্দন ॥
সদৃষ্ট হইয়া মায়, গৌরাঙ্গের মুখ চায়;
দুই আঁখি করে ছল ছল।
মায় দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি;
প্রণমিল চরণ যুগল ॥
চিরঞ্জীব বলি শচী, হস্ত দিয়া মুখ মুছি;
মস্তকের লইল আঘ্রাণ।
শচী বলে বাছা ইনি, আচার্য্য রত্ন রমণী;
ইহাঁরেহ করহ প্রণাম ॥
মায়ের আজ্ঞায় তাঁরে, প্রণমিল বিশ্বম্ভরে;
তিহোঁ তবে সঙ্কোচিত হৈলা।
শচী বলে বাপু শুন, এক কথা পুছি পুনঃ;
আজ্ঞা কর গৌরাঙ্গ বলিলা ॥
শচী বলে বাছ কেনে দেখিয়া সন্ন্যাসী জনে;
এতেক আদর ভক্তি কর।
কেশব ভারতী প্রতি, সে দিনে যে ভক্তি অতি;
তুমি কৈলে মোর হৈল ডর ॥
মায়ে কহে বিশ্বম্ভর, তাতে কেন কর ডর;
তিহোঁ হন মহাভাগবত।
ভাগবত হয়ে যেই, ভুবন পাবন সেই;
তাঁরে বন্দে অখিল জগত ॥
শচী কহে বিশ্বম্ভরে, যথার্থ কহিবে মোরে,
পাছে তুমি করহ সন্ন্যাস।
তুমি মোর আঁখি তারা, নিমিষে হইয়া হারা;
তুমি মোর জীবনের আশ ॥

প্রভু হাসি বলে মাতা, হেন ভ্রম পাইলে কোথা;
এ কথা তোমার মনে লয়।
হেন নবদ্বীপ ভূমি, তোমারে ছাড়িয়া আমি;
ন্যাসী পথ করিব আশ্রয় ॥
শচী বলে বিশ্বম্ভরে, এক খানি পুথি মোরে;
তোমার অগ্রজ দিয়াছিলা।
পাক কালে তাহা লৈয়া, চুলা মধ্যে অগ্নি দিয়া;
পোড়াঞাছি পাঞা দুঃখ জ্বালা।
প্রভু কহে হায় হায়, কি কার্য্য করিলে মায়;
সে পুস্তক কেনে পোড়াইলে।
শচী বলে শুন বাছা, তোমারে কহিয়ে সাচা;
যে নিমিত্ত পোড়াই অনলে ॥
বিশ্বরূপ পুত্র মোর, জ্যেষ্ঠ ভাই তিহোঁ তোর;
মোর হাথে পুথি খানি দিয়া।
কহিলা আমারে তবে, বিশ্বম্ভর বিজ্ঞ যবে;
হইব তাহারে দিহ ইহা ॥
তত দিন সেই পুথি, রাখিছিনু যত্নে অতি;
যত দিন সন্ন্যাসী না হৈলা।
তাহার সন্ন্যাস দেখি, পুথি দেখি হৈনু দুঃখি;
মোর চিত্ত ব্যাকুল হইলা ॥
দেখি শুনি যেই পুথি, বিশ্বরূপ হৈলা যতি;
যদি ইহা বিশ্বম্ভরে দিব।
এ পুথি দেখিলে তবে, নিমাঞি সন্ন্যাসী হবে;
সর্ব্বথা এ পুথি পোড়াইব ॥

ইহা ভাবি পুথি খানি, আগুণে পোড়াইনু আমি;
শুনি দুস্থি হৈলা বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া ক্ষণেক বই, কহেন মায়েরে চাই;
জ্ঞানময় তুয়া কলেবর॥
তথাপি অজ্ঞান প্রায়, করিয়াছ ব্যবসায়;
বালকের বাৎসল্য কারণ।
শচী বলে যদি মোর, অপরাধ হৈল ঘোর;
তাহা তুমি না কর গ্রহণ॥
গৌর কহে কি প্রমাদ, পুত্র স্থানে অপরাধ;
জননীতে এ কথা না কয়।
কিন্তু মোর তোমা স্থানে, অপরাধ হৈল মেনে;
ক্ষমা কর তাহা না লইহ॥
শচী বলে বাছা তোর, অপরাধ নাহি মোর;
প্রসঙ্গে তোমার তার নাঞি।
যারে না দেখিলে মরি, তার অপরাধ ধরি;
ও কথা কি কহ মোর ঠাঞি॥
মায়ে বলে গৌরহরি, এক নিবেদন করি;
গৃহ ছাড়ি কতদিন তরে।
যাব কোন পুণ্য ভূমি, ইহার লাগিয়া তুমি;
কিছু দুস্থ না ভাব অন্তরে॥
শচী বলে কোথা যাবে, আমার কি গতি হবে;
না দেখিয়া তুয়া মুখ চন্দ্র।
না রহিব মোর প্রাণ, কহি তুয়া বিদ্যমান;
দুই চক্ষু হবে মোর অন্ধ॥
প্রভু কহে তুমি আর, যত বন্ধু গণ তার;

সুখ হব যে অনুসন্ধানে।
তার লাগি ছাড়ি ঘর, যাব আমি দেশান্তর;
তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে ॥
শচী বলে মো সভার, তুমি সুখ রূপ যার;
কোন্ সুখ আছে ত্রিভুবনে।
দেখি তোর মুখ শশী, সুখের সাগরে ভাসি;
ভুবন আন্ধার তুয়া বিনে ॥
মায়েরে বলেন প্রভু, যদ্যপি এমন তভু;
মোর হয় শোভা অতিশয়।
যত্ন করি তার তরে, যাব আমি স্থানান্তরে;
না ছাড়িব তোমারে নিশ্চয় ॥
শচী বলে যেন মতে, দুঃখ নহে মোর চিতে;
তাহা তুমি করিবে সর্ব্বথা।
প্রভু কহে মাতা মোর, শ্রীকৃষ্ণ পালক যার;
ধন পুত্র জ্ঞাতি মাতা পিতা ॥
কৃষ্ণ নিত্য সুখ দাতা, কৃষ্ণ বন্ধু এ দেবতা;
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ সে শাশ্বত।
সংসার অনিত্য হয়, সংসার যাতনা ময়;
এই কহে বেদ শাস্ত্র যত ॥
তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বান্ধা;
তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি।
দশ দিগ সুখময়, সদাই তোমার হয়;
তোমারে বা কি বলিব আমি ॥
শচী বলে বাছা সত্য, কৃষ্ণ বন্ধু সখা নিত্য;
কিন্তু তুমি তোমার সকল।

তোমার প্রসাদে দুঃখ, নাহি মোর সদা সুখ;
তুমি ধন প্রাণ বন্ধু বল ॥
যে মতে সদাই আমি, তোমারে দেখিয়ে তুমি;
এই রূপ আমারে করিবে।
প্রভু কহে সদা হরি, দেখিবে নয়ান ভরি;
তিঁহো তোমার দুঃখ ধ্বংসী হবে ॥
শচী বলে তাই হউ, কিন্তু তুমি মোর জীউ;
তুমি কৃষ্ণ তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম।
কৃষ্ণকে করিতে ধ্যান, তুমি হও বিদ্যমান;
না বুঝিয়া এ কথার মর্ম্ম ॥
অতএব তুমি চল, স্নান কর কাল হৈল;
কৃষ্ণ পূজা কর গিয়া ঘরে।
কৃষ্ণের রন্ধন তরে, আমিহ যাইয়ে ঘরে;
মোর কথা ধরিবে অন্তরে ॥
ভগিনী তোমার ঘরে, কৃষ্ণ সেবা তার তরে;
হৈল আসি পাকের সময়।
এত বলে সভে চলে, নিজ কর্ম্ম করিবারে;
প্রেমদাস বলে সুধাময় ॥

পয়ার। অতঃপর শুন ভাই করি দান লীলা। অদ্বৈত গোসাঞি নিজ মন্দিরেতে গেলা ॥ অদ্বৈত বলেন ভূত আবেশ যে করে। তাতে আর কৃষ্ণাবেশ সমভাব ধরে ॥ সে দিবসে কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিল। কি করিল কি বলিল কিছু না জানিল ॥ লোক সব সংপ্রতি সে সব কথা কয়। তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয় ॥ অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বম্ভর।

অসীম প্রভাব হন বুদ্ধি অগোচর ॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটন বিঘটন। বস্তুতঃ করিতে ইহোঁ পটতর হন। জগতের লোক সব হৃদয় কুহর। তাতে জত ছিল অন্ধকার গাঢতর ॥ আপন চরিত কীর্ত্তি সুধা বন্যা দিয়া। ধৌত কৈল তমঃপুঞ্জ করুণা করিয়া ॥ সেই ভগবান তাঁর সেই রূপ লীলা। কে বুঝিতে পারে তার কর্ম্ম গুণ খেলা ॥ প্রত্যক্ষানুমান উপমান শব্দ আর। অর্থাপত্তি ঐতিহ্যাদি প্রমাণ অপার ॥ ইহাতে করিতে নারে তাহার প্রমাণ। সে জানে যে পায় তাঁর অনুগ্রহ দান ॥ অতএব সে কালে যে নৃত্যাদি হইল। অলৌকিক চমৎকার লোকেরে করিল ॥ আমাতে হইল তভু না জানিল আমি। অতএব গৌরাঙ্গে দুজ্ঞেয় করি মানি ॥ এ কথাতে মোহ পাইবেক কোন জন। কেহো কেহো করিবেক বিবাদ বচন ॥ এ সন্দর্ভ যে জানে সে বুঝিব অবশ্য। গৌরাঙ্গ চন্দ্রের এই পরম রহস্য ॥ এই কথা কহিয়া অদ্বৈত মহামতি। ঊর্দ্ধ মুখ করিয়া চাহিল সূর্য্য প্রতি ॥ দেখিলেন সূর্য্য অস্তাচলের উপর। সন্ধ্যা কাল হৈলে আসি অরুণ ভাস্কর ॥ উৎপ্রেক্ষালঙ্কার কহি করি প্রকটন। অদ্বৈত গোসাঞি কৈল সূর্য্যের বর্ণন ॥ পশ্চিম যে দিগ তিহোঁ অরুণের প্রিয়া। বরুণ কহিল তারে কোপাবিষ্ট হৈয়া ॥ ব্যক্ত রূপে তুমি মোর প্রিয়া বলি নাম। সর্ব্ব গ্রহগণ করে তোমাতে বিশ্রাম ॥ প্রতীচী বলেন আমি নাহি জানি আন। মুষল পরীক্ষা করি তয়া বিদ্যমান ॥ ইহা বলি তপ্ত লৌহ সূর্য্য

করি ছলা। বরুণ প্রতীত লাগি প্রতীচী ধরিলা॥ অথবাসা অঙ্গে সঙ্গ সুখ লিপ্ত জ্ঞান। প্রতীচীর হইল না জানে লজ্জা মান॥ নিতম্বে খসিল তার সোনার বসন। কাঞ্চী পদ্মরাগ রূপ আছিলা তপন॥ কাল-ক্রমে সূর্য্য সে পতনশীল হৈলা। এই মতে অদ্বৈত সে ভাস্কর বর্ণিলা॥ অতএব সায়ং সন্ধ্যা উপাসনা করি। দেখিব যাইয়া বিশ্বম্ভর গৌরহরি॥ এত বলি সন্ধ্যা করি দেখিবারে জান। শ্রীরাম পণ্ডিতে ওথা কহে ভগবান॥ অদ্বৈত বলেন মোরে নিজ গৃহ হৈতে। আসি আমি এই প্রভু তোমার সাক্ষাতে॥ এখনো না আইলা কেনে দেখত শ্রীরাম। প্রভু আজ্ঞায় রাম চলে অদ্বৈতের ধাম॥ পথে থাকি অদ্বৈত তা শুনিতে পাইলা। বিলম্ব দেখিয়া মোরে আক্ষেপ করিলা॥ অতএব শীঘ্র যাই গৌরাঙ্গ সাক্ষাতে। যাইতে রামের দেখা পাইলেন পথে॥ রাম বলেন ভগবান আজ্ঞা কৈল মোরে। এথা হৈতে আমি যাই অদ্বৈতের ঘরে॥ অদ্বৈত বলেন তুমি যাইবে তথায়। প্রভু আজ্ঞা শীঘ্র চল কহিল তোমায়॥ যে আজ্ঞা তাহার বলি চলিলা অদ্বৈত। শ্রীবাস প্রাঙ্গণে গিয়া হৈলা উপনীত॥ পূর্ব্ব দিগ পানে চাঞা দেখিল সুন্দর। নিশামুখে উঠিয়াছে পূর্ণ শশধর॥ গৌরচন্দ্র গগ-ণের চন্দ্র দুই দেখি। দুই চন্দ্র বর্ণিল অদ্বৈত হৈয়া সুখী॥ জগজ্জন চক্ষুর আহ্লাদ দোঁহে করি। গৌরচন্দ্র পদে সদা প্রেমামৃত ঝরি॥ সুধা বৃষ্টি করিছে আপনে শশধর। দুই সুধা স্নিগ্ধ কৈল জঙ্গম স্থাবর॥ স্বর্গ

চন্দ্র কুমুদে করিল প্রফুল্লিত। গৌরচন্দ্র প্রফুল্লিত কৈল লোক চিত্ত॥ কি আনন্দ কি আনন্দ বলেন অদ্বৈত। ভগবান বসিয়াছে স্বভক্ত বেষ্টিত॥ অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু প্রত্যুত্থান কৈলা। অদ্বৈতে কুশল বাক্য প্রভু জিজ্ঞাসিলা॥ তিহোঁ কহে মুখ চন্দ্র দেখিল যখন। সকল কুশল মোর হইল তখন॥ উঠিয়া করিয়া প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন। অদ্বৈতে বসিতে দিলা উত্তম আসন॥ যে আজ্ঞা বলিয়া তবে বসিলা অদ্বৈত। গৌরচন্দ্র মধ্যে ভক্ত গণ চারি ভিত॥ জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি কিবা শোভা চারুতর। গোলোকের নাথ বসি সঙ্গে সহচর॥ গৌরচন্দ্র বলিছেন আমরা সকল। পরম আনন্দে খাইয়াছি অন্ন জল॥ পথ শ্রান্ত ক্ষুধা শ্রান্ত আছেন অদ্বৈত। এ সময়ে বিলম্ব সে নহেত উচিত॥ শ্রীনিবাস তুমি সে অতিথি প্রিয় বড়। অদ্বৈতের সেবা তুমি কর গিয়া ঝট॥ অদ্বৈত বলেন সে চিন্তার নাহি দায়। সর্ব্বাহ্নিক করি আমি আস্যাছি এথায়॥ তাহা শুনি ভগবান হৈলা আনন্দিত। ভক্ত গণ প্রতি বলে সময় উচিত॥ শ্রীনিবাস প্রাঙ্গণ সহজে চারুতর। চন্দ্রের কিরণে হৈল অতি মনোহর॥ এই স্থানে আরম্ভ কর কীর্ত্তন মঙ্গল। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন শুনি জনম সফল॥ শুনিয়া সভার হৈল পরম আনন্দ। আপনেহ উঠ তুমি প্রভু গৌরচন্দ্র॥ এই আমি যাই বলি আপনে উঠিলা। আইলা কীর্ত্তন স্থলী ভক্ত গণ লৈয়া॥ আরম্ভ করিলা সভে কীর্ত্তন মঙ্গল। প্রেমদাস দেখে করে নয়ন সফল॥

বিদ্যা গুরু প্রভুর পণ্ডিত গঙ্গাদাস। অদ্বৈতাগমন শুনি তাহার উল্লাস॥ শান্তিপুর হৈতে আইলা অদ্বৈত গোসাঞি। লোক মুখে শুনি চিত্তে মহানন্দ পাই॥ দেখিতে চলিল তবে ত্বরিত হইয়া। মনে চিন্তে কোথা তিঁহো তত্ত্ব না জানিয়া॥ বিশ্বম্ভর গৃহে কিবা উত্তরিলা কিবা। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের গৃহেতে অথবা॥ তত্ত্ব জানিবারে তিহোঁ পদ কথ গেলা। কীর্ত্তনের কোলাহল শুনিতে পাইলা॥ গঙ্গাদাস বলে সর্ব্ব ভক্ত চিত্ত হরে। হেন সংকীর্ত্তন ধ্বনি শ্রীবাস মন্দিরে॥ অদ্বৈত দর্শন আমি পাইব এই স্থানে। শ্রীবাস বাড়ীতে চলে ত্বরিত গমনে॥ দ্বারে থাকি চাহি দেখি কীর্ত্তন মণ্ডল। দেখিল কীর্ত্তন করে মহান্ত সকল॥ মধ্যে নৃত্য করিছেন প্রভু বিশ্বম্ভর। মৃদঙ্গ তালাদি ধ্বনি পরম সুন্দর॥ গান বাদ্য করে সভে প্রভু সঙ্গে নাচে। দেখি গঙ্গাদাস চিত্ত সুধা রসে সিঞ্চে॥ গঙ্গাদাস বলে দৈত্য ঘটা সে দুর্ব্বার। পূর্ব্বে ছিল পৃথিবী সহিতে নারে ভার॥ অবতরী ভগবান ভার দূর কৈল। ভার গেল তভু পৃথ্বীর ব্যথা নাহি গেল॥ গৌরচন্দ্র পৃথ্বী দুঃখ জানিয়া অন্তরে। নৃত্য ছলে পদাঘাতে ব্যথা দূর করে॥ পুনর্ব্বার দৃষ্টি কৈল কীর্ত্তনের স্থানে। বক্রেশ্বর নৃত্য করে গৌরচন্দ্র সনে॥ গঙ্গাদাস বলে কিবা প্রেম মূর্ত্তিমান। শ্রদ্ধা মূর্ত্তি ধরি কিবা আইলা বিদ্যমান॥ কিবা দয়া পৃথিবীতে মূর্ত্তি ধরি আইলা। শরীর ধরিয়া কিবা মাধুর্য্য নামিলা॥ নববিধ ভক্তি কিবা তনু ধরি এক। বক্রেশ্বর রূপে কিবা

হৈলা পরতেক ॥ ভগবান সম সুখ উৎসব আবেশ। ভগবান সঙ্গে নাচে কি আনন্দ শেষ ॥ জয়ধ্বনি হরি ধ্বনি মহা কলরব। একি কালে করিছেন ভক্তগণ সব ॥ গঙ্গাদাস বলে কিবা কৌতুক আনন্দ। করতালী দিয়া গান করে গৌরচন্দ্র ॥ বক্রেশ্বরে নাচান আপনে যবে নাচে। বক্রেশ্বর তালী দিয়া গান করে পাছে ॥ গৌর বক্রেশ্বর তুল্যসুখ অনুভব। লোকভাগ্যে পৃথিবীতে আনন্দ উৎসব॥ পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি মহা কোলাহল। উলুলের ধ্বনি করে স্ত্রী লোক সকল ॥ গঙ্গাদাস বলে আহা প্রভু বিশ্বম্ভর। একা নৃত্যে প্রবেশিলা কীর্ত্তন ভিতর ॥ বিশ্বম্ভর জলধর নৃত্য করে আগে। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল চমৎকার লাগে ॥ গভীর হুঙ্কার ঘন গর্জ্জন করিয়া। নিজ ভক্ত শিখীগণে আনন্দে সিঁচিয়া ॥ নয়নের জল ধারে করিল বাদল। স্থিরচর ভুবন করিল সুশীতল ॥ দশদিগে অঙ্গ কান্তি বিজুরী উজোর। বিশ্ব আনন্দিত কৈল গৌর জলধর ॥ কুম্ভকার চক্রে যেন পাক দিয়া ফিরে। দৃষ্টিপাতে পদ্ম মালা চৌদিগে বিস্তারে ॥ নয়নের জল ধারা মধু বরিষণ। ভুরুযুগ ফিরে যেন ভ্রমরের গণ ॥ পদাঘাতে সর্ব্ব পুরী কৈল আনন্দিত। ঊর্দ্ধবাহু নাচিতে দেবতা আমোদিত ॥ দশদিগ ভ্রমে যেন রাহুর ভ্রমণে। চক্রভূমি নৃত্য প্রভুর জয়ী ত্রিভুবনে ॥ পুনর্ব্বার গঙ্গাদাস পণ্ডিত দেখিলা। শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র আসি নৃত্যে প্রবেশিলা ॥ রাম আদি সঙ্গে লৈয়া তিন সহোদর। শ্রীনিবাস গান করে পরম সুস্বর ॥

গৌরচন্দ্র বক্রেশ্বর এই ছয় জন। অদ্বৈতের নৃত্যে করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥ অদ্বৈতের চরণে মঞ্জীর ঝনৎ-কার। অঙ্গদ বলয়া বাহ্বে কণ্ঠে নানা হার॥ কটিতে কিঙ্কিণী বাজে দরপয়েশিলা। শ্রীকৃষ্ণ ভজনানন্দ মূর্ত্তি ধরি আইলা॥ এই মত অদ্বৈত নাচেন কুতূহলী। মধুর মধুর গান করে সভে মেলি॥ পুনঃ দেখে গঙ্গা-দাস পরম আনন্দ। নৃত্যে প্রবেশিলা আসি প্রভু নিত্যানন্দ॥ সুন্দর মস্তকে পাগ স্থূল সুশোভন। মুক্তা যুত কুণ্ডল মঞ্জুল দুই শ্রবণ॥ সুবর্ণের কণ্ঠ হার হৃদয়ে বিরাজে। দুই পায়ে রত্নের মঞ্জীর মঞ্জু বাজে॥ বুক মুখ বাই পড়ে আনন্দাশ্রুধারা। সর্ব্বাঙ্গ পুলক ঢাকা পনসের পারা॥ পরম মধুর নৃত্য করে নিত্যানন্দ। নাচান আপনে গাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥ এতেক আনন্দ এই নবদ্বীপে হয়। ধন্য কলিকাল ধন্য ভাগ্যের উদয়॥ এই রূপে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর। নিদ্রায় আকুল গঙ্গাদাস কলেবর॥ গঙ্গাদাস চাহিলেন আকাশের পানে। দেখে শুক্র পূর্ব্বদিগে উঠিছে গগণে॥ গঙ্গা-দাস বলে মোর ঘূর্ণিত নয়ান। উচিত সে হয় রাত্রি হৈল অবসান॥ ভগবতী নিদ্রা অভিভূত কৈল গাত্র। এই স্থানে আমি নিদ্রা যাব ক্ষণ মাত্র॥ এত বলি সেই স্থানে করিল শয়ন। শোবা মাত্র নিদ্রা হৈল দেখেন স্বপন॥ গৌরচন্দ্র ভগবান নদীয়া ছাড়িয়া। কোন দিগে গিয়াছেন অলক্ষিত হৈয়া॥ নদীয়ার বাসী সব খুঁজিয়া বেড়ায়। ভক্তগণ কান্দি ভূমে গড়াগড়ি যায়॥ কোথা আছে বিশ্বম্ভর বলি উচ্চৈঃস্বরে। আপনেহ

কান্দি বুলে নদীয়া নগরে ॥ এইস্বপ্ন দেখি গঙ্গাদাস বিপ্রবর। জাগিয়া উঠিয়া বসি ভাবেন অন্তর ॥ অকস্মাৎ কেনে দুষ্ট স্বপন দেখিল। দুই দণ্ড গৌরচন্দ্র চরণ চিন্তিল ॥ পুনর্ব্বার সংকীর্ত্তন স্থান পানে চায়। প্রভু ভক্ত কেহ তথা দেখিতে না পায় ॥ এথা সব ভক্ত গণ কীর্ত্তন করিয়া। নিজ নিজ ঘর গেলা শ্রম যুক্ত হৈয়া ॥ আচার্য্য রত্নের হাতে ধরি গৌরচন্দ্র। শীঘ্র যাইতে পথে দেখিলেন নিত্যানন্দ ॥ প্রভু বলেন নিত্যানন্দ চল তুমি সঙ্গে। তিঁহো কহে কোথা যাব কেমন প্রসঙ্গে ॥ কার্য্যান্তর আছে বলি দুই জনা লৈয়া। রাত্রে গঙ্গা পার হৈলা নদীয়া ছাড়িয়া ॥ শীঘ্র গতি চলিলেন কণ্টক নগর। সন্ন্যাস করিব এই ভাবিয়া অন্তর ॥ ভক্তগণ এ সকল প্রসঙ্গ না জানে। সভে জানে গেলা প্রভু আপন ভবনে ॥ শচী জানে শ্রীনিবাস মন্দিরে রহিলা। সন্ন্যাস করিতে গেলা কেহ না জানিলা ॥ গঙ্গাদাস বলে সভে কীর্ত্তন করিয়া। নিজ নিজ ঘরে গেলা শয়ন লাগিয়া ॥ অতএব আমি যাই আপনার ঘরে। এত বলি পদ কত চলে ধীরে ধীরে ॥ দিগ সব প্রকাশ দেখিয়া মনে গণে। প্রাতঃকাল হৈল বলি চাহে পূর্ব্ব পানে ॥ কিঞ্চিত উদয়াচল উল্লংঘন করি। পূর্ব্ব হৈতে আকাশের তট অনুসারী ॥ পাদ প্রসারণ বিধি অপটু তপন। তথাপি উদয় কৈল কাল বশ হন ॥ এত বলি কতদূর গেলেন চলিয়া। আগে দেখে এক জন আসিছে ধাইয়া ॥ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইসে হেন মনে লয়।

হেন কালে সেই লোকে তারে জিজ্ঞাসয়॥ গঙ্গাদাস তোমার বাড়ীতে ভগবান। গঙ্গাদাস বলে আমি বড় ভাগ্যবান॥ যত্ন করি যাই আমি যাঁরে দেখিবারে। হেন জন কৃপা করি গেলা মোর ঘরে॥ কতক্ষণ গেলা বলি জিজ্ঞাসে তাঁহারে। সে কহে এমন নহে জিজ্ঞাসি তোমারে॥ তোমার বাড়ীতে কিবা গেলা বিশ্বম্ভর। তাঁরে খুঁজি বুলি আমি নদীয়া নগর॥ গঙ্গাদাস শুনি তবে বিমনা হইলা। হেন কেন জিজ্ঞাসহ তাহারে পুছিলা॥ তিঁহো কহে অন্য অন্য দিনে বিশ্বম্ভর। রাত্রে সংকীর্ত্তন করে সঙ্গে সহচর॥ প্রাতঃকালে নিজ ঘরে যাঞা গৃহ কৃত্য। করেন এমতি তাঁর কর্ম্ম নিত্যকৃত্য॥ আজি তিঁহো প্রাতঃকালে ঘর নাহি গেলা। না দেখিয়া শচী দেবী ব্যাকুলা হইলা॥ আমারে পাঠাইয়া দিল তাঁর অন্বেষণে। গৌরচন্দ্র খুঁজিয়া বেড়াই স্থানে স্থানে॥ ইহা বলি অন্যত্র গেলেন খুঁজিবারে। তাঁর পাছে অন্য জন আইলা সত্বরে॥ সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সেহো গঙ্গাদাস প্রতি। গৌরচন্দ্র কথা তুমি জানহ সংপ্রতি॥ বার্ত্তা না পাইয়া গেলা অন্যত্র খুঁজিতে। আর এক জন ধাঞা আইলা ত্বরিতে॥ জিজ্ঞাসিয়া তিঁহো পুনঃ গেলা অন্যস্থান। আর জন পুনঃ ধাইয়া আইলা বিদ্যমান॥ এই মতে নবদ্বীপে হৈল মহা ধ্বনি। অকস্মাৎ কোথা গেলা গৌর দ্বিজ মণি॥ গঙ্গাদাস বলে দুষ্ট স্বপ্ন যে দেখিল। সেই স্বপ্নে হেন বুঝি ফলিত হইল॥ এত বলি দুর্ম্মনাঃ হইলা গঙ্গাদাস। এ কথা জানিব যথা আছে শ্রীনিবাস॥ এত

বলি অদ্বৈতাদি অন্বেষণ লাগি। চলিলেন গঙ্গাদাস হৈয়া অনুরাগী॥ ওথা শ্রীল অদ্বৈত শ্রীবাস আদি সভে। গৌরচন্দ্র অনুদ্দেশ শুনিলেন তবে॥ অকস্মাৎ বজ্রপাৎ হৈল যেন শিরে। বিতর্ক করেন সব ভকত নিকরে॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু করি সংকীর্ত্তন। শেষ রাত্র্যে নিজ গৃহে করিলা গমন॥ এই ভাবি আমরা নিশ্চিন্ত আছি ঘরে। শচী দেবী জানে আছে শ্রীবাস মন্দিরে॥ হায় হায় শ্রীনিবাস একি তাহা বল। বড়ই হইলু ভ্রান্ত আমরা সকল॥ গৌরচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে কেনে নাহি গেনু। কোন দৈব দোষে বুঝি প্রভু হারাইনু॥ অকস্মাৎ বজ্রপাৎ হইব মাথায়। কেমনে জানিব ইহা কি হবে উপায়॥ শ্রীনিবাস বলেন প্রভুর অন্বেষণে। যত গেছে সেহো ফিরি না আইসে কেনে॥ অদ্বৈত বলেন খুঁজি যদি দেখা পায়। তবে সে আসিব ফিরি কহিতে এথায়॥ কেহো মেনে খুঁজি তাঁর উদ্দেশ না পাইল। সে কারণ বার্ত্তা লৈয়া কেহো না আইল॥ লুকাইয়া থাকিব প্রভু এহ কি সম্ভবে। নবদ্বীপে কেবা তাঁরে লুকাঞা রাখিবে॥ আপনেহো লুকাইবে এহো মত নয়। সূর্য্য ঢাকি রাখে হেন কার শক্তি হয়॥ আপনেহো আপনা লুকাইতে নারে রবি। দিবসে অবশ্য ব্যক্ত হয় তার ছবি॥ এইমত গৌরচন্দ্র কেবা লুকাইব। আপনেহো নবদ্বীপে লুকাতে নারিব॥ শ্রীনিবাস দেখি বলে আগে গঙ্গা-দাস। তাঁরে দেখি মনে কিছু হইল উল্লাস॥ ইহোঁ মেনে প্রভুর তত্ত্ব জানিব সর্ব্বথা। ইহা স্থানে জিজ্ঞাসিব

গৌরাঙ্গ বারতা ॥ গঙ্গাদাস অদ্বৈতাদি দেখি দূরে হৈতে। জিজ্ঞাসেন গৌরাঙ্গের প্রবৃত্তি জানিতে ॥ অত্র মহাভাগ সব কি কথা শুনিল। অকস্মাৎ এ বিপত্ত্য কোথা হৈতে আইল ॥ অনুদ্দেশ হৈলা নাকি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। বিস্তর মনুষ্য খুঁজে নদীয়া নগর ॥ ইহোত না জানে তত্ত্ব অদ্বৈতাদি বলে। উলটিয়া আরো জিজ্ঞাসেন মো সকলে ॥ ধৈর্য্য গেল অদ্বৈতের চক্ষে বহে ধারা। প্রভু সম্বোধিয়া কান্দে উন্মত্তের পারা ॥

তথাহি।

হে বিশ্বম্ভর দেব হে গুণনিধে হে প্রেম বারাংনিধে,
হে দীনোদ্ধরণাবতার ভগবন্ হে ভক্তিচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্যাদিশা দৃশোঽন্ধতমর্সা কৃত্যাখিল প্রাণিনাং,
শূলীকৃত্যামনাংসিমুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেননঃ ॥

পয়ার ॥ ওহে বিশ্বম্ভর দেব ওহে গুণ সিন্ধু। ওহে প্রেমবারিনিধে ওহে দীনবন্ধু ॥ দীনের উদ্ধার লাগি কৈলে অবতার। ভক্ত লোক চিন্তামণি নাম সে তোমার ॥ দশ দিগ মো সভার করি অন্ধকার। অন্ধ করি চক্ষু হরি লইলে সভার ॥ মনঃ শূন্য হৈল আর আলম্বন নাঞি। চক্ষু থাকিতে অন্ধ দেখিতে না পাই ॥ প্রাণ কান্দে বুক ফাটে ধৈরয না বান্ধে। আমা সভা ছাড় নাথ কোন অপরাধে ॥ এত বলি অদ্বৈত কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে। অদ্বৈত রোদনে কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ পরম চতুর বিজ্ঞ গুপ্ত শ্রীমুরারি। অদ্বৈতের প্রতি কহে মনেত বিচারি ॥ শুনহে অদ্বৈত তুমি পরম গম্ভীর। নির্ণয় না হয় কেনে হইলে অস্থির ॥ এমন বিলাপ করি

করিছ রোদন। পাছে কোন পাকে শচী করেন শ্রবণ॥ একে সে সন্তাপে শচী হৈয়াছে ব্যাকুলি। অমুদ্দেশ হইয়াছেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ অদ্বৈতাদি স্থানে পুত্র বার্ত্তা পাব বলি। মনে দুঃখ পাই বাছে আছে ধৈর্য্য করি॥ যদ্যপি শুনেন তিহোঁ কান্দিছে অদ্বৈত। শচী দেবী প্রাণ ত্যাগ করিব নিশ্চিত॥ শ্রীবাস বলেন সত্য কহিল মুরারি। শচীরে এ কথা না শুনাবে ব্যক্ত করি॥ সেই মাত্র ধন তাঁর আর কেহো নাঞি। দুই চক্ষু রূপ তাঁর ঠাকুর নিমাঞি॥ যে সুখ সম্পদ তাঁর সব বিশ্বম্ভর। মাতা হৈয়া গুরুদেব বুদ্ধি নিরন্তর॥ গৌরচন্দ্র বিনে যেই না জীয়ে এক ক্ষণ। তাঁর স্থানে ইহা পাছে কহে কোন জন॥ শচী জননীর রক্ষা হয় যেই মতে। তাহে আগে সভেই করহ সাব-হিতে॥ শ্রীবাস বলেন গঙ্গাদাস মহাশয়। তোমার বচনে আছে শচীর প্রত্যয়॥ অতএব তুমি যাও শচী দেবী স্থানে। প্রবন্ধ করিয়া বাক্য কহিবে যতনে॥ শচীর জীবন রক্ষা যেন মতে হয়। সেই সেই রূপে কথা কহিবে নিশ্চয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া চলিলেন গঙ্গাদাস। শীঘ্র গতি উত্তরিলা শচী দেবী পাশ॥ গঙ্গাদাস দেখি শচী ব্যগ্রা হৈয়া পুছে। মোর বাছা বিশ্বম্ভর কার ঘরে আছে॥ গঙ্গাদাস বলে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। নবদ্বীপে করিছেন তাঁর অন্বেষণ॥ এখনি খুজিয়া আনিবেন শ্রীনিবাস। এই রূপে তাঁরে প্রবোধেন গঙ্গাদাস॥ এথা শ্রীনিবাস শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। মুরারি মুকুন্দ আদি যত সহচর॥

একত্রে মিলিয়া সভে প্রভুর লাগিয়া। কান্দিছে অঝর নেত্রে বিলাপ করিয়া ॥ গদাধর বলে দণ্ড প্রহর গণিতে। এক দুই তৃতীয়া প্রহর গেল তাতে ॥ গণিতে সকল দিন হৈল গত প্রায়। তথাপি প্রভুর বার্ত্তা না শুনি কোথায় ॥ আশাদড়ী দিয়া প্রাণ পাখি বান্ধ্যাছিনু। বুঝি আর বৃথা আশা প্রভু না পাইনু ॥ দড়ী ছিঁড়ি প্রাণ পাখি উড়িয়া পলায়। হা হা ধিক থাকু মুঞি পাপী অভাগায় ॥ ইহা বলি মূর্চ্ছাগত পড়ে গদাধর। তা দেখি কান্দিয়া পুনঃ কহে বক্রেশ্বর ॥ ওহে প্রভু করুণার সিন্ধু গৌরহরি। তোমা না দেখিয়া প্রভু বুক ফাটি মরি ॥ অভাগায় ছাড়িয়া যাইবে তার তরে। গতো রাত্রে এত কৃপা করিলে আমারে ॥ নিজ সঙ্গে না চাইলে কর তালী দিয়া। কত প্রেম কৈলা কত করুণা করিয়া ॥ তেমন করুণা করি এমন উপেক্ষা। করুণ নিষ্ঠুর দুই করাইলে শিক্ষা ॥ এমন করুণাময় কেবা আছে কোথা। নিষ্ঠুর এমন কেহো নাহি করে কোথা ॥ এত বলি মূর্চ্ছিত হইলা বক্রেশ্বর। মুরারি তা দেখি কহে সক্ষোভ অন্তর ॥ আহার্য্য করিয়া ধৈর্য্য করি যত চিত্তে। অন্তরের তাপে ধৈর্য্য পেলে কোন রাজ্যে ॥ বালির বন্ধনে যেন প্রবাহের জলে। দৃঢ় বান্ধি লেহ পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গি পেলে ॥ এই মত অন্তরের বিরহ আনল। ধৈর্য্য ভাঙ্গিলেক প্রাণ হইল বিকল ॥ এত বলি মুরারি কান্দিয়া উচ্চৈঃস্বরে। আছাড় খাইয়া পড়ে পৃথিবী উপরে ॥ শ্রীবাস বলেন ইহো পরম গভীর।

বিরহ বেদনে তভু হইলা অস্থির ॥ এ মুরারি প্রবোধ করেন সভাকারে। তাহার রোদনে কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ বান্ধ যেন বহু জল থাকে স্থির হৈয়া। কোন পাকে বান্ধ ভাঙ্গে বেগে যায় বয়্যা ॥ আপনেহ জল হয় পরম চঞ্চল। ভাসাইয়া নিয়া যায় গ্রামাদি সকল ॥ এইমত ধৈর্য্য ভাঙ্গি কান্দেন মুরারি। ইহার রোদনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ শ্রীনিবাস কান্দি বলে নাথ বিশ্বম্ভর। কোথা আছ কোথা পাব করুণা সাগর ॥ পূর্ব্বে আমি মরেছিনু নিজ কর্ম্ম বন্ধে। দুঃখিত দেখিয়া জীয়াইল গৌরচন্দ্রে ॥ জীয়াইয়া মোরে কেনে মার পুনর্ব্বার। বুঝিল ঈশ্বর তুমি বালক আচার ॥ এত বলি শ্রীনিবাস কান্দিতে লাগিলা। মুকুন্দের রোদনে গলিয়া পড়ে শিলা ॥ মুকুন্দ বলেন কোথা গেলা গৌররায়। কি দোষে পাড়িলে বজ্র আমার মাথায় ॥ তোমার শ্রীমুখ চন্দ্র না পাই দর্শন। এছার নয়নে মোর কোন প্রয়োজন ॥ তোমার বদন চন্দ্র মধুর বচন। না শুনিয়া কার্য্যে ব্যর্থ হইল শ্রবণ ॥ ওহে প্রাণনাথ ভগবান গৌরহরি। আমা সভা বঞ্চিয়া গেলা উপেক্ষা করি ॥ কি কার্য্যে ধরিব আর এহঁত জীবন। কষ্ট পাইতে কত দিন করিব বঞ্চন ॥ জগদানন্দ পণ্ডিত কান্দেন পুনর্ব্বার। বুক মুখ বাইয়া পড়ে নয়নের ধার ॥ ওহে নাথ যখন তোমার সঙ্গে ছিনু। তখন আমরা সব মনেতে ভাবিনু ॥ পদাম্বুজ সঙ্গ ছাড়া হইব যখন।

এক ক্ষণ আমরা না বাঁচিব তথন ॥ সে তুমি ছাড়িয়া গেলে দিন সব যায়। তথাপি জীবন আছে মৈনু সে জ্বালায় ॥ ইহা বলি মূর্চ্ছিত জগদানন্দ হৈলা। কৃষ্ণ বিনা পূর্ব্বে যেন সত্যভামা ছিলা ॥ দামোদর কান্দি বলে হাহা প্রাণনাথ। কোথা আছ কোথা পাব তোমার সাক্ষাৎ। নিজ প্রাণ সম্বোধিয়া বলে দামোদর। ওহে প্রাণ জাড্য ছাড়ি বলহ সত্বর। একা প্রাণেশ্বর মোর গেছেন সংপ্রতি। তাঁর পাদ পদ্ম ভজো গিয়া শীঘ্র গতি ॥ প্রেমীগণ গণনে আমার আছে অঙ্ক। না গেলে প্রেমের কুলে হইব কলঙ্ক ॥ অতএব চল প্রাণ কলঙ্ক না কর। এত বলি মূর্চ্ছিত হইলা দামোদর ॥ নিজ প্রাণে ধিক্কার করিয়া হরি দাস। কহিতে লাগিল কান্দি ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ গৌরচন্দ্র হেন প্রভু ছাড়িয়া সে গেলা। তভু প্রাণ কোন সুখ খাইতে রহিলা ॥ তাঁর সঙ্গে না গেল দারুণ মোর প্রাণ ॥ তাতে জানি ঝাঁট নাহি করিব পয়ান। বড়ই নির্লজ্জ কত সহিছে ধিক্কার। আপনে পাইছ দুঃখ লেখা নাহি তার ॥ আমারেহ জ্বালা দেহ শরীরে থাকিয়া। বাহিরে না যাও কেনে না বুঝিল ইহা ॥ ভালরে ভালরে প্রাণ দেখি একক্ষণ। যদি পুনর্ব্বার নহে প্রভুর দর্শন ॥ যদি পুনঃ না করে করুণা দৃষ্টি পাত। ঈশ্বর না দেন পুনঃ চরণ মাথাত ॥ তবে বজ্র সমান কঠিন প্রাণ বটে। তৃণ প্রায় ছাড়ি যাব প্রভুর নিকটে ॥ গৌরচন্দ্র পাদ পদ্ম পাবার কারণে। কোটি প্রাণ ছাড়িতে পারিতে এক ক্ষণে ॥ ইহা বলি ধৈর্য্য

করি করেন চিন্তন। কি রূপে করিব গৌরচন্দ্র দর-শন।। বিদ্যানিধি বিলাপ করেন পুনর্ব্বার। ওহে প্রেম তোমাকে করিয়ে নমস্কার।। অকপটে কোথায় কি না কর উদয়। বুঝিল কপটময় তোমার আশয়।। এ নহিলে অকৈতব কৃপা যে প্রভুর। তিহোঁ ছাড়ি সংপ্রতি গেলেন কত দূর।। তথাপি জীবন আছে এ বড়ই লাজ। অকপট হও প্রাণ যাও প্রভু কায।। এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিদ্যানিধি। রোদন করেন প্রেম রসের অবধি।। মুরারি করিয়া ধৈর্য্য কহে সভাকারে। কান্দিহ পশ্চাৎ আগে করহ বিচারে।। নবদ্বীপে নাহি মেনে শ্রীগৌর সুন্দর। জানা গেল খুঁজিলাম প্রতি ঘরেঘর।। কোথা গিয়াছেন কিবা করিয়া বিচার। একা গেলা কিবা সঙ্গে কেহো আছে আর।। অদ্বৈত বলেন যে কহিলে সে বিচার। কি করিয়া জানিব উপায় বল তার।। রাত্রে গেলা প্রভু দেখা নাহি কারো সনে। পথেহ কাহার সনে না হৈল দর্শনে।। বিজুরী আকাশে যেন উঠিয়া লুকায়। এইমত অদৃশ্য হইলা গৌররায়।। মুরারি বলেন আছে উপায় ইহার। সভে বলে বল দেখি কি উপায় তার।। মুরারি বলেন এই নবদ্বীপ পুরে। যত ভক্ত আছে ডাক তাহা সভাকারে।। দেখিতে না পাব যারে সঙ্গে গেছে সেই। সঙ্গী বার্ত্তা জানিতে উপায় হয় এই।। মুরারির বাক্যে যত ভক্ত পরিবার। উত্তম কহিলে বলি করেন বিচার।। মুরারি বলেন জানিলাম অনুমানে। দুই জন গিয়াছেন গৌরচন্দ্র সনে।। কে সে দুই জন বলি

পুছে ভক্তগণ। মুরারি বলেন নিত্যানন্দ এক জন ॥ আর শ্রীআচার্য্য রত্ন দুই ভাগ্যবান। শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গে করিলা পয়ান ॥ সভে বলে কেমনে জানিলে এই কথা। মুরারি বলেন তাঁরা গিয়াছে সর্ব্বথা ॥ এত বলি কষ্ট দশা আমা সভাকার। নবদ্বীপ ময় হৈল মহা চমৎকার ॥ তাঁরা যদি থাকিতেন নবদ্বীপ পুরে। এই স্থানে আসিয়া মিলিতা সভাকারে ॥ মুরারি বচনে কিছু হইল আশ্বাস। ভক্ত সব কহিছেন ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥ মো সভার কিছু হউ তারে নাহি যাই। একা নাহি যান তিঁহো তভু স্বাস্থ্য পাই ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি চলহ মুকুন্দ। শচী মাতা হৈয়াছেন বড় নিরানন্দ ॥ এই কথা তুমি যাই কহ তাঁহা প্রতি। আচার্য্য রত্ন নিত্যানন্দ দুজন সংহতি ॥ কোন কার্য্য লাগি গিয়াছেন গৌররায়। চিন্তা না করিহ তিঁহো আইলেন প্রায় ॥ শচীর জীবন রক্ষা সভে যত্ন কর। বিলম্ব না কর তুমি চলহ সত্বর ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া শীঘ্র চলিলা মুকুন্দ। শচীরে কহিলা নানা করিয়া প্রবন্ধ ॥ এথা শ্রীঅদ্বৈত বলে শুন ভক্ত গণ। একথাতে কিছু ধৈর্য্য যুত হৈল মনঃ ॥ শ্রীআচার্য্য রত্ন আর নিত্যানন্দ রায়। সর্ব্বার্থে নিপুণ তাঁরা জানি সর্ব্বথায় ॥ তাঁরা দুই যদি তাঁর সঙ্গেতে থাকিব। স্বতন্ত্র বটেন তভু স্বাতন্ত্র্য নহিব ॥ কিন্তু কহ দেখি সর্ব্বে কি উদ্দিশ্য তাঁর। হেন ব্যবসায় করিলেন বিশ্বম্ভর ॥ হেন মনে আছে যদি করিবেন তীর্থ। লুকাইয়া কেন গেলা মোরাহ সমর্থ ॥ গৃহ পত্র দারা ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে।

আমরাও তীর্থে যাইতাম অতি রঙ্গে ॥ যদি বল শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্য রত্ন। দুই বড় প্রিয় তাতে হইয়া সযত্ন॥ লৈয়া গেলা সে কি এথা থাকিব না হয়। হেথাই করিতা দোঁহারে প্রীত অতিশয়॥ কি নিমিত্ত গেলা কিছু বুঝিতে না পারি। নিঃশব্দে সভেই রহিলেন চিন্তা করি ॥ এথা গৌরচন্দ্র গিয়া কণ্টক নগরে। নবদ্বীপ পাঠাইলা আচার্য্য রত্নেরে ॥ শ্রীআচার্য্য রত্ন পথে করেন বিচার। নবদ্বীপ বাসীর কেমন সমাচার॥ তিন দিন হৈল প্রভু নদীয়া ছাড়িয়া। সন্ন্যাস করিল আসি সভারে বঞ্চিয়া ॥ তিন দিন হৈল কেহ বার্ত্তা না পাইল। নবদ্বীপ ভক্তগণ কেমন হইল ॥ জীবন আছেন কিবা তেজিল পরাণ। কিবা মূর্চ্ছাগত হৈয়া ভূমে গড়ি যান। প্রাণ প্রিয়া আপন ঈশ্বর গৌরহরি। দেখিলেন সন্ন্যাস করি হৈল দণ্ড ধারী ॥ প্রাণ লৈয়া ফিরি তবে যাইছি নদীয়ায়। কি বলি দাঁড়াব যাই বৈষ্ণব সভায় ॥ এত বলি নবদ্বীপ বাহিরে থাকিয়া। কান্দেন আচার্য্য রত্ন গৌরাঙ্গ বলিয়া ॥ না যাইব আমি নবদ্বীপের ভিতর। দেহ ত্যাগ যতনে করিব গঙ্গাতীর ॥ এত বলি শ্রীআচার্য্য রত্ন গঙ্গাতীরে। কান্দেন প্রভুর লাগি বসি উচ্চৈঃস্বরে ॥ অদ্বৈতাদি নবদ্বীপে যত ভক্তগণ। দূরেতে ক্রন্দন ধ্বনি করিল শ্রবণ ॥ সভে বলে আচার্য্য রত্নের কণ্ঠস্বর। গদ গদ কণ্ঠে করে বিলাপ বিস্তর ॥ শুন শুন ওহে ভাই হৈয়া সাবধান। কে কান্দে নিশ্চয় জানি যাব তাঁর স্থান ॥ পুনর্ব্বার

শ্রীআচার্য্য রত্ন কান্দি বলে। মো সম পামর নাহি পৃথিবী মণ্ডলে ॥ গৌরচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে কেনে নাহি গেনু। শূন্য নবদ্বীপ কোন সুখ থাইতে আইনু ॥ হায় হায় হঠ প্রভু সঙ্গে নাহি সাজে। বিদায় দিলেন পুনঃ গেলে হয় অকাযে ॥ যদি দুস্থ হয় তভু প্রভুর ইচ্ছায়। নিজ মত প্রবর্ত্তায় ভক্তের হিয়ায় ॥ সূর্য্য যেন সূর্য্য-কান্ত মণির উপর। নিজ তেজঃ অর্পিয়া দহেন কলে-বর ॥ পুড়ি মরে মণি তভু তেজঃ ঘুচাইতে। না পারে সরস নয় সূর্য্যের ইচ্ছাতে ॥ এইমত প্রভুর যে ইচ্ছা সেই হয় ॥ অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য করান ইচ্ছা ময় ॥ এইমত শ্রীআচার্য্য রত্ন কথা কয়। ভক্তগণ শুনি বলে জানিল নিশ্চয় ॥ ভগবান বিশ্বম্ভরে ছাড়ি কোন স্থানে। আইল আচার্য্য রত্ন বুঝিল বচনে ॥ প্রভু সঙ্গে হঠ করি এ নহে উচিত। সে নহিলে হেন বাক্য কেন আচ-ম্বিত ॥ হায় হায় ভাগ্য আশা বীজ পাইয়াছিনু। অঙ্কুর হইবে বলি হৃদয়ে রোপিণু ॥ দুর্দ্দৈব অনলে সেই বীজ ভাজা গেল। তেমতি রহিল বীজ অঙ্কুর না হৈল ॥ আচার্য্য আছেন সঙ্গে প্রভু পাব বলি। আশা করি আছিনু সকল ভক্ত মেলি ॥ আচার্য্য আইলা ছাড়ি প্রভু গেলা কোথা। আর মেনে প্রভু দেখা না পাব সর্ব্বথা ॥ এত বলি কান্দেন সকল ভক্তগণ। মুরারি বলেন শুন আমার বচন ॥ নিত্যানন্দ দেব আছে মহাপ্রভু সঙ্গে। আচার্য্য পাঠাইল কোন কার্য্যের প্রসঙ্গে ॥ আচার্য্য রতন তেঞি এ কলে আইলা। অদ্বৈত বলেন তুমি ভাল না কহিলা ॥

কিবা কার্য্য আছে তাঁর নদীয়া নগরে। ধনে কার্য্য নাহি যে পাঠাব তাঁর তরে ॥ মায়ে শান্ত করিতে সে পাঠাইল এথা।সেহ নহে মায়ে তাঁর নাহিক মমতা॥ মমতা যদ্যপি থাকে তবে একাকিনী। ছাড়ি গেলা অগোচর নহে খল বাণী ॥ যদি বল আমি সব আছি নদীয়ায়। নিতে পাঠাইল প্রভু আমা সভাকায় ॥ হেন ভাগ্য মোরা করিয়াছি কোন কালে। অতএব কার্য্য নাহি এসব বিচারে॥ দুর্দ্দৈব বিষের বৃক্ষ আমা সভাকার। দেখ কোন ফল ধরিলেক পুনর্ব্বার॥ এত বলি শ্রীঅদ্বৈত সচিন্ত্য হইয়া। মৃত প্রায় নিশ্চল রহিলা দাঁড়াইয়া ॥ এথা শ্রীআচার্য্য রত্ন করেন বিলাপ। হায় হায় মৈলুঁ মৈলুঁ এ বড় সন্তাপ॥ পরম পাঁমর মুঞি বড় হতভাগী। গৌরচন্দ্র পাছু পাছু না গেলুঁ কি লাগি ॥ সন্ন্যাস করিল প্রভু শিখা সূত্র ছাড়ি। ভিক্ষা রূপ হইলা ছাড়িয়া নাগরালি ॥ চক্ষু ভরি আমি তাহা দেখিলুঁ দাঁড়াইয়া। জ্বলি পুড়ি চক্ষু কেনে না গেল ফাটিয়া॥ যাও বলি প্রভু যবে বলিলা বচন। তখনি আমার কেন না গেল জীবন ॥ হাহা বিশ্বম্ভর দেব তোমার মায়ায়। বঞ্চিত করিল প্রভু আমা অভাগায় ॥ এই মত কান্দি কান্দি আচার্য্য রতন। নবদ্বীপে যায় অতি বিষাদিতমন॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণে বলেন ডাকিয়া। আমরা রঞাছি তুয়া মুখ পানে চাইয়া ॥ শীঘ্র আইস বিলম্ব না কর অতঃপর। দাঁড়াইয়া রহিলা চাঞা ভক্ত নিকর ॥ শ্রীআচার্য্য রত্নপুনঃ করেন বিলাপ। কোন নিদারুণ বিধি দিল

এত তাপ ॥ কোথা স্নিগ্ধ চিক্কণ চাঁচর শ্যাম কেশ। মুণ্ডন করিয়া কোথা সন্ন্যাসীর বেশ ॥ কোথা সে মধুর শ্রোণিদেশ চারুতর। অরুণ কৌপীন কোথা তাহার উপর ॥ ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ করেন বিচার। গৌর চন্দ্র ঈশ্বর আশ্রয় সভাকার ॥ লোকে মাত্র দেখে প্রভু এই রূপ হৈলা। বস্তুতস্তু ঈশ্বর তাহতে এই লীলা ॥ নাগরালি সন্ন্যাস পৌগণ্ড বাল্যাদি। সভার আধার তিঁহ তভু নিরুপাধি ॥ সর্ব্ব রূপ স্ফূর্ত্তি করে তাঁহার শরীরে। অগণ্য অগাধ লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ হেন বেলা অদ্বৈতাদি সব ভক্ত গণে। বেড়িলা আসিয়া সভে আচার্য্য রতনে ॥ সভে বলে কহ কহ প্রভুর আখ্যান। কোন থানে ছাড়ি আইলে গৌর ভগবান ॥ আচার্য্য বলেন আমি পরম পামর। কি কথা কহিব তোমা সভার গোচর ॥ এত বলি দুই চক্ষে ধারা বাহি যায়। কহ কহ কি বৃত্তান্ত অদ্বৈত সুধায় ॥ অদ্বৈতের কানে কানে কহেন আচার্য্য। অদ্বৈত বলেন গুপ্ত করিয়া কি কার্য্য ॥ এ কথা কি হাথে ঢাকি রাখিবারে পারি। অতএব ব্যক্ত করি কহত বিস্তারি ॥ ব্যক্ত কহ সভাই শুনুক নিজ কানে। কানাকানী কর আর কোন প্রয়োজনে ॥ আচার্য্য রতন কান্দি কহেন সভারে। কি জিজ্ঞাস আর বজ্রপাৎ হৈল শিরে ॥ সমাপ্তি হইল সংকীর্ত্তন নৃত্য খেলা। সেই সেই প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা ॥ দৃষ্টি ছাড়ি মো সভার হৃদয়ে রহিল। দৃষ্টি সুখ নবদ্বীপ বাসির ফুরাইল ॥ প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা।

স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা॥ হা হা গৌরচন্দ্র প্রভু তোমার সন্ন্যাস। আমা সকলের করিলেক সর্ব্বনাশ॥ প্রভুর সন্ন্যাস শুনি আচার্য্যের মুখে। সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিনলোকে॥ মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ ভূমিতে পড়িলা। কেহ শিরে করাঘাত মারিতে লাগিলা॥ প্রভু নাম লৈয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। কেহ গড়াগড়ি যায় ধূলার উপরে॥ প্রভুর বাড়ীতে ওথা লোকে বার্ত্তা দিলা। গৌরাঙ্গের বার্ত্তা লৈয়া আচার্য্য আইলা॥ শচীদেবী গঙ্গাদাস পাঠাইলা সত্বরে। গৌরাঙ্গের কি বৃত্তান্ত জানিবার তরে॥ গঙ্গাদাস শীঘ্র আইলা অদ্বৈতের ঠাঞি। জিজ্ঞাসিলা আসি শুন অদ্বৈত গোসাঞি॥ শচীদেবী মোরে পাঠাইল তোমা স্থানে। কহ দেখি বিশ্বম্ভর দেবের কল্যাণে॥ গঙ্গাদাস বাক্য শুনি অদ্বৈত গোসাঞি। কান্দিতে লাগিলা মুখে বাক্য আইসে নাঞি॥ মার্জ্জন করিয়া চক্ষু অনেক যতনে। কহিল অদ্বৈত দেব গঙ্গাদাস স্থানে॥ শচী দেবী স্থানে কহিও মোর নাম করি। নিশ্চয় সন্ন্যাস কৈল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ পূর্ব্বে যেন বনবাসী রাম চন্দ্র হৈলা। বিরহ সন্তাপ তার সহিল কৌশল্যা॥ মথুরা গেলেন যেন শ্রীনন্দ নন্দন। যশোদা সহিল যেন বিরহ বেদন॥ সম্প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্র সন্ন্যাস করিল। এ সন্তাপ সহিতেও শচীকে হইল॥ গঙ্গাদাস বলে হায় কি দুষ্ট আখ্যান। আপনেই পূর্ব্বে শচী কৈল অনুমান॥ আমারে কহিলা তিঁহো অত্র গঙ্গা-

দাস। এ কথা আমারে কেন না কর প্রকাশ ॥ মোর মনে লইছে আমার বিশ্বম্ভর। জ্যেষ্ঠ ভাই পথ তিহোঁ লইলা দৃঢ়তর ॥ অলৌকিক চরিত্র এই সর্ব্ব লোকে কয়। কারুণ্য কাঠিন্য তাঁর সমান উদয় ॥ ইহা বলি কান্দিছেন তিহোঁ অবিরাম। যে কহিল সেই কথা হৈল পরিণাম ॥ অদ্বৈত বলেন শচী জ্ঞানময়ী হন। এ নহিলে তাঁর কেন সে হেন নন্দন ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু করিব সন্ন্যাস। কোন শাস্ত্রে এ কথা লিখিয়াছেন ব্যাস ॥ ইহা বলি শাস্ত্র অর্থ ভাবিতে লাগিলা। ভারতের সহস্র নাম মনেতে পড়িলা ॥ অদ্বৈত বলেন পাইল প্রমাণ বচন। গঙ্গা-দাস শুন ব্যাস যে কৈল লিখন ॥ সন্ন্যাস কৃৎ শম শান্ত নিষ্ঠা শান্তিপর। ব্যাস লিখিয়াছে শান্তি পর্ব্বের ভিতর। সে সকল নাম পূর্ব্বে ছিল অসংগত। গৌর চন্দ্র যথার্থ করিল ব্যাস মত ॥ মুখ্যার্থ ছাড়িয়া নহে গৌণার্থ কল্পনা। সে নাম লইল যহৎ স্বার্থ লক্ষণা ॥ গঙ্গাদাস যাহ তুমি শচী দেবী স্থানে। প্রভুর সন্ন্যাস কহ গিয়া বিদ্যমানে ॥ গঙ্গাদাস চলিলেন কান্দিয়া কান্দিয়া। শচীদেবী আছে তাঁর পথ পানে চাইয়া ॥ গঙ্গাদাস দাঁড়াইলা শচীর গোচর। শচী বলে কোথা মোর প্রাণ বিশ্বম্ভর ॥ গঙ্গাদাস বলে তুমি যে কথা কহিলা। সেই সত্য গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসী হইলা ॥ অদ্বৈত কহিয়াছেন যশোদা কৌশল্যা। রাম কৃষ্ণ বিরহ সন্তাপ যেন পাইলা ॥ সেই দুঃখ পাইবারে তোমারে হইল। গঙ্গাদাস এই কথা

শচীরে কহিল॥ গৌরাঙ্গ চরণ পদ্ম প্রাপ্তি অভিলাষ।
প্রভুর সন্ন্যাস কথা লিখে প্রেমদাস॥

ত্রিপদী।

গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কথা, শুনি শচী জগন্মাতা;
হইলেন উনমত্ত প্রায়।
বিলাপ করিয়া যাহা, রোদন করিল তাহা;
শুনি কাষ্ঠ পাষাণ মিলায়॥
মোর কোল শূন্য করি, কোথা গেলা গৌর হরি;
আর নাহি পাব দরশন।
তপ্ত মোর বক্ষঃ স্থল, কে করিবে সুশীতল;
কার মুখে করিব চুম্বন॥
বড় অভাগিনী আমি, যদি বা জানিতুঁ তমি;
ছাড়ি যাবে অনাথ করিয়া।
বুক ভরি কোলে নিতুঁ, চাঁদ মুখে চুম্ব দিতুঁ;
নিরখিতুঁ নয়ান ভরিয়া॥
অগোচরে রাত্রিকালে, নদীয়া ছাড়িয়া গেলে;
বজ্র পাড়ি অভাগিনী শিরে।
কথা না কহিতে পাইলুঁ, মুখে চুম্ব না খাইনু;
বড় শেল রহিল অন্তরে॥
পুথি হাথে করি যবে, পড়িতে যাইতে তবে;
ক্ষণে কত যুগ হৈত মোর।
সে তুমি সন্ন্যাস করি, অনুদ্দেশ দেশান্তরি;
কেমনে সহিব দুঃখ ঘোর॥
রাতুল চরণ দুটি, কেমনে যাইবে হাঁটি;
কোথা বা থাকিবে বৃক্ষ তলে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা বেলা হব; অন্ন জল কেবা দিব;
ভিক্ষা লাগি যাবে কার ঘরে ॥
অমিয়া মধুর মোর, সংসার দুজন তোর;
গৃহ ছাড় আমা দোঁহা তরে।
আমারে কহিতে যবে, দোঁহে ছাড়ি যাতুঁ তবে,
তুমি কেনে না থাকিলে ঘরে ॥
গঙ্গাতীর পুণ্য স্থান, অদ্বৈতাদি ভগবান;
সভে লৈয়া কীর্ত্তন বিলাস।
হেন নবদ্বীপ ছাড়ি, আমারে অনাথ করি;
কেনে বাছা করিলে সন্ন্যাস ॥
কার স্থানে অপরাধ, কিবা কৈল পরমাদ;
সে লাগি বা তুমি ছাড়ি গেলে।
তারে যদি জানি আমি, পায় ধরি দোষ ক্ষমি;
তোমা বাছা পুনঃ আনি ঘরে ॥
তিন দিন হৈল আর, দেখা নাহিক তোমার;
প্রাণ মোর ছুট ফট করে।
কোন নিদারুণ বিধি, কাড়ি নিল গুণ নিধি;
মোরে ফেলি দুঃখের সাগরে ॥
তোমার শয়ন ঘর, ব্যাঘ্র সম হৈল মোর;
চাহিতে গিলিতে আইসে মোরে।
তোমার লিখন পুথি, ঘরে আছে পাঁতি পাতি;
দেখি মোর হৃদয় বিদরে ॥
মুঞি হেন অভাগিনী, ত্রিভুবনে নাহি শুনি;
পাইনু রত্ন কেবা কাড়ি নিল।
মোর হেন দশা আর, ভুবনে না হইও কার;

কত দুঃখ বিধাতা লিখিল ॥
পূর্ব্বে রামায়ণে শুনি, রঘুবংশ চূড়ামণি;
রাম ছিলা কৌশল্যা নন্দন।
সত্য কৈল পিতা তাঁর, তার লাগি ঘর দ্বার;
ছাড়ি তিঁহ গিয়াছিলা বন ॥
চৌদ্দ বৎসর বই রাম, আসিব অযোধ্যা ধাম;
নিশ্চয় জানিয়া এই মনে।
কৌশল্যা আছিল দুঃখি, চৌদ্দবৎসর বই সুখী;
দেখা হৈল রামচন্দ্র সনে ॥
সন্ন্যাসী হইলে তুমি, না আসিবে জন্ম ভূমি;
মোর সনে দেখা নাহি আর।
কোন দেশে যাবে তুমি, বার্ত্তাও না পাব আমি;
আমা হেন দুঃখ আছে কার ॥
শুনিয়াছি ভাগবতে, কৃষ্ণ গেলা মথুরাতে;
যশোদাকে ছাড়িয়া গোকুলে।
নিকট মথুরা তার, নিত্য আইসে সমাচার;
রামকৃষ্ণ আছেন কুশলে ॥
রাজ পরিচ্ছদ লঞা, কৃষ্ণ আছে সুখ পাঞা,
শুনি যশোদার মনে সুখ।
গোকুলে আপন ঘরে, দেখিতেন না তাঁহারে;
এই মাত্র ছিল তাঁর দুঃখ ॥
তুমি সে সন্ন্যাসী বেশ, ভ্রমিবে কতেক দেশ;
ভিক্ষা বৃত্তি কৌপীন পরিয়া।
কোন থানে আছে তার, না পাইব সমাচার;
কেমনে ধরিব আমি হিয়া ॥

বিশ্বরূপ হেন পুত্র, তেয়াগিয়া শিখা সূত্র;
কোথা গেলা দেখা না পাইনু।
তোমার বদন চন্দ্র, দেখি হৈত মহানন্দ;
সেহ দুঃখ পাসরিয়াছিনু॥
নবদ্বীপ কুলি কুলি, আর না আসিব চলি;
বিভূষিত এ গন্ধ চন্দনে।
মোর চক্ষুরূপ দেখি, আর না হইব সুখী;
ভুবন আঁধার তোমা বিনে॥
তোমার চাঁচর চুল, তাহে দিয়া নানা ফুল;
আমি আর না করিব বেশ।
পট্টবস্ত্র তোমার অঙ্গে, আর না পরাব রঙ্গে;
আমার দুঃখের নাহি শেষ॥
শিষ্যগণ মধ্যে বসি, এই নবদ্বীপে আসি;
আর তুমি পুথি না পড়াবে।
চাঁদ মুখে হাসি হাসি, মোর আঙ্গিনাতে আসি;
মা বলিয়া আর না ডাকিবে॥
নবদ্বীপ আলো করি, চন্দ্র ছিল গৌরহরি;
কোথা গেলে আন্ধার করিয়া।
কি করিব কোথা যাব, কোথা তোমা দেখা পাব;
বুক কেন না যায় ফাটিয়া॥
কেহ হেন মন্ত্র জানে, বাছারে ফিরাইয়া আনে;
তবে তারে দিয়ে ঘর দ্বার।
দেখি গৌরচন্দ্র মুখ, পাসরি সকল দুঃখ;
খত দিয়া দাসী হব তার॥
নটবর বেশ ধরি, সহচর সঙ্গে করি;

আর না নাচিব সংকীর্ত্তনে।
দেখিতে কীর্ত্তন সুখ, নদীয়া নিবাসী লোক;
না আসিব আমার অঙ্গনে ॥
নদীয়ার লোক সব, আমার করিত স্তব;
ধন্য শচী সফল জীবন।
কত পুণ্য ব্রত ধরি, কত বা তপস্যা করি;
গৌরচন্দ্র এ হেন নন্দন ॥
এবে সে সকল লোক, দেখিয়া আমার মুখ;
অভাগিনী বলিবে আমারে।
কোন লাজে আমি যাইয়া, লোক মাঝে দাঁড়াইয়া;
ছার মুখ দেখাব কাহারে ॥
অএ বিধি তুমি যদি, কাড়ি নিলে গুণ নিধি;
যে তোমার ইচ্ছা তা করিলা।
এবে মোর বোল ধর, শীঘ্র মোর মৃত্যু কর;
সহিতে না পারি দুঃখ জ্বালা ॥
শচীর নাহিক বাহ্য, অন্ন জল গৃহ কার্য্য,
সব ছাড়ি কান্দে নিরন্তর।
নদীয়ার যত লোক, সভে পাইল মহা শোক;
প্রভু লাগি ব্যাকুল অন্তর ॥
বুদ্ধিমন্ত গঙ্গাদাস, করে শচীরে আশ্বাস;
কহি নানা প্রবন্ধ বচন।
শচীর বিলাপ যত, প্রেমদাস তাহা কত;
দুই হাতে করিব লিখন ॥

পয়ার। এথা অদ্বৈতাদি যত মহা ভক্তগণ। আচার্য্যরত্নেরে জিজ্ঞাসেন দুঃখী মন ॥ মূলে হইতে কহ দেখি

সব বিবরণ। কেনে গেলা কি রূপে বা সন্ন্যাস গ্রহণ॥ কান্দিয়া আচার্য্য বলে ভক্তগণ স্থানে। জীবন রহিল মোর এই প্রয়োজনে॥ সে সব দুঃখের কথা শুনাব সভায়। হা হা গৌরচন্দ্র কিবা করিলে আমায়॥ কহি শুন রাত্রি যবে হৈল অবসান। কীর্ত্তন রহিলা সভে গেলা যথা স্থান॥ মোর হাতে ধরি প্রভু পদ কত গেলা। আগে নিত্যানন্দ দেব দেখিতে পাইলা॥ তুমিহ চলহ বলি সঙ্গে তাঁরে লইয়া। সুরধুনী পার হৈয়া চলে শীঘ্র হৈয়া॥ তবে আমি জিজ্ঞাসিনু দেব কোথা যাও। একাকি চলিলে কেনে কি করিতে চাও॥ মোর বাক্য না শুনিয়া চলে মৌন হৈয়া। আমরা দুজনে পাছু চলিনু ধাইয়া॥ মত্ত সিংহ গমনে চলিলা গৌরহরি। ধাঞা যাই তভু সঙ্গে যাইতে না পারি॥ ইন্দ্রাণী পশ্চিম দিগে কণ্টক নগর। সেই গ্রামে চলি গেলা বড়ই সত্বর॥ কেশব ভারতী নাম যতীন্দ্র আইলা। অকস্মাৎ তাঁর স্থানে যাই উত্তরিলা॥ তা দেখিয়া মোরা মনে চিন্তি দুই জন॥ হেন বুঝি করিবেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥ এই চিন্তিলাম তবে তাঁহার ইচ্ছায়। কিছু তাঁরে বলিবারে না আইসে জিহ্বায়॥ এই রূপে সে দিবস তথায় রহিলা। পর দিনে মোরে প্রভু ডাকিয়া কহিলা॥ আচার্য্য করহ তুমি যে হয় উচিত। এ কর্ম্মের পূর্ব্ব ক্রিয়া যেমন বিহিত॥ জিজ্ঞাসিনু আমি তবে কি কর্ম্মের তরে। আজ্ঞা কর মোরে কিবা করিব বিচারে॥ তবে ভগবান মোরে কহিলা প্রকাশি।

গৃহাশ্রম ছাড়ি আমি হইব সন্ন্যাসী ॥ এ কথা শুনিয়া আমি হত জ্ঞান হইনু। উত্তর না আইসে কিছু কান্দিতে লাগিনু ॥ ততঃপর পরবশ প্রায় যেন হইঞা। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব ক্রিয়া সামগ্রী আনিয়া ॥ সকল দিলাম গৌরচন্দ্রের গোচরে। তবে স্নান করি আইলা দেব বিশ্বম্ভরে ॥ নাপিত আইল তবে মুণ্ডন করিতে। আইলা অসংখ্য লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে ॥ লোক সব বলে আহা কি রূপ মাধুরী। নয়ান জুড়ায় চক্ষু ফিরাইতে নারি ॥ এমন বয়সে পুত্র সন্ন্যাস করিব। ইহার জননী প্রাণ কেমনে ধরিব ॥ ততঃপর এই রূপ হৈলা ভগবান। মুখে তাহা বলিতে কেমন করে প্রাণ ॥ অতএব আমি তাহা কহিতে না পারি। বলিয়া আচার্য্য কান্দে অধোমুখ করি ॥ শুনি ভক্তগণ অতি বিষণ্ণ হইলা। হা হা বিশ্বম্ভর দেব কি রূপ করিলা ॥ প্রেম রস করুণাতে সভারে সিঞ্চিলে। অকস্মাৎ হেন কেন নিষ্ঠুর হইলে ॥ কেহ বলে তাঁরে কেন দেহ ওলাহন। অভাগা আমরা সব এই সে কারণ ॥ এত দিন দুঃখের যে বৃক্ষ বাড়ি ছিল। সে বৃক্ষের ফল ধরিবার কাল হৈল ॥ হরি হরি প্রভুর সে দশার স্মরণে। দুঃখে মনঃ পুড়ে উঠে দগধে পরাণে ॥ আচার্য্য কি রূপে তুমি সে রূপ দেখিলা। এত বলি সভে কান্দি ভূমিতে পড়িলা ॥ অদ্বৈত বলেন কহ আচার্য্য রতন। ভগবান করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ সন্ন্যাসী হইলে নাম রাখে পুনর্ব্বার। কোন নাম গৌরচন্দ্র করিলা স্বীকার ॥

আচার্য্য বলেন প্রভু মহিমা অগণ্য। অঙ্গীকার কৈল নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ শুনিয়া অদ্বৈত দেবে হৈল চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচিত তাঁহার ॥ কৃষ্ণ শব্দে নন্দ পুত্র চৈতন্য সে জ্ঞান। কৃষ্ণ রূপ জ্ঞান কৃষ্ণ চৈতন্য সে নাম ॥ অতএব মহা বাক্য অর্থ যে কহিল। সেই মহা বাক্য অর্থ ফলবান হৈল ॥ গুরু যে করিলা তিঁহ কেশব ভারতী। সেই সত্য কেশব ভারতী বলি শ্রুতি ॥ কেশব কৃষ্ণেরে বলি তাঁহার যে বাণী। তারে শ্রুতি শাস্ত্র বলে সভে ইহা জানি ॥ কেশব ভারতী যিঁহ তীর্থ শ্রুতি রূপ। তিঁহ যে সকল সেই বেদের স্বরূপ ॥ তাঁর মুখে কেনে বা আসিব অন্য নাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম যথার্থ আখ্যান ॥ অদ্বৈত বলেন পুনঃ কহত আচার্য্য। ন্যাসী হৈয়া পুনঃ প্রভু কি করিলা কার্য্য ॥ তথায় আছেন কিবা গেলা অন্য স্থানে। কিবা কোন রূপে আছে প্রভু ভগবানে ॥ আচার্য্য রতন বলে সন্ন্যাস করিয়া। নিত্যানন্দ হাথে নিজ দণ্ড সমর্পিয়া ॥ রক্ত বস্ত্র কৌপীন পরিয়া গৌর-হরি। সেই ক্ষণে চলি গেলা সভা পরিহরি ॥ অদ্বৈত বলেন কিছু তোমারে কহিলা। কিবা তিঁহ নিজ ইচ্ছায় অনুত্তরে গেলা ॥ আচার্য্য বলেন মোরে কি কহিব কথা। বাহ্য দৃষ্টি তাঁর মনে নাহিক সর্ব্বথা ॥ যেই মাত্র করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ। প্রেমে অন্ধ প্রায় হৈলা কিসের বচন ॥ দুনয়নে ধারা মাত্র অবিচ্ছিন্ন বহে। গণ্ড বক্ষ সিক্ত সদা অশ্রুর প্রবাহে ॥ চলি যাইতে চরণ কোথবা যাঞা পড়ে। তাহা নাহি জানেন বচন

রহু দূরে॥ আপনা পাসরি যেই চলে অন্ধ প্রায়। হেন জন কি বলিব আমা অভাগায় ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি কেনে বা আইলে। মহা প্রভুর পাছু পাছু কেনে নাহি গেলে॥ আচার্য্য বলেন আমি নিত্যানন্দ সনে। প্রভু পাছু পাছু ধাঞা যাই দুই জনে॥ তবে নিত্যানন্দ দেব বলিল আমারে। শীঘ্রগতি যাহ তুমি অদ্বৈতের পুরে॥ দেব পাছু পাছু আমি করিব গমন। ফিরাইয়া লৈব করি উপায় চিন্তন ॥ কোনই প্রকারে আমি অদ্বৈতের ঘরে। লৈয়া যাব ছল করি দেব বিশ্বম্ভরে ॥ এই কথা কহ গিয়া অদ্বৈতাদি স্থানে। দুঃখে আর্ত্ত তারা সব স্বাস্থ্য পাও মনে ॥ শুনিয়া অদ্বৈত বলে ধন্য নিত্যানন্দ। জিনিলা সভারে দিয়া পরম আনন্দ॥ অকৈতব সুহৃদ জানিল এত দিনে। এবিপত্ত্যে হেন বার্ত্তা পাঠাইল আপনে॥ আস্য আস্য আচার্য্য ত্বরিত এক জনে। নবদ্বীপে পাঠাইব শচীদেবী স্থানে॥ আশ্বাস করুগা যাঞা কঞা সমাচার। আমরাও করিগা উচিত ব্যবহার॥ এতবলি শ্রীআচার্য্য রত্নের সংহতি। নিজ গৃহে গেলেন অদ্বৈত মহা মতি॥ চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত হইল এই মতে। গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল যাতে॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বলা। অপূর্ব্ব অমৃত কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা॥ যথা মতি প্রেমদাস করিল লিখন। মোর কোন দোষ না লইবে ভক্তগণ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং চতুর্থ অঙ্কঃ॥ ৪॥

পঞ্চম অঙ্ক প্রারম্ভঃ।

পয়ার॥ জয় শ্রীচৈতন্য নাম প্রবল আনল। মহা পাপ তুলা রাশি পোড়ায় সকল॥ অতঃপর তাহা শুন করি নিবেদন। গৌরচন্দ্র করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥ প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র উন্মত্তের প্রায়। শীঘ্র গতি দক্ষিণ মুখেতে চলি যায়॥ পাছু পাছু নিত্যানন্দ ধাইয়া চলিলা। প্রেমে মত্ত গৌরচন্দ্র বাহ্য পাসরিলা॥ একাদশে ভিক্ষু এক শ্লোক যে কহিলা। অকস্মাৎ সেই শ্লোক গৌরাঙ্গ পড়িলা॥

তথাহি

এতাং সমাস্থায় পরাত্ম নিষ্ঠা, মুপাষিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্ত পারং; তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

পয়ার॥ অবন্তি নগরে এক ব্রাহ্মণ আছিলা। বার্ত্তা বৃত্তি কদর্য্য তাঁহার খ্যাতি হৈলা॥ কদর্য্য বিপ্রের যবে হইল নির্ব্বেদ। এই কথা কহিলেন মনে পাঞা খেদ॥ অজ্ঞান কারণে জীব ভব বন্ধ পায়। সেই বন্ধ খসাইতে নাহিক উপায়॥ সেই বন্ধে বন্ধ মুঞি পাইনু বড় ক্লেশ। সেই ক্লেশ কোন মতে না হইল শেষ॥ অতএব ছাড়ি এই অনিত্য সংসারে। যাইব বৈরাগ্য করি কৃষ্ণ ভজিবারে॥ পরমাত্মা কৃষ্ণ তাতে নিষ্ঠা মনঃ ধরি। মুকুন্দ চরণ সেবা মানসিক করি॥ এই দুরন্তাপার ভব তমঃ দুঃখময়। তন্নিবা মুকুন্দ সেবি এইত নিশ্চয়॥ পূর্ব্ব তমঃ ঋষি সব সাধু মহাজন। এই পথ নিশ্চিত করিল আলম্বন॥ এই পথ বিনা ভব বন্ধ নাহি যায়। তরিতে সংসার দুঃখ

এই সে উপায় ॥ গৌরচন্দ্র বলে ভিক্ষুক কহিল উচিত। মুকুন্দ চরণ সেবা এই সে বিহিত ॥ এত বলি গৌরচন্দ্র পটিয়া চলিয়া। সোনার শ্রীঅঙ্গ যায় ধূলায় লোটায়া ॥ প্রভু বলে সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাইয়া। গোবিন্দ সেবিব সদা অন্তর্মনা হৈয়া ॥ নিত্যানন্দ মনে মনে করেন বিচার। সেই প্রেমামৃত এই অতি চমৎকার ॥ নির্ব্বেদ অনল যেন প্রভুর অন্তরে। প্রেমামৃত আবর্ত্তন করে সে অনলে ॥ সিজি সিজি প্রেম যবে পিণ্ড প্রায় হবে। হৃদয়ের ব্রণ প্রায় দুঃখ জন্মাইবে ॥ একা আমি কি করিব পরমাদ বড়। ভাল ভাল উপায় চিন্তিব হৈয়া দড় ॥ এত বলি নিত্যানন্দ প্রভু পানে চান। দেখিল অদ্ভুত রূপ গৌর ভগবান ॥ প্রভুর আনন্দ সিন্ধু উঠিল অপার। নৃত্য রূপ তরঙ্গ উঠিছে বার বার ॥ সঘন হুঙ্কার সেই সিন্ধুর গর্জ্জন। স্বেদ স্তম্ভ আদি তাহে বিবিধ রতন ॥ অন্তরে যে বেগ আছে লখিলে না হয়। হেন প্রেমানন্দ হৈল অন্তরে উদয় ॥ না জানি এ কি রূপ হয় পরিণাম। সচিন্ত হইলা দেখি নিত্যানন্দ রাম ॥ মহা ঝড়ে যেন পুষ্প পরাগ উড়ায়। এই মত বেগে ধাইয়া চলে গৌররায় ॥ আমি নিত্যানন্দ যাই ধাইয়া সত্বর। তথাপি না পাই লাগ বড়ই দুস্কর ॥ সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হীন কলেবর। কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর ॥ পথ বা বিপথ কিছু নাহিক গেয়ান। পথ পানে নাহি চাহে ঘূর্ণিত নয়ান ॥ কথন উন্মত্ত প্রায় উঠে উচ্চ স্থানে। কথন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে ॥

চলি চলি কথন পড়েন যাই জলে। কথন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মেলে॥ অগ্র বা পশ্চাৎ কিছু না করে বিচার। ভুলিলা আপন দেহ কিসে লেখি আর॥ অরণ্যে প্রভিন্ন বন্য গজ যেন চলে। এই মত যান প্রভু প্রেমার হিল্লোলে॥ শুনিঞাছি আত্মারাম যত মুনি গণ। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি তার না হয় স্মরণ॥ প্রেমী ভক্ত গণ নিজ দেহ নাহি জানে। ভগবান রূপে মগ্ন থাকে রাত্রি দিনে॥ ঈশ্বর যদ্যপী নিজ আনন্দস্থ হয়। ভক্তে বা ঈশ্বরে ভেদ কিছুই না রয়॥ বুঝিল কারণ পুনঃ বলে নিত্যানন্দ। ভগবানের বশীভূত তাঁর নিজানন্দ॥ জীব লোক আনন্দের বশীভূত হন। আনন্দ স্বতন্ত্র যেন করাণ যথন॥ গৌরচন্দ্র ঈশ্বর সংপ্রতি নিজানন্দে। আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন স্বচ্ছন্দে॥ সংপ্রতি একক আমি কি করি উপায়। বাহ্য দৃষ্টে কেমনে পাইব গৌররায়॥ তিন দিন হৈল আজি নাহিক আহার। জলপান নাহি ক্রীড়া কি করিব আর॥ এক মাত্র কটি দেশে আছেন কৌপীন। নিজ সুখে মগ্ন ভ্রমিলা তিন দিন॥ কবে বা দিবস যায় কবে রাত্রি যায়। কিছুই না জানে মহা উন্মত্তের প্রায়॥ হে গৌরাঙ্গ কৃপানিধি কি করিব আমি। আর্ত্ত আমি প্রীত হৈয়া কৃপা কর তুমি॥ এই মত কান্দিয়া ডাকিলা নিত্যানন্দ। তথাপি না পায় বাহ্য প্রভু গৌরচন্দ্র॥ পুনঃ নিত্যানন্দ ভাবে মনের ভিতর। এহো ভাল বিবশ হইলা বিশ্বম্ভর॥ ইহার যে আনন্দ বৈবশ্য উপজিল। জীবন ঔষধ মোর

সংপ্রতি হইল॥ পথের বিচার দৈবে নাহিক ইহাঁর। ফিরাঞা ভুলাঞা লৈয়া করি গঙ্গা পার॥ গঙ্গা পার হঞা যাব অদ্বৈতের ঘরে। সভার আনন্দ হব দেখিয়ায় প্রভুরে॥ এত ভাবি নিত্যানন্দ পাইল আশ্বাস। প্রভু পাছে পাছে যান অন্তরে উল্লাস॥ হেন বেলা সেই স্থানে গোপ শিশুগণ। গোরু রাখে তারা সবে পাই দরশন॥ ঈশ্বর দর্শনে হৈল আনন্দ অন্তর। হরি বোল বলি সভে করি কোলাহল॥ তা শুনিয়া নিত্যানন্দ অগ্র পানে চায়। দেখিল বালক সব হরি-ধ্বনি গায়॥ কেহো বাহু তুলি নাচে হরি হরি বলি। দণ্ডবৎ হয় কেহো শ্রদ্ধা ভক্তি করি॥ কৌতুক আদর ভক্তি দেখি তা সভার। নিত্যানন্দ বলে কি অদ্ভুত চমৎকার॥ গোপের বালক নাহি ভাল মন্দ জ্ঞান। প্রভু দেখি প্রেমানন্দে হাস্য নৃত্য গান॥ পূর্ব্বাভ্যাসে গৌরহরি শুনি হরিনাম। পরানন্দ নিদ্রা যেন পাইল বিরাম॥ মুদ্রিত নয়ানে প্রভু যাইতে আছিলা। হরি ধ্বনি শুনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলা॥ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠি যেন ঘূর্ণিত লোচন। যেই দিগে হরি ধ্বনি সেই দিগে চান॥ নিত্যানন্দ বোলে এই গোপের কুমার। ইহারা করিল মোর বড় উপকার॥ এ সভের হরি ধ্বনি শুনি ভগবান। নিদ্রা হৈতে উঠি যেন মিলিলা নয়ান॥ সর্পাঘাত হৈতে যেন অচেতন বিষে। মন্ত্র শুনি পুনঃ যেন জ্ঞান ফিরি আইসে॥ এই মত গৌর-চন্দ্র হরি ধ্বনি শুনি। শিশু সকলের পাশে চলিলা আপনি॥ বোল বোল বলি প্রভু পুনঃ পুনঃ বোলে।

শিশু সব আসি পড়ে চরণ কমলে ॥ প্রণাম করিয়া সভে করতালী দিয়া। হরি ধ্বনি গান করে নাচিয়া নাচিয়া ॥ সস্পৃহ হইয়া প্রভু হরি সংকীর্ত্তন। দুই দণ্ড শুনিলেন না কৈল গমন ॥ সে সব শিশুর ভাগ্য কে বলিতে পারে। নাচে গায় গোলোকের ঈশ্বর গোচরে ॥ দেখি নিত্যানন্দ বড় আনন্দ পাইলা। মনে মনে প্রভু দশা কহিতে লাগিলা ॥ আনন্দ হইতে উন্মাদ উপজায়। কখন সে নানা মত চাপল্য করায় ॥ কখন বা উন্মাদে করয়ে জড় প্রায়। কভু জাড্য চাপল দুই সে উপজায় ॥ গ্রহ গ্রস্ত প্রায় কভু উর্দ্ধ ক্ষিপ্ত করে। উন্মাদের দশা কত কে বুঝিতে পারে ॥ গ্রহগ্রস্ত প্রায় প্রভু হইলা সংপ্রতি। অর্দ্ধ বাহ্য দশাতে হইল উপস্থিতি ॥ চক্ষু মিলি চায় কিছু না করে বিষয়। অর্দ্ধ বধিরের প্রায় কিঞ্চিৎ শুনয় ॥ যে শুনে তাহার অর্থ কিছু নাহি বুঝে। কি দেখে কি শুনে কিবা চিন্তে হিয়া মাঝে ॥ তিন দিন বই নাম সংকীর্ত্তন শুনি। চক্ষু মিলি চাহিলা সন্ন্যাসী চূড়ামণি ॥ নিত্যানন্দ তা দেখিয়া পাইলা উল্লাস। নিরবে দাঁড়াইয়া আছে মহাপ্রভু পাশ ॥ কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভু বালকের মুখে। তাহা সভে কৃপা দৃষ্টি করিলেন সুখে ॥ আস্য আস্য বলি হস্ত কমল পসারি। শিশু সকলের শিরে দিলা গৌরহরি ॥ যে হস্ত পরশ লাগি লক্ষ্মী আশা করে। সে হস্ত কমল দিল গোপ শিশু শিরে ॥ প্রভু বলে অএ সাধু কীর্ত্তন করিলে। তোমরা আমারে কৃষ্ণ

নাম শুনাইলে ॥ কৃতার্থ করিলে মোরে করি সংকীর্ত্তন। গোলোকের নাথ শিশু সঙ্গে কথা কন॥ কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন। তোমরা জানহ বৃন্দাবন কোন স্থান॥ নিত্যানন্দ বলে মোর এই অবসর। এক শিশু হাত সানি ডাকিলা সত্বর॥ ধীরে ধীরে নিত্যানন্দ শিখান তাহারে। শুন বাপু এই পথ দেখাহ প্রভুরে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া শিশু গেলা প্রভু স্থানে। কহিলেন এই পথে যাহ বৃন্দাবনে॥ নিত্যানন্দ যেই পথ শিখাইল তারে। সেই গঙ্গা-তীর পথ কহিল প্রভুরে ॥ আনন্দ আবেশে প্রভু চলে সেই পথে। প্রণমিয়া শিশু সব গেল তথা হৈতে॥ নিত্যানন্দ বলে মুঞি পাইনু নিস্তার। এবে মনোরথ পূর্ণ হইল আমার॥ যেই পথে অদ্বৈত গোসাঞির বাড়ী যায়। কোন পাকে প্রভু লৈয়া যাইব তথায়॥ এত বলি পাছু পাছু নিত্যানন্দ চলে। যাইতে যাইতে পথে অনুমান করে॥ পর পরিচয় দশা কিঞ্চিত হইল। চিহ্নে কি না চিহ্নে মোরে তাহো নাজানিল॥ আপন সৌভাগ্য আমি পরীক্ষিব বলি। প্রভুর নিকটে নিত্যানন্দ গেলা চলি॥ মহাপ্রভু পুনঃ এক শ্লোক পাঠ কৈলা। এতাং সমাস্থায় যেই পূর্ব্বেই কহিলা॥ প্রভু বলে ভিক্ষু বাক্য কহিলা উত্তম। মুকুন্দ সেবাতে ঘুচে সংসার বন্ধন॥ অতএব আমি যাব শ্রীবৃন্দাবন। মানসে সেবিব যাঞা মুকুন্দ চরণ॥ প্রভু বলে কত দূরে আছে বৃন্দাবন। হেন বেলা

নিত্যানন্দ কহিলা বচন ॥ এক দিবসের পথ শ্রীবৃন্দাবন। নিত্যানন্দ বাক্য প্রভু করিল শ্রবণ ॥ নিদ্রা জাগরণ মধ্যে এই দশা হন। সেই দশা প্রভুর হৈয়াছে সেইক্ষণ ॥ নিত্যানন্দবাক্যে প্রভু তার পানে চাঞা। চমৎকার হৈল প্রভু তাহারে দেখিয়া ॥ প্রভু কহে কেবা তুমি আইলে কোথা হৈতে। নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রায় লাগে চিত্তে ॥ প্রভু দশা দেখি নিত্যানন্দের বদনে। বাক্য না আইসে কান্দে অঝর নয়নে ॥ সেই আমি বলি অর্দ্ধ বচন কহিয়া। প্রভু আগে রুদ্ধ কণ্ঠে রহিলা দাঁড়াইয়া ॥ প্রভু বলে শ্রীপাদ আছিলে নবদ্বীপে। কোথা হৈতে আইলা বৃন্দাবনের সমীপে ॥ নিত্যানন্দ বলে তুমি যাবা বৃন্দাবন। লোক মুখে এই কথা করিল শ্রবণ ॥ বৃন্দাবন দেখিবারে আমিহ আইনু। কত দূরে আসিয়া তোমার সঙ্গ পাইনু ॥ গৌর ভগবান বলে বড়ই সুন্দর। একত্র যাইব চল বৃন্দাবন স্থল ॥ দুই জনে বৃন্দাবন নিকুঞ্জে যাইয়া। ভজিব গোবিন্দ পদ একান্ত হইয়া ॥ এত বলি আনন্দে চলিলা গৌরচন্দ্র। পথ দেখাইয়া আগে যান নিত্যানন্দ ॥ নিত্যানন্দ বলে আগে বহু দূর নয়। শ্রীযমুনা ভগবতী আছেন নিশ্চয় ॥ যমুনাতে স্নান কৃত্য করিতে উচিত। শুনি গৌরচন্দ্র বলে হইয়া বিস্মিত ॥ সত্য আজি যমুনার পাব দরশন। নিত্যানন্দ বলে এই নিশ্চয় বচন ॥ হর্ষ পাঞা প্রভু বলে কহ নিত্যানন্দ। কোথা কোথা শ্রীযমুনা পরম আনন্দ ॥ এই আগে বলি নিত্যানন্দ চলি যায়। প্রভু

সঙ্গে লৈয়া শীঘ্র আইলা গঙ্গায় ॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু দেখ ভগবান। এই শ্রীযমুনা দেবী হৈলা বিদ্য-মান ॥ দেখিয়া আনন্দে প্রভু করিলা প্রণাম। শ্লোক পড়ি স্তব করে গৌর ভগবান ॥

তথাহি।

চিদানন্দ ভানোঃ সদানন্দ সূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী
দ্রবব্রহ্ম গাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ ক্ষেম
ধাত্রী; পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥

পয়ার ॥ জ্ঞানানন্দ প্রকাশক যে নন্দ নন্দন। তাঁর তুমি হও পরম প্রেম ভাজন ॥ দ্রব রূপ ব্রহ্ম ময় সলিল তোমার। সর্ব্ব পাপ দূর করে দর্শনে যাহার ॥ সূর্য্য পুত্রী রূপে কর জগতের ক্ষেম। মো সভার বপু শুদ্ধ কর দিয়া প্রেম ॥ নিত্যানন্দ বলে কর যমুনায় স্নান। যে আজ্ঞা বলিয়া স্নান কৈল ভগবান ॥ নিত্যানন্দ মনে মনে করেন বিচার। বড়ই আনন্দ এবে যে হৈল আমার ॥ মত্ত বন হস্তী যেন মন্ত্রে বশ করে। এই মত উপায়ে আনিলু গঙ্গাতীরে ॥ অব-শেষ কিছু সাধ্য কর্ম্ম আছে ইথি। তাহো আজি আমি পূর্ণ করিব সংপ্রতি ॥ এত ভাবি চৌদিগে চাহেন নিত্যানন্দ। একটি মনুষ্য দেখি পাইলা আনন্দ ॥ সঙ্কেতে ডাকিয়া তারে নিকটে আনিল। সেহো ভাগ্যবান আসি প্রণাম করিল ॥ তার কানে কানে নিত্যানন্দ কথা কয়। মোর এক কার্য্য তুমি কর মহাশয় ॥ নিকটে অদ্বৈত বাড়ী গঙ্গার ও ধারে। অদ্বৈতের গৃহে তুমি চলহ সত্বরে ॥ এই কথা কহগা

অদ্বৈত ভগবানে। নিত্যানন্দ আর এক সন্ন্যাসীর সনে॥ গঙ্গাপারে নিকটে আছেন দাঁড়াইয়া। তোমার অপেক্ষা করি তুমি চল ধাঞা॥ এই কার্য্য তুমি ভাই করহ আমার। বিলম্ব না কর শীঘ্র যাও গঙ্গা পার॥ নিত্যানন্দ আজ্ঞা পাঞা সে লোক ধাইলা। শীঘ্র গঙ্গা পার হই শান্তিপুর গেলা॥ নিত্যানন্দ বলে আজি তিন দিন হৈল। জলস্পর্শ নাহি করি তনু শুকাইল॥ অতএব আমিহ গঙ্গায় করি স্নান। স্নান করিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥ ওথা শ্রীঅদ্বৈত স্থানে মনুষ্য যাইয়া। কহিল প্রভুর বার্ত্তা সত্বর হইয়া॥ শুনিয়া অদ্বৈত হৈল আনন্দ সিঞ্চিত। সেই ক্ষণে ধাইয়া চলে গণের সহিত॥ পথে পথে অদ্বৈত কহেন এই কথা। প্রভুর বিরহে প্রাণ না গেল সর্ব্বথা॥ আশা দড়ী গুণ প্রভু দুইতে বান্ধিয়া। রাখিলেন প্রাণ নাহি গেল বাহির হৈয়া॥ থাকিয়া ও প্রাণ বড় কৈল উপকার। গৌরচন্দ্র শ্রীমুখ দেখিব পুনর্ব্বার॥ এ প্রাণকে নিন্দা কৈনু প্রভুর বিরহে। সেই প্রাণ প্রশংস্য হইল আসি দেহে॥ বিরাম আরাম হয় অভীষ্ট দর্শনে। এত বলি অদ্বৈত ধাইলা হৃষ্ট মনে॥ নিত্যানন্দ বলে শুনি অদ্বৈতের বাণী। আইলা অদ্বৈত চন্দ্র হেন অনুমানি॥ বিধাতা করিল মোর বড় উপকার। প্রভু রক্ষা লাগি মোর ছিল অতি ভার॥ সেই ভার মোর এবে শিথিল হইলা। একা ব্যগ্র হৈয়াছিনু অদ্বৈত আইলা॥ এত বলি প্রভু পানে চাহে নিত্যানন্দ। শিরে দুই হস্ত দিয়া আছে গৌরচন্দ্র॥ বহির্ব্বাস

কৌপীন ভিজিছে গঙ্গাজলে। অভ্যাস ঘুচিছে প্রভু তাহা না নিঙ্গড়ে॥ বাহ্য নাহি লজ্জা নাহি প্রেমে মাতোয়ার। সর্ব্ব অঙ্গ বাঞা পড়ে গঙ্গা জলধার॥ রক্তপদ্ম শিরে দিয়া যেন মাতাহাতী। জলে হৈতে উঠি তীরে থাকে তৈছে ভাঁতি॥ নিত্যানন্দ বলে হৈল বড়ই প্রমাদ। প্রেমাবেশ প্রভুর না ঘুচে তিল আধ॥ অদ্বৈত বিলম্ব বা কতেক তাহা দেখি। শান্তিপুর পথ পানে প্রসারিল আঁখি॥ দেখিল অদ্বৈত সঙ্গে বহু পরিবার। উৎকণ্ঠায় ধাঞা আইসে হৈয়া গঙ্গা পার॥ অদ্বৈত দেখিল গৌরচন্দ্র গঙ্গা তীরে। দাঁড়াইয়া আছেন দিব কেশ নাহি শিরে॥ অদ্বৈত বলেন কেশ করিলা মুণ্ডন। দূরে হৈতে দেখে যেন সেই প্রভু নন॥ তথাপি কাঞ্চন কান্তি অধিক লাবণ্য। তাতে হৈতে জানি ইহোঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ অদ্বৈত বলেন কিবা রূপের মাধুরী। দাঁড়াইয়া আছেন প্রভু রক্ত বস্ত্র পরি॥ ললিত কাঞ্চন কান্তি অরুণ বসন। গৌরারুণ আম্র ফল পাকিল যেমন॥ মুদ্রিত নয়নে প্রভু আছে দাঁড়াইয়া। প্রভু আগে শ্রীঅদ্বৈত আইলা ধাইয়া॥ দেখিয়া তোমার রূপ মুদ্রিত নয়ানে। মুক্ত কণ্ঠে কান্দেন অদ্বৈত ভগবানে॥ ক্রন্দন শুনিয়া প্রভু চক্ষু মিলি চায়। অদ্বৈত দেখিয়া জিজ্ঞাসেন ক্ষিপ্র প্রায়॥ কে তুমি অদ্বৈত বট দেহ পরিচয়। নিত্যানন্দ বলে ইহোঁ শ্রীঅদ্বৈত হয়॥ আস্য আস্য বলি প্রভু কৈল আলিঙ্গন। কহ দেখি অদ্বৈত সকল বিবরণ॥ আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা। মোর পাছু পাছু

তুমি কি রূপ আইলা ॥ অথবা আমার ভ্রম কিবা স্বপ্ন দেখি। অদ্বৈত চিন্তেন মনে অশ্রুযুত আঁখি॥ বৃন্দাবন প্রতীত হৈয়াছে গঙ্গাতীরে। প্রেমাবেশে মত্ত প্রভু বাহ্য গেছে দূরে ॥ অদ্বৈত কহেন স্বপ্ন নহে যে তোমার। কিন্তু মুঞি সেই সে পামর দুরাচার॥ এত বলি অদ্বৈত পড়িলা ভূমি তলে। দুই বাহু ধরি প্রভু তুলি লৈল কোলে ॥ অশ্রুযুত হৈয়া প্রভু বলে অদ্বৈতেরে। তুমি মোর বৃন্দাবন দেখিল তোমারে ॥ বৃন্দাবন তোমাতে কিছুই ভেদ নাঞি। কৃষ্ণ পাদ পদ্ম যোগ আছে দুই ঠাঞি ॥ যথার্থ অদ্বৈত তুমি কহ মোর স্থানে। কোথায় আছিনু মুঞি আছো কোন স্থানে॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু যাতে কৈলে স্নান। ভাগীরথী গঙ্গা ইহোঁ দেখ বিদ্যমান ॥ ইহার ওপার শান্তিপুর মোর ঘর। এত শুনি বাহ্য পাইলেন বিশ্বম্ভর ॥ প্রভু বলে নিত্যানন্দ কি তোমার লীলা। গঙ্গা দেখাইয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু করহ বিচার। যমুনাতে স্নান কৈলে সন্দেহ কি তার॥ প্রয়াগে ত্রিবেণী যথা জানে সর্ব্ব জনে। সরস্বতী যমুনা জাহ্নবী এক স্থানে ॥ উত্তরে গঙ্গার ধারা মধ্যে সরস্বতী। দক্ষিণে যমুনা বহে কি সন্দেহ ইথি ॥ সেই যমুনাতে স্নান করিলে সংপ্রতি। বুঝ আমি মিথ্যা নাহি কহি তোমা প্রতি॥ প্রভু কহে নিত্যানন্দ যে নাটে নাচায়। সেই নাটে নাচি আমি আর কি বুঝাও ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু ধন্য হইনু আমি। পুনঃ কৃপা করিয়া দর্শন দিলে তুমি ॥ প্রাণ মোর বিরহে

বাহির হৈতে ছিল। আশা পাশে তুয়া গুণে বান্ধিয়া রাখিল॥ সেই প্রাণে পূর্ব্বে বহু কৈলু ধিক্কার। এবে স্তুতি করি দেখা পাইয়া তোমার॥ প্রাণ গেলে পুনঃ দেখা নহিত তোমার। কষ্ট পাঞা প্রাণ থাকিঞা কৈলু উপকার॥ নিত্যানন্দ বলে শুন অদ্বৈত গোসাঞি। বহু কথা প্রসঙ্গে সংপ্রতি কার্য্য নাঞি॥ দণ্ডের গ্রহণ প্রভু করিলা যাবত। আমার উপরে দণ্ড করিলা তাবত॥ তিন দিন হৈল আজি নাহিক আহার। ক্ষুধায় শরীর ব্যগ্র হৈয়াছে আমার॥ প্রভু নিজানন্দ ভোগে তৃপ্ত বাহ্য নাঞি। ক্ষুধায় বিকল আমি চল ঝট যাই॥ নিত্যানন্দ কথা শুনি অদ্বৈত ত্বরিতে। নব বস্ত্র কৌপীন আনিলা ভৃত্য হাতে॥ পুনঃ স্নান করাইয়া প্রভুর শরীরে। পরাইলা অদ্বৈত নয়ানে অশ্রুধারে॥ কান্দিতে২ বলে তোমার শ্রীঅঙ্গ। দেবতার যোগ্য বস্ত্র পরাঞাছি রঙ্গ॥ সেই অঙ্গে ভিক্ষুর উচিত যে কৌপীন। তাহা পরাইল এবে হেন হৈল দিন॥ তোমার সৌন্দর্য্য শোভা সেই আছে সব। প্রসন্ন বদন সেই পরম উৎসব॥ কিন্তু প্রভু নেত্র যুগ আমা সভাকার। সে রূপ এ রূপ ভেদ দেখিয়ে তোমার॥ সে যে হৈল আমা সভাকার কর্ম্ম ফল। অতঃপর শুন প্রভু আমার উত্তর॥ নিকটে আমার ঘর তথা আগুসর। চরণ অর্পণে গৃহ অলঙ্কৃত কর॥ প্রভু কহে নিত্যানন্দ এই কার্য্য তরে। প্রতারণা করিয়া আনিলা গঙ্গাতীরে॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু তুমি ভগবান। কাহার প্রতার্য্য নহ এই সে প্রমাণ॥ কিন্তু কেহো

বলে যদি বটেন ঈশ্বর। মায়া দূর হন তিঁহ নানা মূর্ত্তি ধর ॥ কেহ বলে ঈশ্বর স্ফাটিক মণি প্রায়। নিকটে যে বস্তু থাকে সেই রূপ পায় ॥ আমি বলি ঈশ্বর বালক প্রায় হন। যেই ইচ্ছা যখন সেই করেন তখন ॥ কিন্তু যেই কর তুমি সেই সত্য হয়। শ্রীপাদের কিবা দোষ তুমি ইচ্ছাময় ॥ শ্রীপাদ বলিয়া নাম প্রসিদ্ধ ইহার। নিজ নাম অর্থ ইহো করিল প্রচার ॥ শ্রীশ শব্দে কৃষ্ণ বলি তারে যেই আনে। শ্রীপাদ বলিয়া নাম ধরে সেইজ্ঞানে॥ নিত্যানন্দ নিজ নাম করিল যথার্থ। কৃষ্ণ আনি আমা সভা করিল কৃতার্থ ॥ অতএব ও কথায় নাহি প্রয়োজন। আগে চল কৃপা করি আমার ভবন॥ আজি সে প্রথম ভিক্ষা হৈব মোর ঘরে। প্রভু বলে যে ইচ্ছা তোমার মনে ধরে ॥ কোন পথে যাব বল তোমার মন্দিরে। অদ্বৈত চাপাইলা প্রভু নৌকার উপরে ॥ নিত্যানন্দ বলেন অদ্বৈত কানে কানে। নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়াছ কোন জনে॥ অদ্বৈত বলেন পাঠাইয়াছি সমাচার। আইলেন প্রায় সব ভক্ত নদীয়ার॥ মহাপ্রভু বলেন শুন অদ্বৈত গোসাঞি। তোমার বাড়ীতে আমি কভু নাহি যাই ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু মুঞি দুরাচার। শ্রীনিবাস সম ভাগ্য নহিল আমার ॥ নৃত্য লীলা কৈলে তুমি শ্রীবাস মন্দিরে। বারেক না আইলে প্রভু তুমি মোর ঘরে ॥ নিত্যানন্দ বলে শুন অদ্বৈত গোসাঞি। বিলম্ব প্রসঙ্গে আর কিছু কার্য্য নাঞি॥ ঈশ্বরের বার্ত্তা স্বয়ং প্রকাশিত হন। এখনি সকল লোক করিব শ্রবণ ॥ মথুরা

গমন তাতে শুনি সভে জানে। প্রভু দেখিবারে উৎ-কণ্ঠিৎ সভে মনে॥ শুনি মাত্র বৃদ্ধা বাল যুবা যত আছে। দেখিবারে সভেই আসিব প্রভু কাছে॥ লোক ভিড়ে চলিবারে পথ পাব নাই। এই বেলা অলক্ষিতে চল শীঘ্র যাই॥ তোমার বাড়ীতে শীঘ্র করিগা প্রেবেশ। অদ্বৈত বলেন ভাল কৈলে উপ-দেশ॥ শীঘ্রগতি নিজ গৃহ বহিদ্বার পারে। প্রভু লৈয়া শ্রীঅদ্বৈত আইলা সত্বরে॥ এথা শান্তিপুর ময় হৈল মহা ধ্বনি। পরস্পর লোক সব কহিছেন বাণী॥ বিশ্বম্ভর ভগবান জননী প্রতারি। কণ্টক নগরে সন্ন্যাসীর বেশ ধরি॥ মথুরা যাইতেছিলা ভুলাঞা তাঁহারে। নিত্যানন্দ আনিলেন তাঁরে শান্তিপুরে॥ চল চল সভে যাই প্রভু দেখিবারে। সংপ্রতি গেলেন তিঁহো অদ্বৈতের ঘরে॥ এত বলি সহস্র সহস্র লোক ধায়। অদ্বৈতের প্রতি কহে নিত্যানন্দ রায়॥ এক গ্রাম শান্তিপুর ইহাতেই দেখ। শুনি মাত্র আইল সহস্রাধিক লোক॥ কতক্ষণ বিলম্বে লোক লক্ষ লক্ষ হব। ঘর দ্বার সকল তোমার ভাঙ্গি যাব॥ অতএব কত জন দ্বারী দেহ দ্বারে। অন্তঃপুরে কেহ যেন প্রবেশিতে নারে॥ তবে দ্বারে নিযুক্ত করিল কত জন। প্রভু লৈয়া অন্তঃপুরে করিল গমন॥ এথা সর্ব্ব লোক অতি উৎকণ্ঠিত হঞা। দেখিতে ধাইল লোক কথা কঞা কঞা॥ কেহ বলে নবদ্বীপে যে রূপ দেখিল। সে রূপ ছাড়িয়া প্রভু সন্ন্যাস করিল॥

তথাপি চিত্তের ক্ষোভ তাহারে দেখিতে। শিব শিব বড়ই উৎকণ্ঠা বাড়ে চিত্তে॥ অপ্রাকৃত বস্তু যদি হয় অন্যাকার। তথাপি সমান সুখ করহ বিচার॥ অতএব কোথা আছে গৌর ভগবান। এত বলি কুলি কুলি খুঁজিয়া বেড়ান॥ আরদিগে বহু লোক করিল গমন। তারা পূর্ব্বে নাহি দেখে প্রভুর চরণ॥ তারা বলে পূর্ব্বাশ্রমে প্রভুর মাধুরী। না দেখিল আমার এ দুই চক্ষু ভরি॥ অদ্যাপি সন্ন্যাসী হৈলা তাহা না দেখিব। দেহ প্রাণ চক্ষে ধিক কি কার্য্যে রাখিব॥ কেহো বলে আস্য আস্য অদ্বৈতের ঘরে। ভগবান গিয়াছেন দেখিব তাঁহারে॥ এত বলি অদ্বৈতের বহির্দ্বারে যাইয়া। দেখিলেন দ্বারিকারে না দেয় ছাড়িয়া॥ কেহ বলে হায় হায় যাইতে না পার। কেহ বলে দ্বারীরে সভে ব্যগ্রতা কর॥ তভু যদি দ্বারী ছাড়ি নাহি দেন দ্বার। কিছু কিছু দিয়া পায়ে ধরিব তাহার॥ এত বলি দ্বারী পাশে করিল গমন। বেত্র হাথে দ্বারী সব করে নিবারণ॥ দ্বারী বলে আরে ভাই শুনহ বচন। এই স্থানে বিলম্ব না কর এক ক্ষণ॥ যাবত করিল প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ। তাবত না খান জল নাহিক ভোজন॥ চতুর্থ দিবসে আজি করিবেন ভিক্ষা। তাবত তোমরা সভে করহ অপেক্ষা॥ বসি বসি থাক না করিহ কোলাহল। ভিক্ষা হৈলে দেখ্য ভগবান বিশ্বম্ভর॥ ওথা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র প্রভু ঘরে লৈয়া। প্রক্ষালিল পাদ পদ্ম কৃতার্থ হইয়া॥ গোষ্ঠী সহ সেই জল লইলেন শিরে। আনন্দে অদ্বৈত নাচে

প্রভু পাঞা ঘরে ॥ তবে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিলা। বহু বিধ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইলা ॥ সর্ব্ব ভোগে দিলেন শ্রীতুলসী মুঞ্জরী। সর্ব্ব অন্ন ব্যঞ্জন গোবিন্দ সাক্ষাৎ করি ॥ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দুই প্রভু লৈয়া। বসাইলা অদ্বৈত উত্তম আসন দিয়া ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৌতুক বড় হৈল। আনন্দে ঈশ্বর দুই ভোজন করিল ॥ চারি বেদে যাঁর তত্ত্ব জানিতে দুস্কর। হেন জন ভিক্ষা কৈল অদ্বৈতের ঘর ॥ সুগন্ধি শীতল জলে কৈলা আঁচমন। ভিক্ষুর উচিত মুখ বাসের গ্রহণ ॥ তবে সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র প্রভুকে পরাইয়া। সুগন্ধি চন্দন দিল সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া ॥ শুক্ল পুষ্প মাল্য দিল গলায় মাথায়। কাঁচা সোনা তনু শোভা কহা নাহি যায় ॥ সুমেরু পর্ব্বতে যেন শিশির পড়িল। এই মত শ্রীঅঙ্গে চন্দন শোভা কৈল ॥ সন্ধ্যা সূর্য্য শোভা যেন সুমেরু উপর। সেই শোভা হৈল যেন অরুণ অম্বর ॥ সুমেরু উপরে যেন বহে গঙ্গাধার। বক্ষঃ স্থলে তৈছে শোভা ধবল মালার ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু আইস এই দিগে। অদ্বৈতের সে কথা দ্বারীর কর্ণে লাগে ॥ অনুমানে দ্বারী জানিলেন ভিক্ষা হৈল। গন্ধ মাল্য বসন তেঁই সে পরাইল ॥ দ্বারী বলে লোক সব বড় উৎকণ্ঠিত। কি রূপে প্রভুর দেখা পাইব ত্বরিত ॥ ওথা শ্রীঅদ্বৈত দেব লোকে করি দয়া। অট্টালিকা উপরে উঠাল্য প্রভু লৈয়া ॥ দ্বারী বলে সাধু সাধু অদ্বৈত আচার্য্য। প্রভুরে অট্টালী চড়াইয়া কৈল কার্য্য ॥ অট্টালীর নাম উপকারিকা বলি আর। যথার্থ হইল নাম এবে সে উহার ॥

প্রভুকে দেখাইয়া কৈল লোক উপকার। তেঞি সে যথার্থ নাম উপকারিকার ॥ অট্টালী উপর প্রভু আইলা যখন। হরিধ্বনি কলরব উঠিল তখন ॥ প্রভুর শ্রীমুখ দেখি লোক এক কালে। আনন্দে দুবাহু তুলি হরি হরি বলে ॥ লক্ষ২ লোক এক কালে বলে হরি। মহা ধ্বনি উঠি গেল স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ শুনি আনন্দিত প্রভু বসিলা আসনে। অদ্বৈতাদি বেড়িয়া বসিলা চারি পানে ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি কৈলে কিবা লীলা। সন্ন্যাস গ্রহণ তুমি কি বুঝি করিলা ॥ অদ্বৈত যে ব্রহ্ম তাঁরে ভজে যেই জন। তারা সে সন্ন্যাস পথ করয়ে গ্রহণ ॥ জ্ঞান ছাড়ি ভক্তি করি শিক্ষাহ সভারে। আপনে অদ্বৈত মার্গে গেলা কি বিচারে ॥ হাসিয়া বলেন প্রভু শুনহ অদ্বৈত। অদ্বৈত ভজনেচ্ছা নাহিক কদাচিত ॥ রূপে লিঙ্গে তাহা তোমাতেই ভেদ মাত্র। তাঁরে আমি ভজি দেবে তাঁর কৃপাপাত্র ॥ অদ্বৈত বলেন তুমি সরস্বতী পতি। তোমারে উত্তর দিব কাহার শকতি ॥

ত্রিপদী

হাসি প্রভু বলে পুনঃ, অদ্বৈত গোসাঞি শুন;
তত্ত্ব কথা কহি তোমা আগে।
শিখা সূত্র সব ছাড়ি, হইলাম দণ্ড ধারী;
গোবিন্দ পাবার অনুরাগে ॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণ নাথ, তাঁর কৃপা দৃষ্টিপাত;
না পাইয়া অন্তর ব্যাকুল।
সকল ছাড়িয়া তাঁরে, নিরন্তর ভজিবারে;

তেয়াগিনু যজ্ঞ সূত্র চুল ॥
সন্ন্যাসী হইলে তার, গৃহ বন্ধু পরিবার;
ভজে জানে ছাড়িল সংসার।
সংসার সম্বন্ধ কথা, শুনিতে অন্তরে ব্যথা,
এই লাগি সন্ন্যাস আমার ॥
ব্রহ্ম অদ্বৈতের পথ, তাহার ভজন মত;
স্বপ্নেহ না শুনি আমি কানে।
দ্বিভুজ শ্যামল তনু, যাঁহার বদনে বেণু;
সেই কৃষ্ণ ভজি কায় মনে ॥
দণ্ড যে ধরিল তার, শুন কহি সমাচার;
মোর মনঃ পশুর সমান।
দণ্ড হাতে না দেখিলে; পশু ধায় নানা স্থলে;
এই হেতু দণ্ডের আদান ॥
হাসিয়া অদ্বৈত কন, সব কৈলে প্রতারণ;
কিন্তু শুন তোমার যে মর্ম্ম।
সন্ন্যাস কৃৎশান্ত সম, যথার্থ সে সব নাম;
কৈলে তেঞি তোমার এ কর্ম্ম ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, আর যত ভক্ত বৃন্দ;
এই মতে নানা রস কথা।
একান্ত গৌরাঙ্গ শশী, অট্টালী উপরে বসি;
লোক দেখি ঊর্দ্ধ করি মাথা ॥
প্রভুর শ্রীচন্দ্র মুখ, দেখিয়া লোকের সুখ;
চক্ষু কেহো ফিরাইতে নারে।
চিত্রের পুতলী প্রায়, অনিমিষে রূপ চায়;
যত দেখে ততঃ আর্ত্তি বাঢে ॥

শান্তিপুর ভরি হৈল মহা কোলাহল ॥ যেই সব লোক প্রভুর দর্শনে আছিল। হরিধ্বনি শুনি তারা ফিরিয়া চাহিল ॥ দেখি প্রভু জন্ম স্থান বাসী সর্ব্ব জন। দেখিতে উৎকণ্ঠা সভে করিলা গমন ॥ অতএব এই বেলা চল সভে যাব। মহাভিড় হব পাছু যাইতে নারিব ॥ এত বলি লোক সব গেলা তথা হৈতে। নবদ্বীপ বাসী সভে আইলা ত্বরিতে ॥ কেহো বলে দুই চক্ষু হৈয়াছিল অন্ধ। অন্ধ গেল আজি সে দেখিলু গৌরচন্দ ॥ কেহো বলে দশ দিগ সুপ্রসন্ন লাগে। গৌরচন্দ্র উদয় হইব মনে লাগে ॥ কেহো বলে জীবনেচ্ছা ব্রত তিনি কর। শুকাইয়া ছিল না পাইয়া চন্দ্র কর ॥ সেই লতা অঙ্কুর মিলিল এত দিনে। গৌরচন্দ্র নিকটে পাইব দরশনে ॥ কেহো বলে অন্তঃকরণ নষ্ট হৈয়া ছিল। আচম্বিতে তাতে যেন চৈতন্য আইল ॥ আজি নবদ্বীপ বাসী শীতল হইব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় এখনি দেখিব ॥ এত বলি উৎকণ্ঠাতে সব লোক ধায়। অট্টালী থাকিয়া দেখে শ্রীঅদ্বৈত রায় ॥ অদ্বৈত বলেন সব নবদ্বীপ বাসী। প্রভুরে দেখিতে সব মিলিলেন আসি ॥ শ্রীবাসাদি করি যত ভক্ত শিরোমণি। অগ্রে করি লইয়াছেন প্রভুর জননী ॥ বাল বৃদ্ধ তরুণ দেশের সর্ব্বজন। ঊর্দ্ধ মুখে শীঘ্র সভে করিলা গমন ॥ গৌরচন্দ্র ভগবান মুখ তুলি চায়। সভার অগ্রেতে দেখিলেন শচী মায় ॥ বিবর্ণ হৈয়াছে শচী অস্থি চর্ম্ম সার। বুক মুখ বাহি পড়ে নয়নের

ধার ॥ দোলা হৈতে নামি শচী আসিছে চলিয়া। ঊর্দ্ধ মুখে চায় পুত্র দেখিব বলিয়া ॥ অট্টালী হইতে প্রভু জননী দেখিয়া। শীঘ্র নাম্বিলেন সঙ্গে অদ্বৈতাদি লৈয়া ॥ দ্বারের নিকটে শচী কৈল আগুসার। আস্ত ব্যস্তে দ্বারী সব ছাড়ি দিল দ্বার ॥ প্রবেশ করিলা শচী অদ্বৈত চত্বরে। হেন বেলে গৌরচন্দ্র আইল সত্বরে ॥ গৌরচন্দ্র ভগবান মায়ের চরণে। প্রণাম করিলা আসি সজল নয়ানে ॥ জননী সভয় ভক্তি বাৎসল্য সন্তোষে। গৌরচন্দ্র দেখি কান্দে গদ গদ ভাষে ॥ বৈরাগ্য বা হও তুমি কিবা দিব্য জ্ঞান। ভক্তি রূপে হও কিবা রস মূর্ত্তিমান ॥ কিছু হও তুমি তার কি মোর বিচার। আমি জানি সেই মোর দুঃখের ছাওয়াল ॥ এত বলি শচী দেবী উৎকণ্ঠিত মনঃ। শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র ধরি কৈল আলিঙ্গন ॥ পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ কান্দে উভরায়। নেত্র জলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ধোয়া যায় ॥ শচী দেবী বলে আজি চারি দিন হৈল। তোমা বিনা অভাগীর কোল শূন্য ছিল ॥ চতুর্থ দিবসে আজি পাইয়াছি কোলে। ছাড়িয়া না দিব পুনঃ লৈয়া যাব ঘরে ॥ প্রভু বলে তুমি ভগবতী জগন্মাতা। ফল ধরি-লেক তোমার বাৎসল্য খলতা ॥ বাৎসল্য রসের যেই পরাকাষ্ঠা হয়। তোমার বাৎসল্যে তাঁর সর্ব্বথা উদয় ॥ ভুবনে যতেক আছে চরাচর গণ। নিরুপাধি বাৎসল্য সম্ভার প্রতি হন ॥ অতএব তুমি হও জগত জননী। মূর্ত্তিমতি ক্ষমা তুমি কি বলিব আমি ॥ এত

বলি পুনঃ প্রভু করিলা প্রণাম। শচী পুনঃ কোলে লৈলা সজল নয়ান ॥ কোলে করি শচী পুনঃ বুকেতে করিলা। হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত কহিতে লাগিলা ॥ পশ্চাৎ হইব কথা যে আছে অন্তরে। সংপ্রতি চলহ তুমি মোর অন্তঃপুরে ॥ এত বলি সীতাদেবী যেখানে আছিলা। শচী লৈয়া আপনে অদ্বৈত তথা গেলা ॥ সীতাদেবী বন্দিলেন শচীর চরণ। বসিতে আনিয়া দিলা উত্তম আসন ॥ অদ্বৈত আইলা পুনঃ প্রভুর অন্তিকে। গৌরচন্দ্র ভক্ত গণে মিলিলা কৌতুকে ॥ কারে আলিঙ্গন করে কারে স্যার্দ্ধ অঙ্গে। কাহারে করুণা আথে কারে কথা রঙ্গে ॥ যথা যোগ্য সম্ভাষ করিলা গৌরহরি। সর্ব্ব ভক্তে সুখী কৈল প্রেমে সিক্ত করি ॥ হারাইল রত্ন পুনঃ পাঞা ভক্ত গণ। কত সুখ হৈল তার কে করু বর্ণন ॥ অদ্বৈত বলেন নিজ ভৃত্যকে ডাকিয়া। নবদ্বীপ বাসী যত মিলিলা আসিয়া ॥ বাল বৃদ্ধ যুবা আচণ্ডাল সর্ব্বজনে। সভাকারে বাসা স্থান দেহ সাবধানে ॥ যার যাতে প্রীতি দেহ সর্ব্ব উপহার। কোন মতে দুঃখ যেন না হয় কাহার ॥ এক ভৃত্য অদ্বৈতের প্রবীণ আছিলা। সভা লৈয়া বাসা আদি দিতে তিঁহো গেলা ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু শুন গৌর-হরি। চরণ কমলে এক নিবেদন করি ॥ সেই আমি সেই সব ভক্ত পরিবার। সেই তুমি সেই মত প্রেম সভাকার ॥ তোমার করুণা সেই সেই সব সুখ। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ দেখি হয় দুঃখ ॥ ভগবান বলেন অদ্বৈত শুন শুন। হেন বাক্য তুমি আর না কহিও

পুনঃ ॥ শ্যামামৃত প্রবাহে পেলিল নিজ দেহা। তাহার তরঙ্গে ভাসী নাহি পাই থেহা॥ যে যে দশা হৈবে পাই শুভাশুভ কিবা। সর্ব্বত্র আমার সুখ মোরে বল কিবা॥ নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ ভাসী যায়। ভদ্রাভদ্র কিবা বেগে যথা লৈয়া যায়॥ অতএব বহু কথার নাহি প্রয়োজন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় মোরে যে করে যখন॥ চল যাই চিরকালের ভক্তগণ সনে। দেখা হইল সভা সনে বসিব নির্জ্জনে॥ এত বলি শ্রীবাসাদি যত ভক্ত গণ। সভা সঙ্গে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন॥ যার যে মনের কথা সে তাহা কহিল। গোলোক সম্পদ শান্তিপুরে প্রবেশিল॥ পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত হইল এই হৈতে। বিলাস অদ্বৈত গৃহে কহিলা যাহাতে॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদ্যাং পঞ্চম অঙ্কঃ॥ ৫॥

অথ ষষ্ঠ অঙ্ক প্রারম্ভঃ।

শ্রীমদ্গোপালদেব শ্রীগোপীনাথৌ শচীসুতঃ।
জগন্নাথঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীসার্ব্বভৌম মমোচয়ং॥

পয়ার॥ ততঃপর রত্নাকর সমুদ্র আইলা। বিস্ময় পাইয়া তিহোঁ কহিতে লাগিলা॥ আমার প্রিয়সী গঙ্গা অকস্মাৎ কেনে। বিমনার প্রায় দেখি ব্যথা লাগে মনে॥ ইহার মনের দুঃখ হৈল কি কারণে। নিকটে যাইয়া প্রশ্ন করিব যতনে॥ এত বলি সমুদ্র গঙ্গার পাশ গিয়া। দেখিলেন গঙ্গাদেবী কান্দিছে বসিয়া॥ আপনা আপনি গঙ্গা করিছে

বিলাপ। কতেক সহিব আমি দারুণ সন্তাপ॥ যাঁর পাদ পদ্ম জল প্রভাব হইতে। এমন সৌভাগ্য মোর অখিল জগতে॥ ত্রৈলোক্যের লোক সব মোর পূজা করে। কৃষ্ণ পাদ ধৌত জল এই সে বিচারে॥ হেন প্রভু অবতরি নদীয়া নগরে। চিরকাল বিহার করিল মোর জলে॥ শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ পাঞা আনন্দ অপার। অতঃপর কিবা ভাগ্য আছয়ে আমার॥ পাঞা প্রভু হারাইনু যেন পুনর্ব্বার। অতঃপর অভাগ্য বা কি আছে আমার॥ অতএব কি করিব এমন্দ ভাগিনী। চিন্তিত হইয়া গঙ্গা কান্দিছে আপনি॥ রত্নাকর বলেন ভাগীরথী কি নিমিত্ত। বসিয়া কান্দিছ তুমি ছাড়ি সব কৃত্য॥ ফিরিয়া চাহিল গঙ্গা দেখে রত্নাকরে। কহিতে লাগিলা তাঁরে গদ গদ স্বরে॥ আর্য্য পুত্র কি জিজ্ঞাস কি কহিব বাণী। ত্রিভুবনে আমা সম নাহি অভাগিনী॥ রত্নাকর বলে কিবা অভাগ্য তোমার। গঙ্গা এক শ্লোক পড়ি কহে সমাচার॥

তথাহি

যৎপাদ শৌচজল নিত্যমলঘ্নিবিশ্ব, বিখ্যাত কীর্ত্তি
ভগবান্ রসকৌতুকীসঃ। নিত্যাবগাহ কলয়া
রসমাঞ্চকার; মামদ্য সত্যজতিহা বততেনদুয়ে॥

পয়ার। জাত পাদ শৌচ জল এই সে কারণে। বিখ্যাত হইল কীর্ত্তি মোর ত্রিভুবনে॥ সেই রস কৌতুকী ঈশ্বর ভগবান। আমাতে করিল নিত্য অবগাহ স্নান॥ তাঁরস্পর্শে হৈত মোর নিরুপম সুখ। তিহোঁ ছাড়ি যাব তাতে মোর অতি দুঃখ॥ রত্নাকর

বলে কেনে দুঃখ ভাব তুমি। তাঁহার বৃত্তান্ত সব শুনিয়াছি আমি ॥ সন্ন্যাস করিয়া তিহোঁ কণ্টক নগরে। মথুরা যাইতেছিলা বিহ্বল অন্তরে ॥ নিত্যানন্দ বহু যত্নে ফিরিয়া আনিলা। সম্প্রতি অদ্বৈত গৃহে প্রভুরে রাখিলা ॥ গঙ্গা কহে যে কহিলে সেই সত্য হয়। শান্তিপুরে আছে তিহোঁ অদ্বৈত আলয় ॥ কিন্তু নবদ্বীপ হৈতে তাঁরে দেখিবারে। শ্রীবাসাদি বন্ধুবর্গ আইলা শান্তিপুরে ॥ প্রথম দিবসে ভিক্ষা সীতার রন্ধন। পরম আদরে প্রভু করিলা ভোজন ॥ রাত্রিকাল হৈল সভে পরম আনন্দে। সংকীর্ত্তন আরম্ভিল অদ্বৈতাদি সঙ্গে ॥ আপনে অদ্বৈতচন্দ্র মৃদঙ্গ বাজায়। শ্রীনিবাস আদি ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ গায় ॥ নৃত্যে প্রবেশিলা গৌর গোলোক ঈশ্বর। প্রভু সঙ্গে ফিরে নিত্যানন্দ হলধর ॥ যৈছে নৃত্য তৈছে গান তৈছে বাদ্য বাজে। কি উপমা দিব তার ত্রিভুবন মাঝে ॥ পাসরিল ভক্তগণ বিরহের জ্বালা। প্রেমামৃতে গৌরচন্দ্র সভারে সিঞ্চিলা ॥ কি আনন্দ কত সুখ তার অন্ত নাঞি। নৃত্যে প্রবেশিলা পুনঃ অদ্বৈত গোসাঞি ॥ অদ্বৈত গোসাঞি আজ্ঞা কৈল শ্রীনিবাসে। এই পদ গান কর আমার সন্তোষে ॥

তথাহি পদং।

কি কহবরে সখী আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
আর হাম প্রিয়া দূর দেশ না পাঠাও।
আঁচল ভরিয়া যদি মহা নিধি পাও ॥

পাপ সুধাকর মোরে যত দিল তাপে।
সব দূর গেল মোর সে জন আলাপে॥
ভণয়ে বিদ্যা পতি শুন বর নারী।
বহু দিন পিপাসায় পিয়ে ঘন বারি॥

পয়ার॥ এই পদ গাও যাইয়া অদ্বৈত গোসাঞি। যত নৃত্য করিলেন তার অন্ত নাঞি॥ আনন্দে নাচেন হরি বোলান সভারে। প্রভু পাদ পদ্ম ধূলী মুছি লয় শিরে॥ নাম সংকীর্ত্তন করি বিস্তর কান্দিয়া। গঙ্গাজল তুলসী চরণ পদ্মে দিয়া॥ বিস্তর করিয়াছিনু তুয়া আরাধন। সেই ফলে পাঞাছিনু তোমা হেন ধন॥ সে তুমি অনাথ করি গেছিলে ছাড়িয়া। পুনর্ব্বার পাইনু তোমা রাখিব বান্ধিয়া॥ গদ গদ স্বরে এই কথা বলি বলি। ভ্রুকুটি করিয়া নাচে অদ্বৈত কুতূহলী॥ এইমত বিস্তর হইল সংকীর্ত্তন। শ্রান্ত হই বসিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ॥ বিচিত্র পালঙ্ক পাতি অদ্বৈত আনন্দে। শয়ন করাইল লৈয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দে॥ ভক্তগণ যথা রুচি করিয়া আহার। শয়ন করিল মনে আনন্দ অপার॥ প্রাতঃ কাল হৈল সভে প্রাতঃকৃত্য করি। সর্ব্ব ভক্ত বসিলেন গৌরচন্দ্র বেঢি॥ রন্ধনের আয়োজনে সীতা ঠাকুরাণী। বহু দাসী সঙ্গে করে হৈয়া আনন্দিনী॥ হেন বেলা শচীদেবী কহেন সীতারে। মোর এক নিবেদন তোমার গোচরে॥ যত দিন নিমাঞি আছেন শান্তিপুরে। ততঃ দিন আপনি রান্ধিয়া দিব তাঁরে॥ চারি দিন হৈল আজি বাছার লাগিয়া। অভাগিনী না

দিলাম রন্ধন করিয়া ॥ শচীর বচনে সভে আনন্দিত হৈলা। স্নান করি শচীদেবী পাকশালা গেলা ॥ শচী জানে গৌরাঙ্গের প্রীত যে ব্যঞ্জনে। সেই সেই ব্যঞ্জন রান্ধিলা হৃষ্টমনে ॥ অন্ন কূট ক্ষীর আদি বহু উপহার। বহু যত্নে কৈলা শচী লেখা নাহি তার ॥ সকল উপরে দিয়া তুলসী মুঞ্জরী। শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি গোবিন্দ সাথ করি ॥ আত্ম-বর্গ ভক্তগণ সভা সঙ্গে করি। ভোজনে বসিলা আসি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ পরিবেশে শচীদেবী আনন্দ অন্তর। মধ্যে বসিলেন নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ॥ গোকুলে যশোদা ঘরে সঙ্গে সখা গণ। মাতৃদত্ত কৃষ্ণ যৈছে করিলা ভোজন ॥ পরম আনন্দে হাস্য পরিহাস করি। ভোজন সমাপ্তি কৈলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ আচমন কৈলা সর্ব্ব ভক্তগণ লৈয়া। বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দিত হঞা ॥ কহিতে লাগিলা কিছু প্রভু বিশ্বম্ভর। শুনহ অদ্বৈত শ্রীনিবাস গদাধর ॥ মথুরা যাবার লাগি করেছিনু মনে। স্বতন্ত্র হৈয়া গেনু নহিল সে কারণে ॥ জননী আমার মূর্ত্তিমতি ভক্তি হন। তাঁর আজ্ঞা বিনা গেনু বিঘ্ন হৈল মনঃ ॥ তোমরা প্রণয়ী মোর সুহৃদ কেবল। তোমা সভা কৃপা যে সে মোর এ সকল ॥ তোমা সভাকার আজ্ঞা লৈয়া নাহি গেনু। তে কারণে বিঘ্ন হৈল যাইতে নারিনু ॥ অতএব এত দিনে জানিল নিশ্চয়। ভক্ত আজ্ঞা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নয় ॥ প্রসন্ন হইয়া সভে কৃপা কর মোরে। আজ্ঞা দেহ বৃন্দাবন দেখিবার তরে ॥ রত্নাকর আনন্দে জিজ্ঞাসে গঙ্গা প্রতি।

কহ কহ প্রভু কথা অদভুত অতি ॥ গঙ্গা বলে অদ্বৈত আচার্য্য মহামতি। কান্দিতে কান্দিতে কহে গৌরচন্দ্র প্রতি ॥ তোমার প্রীতের লাগি যদি সভে বলে। তোমারে শ্রীবৃন্দাবন যাইবার তরে ॥ তবে তুয়া যাত্রা পূর্ব্বে হয় সভার প্রাণ। যাইবেক দেহ ছাড়ি করি অনুমান ॥ প্রভু বিনে ছার দেহ আছ কি কারণে। এত বলি ধিক্কার করিছে ভক্তগণে ॥ নিজ দুঃখ জানি প্রাণ আগে যাব চলি। অতএব এ কথা কেমনে সভে বলি ॥ রত্নাকর বলেন অদ্বৈত সাধু বর। ভাল ভাল প্রভু সনে করিলা উত্তর ॥ তবে তবে ভালরীতে কহ দেখি গঙ্গে। পুনর্ব্বার কি প্রসঙ্গ হৈল প্রভু সঙ্গে ॥ গঙ্গা বলে গৌরাঙ্গ কহিলা পুনর্ব্বার। শুন শুন অদ্বৈতাদি ভক্ত পরিবার ॥ জানিবা না জানি যদি করিয়াছি সন্ন্যাস। এ বেশ ধরিয়া যেন নহে পরিহাস ॥ প্রণয়ী বান্ধব লৈয়া আপনার দেশে। সন্ন্যাসীর উচিত এ সব না আইসে ॥ তোমরাও বিজ্ঞবট সব তত্ত্ব জ্ঞতা। তোমা সভা স্থানে আর বিশেষ কি কথা। যদি বল জননী অনাথা একাকিনী। তিহোঁ সে পরম বিজ্ঞা তাহো আমি জানি ॥ ধর্ম্ম হানি লোক নিন্দা করিব আমারে। তাহাতেই কোন সুখ লাগিব তাঁহারে ॥ তবে বল জননীর পোষণ পালন। কৃষ্ণ করিছেন সর্ব্ব জগত রক্ষণ ॥ তাহাতে তোমরা আছ পরম সজ্জন। আমার মায়ের তনু নহিব পালন ॥ অতএব বিস্তর প্রসঙ্গে কার্য্য নাঞি। কৃপা কর আজ্ঞা দেহ অদ্বৈত গোসাঞি ॥ রত্নাকর বলে যুক্ত কৈল ভগবান। এই

বাক্যে সর্ব্ব দিগ কৈল সাবধান ॥ তবে কি হইল তাহা বল দেখি গঙ্গে। গঙ্গা বলে অদ্বৈত সকল ভক্ত সঙ্গে ॥ শচীর নিকটে গেলা সকল মহান্ত। কহিলেন প্রভু সঙ্গে যে হৈল বৃত্তান্ত ॥ সভে মিলি যুক্তি করি কি করি উপায়। কি করি গৌরাঙ্গচাঁদে করিব বিদায় ॥ যদি প্রভু নিশ্চয় শ্রীবৃন্দাবন যান। তবে সর্ব্ব ভক্তগণ ত্যজিব পরাণ ॥ তিন দিন প্রভুর উদ্দেশ না পাইয়া। অন্ন জল ছাড়ি সভে বুলিল কান্দিয়া ॥ সে প্রভু ছাড়িয়া যদি মথুরাকে যাব। প্রাণ লৈয়া কোন সুখে আমরা থাকিব ॥ যদি ছাড়ি না দিয়ে রাখিয়ে এই দেশে। দুষ্ট লোক তথাপি করিব উপহাসে ॥ কেহ বলে নিন্দা হও করু উপহাসে। তথাপি গৌরাঙ্গচাঁদ থাকু এই দেশে ॥ সম্মতি না দেয় কেহ প্রভুরে যাইতে। শচীদেবী সভাকারে লাগিলা কহিতে ॥ শুনহ শ্রীবাস শ্রীঅদ্বৈত আদি সভে। এ দেশে থাকিলে ধর্ম্ম দোষ হয় তবে ॥ আপনার সুখ লাগি রাখিব তাঁহারে। খল লোক নিন্দা করিবেক বিশ্বম্ভরে ॥ নিজ সুখ লাগি তাঁর নিন্দা করাইব। প্রেমের এ রীত নহে কেমনে কহিব ॥ আপনার যে সে হউ তারে নাহি যাই। তাঁর যাতে সুখ হয় সেই মাত্র চাই ॥ অতএব জগন্নাথ ক্ষেত্র যান যবে। কদাচিত তাঁহার দর্শন পাই তবে ॥ রত্নাকর বলে মাতা সাধু সাধু তুমি। জ্ঞান দৃষ্টে দেবহূতি জিনিলে সে জানি ॥ তবে তবে কহ গঙ্গা রত্নাকর বলে। গঙ্গাদেবী বলে শুন কহিয়ে তোমারে ॥ শচীর বচন

শুন সর্ব্ব ভক্তগণ। বিবশ হইয়া কহে করিয়া রোদন॥ হেন বাক্য কেনে মাতা কহিলে আপনে। শ্রুতি বাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥ নীলাচল যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে। দুর্ল্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কেনে বা কহিলে॥ শচী বলে মো সভার হও যথা তথা। তাঁরে দূষিবেক খলে সেই বড় ব্যথা॥ সহিতে নারিব দুষ্ট লোকের বচন। অতএব যদি যাব শ্রীপুরুষোত্তম॥ তবে মধ্যে মধ্যে তথা যাইবে তোমরা। তোমা সভা স্থানে বার্ত্তা পাইব আমরা॥ তবে সর্ব্ব ভক্তগণ প্রভু স্থানে গিয়া। শচীর কথিত কথা কহে শুনাইয়া॥ তা শুনিয়া ভগবান আনন্দ অপার। তাঁর যেই আজ্ঞা সেই কর্ত্তব্য আমার॥ আমার আছিল ইচ্ছা দেখি জগন্নাথ। মায়ের হইল আজ্ঞা ঈশ্বর ইচ্ছাত॥ অত-এব কৃপা করি আজ্ঞা দেহ সভে। নির্ব্বিরোধে জগন্নাথ দেখি আমি তবে॥ ভক্তগণ কান্দি বলে করি নিবে-দন। দিন কত থাক প্রভু অদ্বৈত ভবন॥ আমরা অভাগা তুয়া চরণ কমল। দিন কত দেখি করি নয়ন সফল॥ রত্নাকর বলে তবে তবে কহ গঙ্গে। গঙ্গা বলে বান্ধা গেলা প্রেমের তরঙ্গে॥ শচী আর ভক্ত গণ সভা প্রীতি তরে। তিন দিন রহিলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥ শচী আর সীতা ঠাকুরাণী দুই জন। পরম যতন করি করেন রন্ধন॥ ভক্ত গণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন। রাত্রিতে করেন রাধাকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥ গোলোকের সুখ শ্রীঅদ্বৈত দেব ঘরে। তিন দিন যে হৈল তা কে বর্ণিতে পারে॥ চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকালে

গৌররায়। সভাস্থানে আইলেন হইতে বিদায়॥ সর্ব্ব ভক্ত গণ মিলি মন্ত্রণা করিল। যুক্তি করি চারিজন প্রভু সঙ্গে দিল॥ নিত্যানন্দচন্দ্র আর শ্রীজগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত শ্রীমুকুন্দ॥ মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার। শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার॥ প্রভু বলেন মাতা দুঃখ না ভাবিহ মনে। সর্ব্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে॥ গৃহে যাই কর কৃষ্ণ-চন্দ্র আরাধন। সর্ব্ব সুখ দাতা কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণ ধন॥ সংযোগ বিয়োগ করে সংসারের ধর্ম্ম। সুখ দুঃখ পায় জীব যার যেন কর্ম্ম॥ সে কর্ম্মের বন্ধ যায় কৃষ্ণ আরা-ধনে। গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ ভজ আমার বচনে॥ যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সভাকার। কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার॥ সহজে তোমরা নাহি জান কৃষ্ণ বিনে। তথাপিহ বলি আমি সভার কারণে॥ এত বলি সভাস্থানে হইয়া বিদায়। নিরপেক্ষ হৈয়া গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥ নীলাচল যাত্রা প্রভু করিলা যখন। অদ্বৈত মন্দিরে তবে উঠিল ক্রন্দন॥ নিত্যানন্দ আদি চারি চলে প্রভু সনে। হইল ক্রন্দন ময় অদ্বৈত ভবনে॥ নবদ্বীপ বাসী কান্দি নবদ্বীপ যায়। কান্দি কান্দি অদ্বৈত প্রভুর পাছে ধায়॥ কোথা যাও মহা-প্রভু ছাড়ি অভাগারে। মূর্চ্ছিত হইল এহো চলিতে না পারে॥ ফিরিয়া তাঁহারে প্রভু না কৈল উত্তর। নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে চলিল সত্বর॥ রত্নাকর বলে বড় অসঙ্গত হৈলা। বিচার না করি সাম্প্রতিক কেনে গেলা॥ গৌড়দেশ অধিপতি যবন ভূপাল।

উড়িষ্যার রাজা গজপতি সঙ্গে তার ॥ বড়ই বিরোধ লোক না করে গমন। তাতে কেনে গেলা সবে সঙ্গে চারি জন ॥ গঙ্গা বলে আর্য্যপুত্র এ আশ্চর্য্য নয়। দেখ দেখ গৌরচন্দ্র করিলা বিজয় ॥ দৌরাত্ম্য হৈয়াছে দুই সেনা কটুতর। তার মধ্যে মধ্যে চলে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ পাঁচ ছয় বন্ধু মাত্র সঙ্গে চলি যায়। কেহ কিছু না বলেন সভে সুখ পায় ॥ জগতের অন্তর্যামী চৈতন্য গোসাঞি। সভার নির্ব্যাজ বন্ধু দ্বেষ্টা কেহ নাঞি ॥ হেন জনে দ্বেষ করিবেক কোন লোকে। নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যান আপনার সুখে ॥ আর শুন এ অদ্ভুত কহি চমৎকার। গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্ট পাল ॥ মহারণ্য পর্ব্বতে যতেক বাটপাড়। পথিক লোকের তারা বড় শঙ্কাকার ॥ সে সকল দুষ্ট দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। কান্দিয়া ঢলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে বহে প্রেমধার। গড়াগড়ি যায় দেহে রোমাঞ্চ সঞ্চার ॥ রত্নাকর বলেন যথার্থ এই কথা। সভারে আনন্দ দেন গৌরাঙ্গ সর্ব্বথা ॥ সবে যার সহজ অসুর ভাব মনে। দেখিলেহ আনন্দ না পায় সেই জনে ॥ তার পর যদি হয় পরম পামর। প্রেম দিয়া শুদ্ধ করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ রত্নাকর বলে গঙ্গা কহ অতঃপর। শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রের লীলা সুধা স্বাদুতর ॥ গঙ্গা কহে প্রভু রাজপথে চলি যান। সৈন্যের সংঘট্ট তাতে সুখ নাহি পান ॥ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সেনা যত। সেনাপতি অশ্ব গজপতি শত শত ॥ নিরন্তর গতায়াত করে রাজ-

পথে। গৌরাঙ্গ না পান সুখ চলিতে তাহাতে॥ রাজ পথ ছাড়ি বন পথে চলি যান। প্রেমে মত্ত প্রভু নাহি জানে স্থানাস্থান॥ তাহাতে অদ্ভুত শুন গৌরাঙ্গ কাহিনী। কোন অবতারে হেন দেখি নাহি শুনি॥ পূর্ব্বে যবে রঘুনাথ বনবাস গেলা। লক্ষ্মণ সহিত মহা বনে প্রবেশিলা॥ সেই বনে ছিল যত ব্যাঘ্র হস্তী গণ। মহিষ গণ্ডার আদি কে করু গণন॥ রামের কোদণ্ড ভয়ে পলাইল যারা। এই অবতারে গৌরচন্দ্র দেখি তারা॥ মাধুর্য্যে মজিল মনঃ চলিতে না পারে। স্তব্ধ হৈয়া পশু সব দেখেন প্রভুরে॥ তা সভারে দেখি প্রভু বড় সুখ পান। কৃষ্ণ বল বল বোলে সভারে শিখান॥ ব্যাঘ্র হস্তী মৃগ গণ্ডার থাকি এক ঠাঞি। কৃষ্ণ বলি কান্দে প্রভু দেখি সুখ পাই॥ এমনি কৌতুকে প্রভু যান বন পথে। বৃক্ষ লতা সুন্দর দেখেন দুই ভিতে॥ বনের দেখিয়া শোভা যান মহানন্দে। বৃন্দাবন স্মৃতি হয় মহাপ্রভু কান্দে॥ কত দূর এই মতে করিলা গমন। পুনঃ রাজ পথে গেলা শচীর নন্দন॥ রত্নাকর বলে কেনে বন পথ ছাড়ি। রাজ পথে পুনঃ গেলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ গঙ্গা কহে রেমুণা নামেতে এক গ্রাম। রাজ পথে আছেন দেখিতে রম্যস্থান॥ সেই রেমুণাতে হয় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। গোপীনাথ নাম তাঁর মধুর আকৃতি॥ দ্বিভুজ মুরলী ধর ললিত ত্রিভঙ্গ। বহুকাল আছে শুনি পাইলা বড় রঙ্গ॥ প্রাচীন দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেখিব নয়নে। এই লাগি রাজ পথে গেলা তাঁর স্থানে॥ রত্নাকর

বলে পুরাতন কৃষ্ণ মূর্ত্তি। দেখিবারে যত্নে গেলা কোন অর্থ ইথি ॥ নবীন বিগ্রহে কি আদর নাহি করি। কোন অভিপ্রায় গেলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ গঙ্গা কহে সন্দর্ভ কহিয়ে শুন তাঁর। যে নিমিত্ত দেখিবারে কৈলা আগুসার ॥ এই গৌরচন্দ্র যবে ভক্তগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ উপাসনার বিচার করে রঙ্গে ॥ চতুর্ভুজ রূপ যে আছেন ভগবান। তাহা হৈতে অতিশয় রসের নিধান ॥ দ্বিভুজ মুরলী মুখ গোপীনাথ মূর্ত্তি। উপাস্য প্রধান তিঁহো মধুর আকৃতি ॥ এই মত ভক্তগণে উপদেশ করে। তার মধ্যে কেহো কেহো কহেন তাঁহারে ॥ দ্বিভুজ উপাস্যতম চতুর্ভুজ হৈতে। হেন কথা কোথাও না শুনি কাহা হৈতে ॥ যতেক শ্রীমূর্ত্তি আছে পৃথিবী ভিতরে। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সব বিদিত সংসারে ॥ দ্বিভুজ আকৃতি কোথাও দেখি নাঞি। তবে যে দ্বিভুজ মূর্ত্তি আছে কোন ঠাঞি ॥ নূতন প্রকাশ নহে হয় পুরাতন। অতএব ঈশ্বর সে চতুর্ভুজ হন ॥ যেই মতে মূর্খ লোক কহেন প্রভুরে। তাহা শুনি প্রভু দুঃখ পায়েন অন্তরে ॥ বিস্তর সিদ্ধান্ত করি করেন স্থাপন। সভারে কহেন এই বিশেষ বচন ॥

তথাহি

রসেনোৎকর্ষতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি।

পয়ার ॥ তার মধ্যে শুনিলেন দ্বিভুজ আকৃতি। রেমুণাতে গোপীনাথ পুরাতন মূর্ত্তি ॥ তাঁরে দেখিবারে প্রভু উৎকণ্ঠিত হৈলা। তেকারণে বন ছাড়ি রাজ-

পথে গেলা ॥ রত্নাকর বলে যেবা কহে হেন কথা। সেই সব লোক ভ্রান্ত জানিল সর্ব্বথা ॥ অত্যন্ত প্রাচীন মূর্ত্তি দ্বিভুজ আকৃতি। সাক্ষী গোপালাদি কটকাদি স্থানে স্থিতি ॥ পূর্ব্বে কৃষ্ণ গেলা যবে মথুরা নগরে। কংস বধ করি গেলা কুব্জার মন্দিরে ॥ কুব্জাকে করিয়া কৃপা বিদায় হইয়া। যাইতে চাহেন কৃষ্ণ না দেয় ছাড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কহে কুব্জা তুমি মুদহ নয়ান। এথায় থাকিব নাহি যাব অন্য স্থান ॥ কৃষ্ণের বচনে কুব্জা নয়ান মুদিলা। অন্তর্দ্ধান করি কৃষ্ণ তথা হৈতে গেল। ॥ আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিমার ছলে। কুব্জা ঘরে রাখি গেলা মদন গোপালে ॥ মথুরাতে কুব্জা যত দিবস আছিলা। মদন গোপাল সেবা আপনে করিলা ॥ কালক্রমে কুব্জা যবে অপ্রকট হৈলা। ব্রাহ্মণে তখন সেবা করিতে লাগিলা ॥ কত কালে যবন হইল বলবান। না দেয় করিতে সেবা না শুনয়ে পুরাণ ॥ সেবক ব্রাহ্মণ সব গেল পলাইয়া। মদন গোপালে কুঞ্জ ভিতরে রাখিয়া ॥ অদ্যাপিহ কুঞ্জে তিহোঁ আছে ইচ্ছা বশে। বৃন্দাবন প্রকট হইবা কিছু শেষে ॥ এক সূত্রধার গেলা বনের ভিতর। কুঞ্জে দেখে বিগ্রহ দ্বিভুজ মনোহর ॥ ঠাকুর দেখিয়া তিহোঁ ঘরে লৈয়া গেলা। প্রস্তর ঠেকনি দিয়া ঠাকুরে রাখিলা ॥ রূপ সনাতন যবে যাব বৃন্দাবনে। স্বপনে গোপাল আজ্ঞা দিব সনাতনে ॥ আজ্ঞা পাঞা মদন গোপাল দেবে লৈয়া। দ্বাদশ আদিত্য কুঞ্জে সেবা সংস্থা-পিয়া ॥ ত্রিভুবন মোহন শ্রীমদন গোপাল। লোকে

অনুগ্রহ করি আছে চিরকাল ॥ আর শুন গঙ্গা কহি গোবিন্দের কথা । বৃন্দাবনে গোবিন্দ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ॥ শ্রীবরাহ অবতার হইল যখন । বরাহে পৃথিবীদেবী পুছিলা তখন ॥ বরাহ সংহিতায় কহিল ভগবান । শুনহ পৃথিবী কহি গোবিন্দ আখ্যান ॥ পদ্মাকৃতি মধুপুরী তীর্থ শিরোমণি। চারি দিগে চারি দল শ্রেষ্ঠ করে মানি ॥ কর্ণিকাতে শ্রীকেশব আছেন আপনে । দরশনে কৃতার্থ করেন ত্রিভুবনে ॥ হরি দেব পশ্চিম দলেতে অধিষ্ঠান। জগতে বিখ্যাত তাঁর গোবর্দ্ধনে স্থান ॥ দক্ষিণ দলেতে আছে নৃসিংহ আপনে । মহা পাপী মুক্ত হয় যাঁর দরশনে ॥ পূর্ব্ব দলে বরাহ আছেন মূর্ত্তি ধরি । যে দেখে সে যায় শীঘ্র ভব সিন্ধু তরি ॥ উৎকৃষ্ট উত্তর দল বৃন্দাবন রূপ। শ্রীগোবিন্দ দেবতার মধুর স্বরূপ ॥ দ্বিভুজ মুরলী মুখ মদন মোহন । স্বয়ং ভগবান তিঁহো শ্রীনন্দ নন্দন ॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেখেন যে যে জন । সে জন না যায় কভু যমের ভবন ॥ মহা মহা পাপী যদি দেখেন গোবিন্দ । মহাপুণ্যবান গতি পায়েন স্বচ্ছন্দ ॥

তথাহি

বৃন্দাবনেতু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে ।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাংগতি ॥

পয়ার ॥ এই মত আর কত দ্বিভুজ আকার । স্থানে স্থানে আছেন কে লেখা করে তার ॥ ততঃপর কহ গঙ্গা শ্রীগৌর সুন্দর । রেমুণাতে কি লীলা করিল

মহেশ্বর ॥ গঙ্গা বলে গোপীনাথ নিকটে যাইয়া। প্রণাম করিলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ গৌরচন্দ্র দেখি গোপীনাথ সুখী হৈলা। পূজা করিলেন নিজ শিখী চন্দ্র দিয়া ॥ গোপীনাথ চূড়াতে আছিল শিখীদল। আপনে পড়িলা গৌরচন্দ্র শিরোপর ॥ চূড়া পাঞা গৌরচন্দ্র প্রেমে মত্ত হৈয়া। শ্লোক পঢে গোপীনাথ আগে দাণ্ডাইয়া ॥

তথাহি

ন্যঞ্চৎ কফোলিন মিদং সমুদঞ্চদগ্রং, তীর্য্যক্ প্রকোষ্ঠ কিয়দবৃত পীনবক্ষাঃ। আরুহ্য মণি বলয়ো মুরলী মুখস্য; শোভাং বিভারয়তি কামপি বাম বাহুঃ ॥

অপিচ

আকুঞ্চনাং কুল কফোনি তলাদিবাধো; লব্ধশ্চূড়া মধুরিমামৃতধারয়ৈব। আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং, মুরলী মুখস্য, লক্ষ্মীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণ বাহুরেষ ॥

পয়ার ॥ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসঙ্গ শুনিয়া। সর্ব্বলোকে কহে প্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ মাধবেন্দ্রপুরী লাগি ক্ষীর চুরি করি। ভক্ত লাগি চোরা নাম ধরিলা শ্রীহরি ॥ রত্নাকর বলে গঙ্গা কহ তবে তবে। পুনর্ব্বার গৌরাঙ্গ করিলা কি উৎসবে ॥ গঙ্গা বলে এই মতে দেখি গোপীনাথ। নিত্যানন্দ মুকুন্দাদি লৈয়া নিজ সাথ ॥ রাজপথ ছাড়ি পুনঃ বন পথে গেলা। বৃক্ষ লতা পশু পাখি সঙ্গে করি খেলা ॥ পুনর্ব্বার আইলা কটক নাম গ্রাম। গজপতি রাজার যে গ্রামে

রাজ স্থান ।। সাক্ষীগোপাল নাম মধুর আকার। তাঁরে দেখিবারে আইলা শচীর কুমার ।। রত্নাকর বলে ইহোঁ বড়ই সুন্দর। অবশ্য দৃষ্টব্য সাক্ষীগোপাল ঈশ্বর ।। শুন গঙ্গা কহি সাক্ষীগোপাল চরিত। যে কারণে সাক্ষী নাম হইল বিদিত ।। স্বয়ং ভগবান ইহোঁ প্রতিমা আকার। ইহাঁর চরিত্রে লোকে লাগে চমৎকার ।। বিদ্যানগর গ্রামে আছে এক গ্রাম। তাহাতে আছিলা এক বিপ্র ভাগ্যবান ।। পরম সুশান্ত বিপ্র সরল হৃদয়। একান্ত কৃষ্ণের ভক্ত পরম হৃদয় ।। বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর ইচ্ছা হৈল। ব্রজে যাইবারে তিহোঁ যাত্রা যে করিল ।। সেই গ্রামে ছিল এক ব্রাহ্মণ কুমার। বৃন্দাবন যাইতে চিত্ত হইল তাঁহার ।। বৃদ্ধ বিপ্র সঙ্গে তিহোঁ করিলা গমন। দোঁহে বৃন্দাবনে চলে উল্লাসিত মনঃ ।। পথে পথে যুবা বিপ্র ভকতি করিয়া। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে সেবে সযত্ন হইয়া ।। অন্ন জল আয়োজন করেন আপনি। শিষ্য যেন গুরুকে সেবেন প্রতি দিনি।। এই মত গেলা দোঁহে শ্রীব্রজ মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভ্রমিলেন সব লীলা স্থলে ।। গোপালের মন্দিরে রহিলা রাত্রি কালে। পরম আনন্দ পাইল দেখি শ্রীগোপালে ।। বৃদ্ধ বিপ্র যুবা বিপ্রে কহেন আপনে। অবধান কর বাপু আমার বচনে ।। তোমার সেবাতে আমি হইয়াছি বশ। তাতে এক কার্য্যে মোর হৈয়াছে মানস ।। অনূঢ়া আমার কন্যা আছেন বাড়ীতে। তাহা আমি সংপ্রদান করিব তোমাতে ।। এই বৃন্দাবন স্থানে অঙ্গীকার

কর। বাক্য দান কৈল আমি তুমি চিত্তে ধর॥ যুবা বিপ্র বলে তুমি শুনহ গোসাঞি। আমারে ইঙ্গিত কর কোন দোষ পাই॥ কুলীন প্রবীণ তুমি বিখ্যাত ভুবনে। দরিদ্র অকুল আমি জানে সর্ব্ব জনে॥ তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র নহো আমি। এমত দূর্ঘট বাক্য কেনে বল তুমি॥ বৃদ্ধ বিপ্র বলে মনে না ভাবিহ তুমি। সত্য তোমারে সংপ্রদান কৈলু আমি॥ কুলীন বা দরিদ্র একি মোর বিচার। আপনার প্রীতে দিব কন্যা আপনার॥ যুবা বিপ্র বলে যোগ্য পুত্র সে তোমার। বন্ধু বর্গ নিষেধ করিব পরিবার॥ প্রতিজ্ঞা করিলে ভঙ্গ অকার্য্য হইবে। অতএব সাবধানে প্রতিজ্ঞা করিবে॥ বৃদ্ধ বিপ্র বলে সেই কন্যকা আমার। কন্যার উপরে আর কার অধিকার॥ আপন ইচ্ছায় আমি কন্যা দিব যারে। কাহার শকতি ইহা নিষেধিতে পারে॥ যুবা বিপ্র বলে যদি এই সুনিশ্চয়। এক জন সাক্ষী কর তবে ভাল হয়॥ বৃদ্ধ বিপ্র বলে আর কেবা সাক্ষী এথা। শ্রীগোপাল দেব সাক্ষী করিল সর্ব্বথা॥ দুই বিপ্র সম্মতি করিয়া শ্রীগোপালে। সাক্ষী করি তাঁহারে যে যোড় হস্তে বলে॥ শুন প্রভু গোপাল সকল লোক-নাথ। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ঈশ্বর সাক্ষাত॥ বিপ্র কন্যা সংপ্রদান প্রসঙ্গ কারণে। তোমারে করিল সাক্ষী আমরা দুই জনে॥ এতবলি গোপালেরে করিয়া বন্দন। দুই বিপ্র নিজ ঘরে করিল গমন॥ নিজ নিজ ঘরে গিয়া যত বন্ধু ছিল। ব্রজ যাত্রা কথা

সব সভারে কহিল।। বৃদ্ধবিপ্র পুত্র যোগ্য আছিলেন ঘরে। কন্যার বিবাহ তবে কহিলেন তাঁরে।। বাক্য দান করিয়াছি বৃন্দাবন স্থানে। মোর সঙ্গে বিপ্রেকন্যা দানের কারণে।। ইহা শুনি বিপ্র পুত্র বহু দুস্খি হৈলা। পিতার সাক্ষাতে তিহোঁ কহিতে লাগিলা।। বড়ই সুবুদ্ধি তুমি কি বলিব আর। এ কার্য্যে সম্মতি দিলে কেমন বিচার।। অকুলীনে মূর্খ সর্ব্ব লোকের গর্হিত। উহারে ভগিনী দিব বড় অনুচিত।। এই মত বন্ধু বর্গ যতেক আছিল। উহারে না দিব কন্যা সভে নিষেধিল।। বৃদ্ধ বিপ্র বলে করিয়াছি বাক্য দান। পুনর্ব্বার সে কথা কেমনে হবে আন।। ব্রাহ্মণ বালক কন্যা চাহিতে আসিব। তাহার সাক্ষাতে আমি কি বাক্য কহিব।। বিপ্র পুত্র বলে এই কহিবে তাহারে। কখন কি বলিয়াছি মনে নাহি স্মরে।। এই কথা কহি তুমি থাকিবে বসিয়া। আমরা সকলে তারে দিব উড়াইয়া।। এত শুনি বৃদ্ধ বিপ্র সঙ্কটে পড়িলা। গোপাল চরণ পদ্ম চিন্তিতে লাগিলা।। এ সঙ্কটে প্রভু তুমি কর পরিত্রাণ। এত বলি হৃদয়ে গোপাল করে ধ্যান।। এই মতে কত দিন গেল ততঃপর। যুবা বিপ্র আইলেন বৃদ্ধ বিপ্র ঘর।। কন্যা দান কর মোরে কহিল আসিয়া। বৃদ্ধবিপ্র পুত্র বৈল কোপাবিষ্ট হৈয়া।। কহিতে লাগিলা তারে করিয়া ভৎর্সন। গৃহ হৈতে দূর যাহ অধম দুর্জ্জন।। এ কথা কহিতে লজ্জা না হইল তোর। কোন যোগ্যতাতে ভগ্নীপতি হবে মোর।। পুনর্ব্বার যদি হেন বচন কহিবে। তবে চর্ম্ম পাদুকার প্রহার

পাইবে ।। যুবা বিপ্র বলে ওহে কি দোষ আমার। তোমার জনক মোরে করিলা স্বীকার।। কন্যা লাগি মোর বাঢা নাহি সুখ যতন। কিন্তু এ লাগিয়া চিন্তিত মোর মন।। বৃন্দাবনে তোমার জনক বাক্য দিল। গোপাল গোচরে কথা মিথ্যা সে হইল।। বৃদ্ধ বিপ্র পুত্র শুনি যষ্টি হাতে ধরি। ব্রাহ্মণ মারিতে যায় মহা ক্রোধ করি।। আস্তে ব্যস্তে যুবা বিপ্র গেল পলাইয়া। গ্রামের ভিতরে গেলা লজ্জিত হইয়া।। প্রামাণিক লোক সব একত্র ডাকিয়া। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কহিল ভাঙ্গিয়া।। শুনিঞা সকল লোকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে। পুত্র সহ আনাইল সভার মাঝারে।। লোক সব বলে তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ। বাক্য দিয়া কন্যা নাহি দেহ কি কারণ।। বৃদ্ধ বিপ্র বলে সভে কর অবধান। মোর সঙ্গে ইহোঁ গিয়াছিলা ব্রজ ধাম।। কত কথা কত স্থানে কহিল দুজনে। কথন কি বলিয়াছি স্মৃতি নাহি মনে।। পুত্রানুরোধে বিপ্র মিথ্যা কথা কঞা। চিত্তে গোপালেরে চিন্তে ব্যাকুল হইয়া।। দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ ব্রহ্মণ্য হইয়া। নতুবা তীর্থের বাক্য যায় মিথ্যা হৈয়া।। অন্তর্যামী প্রভু তুমি জানহ অন্তর। এ ধর্ম্ম সঙ্কটে রক্ষা কর সর্ব্বেশ্বর।। বৃদ্ধ বিপ্র পুত্র কহে শুন সর্ব্ব জনে। এ অধম মিথ্যা মিথ্যা কথা কহে কেনে।। যুবা বিপ্র বলে সাক্ষী আছেন ইহাঁর। কন্যা দিতে আমারে করিলা অঙ্গীকার।। ইহাঁর অধর্ম্ম হর্ব প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে। তেকারণে বলি কন্যা দান করিবারে।। মধ্যস্থ সকল বোলে সাক্ষী যদি কয়। তবে

আমার বচন তবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ আগে আগে চল তুমি সুপ্রসন্ন মনঃ। তোমার পশ্চাতে আমি করিব গমন॥ কদাচিৎ ফিরিয়া না চাহিবা পশ্চাৎ। নিজ ঘরে যাই আমা দেখিবে সাক্ষাৎ॥ তবে যদি তুমি মোরে চাহিবে ফিরিয়া। তথায় থাকিব আমি না যাব চলিয়া॥ বিপ্র কহে ফিরি যদি তোমা না দেখিব। কেমতে আমার তবে প্রত্যয় জন্মিব॥ কি লক্ষণে জানি প্রভু আসিছে পশ্চাৎ। অনৃত বুদ্ধি মুঞি প্রভু নিবেদি সাক্ষাৎ॥ অতএব আগে আগে চল কৃপা করি। সাক্ষাৎ ছাড়িয়া ধ্যানে কেন যাব চলি॥ হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ। যাহাতে বিশ্বাস হয় সুপ্রসন্ন মনঃ॥ আমার চরণে আছে বাজন নূপুর। চলিতে তাহার ধ্বনি হইব মধুর॥ তাহা শুনি শুনি তুমি আগে আগে যাবে। মোর বাক্যে কদাচিৎ ফিরি না চাহিবে॥ বিপ্র কহে আমরা মনুষ্য অল্প বল। দূর পথ এক দিনে যাইতে দুস্কর॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি দেহ ব্যবহার। সব পূর্ণ আছে দেহে আমা সভাকার॥ কি করিয়া তোমা রাখি করিব ভোজন। জলপান কি করিয়া কেমনে শয়ন॥ গোপাল বলেন বিপ্র কর অবধান। যে দিনে যে স্থানে তুমি করিব বিশ্রাম॥ অনায়াসে যে মিলিব করিব রন্ধন। শ্রদ্ধা করি মোরে তাহা করিবে সমর্পণ॥ অলক্ষিতে আমি তাহা করিব ভোজন। মানসিক শয্যা করি করাবে শয়ন॥ যদ্যপি সকল আমি খাব ধ্যান মাত্র। তথা-

পিহ তেমতি থাকিব শেষ পাত্র ॥ সেই অবশেষ তুমি করিবা ভোজন । অধিক আস্বাদ পাবে সুস্থ হবে মনঃ ॥ গোপালের বাক্যে বিপ্র আনন্দ সিঞ্চিত। ততঃ ক্ষণে শুভ যাত্রা করিল ত্বরিত ॥ ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ ভক্তের কারণে । ব্রাহ্মণের পাছে পাছে চলিলা আপনে ॥ শ্রীচরণে মধুর মঞ্জীর বাজি যায় । কত শত ভৃঙ্গ যেন সুমধুর গায় ॥ কতেক মরাল যেন শব্দ করি চলে । মূর্ত্তি ধরি চারি বেদ য়েন স্তব করে ॥ অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে যেন কানে । এমত নূপুর ধ্বনি শুনেন ব্রাহ্মণে ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ শ্রম না জানে ব্রাহ্মণে । আনন্দ সিঞ্চিত চলে ঈশ্বরের সনে ॥ অভ্যাসে করেন মাত্র রন্ধনাদি ক্রিয়া । সেহ গোপালের আজ্ঞা তাঁহার লাগিয়া ॥ এই মতে গেলেন মাহেন্দ্র দেশাবধি । মনে মনে চিন্তে বিপ্র প্রেম রস নিধি ॥ যে পদ নূপুর রবে জুড়ায় শ্রবণ । কেমন ভঙ্গি গতি আইসে সে চরণ ॥ ফিরিয়া বারেক তাহা দেখিব নয়নে । তবে যদি গোপাল থাকেন এই স্থানে ॥ তথাপিহ ভাল গ্রাম হইল নিকট। এথায় দিবেন সাক্ষী ঘুচিব সঙ্কট ॥ এত ভাবি ফিরিয়া চাহিলা সে ব্রাহ্মণ। হাসিয়া গোপাল আর না কৈল গমন ॥ ব্রাহ্মণেরে বলেন আমি আর না যাইব। এই স্থানে থাকিয়া তোমার সাক্ষী দিব ॥ গ্রামস্থ মধ্যস্থ আদি সভারে আনহ। এথায় থাকিব আমি চিন্তা না করিহ ॥ এত শুনি বিপ্র গেলা গ্রামের

তুমি কন্যা পাবে ইথে কি সংশয় ॥ কে আছেন সাক্ষী তারে আনহ সত্বর। বিপ্র কহে সাক্ষী আছে অনেক অন্তর ॥ বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল সাক্ষী ভগবান। যাঁর বাক্য ত্রিভুবনে করেন প্রমাণ ॥ বাক্য দান করিয়াছেন তাঁর বিদ্যমান। তাঁহারে আনিয়া আমি করাব প্রমাণ ॥ লোক সব বলে বিগ্রহের আগে বাক্য। কেমতে নির্ব্বাহ হব বড়ই অশক্য ॥ বৃদ্ধ বিপ্রে বলে সভে কেমন আখ্যান। ইহোঁ যে বলেন কথা এ বটে প্রমাণ ॥ বৃদ্ধ বিপ্র পুত্র শুনি আনন্দিত হৈলা। সভার সাক্ষাতে তবে কহিতে লাগিলা ॥ সেই যে গোপাল সাক্ষী আছে বৃন্দাবনে। তিহোঁ যদি আসি কহে সভা বিদ্যমানে ॥ তবে এই বিপ্র যদি না হয় সম্মান। তথাপি উহারে আমি ভগ্নী দিব দান ॥ তার মনে প্রতিমা কি চলিয়া আসিব। এ প্রসঙ্গ অসঙ্গত নিশ্চয় নহিব ॥ ছোট বিপ্র বলে যদি এই সারোদ্ধার। তবে আমি বৃন্দাবন যাই পুনর্ব্বার ॥ গোপাল চরণ পদ্ম করিয়া ধেয়ান। সম্মতি লইয়া বিপ্র করিলা প্রস্থান ॥ একাকি শ্রীবৃন্দাবনে যাই উত্তরিলা। গোপাল চরণ পদ্মে প্রণাম করিলা ॥ যোড় হস্তে গোপালেরে কহিতে লাগিলা। পূর্ব্বে দুই জন যেই কথা কঞা ছিলা ॥ অবধান কর প্রভু ভকত বৎসল। তুমি সে ব্রহ্মণ্য দেব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ॥ তোমার সাক্ষাতে বিপ্র বাক্য দান কৈল। গৃহে যাই সেই বাক্য অন্যথা করিল ॥ তাঁর যত পরিবার ধর্ম্মজ্ঞান হীন। বৃদ্ধ বিপ্র হৈলা দুষ্ট পুত্রের অধীন ॥ তাঁর কন্যা

পাব ইথে যত্ন মোর নাঞি। তাঁর ধর্ম্ম ভঙ্গ হয় দেখি দুঃখ পাই ॥ ভক্ত বৎসল তুমি ভক্ত সুখ হেতু। যুগে যুগে তুমি রক্ষা কর ধর্ম্ম সেতু ॥ সে দেশে যাইয়া তুমি যদি সাক্ষী দেহ। তবে ধর্ম্ম রক্ষা পায় নাহিক সন্দেহ ॥ গোপাল বলেন বিপ্র তুমি যাহ ঘরে। সেখানে যাইয়া স্মৃতি করিহ আমারে ॥ একত্র সকল লোক সমাজ করিয়া। সাক্ষী বোলাইতে যাবে ব্রাহ্মণে লইয়া ॥ সেই স্থানে তবে মোর আবির্ভাব হব। সভারে সম্বোধি তবে আমি সাক্ষী দিব ॥ ব্রাহ্মণ বলেন ইহা কহিতে না পাবে। হাঁটি এই রূপে যাই তথা সাক্ষী দিবে ॥ তবে সে সভার মনে প্রত্যয় জন্মিব। ইহাতে অন্যথা হৈলে বিতণ্ডা করিব ॥ চতুর্ভুজ রূপে যদি হবে বিদ্যমান। তভু সেই বাক্যে নাহি করিব প্রমাণ ॥ কহিবেক কথা শিখি আইল ইন্দ্র জাল। বিদ্যা বলে এত করে কোথা বা গোপাল ॥ অতএব আপনে চলহ সেই স্থানে। সভা আগে সাক্ষী দিবে প্রসন্ন বদনে॥ বিপ্র ধর্ম্ম পালন করহ সর্ব্ব কাল। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে বাঢে ঠাকুরাল ॥ গোপাল বলেন আমি প্রতিমা হইয়া। কেমতে চলিয়া যাব বল দেখি ইহা ॥ প্রতি-মার গমনাদি অসম্ভব হয়। বিপ্র কহে প্রতিমা কেমনে কথা কয় ॥ প্রতিমাত নহ তুমি সাক্ষাৎ গোপাল। অতএব কৃপা করি কর আগুসার ॥ গোপাল পড়িলা ফাঁদে এড়াইতে নারে। পুনর্ব্বার কহিছেন সেই ব্রাহ্মণেরে ॥ আমি যদি তোমা সঙ্গে করিব গমন।

আমার বচন তবে শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ আগে আগে চল তুমি সুপ্রসন্ন মনঃ। তোমার পশ্চাতে আমি করিব গমন॥ কদাচিৎ ফিরিয়া না চাহিবা পশ্চাৎ। নিজ ঘরে যাই আমা দেখিবে সাক্ষাৎ॥ তবে যদি তুমি মোরে চাহিবে ফিরিয়া। তথায় থাকিব আমি না যাব চলিয়া॥ বিপ্র কহে ফিরি যদি তোমা না দেখিব। কেমতে আমার তবে প্রত্যয় জন্মিব॥ কি লক্ষণে জানি প্রভু আসিছে পশ্চাৎ। অনৃত বুদ্ধি মুঞি প্রভু নিবেদি সাক্ষাৎ॥ অতএব আগে আগে চল কৃপা করি। সাক্ষাৎ ছাড়িয়া ধ্যানে কেন যাব চলি ॥ হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ। যাহাতে বিশ্বাস হয় সুপ্রসন্ন মনঃ॥ আমার চরণে আছে বাজন নূপুর। চলিতে তাহার ধ্বনি হইব মধুর॥ তাহা শুনি শুনি তুমি আগে আগে যাবে। মোর বাক্যে কদাচিৎ ফিরি না চাহিবে॥ বিপ্র কহে আমরা মনুষ্য অল্প বল। দূর পথ এক দিনে যাইতে দুস্কর॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি দেহ ব্যবহার। সব পূর্ণ আছে দেহে আমা সভাকার॥ কি করিয়া তোমা রাখি করিব ভোজন। জলপান কি করিয়া কেমনে শয়ন॥ গোপাল বলেন বিপ্র কর অবধান। যে দিনে যে স্থানে তুমি করিব বিশ্রাম॥ অনায়াসে যে মিলিব করিব রন্ধন। শ্রদ্ধা করি মোরে তাহা করিবে সমর্পণ॥ অলক্ষিতে আমি তাহা করিব ভোজন। মানসিক শয্যা করি করাবে শয়ন॥ যদ্যপি সকল আমি খাব ধ্যান মাত্র। তথা-

পিহ তেমতি থাকিব শেষ পাত্র ॥ সেই অবশেষ তুমি করিবা ভোজন । অধিক আস্বাদ পাবে সুস্থ হবে মনঃ॥ গোপালের বাক্যে বিপ্র আনন্দ সিঞ্চিত। ততঃ ক্ষণে শুভ যাত্রা করিল ত্বরিত ॥ ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ ভক্তের কারণে । ব্রাহ্মণের পাছে পাছে চলিলা আপনে ॥ শ্রীচরণে মধুর মঞ্জীর বাজি যায় । কত শত ভৃঙ্গ যেন সুমধুর গায় ॥ কতেক মরাল যেন শব্দ করি চলে । মূর্ত্তি ধরি চারি বেদ যেন স্তব করে ॥ অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে যেন কানে । এমত নূপুর ধ্বনি শুনেন ব্রাহ্মণে ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ শ্রম না জানে ব্রাহ্মণে । আনন্দ সিঞ্চিত চলে ঈশ্বরের সনে ॥ অভ্যাসে করেন মাত্র রন্ধনাদি ক্রিয়া । সেহ গোপালের আজ্ঞা তাঁহার লাগিয়া ॥ এই মতে গেলেন মাহেন্দ্র দেশাবধি । মনে মনে চিন্তে বিপ্র প্রেম রস নিধি ॥ যে পদ নূপুর রবে জুড়ায় শ্রবণ । কেমন ভঙ্গি গতি আইসে সে চরণ ॥ ফিরিয়া বারেক তাহা দেখিব নয়নে । তবে যদি গোপাল থাকেন এই স্থানে ॥ তথাপিহ ভাল গ্রাম হইল নিকট। এথায় দিবেন সাক্ষী ঘুচিব সঙ্কট ॥ এত ভাবি ফিরিয়া চাহিলা সে ব্রাহ্মণ। হাসিয়া গোপাল আর না কৈল গমন ॥ ব্রাহ্মণেরে বলেন আমি আর না যাইব । এই স্থানে থাকিয়া তোমার সাক্ষী দিব ॥ গ্রামস্থ মধ্যস্থ আদি সভারে আনহ। এথায় থাকিব আমি চিন্তা না করিহ ॥ এত শুনি বিপ্র গেলা গ্রামের

ভিতরে । সাক্ষী আইলেন বলি কহিল সভারে ।। শুনিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার। ধাইলা সকল লোক সাক্ষী দেখিবার ।। বৃদ্ধ বিপ্র পরিজন সব সঙ্গে লৈয়া । গোপালে দেখিতে চলে আনন্দিত হৈয়া ।। পথ মধ্যে গোপাল আছেন দাঁড়াঞা। । স্ত্রী পরুষ সভে দেখি আনন্দিত হৈয়া ।। গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি চক্ষু জুড়াইল । দুস্থ শোক ব্যথা লোক সব পাশরিল ।। প্রামাণিক লোক সব কহে গোপালেরে । সাক্ষী বল প্রভু তুমি সভার গোচরে ।। হাসিয়া গোপাল কহে সর্ব্ব লোক স্থানে । বাগদত্তা কৈল কন্যা মোর বিদ্যমানে ।। বৃদ্ধ বিপ্রে বলে তুমি কন্যা কর দান । আমার সাক্ষাতে কথা না করিহ আন ।। আনন্দিত হৈয়া বিপ্র কন্যা দান কৈল । শ্রীগোপাল প্রতি কাম সঙ্কল্প করিল ।।দেখি সর্ব্ব লোকের হইল চমৎকার । প্রতিমা কথা কহেন বিস্ময় সভার ।। ভক্ত বৎসল প্রভু ভক্তের লাগিয়া। শ্রীচরণে ব্রজে হৈতে আইলা চলিয়া।। গোপাল বলেন শুন ব্রাহ্মণ দুজন । আমার কিঙ্কর সে তোমরা দুইজন ।। তোমা দোঁহায় কৃপা করি এ দেশে আইনু । দোহে মোর সেবা কর এথায় রহিনু ।। সেই দুই ব্রাহ্মণ বড়ই ভাগ্যবান। গোপালের সেবা করে হৈয়া সাবধান ।। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মহাধ্বনি হৈল। শ্রীগোপাল ব্রজে হৈতে আসি সাক্ষী দিল ।। নানা লোক নানা দ্রব্য আনিতে লাগিলা । দিনে দিনে সেবা অতি প্রসিদ্ধ হইলা।। বৃন্দাবনে ছিল নাম গোপাল বলিয়া।

সাক্ষীগোপাল নাম হৈল বিপ্র সাক্ষী দিয়া॥ এই মত বহু কাল মহা সেবা হয়। লোক সকলের প্রীতি নিত্য বাঢ়য়॥ ইতো মধ্যে পুরুষোত্তম দেব গজপতি। তাহার বিরোধ হৈল যবনের প্রতি॥ বিদ্যানগরের রাজা আছিলা যবন। তার সঙ্গে গজপতি কৈল মহারণ॥ ভঙ্গ দিয়া যবন পলায় অন্য স্থান। সে দেশ করিল জয় গজপতি নাম॥ বহু দ্রব্য যবনের আনিলা লুটিয়া। ততঃপরে রাজা সাক্ষী গোপালে দেখিয়া॥ গোপালের সৌন্দর্য্য আর প্রভাব শুনিঞা। শ্রীগোপালে লৈয়া গেলা ভকতি করিয়া॥ কটক নামেতে গ্রাম তাঁর রাজধানী। গোপালের সেবা তথা স্থাপীলেন আনি॥ উড়িষ্যার লোক সব দেখিতে আইল। গোপালের রূপ দেখি নেত্র জুড়াইল॥ রাজ রাণী শুনিলেন গোপাল গমন। আনন্দে আইলা তিহোঁ করিতে দর্শন॥ নেত্র মনঃ জুড়াইল সৌন্দর্য্য দেখিয়া। অনিমিষে রাজরাণী রহিলা চাহিয়া॥ প্রতি অঙ্গে অভরণ দিল গঢাইয়া। মনের আনন্দে রাণী দেখেন চাহিয়া॥ রাজরাণী নাসিকাতে অমূল্য বেশর। তাহাতে আছয়ে মুক্তা অতি রম্যতর॥ রাজরাণী বিচার করেন মনে মনে। নাসিকায় ছিদ্র যদি হৈত কোন স্থানে॥ তবে আমি আপনার বেশরের মতি। পরাইতুঁ গোপালেরে স্বর্ণ দিয়া তথি॥ ইহা বলি রাজরাণী গেলা অন্তঃপুরে। গোপালের রূপ সদা জাগয়ে অন্তরে॥ স্বপ্নে যাই গোপাল কহেন রাণী প্রতি। চিত্তে করিয়াছ মোরে দিতে নিজ

মতি ॥ দক্ষিণ নাসিকা পুটে ছিদ্র মোর হয়। মুক্তা দেহ তুমি মোরে যদি চিত্তে লয় ॥ শিশুকালে যত্ন করি যশোদা জননী। নাসা ছিদ্র করি দিয়া ছিলা দিব্য মণি॥ এইমত রাজরাণী দেখিয়া স্বপন। প্রাতঃকালে উঠি প্রেমে করেন রোদন ॥ ঠাকুরে দেখিল নাসিকায় ছিদ্র হয়। মুক্তা পরাইল রাণী আনন্দ হৃদয় ॥ রাণীর ভাগ্যের কথা কে কহিতে জানে। আপনে গোপাল মুক্তা মাগে যার স্থানে ॥ রত্নাকর গঙ্গারে কহিল এই কথা। গোপাল চরিত্র শুনি ঘুচে মনঃ ব্যথা॥

তথাহি

সাক্ষিত্বেনবৃতো দ্বিজেন সচলং তস্যৈব পশ্চাজ্জনৈঃ;
শ্রীমৎ কোমল পাদ পদ্ম যুগলে লাবাণ্যদং নূপুরং।
দৃষ্টস্তেন বিবৃত্ত কন্দর মহো মাহেন্দ্র দেশাবধি;
প্রাপ্যৈব প্রতিমাত্ব মন্তর মনা স্তত্রৈবতস্থৌ প্রভুঃ ॥

পয়ার॥ রত্নাকর বলে গঙ্গা কহ দেখি শুনি। গোপাল দেখিয়া কি করিলা ন্যাসীমণি ॥ গঙ্গা বলে গৌরচন্দ্র গোপাল দেখিয়া। যতেক পাইল সুখ কি কহিব তাহা ॥ আপন হৃদয় হৈতে বাহির হইয়া। আগে যেন গোপাল আছেন দাণ্ডাইয়া ॥ ধ্যেয় মূর্ত্তি সাক্ষাৎ দেখিল হেন মানে। অনিমিষ নেত্রে চাহে গোপালের পানে ॥ আপনে গোপাল রূপে প্রবেশিলা যেন। মুহূর্ত্তেক গৌরচন্দ্র থাকিলেন হেন ॥ ততঃপর গৌরচন্দ্র গোপাল চরণ। শ্লোক পাঠি নিজ মুখে করিল বর্ণন ॥ পূতনার শত্রু কৃষ্ণ

চরণ কমল। আমা সভার রক্ষা কর সহজ শীতল ॥ সোম স্নিগ্ধ দশাঙ্গুলী পাদ পদ্মদল। প্রেমে মত্ত গোপ-নারী বক্ষোজ মণ্ডল ॥ কেশর মাখিল তাতে অর্পিল চরণ। কেশরের ধূলী উঠে চরণ ঠেকন ॥ সেই ধূলী পরাগ সমান উড়ি যায়। চিন্মাধ্বিক পাদ পদ্মে ঝরে সর্ব্বদায় ॥ নখ মণি তেজঃ পুঞ্জ কিঞ্জল্ক সমান। জঙ্ঘা রূপ নাল তাতে অপূর্ব্ব বন্ধান ॥ হেন কৃষ্ণ পাদপদ্ম রাখু মো সভারে। এমতি চরণ বন্দে গৌরাঙ্গ ঈশ্বরে ॥ অতঃপর যত ছিলা ভক্ত পরিবার। এই রূপ দেখি সভে পাইল চমৎকার ॥ রত্নাকর বলে কি দেখিল ভক্তগণ। তাহা কহ দেখি গঙ্গা করিব শ্রবণ ॥ গঙ্গা বলে শ্রীগোপাল মুরলী বদন। শ্রীগৌর সুন্দর তিহোঁ করি দরশন ॥ অধর হইতে বেণু ভূমিতে রাখিলা। গৌরচন্দ্র সঙ্গে যেন কথা আরম্ভিলা ॥ অতি শুদ্ধ শ্রদ্ধা করি দোঁহে কথা কন। এই মত ভক্তগণ কৈল দরশন ॥ এই রূপে দেখি সাক্ষী গোপাল ঈশ্বর। সে দিন রহিলা তথা গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ তার পর দিন দেখিবারে জগন্নাথ। অতি উৎকণ্ঠাতে চলে ভক্তগণ সাথ ॥ অতি শীঘ্র গতি প্রভু করিলা প্রস্থান। কমল-পুর নাম গ্রামে গেলা ভগবান ॥ তথা এক নদী আছে তাতে করি স্নান। নদীকে করিলা ধন্য গৌর ভগবান ॥ ততঃপর জগন্নাথ দেউল দেখিতে। একা আগে গেলা প্রভু বড়ই ত্বরিতে ॥ এথা নিত্যানন্দ হাথে ছিল প্রভুর দণ্ড। নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গি কৈল তিন খণ্ড ॥ কি কার্য্য দণ্ডেতে বলি সেই নদী জলে। ভাসাইয়া

দিল নিত্যানন্দ কুতূহলে ॥ ঈশ্বরের কর্ম্ম সব বুঝিতে দুস্কর। কেনে বা ভাঙ্গিলা দণ্ড কে বুঝে অন্তর ॥ ওথা শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভু সঙ্গে যায়। আগে তিহোঁ শ্রীদেউল দেখিবারে পায় ॥ ভগবান প্রতি তবে কহেন মুকুন্দ। দেখ প্রভু কি আশ্চর্য্য দেউলের গন্ধ ॥

ত্রিপদী

দেখ কিবা পৃথ্বী দেবী, কেমনে অন্তরে ভাবি;
দিনমণি সূর্য্য ধরিবারে।
ভুজ উঠাইল যেন, দেউল শোভিছে তেন;
অথবা কহিব অর্থান্তরে ॥
পাতালে অনন্ত ছিলা, কি মেনে করিতে লীলা;
সত্য লোক যাইবার তরে।
অনন্ত উঠিলা যৈছে, দেউল শোভিছে তৈছে;
জগল্লোক নেত্র মনোহরে ॥
কিম্বা যত নাগ গণ, তার ফণা মণি গণ;
তার কান্তি একত্র হইয়া।
পৃথ্বী ভেদি উঠিয়াছে, স্বর্গ লোক চলি যাইছে;
ঐছে দীপ্তি আগে দেখ চাঞা ॥
এই কথা গঙ্গা মুখে, শুনি রত্নাকর সুখে;
কহে শুন শুন ভাগীরথী।
গৌরচন্দ্র নীলাচলে, আইলা ইহাঁর তরে;
বিমনা তুমি বা কেনে ইথি ॥
আমার যে ভাগ্যোদয়, তোমার সে সব হয়;
মোর ভাগ্যে তুমি ভাগ্যবতী।
ছাড়িয়া তোমার কূল, মহাপ্রভু জগন্মূল;

নীলাচলে আইলা সংপ্রতি ॥
শুভ দশা এত দিনে, আমার হইল বেনে;
গৌরচন্দ্র আইলা মোর তীরে।
তুমি থাক মোর সঙ্গে, মহাপ্রভু দেখ রঙ্গে;
কেনে দুঃখ ভাবিছ অন্তরে॥
আর কহি শুন গঙ্গে, গৌরচন্দ্র ত্রেতা যুগে;
যবে হৈলা রাম অবতার।
পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু, বনে গেলা ধর্ম্ম সেতু;
সীতা সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মণ আর॥
রাবণ হরিল সীতা, লৈয়া গেলা লঙ্কা যথা;
বার্ত্তা জানি আইলা হনূমান।
যে সীতা উদ্ধার তরে, বন্ধ করিলেন মোরে;
করিলেন মোর অপমান ॥
আর কহি লক্ষ্মী ধন্যা, জলে ছিল মোর কন্যা;
জলে হৈতে তাঁরে উঠাবার।
মন্থন করিল মোরে, দুঃখ দিল অতি ঘোরে;
শ্বশুরের না কৈল আদর ॥
কলিকালে সেই রমা, ঈশ্বরের প্রিয়তমা;
বিষ্ণুপ্রিয়া বলি নাম ধরি।
বিপ্র কুলে জনমিয়া, আপনার নাথ পাঞা;
সেবা কৈলা বহুমান করি ॥
এবে দেখ মোর ভাগ্য, প্রভু কৈলা বৈরাগ্য;
নবদ্বীপে সেই লক্ষ্মী ছাড়ি।
মোর তট সুনিকটে, আইলা অক্ষয় বটে;
মোরে কৃপা করি গৌরহরি ॥

অতএব সুরধুনী, চল যাই ন্যাসীমণি;
দেখি যাঞা নিকটে থাকিয়া।
যে আজ্ঞা তোমার বলি, সমুদ্রের সঙ্গে চলি;
গঙ্গা গেলা আনন্দিতা হৈয়া ॥

॥ পয়ার ॥

ওথা নিত্যানন্দ আদি যত ভক্ত গণ। সভা লৈয়া গৌরচন্দ্র করিলা গমন ॥ দেউল দেখিয়া প্রভু হৃষ্ট হৈয়া মনে। কহিতে লাগিলা নিত্যানন্দ আদি স্থানে ॥ দেখ দেখ শ্রীদেউল কি শোভা হৈয়াছে। যদ্যপিহ চূড়া যাঞা মেঘে ঠেকিয়াছে ॥ তথাপিহ জগতের হৃদয়ে প্রবেশে। অতি স্থূল বটে তভু নেত্র যুগে পৈশে ॥ শিলাতে হৈয়াছে সিদ্ধ তভু রস বর্ষে। কি অদ্ভুত ঈশ্বরের মন্দির প্রকাশে ॥ এত বলি ধায় প্রভু উৎকণ্ঠিত হৈয়া। ধাঞা যান ভাবাবেশে পড়েন ঢলিয়া ॥ সভে বলে এক মুহূর্ত্তের পথ ইতি। দীর্ঘ হৈতে দীর্ঘ হৈল মহাপ্রভু প্রতি ॥ নিত্যানন্দ আদি সভে করেন বিচার। জগন্নাথ দর্শনের জান সমাচার ॥ নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ দরশন। পরিচারক বিনা নাহি পায় অন্য জন ॥ তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব। তা সভার দরশন অত্যন্ত দুর্ল্লভ ॥ রাজার মনুষ্যে যদি করয়ে সহায়। তবে সে সুলভ হয় জগন্নাথ রায় ॥ মুকুন্দ বলেন আছে উপায় ইহার। সভে বলে কহ দেখি কি উপায় তার ॥ মুকুন্দ বলেন বিশারদের জামাতা। গোপীনাথ আচার্য্য আছেন তিঁহো এথা ॥ সার্ব্বভৌমের হন তিঁহ ভগিনীর ভর্ত্তা। গৌর ভগবানের

সকল তত্ত্ব বেত্তা ॥ নবদ্বীপ বিলাস প্রভুর যত যত। সকল জানেন তিঁহ তোমা সভার মত ॥ সভে বলে তিঁহ যদি এথানে আছেন। কোন কার্য্য সিদ্ধ তাঁহা হৈতে হইবেন ॥ মুকুন্দ বলেন তিঁহো সার্ব্বভৌম দ্বারে। পারিবেন সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি করিবারে ॥ এত শুনি সভাই হইলা আনন্দিত। সাধু সাধু মুকুন্দ কহিলা সুনিশ্চিত ॥ অতঃপর চল আগে গোপীনাথ ঘর। অন্বেষণ করি নীলাচলের ভিতর ॥ এত বলি চলে সভে আনন্দ হৃদয়। গোপীনাথ আর্য্য হোথা হেনই সময় ॥ জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন। পথে যাইতে মনে মনে করেন চিন্তন ॥ আজি কেনে মনে এত আনন্দ উৎপন্ন। নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু মনঃ সুপ্রসন্ন ॥ না জানিয়ে আজি জগন্নাথের শ্রীমুখ। দেখিয়া পাইবে যেনে কত মহা সুখ ॥ মনে মনে এত চিন্তি দরশনে চলে। গোপীনাথে মুকুন্দ দেখিলা হেন কালে ॥ মুকুন্দ বলেন এই আইলা আচার্য্য। নিত্যানন্দ বলে সিদ্ধ হব সব কার্য্য ॥ শীঘ্র চল মুকুন্দ বোলাহ আচার্য্যেরে। যাবৎ প্রবেশ না করেন সিংহদ্বারে ॥ মুকুন্দ আচার্য্য স্থানে ত্বরিত চলিলা। আচার্য্যের নেত্র আসি মুকুন্দে লাগিলা ॥ গোপীনাথ বলে এই বৈষ্ণব কোথাকার। গৌড়িয়া হইব চিত্তে লাগিছে আমার ॥ পুনঃ দেখে পদ দুই চারি আগে আসি। ছটা দেখি কহে ওহে নবদ্বীপ বাসী ॥ নবদ্বীপ লোক দেখি বাঢ়িল উল্লাস। শীঘ্র গতি গোপীনাথ চলে তাঁর

পাশ ॥ মুকুন্দে চিনিয়া কহে একি চমৎকার। গৌরাঙ্গের প্রিয় ইহোঁ সেবক তাঁহার ॥ যাত্রা কালে আমি শুভ কুশল দেখিনু। তার ফল ধরিলেক মুকুন্দ পাইনু॥ নিকটে আসিয়া কহে অহো কি আনন্দ। কহ কহ তুমি বট আপনি মুকুন্দ ॥ সেই মুঞি বলি তিহোঁ করিলা বন্দন। গোপীনাথ তাঁরে ধরি কৈল আলিঙ্গন॥ গোপীনাথ বলে আগে কহ সমাচার। কুশলে আছেন গৌর সুন্দর আমার॥ মুকুন্দ বলেন সব কুশল বচন। কিন্তু এথাকেই আইলা প্রভুর চরণ ॥ তাঁর সঙ্গে আমিহ আইলুঁ নীলাচলে। শুনি গোপীনাথ ভাসে আনন্দ হিল্লোলে ॥ কোথা কোথা প্রভু বলি কান্দিতে লাগিলা। পুনঃ মুকুন্দেরে ধরি আলিঙ্গন কৈলা॥ কি অপূর্ব্ব সমাচার কহিলে মুকুন্দ। কত কত দূরে মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ মুকুন্দ বলেন আইস প্রভু দেখসিয়া। মুকুন্দের সঙ্গে গোপীনাথ চলে ধাঞা॥ আগে দেখি নিত্যানন্দ আনি ভক্তবৃন্দ। তার মধ্যে উদয় করিলা গৌরচন্দ্র ॥ মুকুন্দেরে কহে ইহোঁ কে বটে যতীন্দ্র। মুকুন্দ কহেন ইহোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র॥ আচার্য্য বলেন দেখি সন্ন্যাসীর বেশ। মুকুন্দ সকল কথা কহিল বিশেষ॥ আনন্দিত বিষাদিত হইলা আচার্য্য। পুনঃ প্রভু দেখি বলে এবড় আশ্চর্য্য ॥ ইহোঁ পূর্ব্বে আছিলা কেবল প্রেম বশ। বৈরাগ্য রসেতে হৈলা মিশ্রিত বিবশ। নেত্রের আস্বাদ প্রভুর তেমতি প্রচুর। দুই রস মিশ্র যেমন অম্ল মধুর॥ মুকুন্দ বলেন প্রভু কর অবধান। গোপীনাথ আচার্য্য

আইলা মতিমান ॥ জগন্নাথ অনুব্রজি লইতে তোমারে। আপনার প্রতিনিধি পাঠাইল ইহাঁরে ॥ বাহ্য পাসরিয়াছেন গৌর ভগবান। মুকুন্দের বাক্যে প্রভুর হৈল বাহ্য জ্ঞান ॥ কোথা গোপীনাথ বলি মুকুন্দে সুধান। এই আমি বলি আচার্য্য করিলা প্রণাম ॥ গোপীনাথে ধরি প্রভু আলিঙ্গন কৈলা। প্রভু অঙ্গ স্পর্শে তিহোঁ প্রেমে মত্ত হৈলা ॥ তবে নিত্যানন্দ দেবে আচার্য্য বন্দিলা। জগদানন্দ দামোদরে প্রণাম করিলা ॥ মুকুন্দ বলেন তবে গোপীনাথাচার্য্য। সংপ্রতি তোমাকে জিজ্ঞাসিব এক কার্য্য ॥ জগন্নাথ ভগবান শ্রীমুখ দর্শন। অবাধে স্বচ্ছন্দ কৈছে হইব প্রসন্ন ॥ গোপীনাথাচার্য্য বলে ইথে কি সংশয়। যদি হয় সার্ব্বভৌমের তথা ভাগ্যোদয় ॥ এ কার্য্য সাহায্য যদি ভট্টাচার্য্য করে। তবে তার যত পূর্ব্ব ভাগ্য ফল ধরে ॥ সভে কহে তবে তুমি মহাপ্রভু প্রতি। নিবেদন কর অনুমতি দেন ইথি ॥ গোপীনাথ বলে প্রভু করি নিবেদন। কৃপাকরি কর সার্ব্বভৌম সম্ভাষন ॥ তাঁর দেখা বিনা জগন্নাথ দরশন। সুলভ না হয় হেন লয় মোর মনঃ ॥ না জানি তোমার প্রভু কিবা ইচ্ছা হয়। তবেচ্ছায় মোর ইচ্ছা ভগবান কয় ॥ গোপীনাথ বলে হৈল পরম মঙ্গল। সার্ব্বভৌমের পুণ্য বৃক্ষ ধরিলেক ফল ॥ এই দিগে দেব তবে ধর শ্রীচরণ। কোন পথে যাব বলি মহাপ্রভু কন ॥ গোপীনাথ সার্ব্বভৌম গৃহে চলি যান। তাঁর সঙ্গে গণ সহ প্রভুর প্রয়ান ॥ ওথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

হেন কালে। অধ্যাপন সমাপিয়া আছে কুতূহলে॥ চারি দিগে শিষ্য গণ যেন বৃহস্পতি। ডাকি কহে ভট্টাচার্য্য নিজ লোক প্রতি॥ কে আছয়ে জানহ জগন্নাথের বারতা। মধ্যাহ্ন ধূপ হৈল কিবা নহিল একথা॥ গোপীনাথ কহে ভট্টাচার্য্য কণ্ঠধ্বনি। অধ্যাপন সায় হৈল হেন অনুমানি॥ অতএব শীঘ্র আমি যাই তাঁর স্থানে। অভ্যন্তরে যাবৎ না করেন প্রস্থানে॥ এই মত মনে চিন্তি প্রভু আগে যাঞা। গোপীনাথাচার্য্য বলে কৃতাঞ্জলি হঞা॥ এই স্থানে এক ক্ষণ করহ বিশ্রাম। যাবৎ আসিয়ে আমি পুনঃ তোমা স্থান॥ গোপীনাথ প্রভু থুঞা চলিলা সত্বর। ভট্টাচার্য্য পাশে যাই কহিলা উত্তর॥ ভট্টাচার্য্য শুন এক মহা অনুভব। এথা আইলা তাঁরে দেখি সর্ব্বাভীষ্ট লাভ॥ অতএব আগে অনুব্রজে চল তুমি। পরম ভাগ্যের কথা নিবেদিল আমি॥ সার্ব্বভৌম কহেন তিঁহ যত দূরে হন। নিকটে আছেন তিঁহ গোপীনাথ কন॥ উঠি চলে সার্ব্বভৌম শিষ্য গণ পাছে। শীঘ্র গতি আইলেন মহাপ্রভু কাছে॥ সার্ব্বভৌম দেখি নিত্যানন্দ ভাবে মনে। বৈষ্ণব হইব ইহোঁ বুঝি অনুমানে॥ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তভু গর্ব্ব তেয়াগিয়া। আপনে আইলা সাধু বলি তা দেখিয়া॥ ভট্টাচার্য্য আসিয়া দেখিল ভগবান। নমঃ নারায়ণ বলি করিলা প্রণাম॥ কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণে মতি বলে ভগবান। ভট্টাচার্য্য শুনি মনে করে অনুমান॥ সন্ন্যাসীর মুখে শুনি অপূর্ব্ব বচন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ হেন লয় মনঃ॥ কৃষ্ণে রতি আশীর্ব্বাদ

শুনি প্রভুমুখে। উদ্ধত পঢুয়া গণ হাসয়ে কৌতুকে ॥ সার্ব্বভৌম বলে স্বামী এই দিগে চল। প্রভু লৈয়া উত্তম আসনে বসাইল॥ ভট্টাচার্য্য আপনে বসিলা প্রভু আগে। ভক্তগণ প্রভুর বসিলা চারি দিগে॥ গোপী-নাথে ভট্টাচার্য্য কহে পূর্ব্বাশ্রমে। গৌড়িয়া আছিলা কিবা ছিলা কোন গ্রামে ॥ গোপীনাথ পরিচয় কহে সার্ব্বভৌমে। নবদ্বীপ বাসি ইহোঁ আছিলা পূর্ব্বাশ্রমে॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপ বাসি। তাহার দৌহিত্র ইহোঁ হইলা সন্ন্যাসী॥ জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের নন্দন। শুনি স্নেহাদর করি ভট্টাচার্য্য কন॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার। সতীর্থ হয়েন মহা পণ্ডিত উদার॥ তাঁহার জামাতা মিশ্র পুরন্দর ধন্য। আমার পিতার তিহোঁ হন অতি মান্য॥ গোপীনাথ কহে আমি করি নিবেদন। ইহাঁ সভার উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর-শন॥ যেমতে দর্শন হয় কহ তার কথা। ভট্টাচার্য্য কহে তাহা হইব সর্ব্বথা॥ আপনার এক লোক কহেন ডাকিয়া। মোর পুত্র চন্দনেশ্বরে শীঘ্র আন গিয়া॥ চন্দনেশ্বর বার্ত্তা পাইয়া আইলা সত্বর। আসিয়া বন্দিল প্রভুর চরণ কমল॥ তবে প্রণমিল তিহোঁ পিতার চরণে। সার্ব্বভৌম কহে পুত্র শুন সাবধানে॥ শ্রীপাদ যাবেন জগন্নাথ দরশনে। ইহাঁর পশ্চাত তুমি করহ গমনে॥ দ্বারিকে কহিবে আর কার্য্য পণ্ডাগণে। আমার জনক কহিয়াছে সভাস্থানে॥ এই যে শ্রীপাদ হন মোর মান্যতম। আপনেহ মহা বিজ্ঞ মহা যোগ্য হন॥ অতএব তোমরা হইবে সাবধান। জগন্নাথ

দরশন নিত্য যেন পান ॥ যখন দেখিতে চান তখনি দেখাবে। আদর করিবে কেহো বাধ না করিবে ॥ সভারে কহিয়া হেন করিবে যতনে। সুখে যেন শ্রীমুখ দেখেন প্রতি দিনে ॥ যে আজ্ঞা তোমার বলে চন্দনেশ্বর। সার্ব্বভৌম বলে স্বামী ইহাঁ সঙ্গে চল ॥ নিত্যানন্দ আদি সহ চলে ভগবান। চন্দনেশ্বর সঙ্গে চলে হৈয়া সাবধান ॥ গোপীনাথ মহাপ্রভু সঙ্গেই চলিলা। তুমি না যাইবে সার্ব্বভৌম নিষেধিলা ॥ সার্ব্বভৌম বাক্যে গোপীনাথ ফিরি আইলা। মুকুন্দেরে হাতে ধরি সঙ্গে লৈয়া গেলা ॥ গোপীনাথ মুকুন্দ বসিলা দুইজন। সার্ব্বভৌম বলে কহি শুনহ বচন ॥ সন্ন্যাসী হইল ইহোঁ ইহারে দেখিয়া। তরল হইলুঁ স্নেহ শোক দুই পাইয়া ॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমার। অত্যন্ত স্নেহের পাত্র দ্বিধা নাহি আর ॥ সন্ন্যাস করিলা তিহোঁ অল্প বয়ক্রমে। ইহা লাগি শোক বড় উঠিছে মরমে ॥ যে হবার সে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়। সংপ্রতি ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ মহা বাক্য উপদেষ্টা কাহারে করিল। কেশব ভারতী নাম আচার্য্য কহিল ॥ সার্ব্বভৌম বলে হায় কি কার্য্য করিলা। ভারতী সম্প্রদায় কেনে প্রবর্ত্ত হইলা ॥ গিরি পুরী তীর্থ আদি সম্প্রদা উত্তম। তা ছাড়ি ভারতী হৈলা বড় ব্যতিক্রম ॥ গোপীনাথ বলে বাহ্যাপেক্ষা নাহি তাঁর। কেবল সংসার ত্যাগে আদর ইহাঁর ॥ সার্ব্বভৌম বলে তুমি বাহ্য বল কারে। সম্প্রদায় উৎকর্ষাদি গোপীনাথ বলে ॥ সার্ব্বভৌম

বলে তুমি ভাল না কহিলে। আশ্রম উজ্জ্বল তুমি বাহ্য সে জানিলে॥ গোপীনাথ বলে লোকে গৌরব করিবে। তার তরে সে সব সে বাহ্য হৈল দেবে॥ সার্ব্বভৌম বলে লোকে করিব গৌরব। তাতে কোন অপরাধ না বুঝ এ সব॥ অতএব আমি বলি করুণ এমন। ভাল সম্প্রদায়ী ভিক্ষু আনি এক জন॥ পুনর্ব্বার যোগ পট্ট করাই গ্রহণ। সংস্কার হউ পুনঃ বেদান্ত শ্রবণ॥ ভট্টাচার্য্য মুখে শুনি এ সকল কথা। গোপীনাথাচার্য্য মনে পাইল মনে ব্যথা॥ গোপীনাথ বলে তুমি হও সাবধান। ইহাঁর মহিমা তুমি কিছু নাহি জান॥ না জানিয়া যদ্বা তদ্বা কহ যুক্ত নয়। শুন ভট্টাচার্য্য আমি যে কৈল নিশ্চয়॥ দেখিয়াছি আমি যত মহিমা ইহার। নিশ্চয় ঈশ্বর ভাব হৈয়াছে আমার॥ এ সব উত্তর শুনি গোপীনাথ মুখে। মুকুন্দ অন্তরে ভাবে পাঞা বড় সুখে॥ সাধু সাধু গোপীনাথ কহিলে সুন্দর। ভট্টাচার্য্য বাক্যাগ্নিতে পোড়াইল অন্তর॥ তাহা নিভাইল তুয়া অমৃত বচনে। এই কথা মুকুন্দ কহিল মনে মনে॥ শিষ্যগণ পুনর্ব্বার কহে আচার্য্যেরে। কি প্রমাণে ঈশ্বর বলহ তুমি তাঁরে॥ গোপীনাথ বলে শুন ইথি যে প্রমাণ। ভগবান অনুগ্রহে হয় দিব্য জ্ঞান॥ জীব অগোচর অলৌকিক সে প্রমাণ। তাতে জানিয়াছি তিঁহ স্বয়ং ভগবান॥ লৌকিক প্রমাণে নাহি জানি ভগ বত্তা। ঘট পট বাখানিলে নহে তাঁর বেত্তা॥ অলৌকিক বস্তু লৌকিকের অগোচর। ইহা বুঝি দেখ নিজ মনের ভিতর॥

শিষ্যগণ বলে এই শাস্ত্র অর্থ নয়। অনুমানে কেমনে ঈশ্বরে সাধ্য হয়॥ গোপীনাথ বলে শাস্ত্রে সাধুক ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে দুস্কর॥ ভগবৎ অনুগ্রহ জন্য পায় জ্ঞান। ঈশ্বর যথার্থ জানে সেই ভাগ্যবান॥ শিষ্যগণ বলে ইহা দেখিয়াছ কোথা। অনুগ্রহ বিনে নাহি জানি ভগবত্তা॥ গোপীনাথ বলে দেখি পুরাণ বচনে। পঠ দেখি তাহা শুনি বলে শিষ্যগণে॥ গোপীনাথ বলে শুন দেখিল দশমে। ব্রহ্মা যবে স্তব কৈল কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥

তথাহি

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্॥

পয়ার॥ ব্রহ্মা বলে সবিশেষ নির্ব্বিশেষ দুই। তাঁর তত্ত্ব বুঝিবারে কার শক্তি নাঞি॥ তথাপি তোমার যেই পদাম্বুজ দ্বয়। প্রসাদের লেশ অনুগৃহীত যেবা হয়॥ সেই সে তোমার মহিমা তত্ত্ব জানে। মহা পণ্ডিতেহো নারে অনুগ্রহ বিনে॥ পুরাণ বেদাদি শাস্ত্রে অন্বেষণ করে। তথাপি তোমার তত্ত্ব জানিতে না পারে॥ শিষ্যগণ বলে তুমি কিবা কথা কহ। শাস্ত্র পটিলেকি নহে তাঁর অনুগ্রহ॥ গোপীনাথ বলে এই বটে কহ কিবা। বিচিন্বন্ শব্দ ব্রহ্মা কহিল কেনে বা॥ শিষ্যগণ হাসি বলে শুনত আচার্য্য। এতকাল তুমি তবে পটিলে কি কার্য্য॥ গোপীনাথ বলে শিল্প বিশেষ সে হয়। শিল্প শিখিবারে লোকে কার ইচ্ছা নয়॥ ভট্টাচার্য্য হাসি

গোপীনাথ প্রতি কয়। বুঝিল তোমাতে অনুগ্রহ তাঁর হয়॥ তাঁর তত্ত্ব তুমি মেনে জান ভাল মতে। কিঞ্চিত শুনাহ আমা সভার সাক্ষাতে॥ আচার্য্য দুঃখিত ভট্টাচার্য্য প্রতি কয়। ঈশ্বরের তত্ত্ব নহে কথার বিষয়॥ অনুভব বেদ্য সেই মনে মাত্র জানে। কহিতে ঈশ্বর তত্ত্ব না আইসে বদনে॥ কোন ভাগ্যে তোমা প্রতি অনুগ্রহ হয়। তাঁর তত্ত্ব অনুভব করিবে নিশ্চয়॥ তা শুনিয়া মনে মনে ভাবে শিষ্য গণে। অসাধ্য সে কথা কন ভট্টাচার্য্য সনে॥ হেন বিধি করুণ কহিতে যুক্ত নয়। অথবা ভগিনীপতি গোপীনাথ হয়॥ তে কারণে ভট্টাচার্য্য পরিহাস করে। এই মত শিষ্য গণ ভাবয়ে অন্তরে॥ গোপীনাথ বলে শুন কহি ভট্টাচার্য্য। তোমাকে উচিত নহে এ সকল কার্য্য॥ গৌরাঙ্গ ঈশ্বর হন তাঁর প্রতি তুমি। ব্যতিক্রম কহিলে যে তা শুনিয়া আমি॥ সহিতে নারিলুঁ তেঞি কহিল তোমা প্রতি। তাতে তুমি ন্যায় কর আমার সংহতি॥ পরম গভীর হইয়া ইথে কর রোষ। অথবা তোমার ইথে কিছু নাহি দোষ॥ ঈশ্বরের মায়া শক্তি ভুলায় সভারে। মায়ায় মোহিত হইয়া নানা তর্ক করে॥

॥ তথাহি ॥

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদীনাং বৈ, বিবাদ সংবাদ
ভুবো ভবন্তি। কুর্ব্বন্তিচৈষাং মুহুরাত্ম মোহং,
তস্মৈনমোঽনন্ত গুণায় ভূম্নে॥

পয়ার ॥ ষষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি কৃষ্ণে করে স্তুতি। এই শ্লোক পড়ি তিহোঁ কৃষ্ণে কৈল নতি ॥ যাঁর শক্তি বিবাদী সংবাদী যত জন। তা সভার বিবাদ সংবাদ স্থান হন ॥ তা সভারে মোহিত করেন বার বার। সে তুমি অনন্ত গুণ মহিমা অপার ॥ এত বলি কৃষ্ণেরে বন্দিল দক্ষমুনি। তুমি যে মোহিত হবা কি আশ্চর্য্য গণি ॥ ভট্টাচার্য্য হাসি বলে বুঝিলাম সব। গোপীনাথ তুমি বট কেবল বৈষ্ণব ॥ গোপীনাথ সার্ব্বভৌমে কহে সপ্রশ্রয়। যদ্যপি গৌরাঙ্গ কৃপা তোমা প্রতি হয় ॥ তুমিহ বৈষ্ণব তবে হইবে সর্ব্বথা। প্রভু কবেন তবে সঙরিবা এই কথা ॥ ভট্টাচার্য্য বলেন প্রলাপে কার্য্য নাঞি। শীঘ্র তুমি যাহ নিজ ঈশ্বরের ঠাঞি ॥ কিন্তু তাঁরা জগন্নাথ দেখিয়া আইলে। মোর মাতৃ স্বসা গৃহে বাসা দিতে তাঁরে ॥ মোর নামে গণ সহ করিহ নিমন্ত্রণ। জগন্নাথের প্রসাদ যেন করেন ভোজন ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া সঙ্গে লইয়া মুকুন্দ। গোপীনাথ গেলা চিত্রে হৈয়া নিরানন্দ ॥ মধ্যাহ্ন করিতে ভট্টাচার্য্য চলি গেলা। শিষ্যগণ তাঁর সহ গমন করিলা ॥ এথা গোপীনাথ শ্রীমুকুন্দ প্রতি কহে। ভট্টাচার্য্য বাক্য বজ্র আমার হৃদয়ে ॥ কাটিছে হৃদয় মোর কেন করে প্রাণ। এই বজ্র মহাপ্রভু যদ্যপি ঘুচান ॥ তবে সে মনের অগ্নি মোর নিভাইব। নতুবা যাবত জীব তাবত থাকিব ॥ মুকুন্দ বলেন কিবা অশক্য তাঁহার। মনোরথ পূর্ণ প্রভু করিব তোমার ॥ গোপীনাথ বলে চল যাব প্রভু ঠাঞি। জগন্নাথ দর্শনে

গেলা তথা চল যাই ॥ এত বলি গোপীনাথ মুকুন্দ দুই জনে। সিংহদ্বার পার হৈয়া চলে প্রভু স্থানে॥ ওথা গৌরচন্দ্র জগন্নাথ দেব দেখি। নিশ্চল হইয়া রহে অনিমিষ আঁখি॥ জগন্নাথ দেখি নিত্যানন্দ আদি মিলি। শ্রীমুখ বর্ণনা করে হই কুতূহলী॥ দেখ দেখ ঈশ্বরের দুখানি নয়ন। অপূর্ব্ব কমল দুটি ফুটিল যেমন॥ তার মাঝে দুটি তারা দুটি যেন ভৃঙ্গ। উছলি পড়িছে যেন করুণা তরঙ্গ॥ শুক্লচতুর্থির চন্দ্র সমান অধর। হিঙ্গুল মাখিল যেন তাহার উপর॥ চারু কারুণিক দারু ব্রহ্মের উদয়। অঙ্গে অঙ্গে যে সৌন্দর্য্য বর্ণন না হয়॥ ইন্দ্রু নীলমণি দর্পণের মত গর্ব্ব। অঙ্গের কান্তিতে তারে করিলেক খর্ব্ব॥ নিত্যানন্দ আদি সভে এই মত কয়। দূরে হৈতে গোপীনাথ সে কথা শুনয়॥ গোপীনাথ মুকুন্দেরে কহে পুনর্ব্বার। শ্রীমুখ দর্শন মেনে হৈল সভাকার॥ সে নহিলে নিত্যানন্দ আদি যত জন। পরস্পর করে কেন মুখের বর্ণন॥ ওথা জগন্নাথ দেব আর গৌর চন্দ্র। দোঁহা দেখি কহিছেন প্রভু নিত্যানন্দ॥ দেখ দেখ অন্যোন্য করি দরশন। অনুরাগে রঞ্জিত হইল দুই জন॥ দোঁহে দোঁহা দেখিছেন অনিমিষ আঁখি। দুই জগতের নাথে নিশ্চলাঙ্গ দেখি॥ হেন বুঝি জগন্নাথ দারুব্রহ্ম রূপে। নরব্রহ্ম গৌরচন্দ্র লীন হৈল সুখে॥ কিবা নরব্রহ্ম রূপ শ্রীগৌর সুন্দরে। লীন হৈলা দারুব্রহ্ম হেন চিত্তে ধরে॥ দারুব্রহ্ম নরব্রহ্ম দুই দিগে রঞ্জা। মিথ দরশন করে অনিমিষ হৈয়া॥ ভাল ভাল

নিত্যানন্দ গোপীনাথ বলে। দুই ঈশ্বরের তত্ত্ব যথার্থ কহিলে ॥ এক ভগবান আস্বাদিতে ভক্তি তত্ত্ব। আস্বাদাস্বাদক রূপে হৈলা দুই মত ॥ শুথা নিত্যানন্দ কহিছেন পুনর্ব্বার। এক ভগবান দুই রূপ অবতার ॥ জগন্নাথ গৌরচন্দ্র দুই ভগবান। জগতের নেত্র পথে হৈলা বিদ্যমান ॥ দুই কার্য্য জগতের উদ্ধার কারণ্য। ইহাতে সমান জগন্নাথ শ্রীচৈতন্য ॥ কিন্তু গৌর অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্রীনন্দ নন্দন। জগন্নাথ অন্তর্ব্বর্ত্তী দারুব্রহ্ম হন ॥ এই মাত্র ভেদ আর সকল সমান। জগতের ভাগ্যে দুই প্রভু বিদ্যমান ॥ নিত্যানন্দ মুখে শুনি এ সব আখ্যান। গোপীনাথ বলে সাধু নিত্যানন্দ রাম॥ গৌর ভগবান তত্ত্ব তুমি মাত্র জান। বহিগৌর অন্তঃকৃষ্ণ গৌর ভগবান॥ মুকুন্দেরে কহে প্রভু অনুমানি হেন। জগন্নাথ দেখি সভে ফিরি আইলা যেন ॥ শীঘ্রগতি আমরা চলহ অতঃপর। জগন্নাথ দেব দেখি আসিব সত্বর ॥ পথে যেন পাই গৌরচন্দ্র দরশন। এত বলি পথান্তরে ধায় দুই জন॥ এথা জগন্নাথ দেখি গৌর ভগবান। পরানন্দে মগ্ন নাহি আত্মপর জ্ঞান॥ ভক্তগণ প্রভুরে ধরিয়া লৈয়া যায়। চন্দনেশ্বর সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ রায়॥ চন্দনেশ্বর জিজ্ঞাসেন মহান্ত সকলে। জগন্নাথ দরশন স্বচ্ছন্দ পাইলে॥ নিত্যানন্দ আদি সভে কহেন স্বচ্ছন্দ। যথা মনোরথ দেখিলাম মুখ চন্দ্র॥ চন্দনেশ্বর মনে মনে কহিতে লাগিলা। গোপীনাথাচার্য্য কেনে বিলম্ব করিলা ॥ সংপ্রতি অপ্রাপ্ত আমি কি করি বিচার।

কিছু না কহিলা মোরে জনক আমার ।। হেন বুঝি পিতা কহিয়াছে আচার্য্যেরে । ইহা সকলের বাসা সমাধান তরে ।। এত ভাবি চন্দনেশ্বর চারি দিগে চায় । গোপীনাথাচার্য্যেরে দেখিতে না পায় ।। ওথা গোপীনাথ মুকুন্দেরে সঙ্গে লৈয়া । জগন্নাথ দেখি শীঘ্র আইলা ফিরিয়া ।। মুকুন্দেরে কহে চল চল শীঘ্র করি । সপার্ষদে এই আগে জান গৌরহরি ।। দুই কার্য্য আমা দোহার হইল স্বচ্ছন্দ । দেখিয়া আইনু আগে নীলাচলচন্দ্র ।। হেমাচল গৌর এবে দেখি বিদ্যমান। এত বলি শীঘ্র আইল মহাপ্রভুর স্থান ।। চন্দনেশ্বরে ডাকি বলে তুমি যাহ ঘর । আমি সব সমাধান করিব অতঃপর ।। যে আজ্ঞা বলিয়া করি প্রভুকে প্রণাম । চন্দনেশ্বর নিজ গৃহে করিল প্রস্থান ।। গোপীনাথ প্রভু পদে করিল প্রণাম । দামোদর বলে প্রভু কর অবধান ।। আচার্য্য প্রণাম করে হও কৃপাবান । ইহা শুনি বাহ্য পাইলেন ভগবান ।। আস্য আস্য বলি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন । গোপীনাথ বলে প্রভু করি নিবেদন ।। ভট্টাচার্য্যগণ সহ কৈল নিমন্ত্রণ । তাঁর মাতৃস্বসা গৃহে করহ গমন ।। এত বলি প্রভুরে বাসায় লৈয়া গেলা । পাদ প্রক্ষালন আদি পরিচর্য্যা সব কৈলা ।। ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বসিলা আসনে । ভৃত্যগণ বেড়িয়া বসিলা চারি পানে ।। গোপীনাথ প্রভু আগে কৃতাঞ্জলি হইয়া । কহিতে লাগিলা কান্দি বিমনা দাণ্ডাইয়া ।। সার্ব্বভৌম আর এক কৈল নিবেদন । মহাপ্রভু হাসি বলে কহ সে কেমন ।। গোপী-

নাথ বলে ভাল সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। সুপ্রসিদ্ধ হইবেক তাঁরে লৈয়া আসি ॥ তাঁর স্থানে যোগ পট্ট দিয়া পুনর্ব্বার। বেদান্ত শুনাঞা তোমার করিব সংস্কার ॥ শুনিয়া গভীর প্রভু ঈষৎ হাসিলা। বড় অনুগ্রহ মোরে এবোল বলিলা ॥ মুকুন্দ বলেন প্রভু করি নিবেদন। গোপীনাথ তদবধি বড় দুঃখি মনঃ ॥ ভট্টাচার্য্য বাক্য সব স্ফুলিঙ্গের প্রায়। ইহার হৃদয় দগ্ধ করিছে সদায় ॥ আজি ইহোঁ না করিলা প্রসাদ স্বীকার। সেই দুঃখে উপবাস হইল ইহার ॥ ভগবান হাসি বলে শুনহ আচার্য্য। আমি সে বালক নাহি জানি কার্য্যাকার্য্য ॥ আমা প্রতি স্নেহ তিঁহো করেন সর্ব্বথা। ভট্টাচার্য্য সেই হেতু কহিল এ কথা ॥ তার লাগি তুমি কেনে দুঃখ বাস মনে। গোপীনাথ কহে পুনঃ সজল নয়ানে ॥ ভট্টাচার্য্য বাক্য হৈল শেলের সমান। মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ ॥ সেই শেল তুমি প্রভু উদ্ধার আপনে। তবে সে করিব আমি জীবন ধারণে ॥ এত বলি গোপীনাথ করেন রোদন। মহাপ্রভু বলে কেনে করিছ রোদন ॥ জগন্নাথ বাঞ্ছা কল্পতরু অবতার। তিহোঁ মনোরথ পূর্ণ করিব তোমার ॥ দামোদর যাহ তুমি গোপীনাথ লৈয়া। ভোজন করাহ মহাপ্রসাদ আনিয়া ॥ যে আজ্ঞা তোমার বলি দামোদর চলে। গোপীনাথাচার্য্যেরে ভোজন করাবারে ॥ এথা প্রভু জগদানন্দের প্রতি কন। রাত্রি শেষে জগন্নাথ উঠেন কখন ॥ শয্যোত্থান লীলা যেন পাই দরশন। এই কার্য্য লাগি তুমি করিবে

যতন ।। হেন কালে সাক্ষাতে আইলা দামোদর। মহা প্রভু প্রতি তিঁহো বলেন উত্তর ।। গোপীনাথে করাইল প্রসাদ ভোজন। এথাই আইলা তিঁহো করিতে শয়ন ।। ভাল ভাল বলি প্রভু তাঁরে প্রশংসিলা। গোষ্ঠী করি সভে কৃষ্ণ কথা আরম্ভিলা ।। কৃষ্ণ কথা কহে প্রভু উল্লসিত মনে। ত্রিযামা যামিনী হৈল তিঁহো নাহি জানে ।। ওথা জগন্নাথ তবে বেড়ের ভিতর। পানী-শংখ ধ্বনি হৈল শুনি মনোহর ।। শুনি সভাকার বড় হৈল চমৎকার। আনন্দে প্রহর ত্রয় গেল সভাকার ।। প্রহরেক রাত্রি মাত্র আছে অবশেষ। পানীশংখ ধ্বনি হৈল মঙ্গল বিশেষ ।। পুরী দেবী রাত্রি শেষে উত্থান করিলা। তার যেন সর্ব্বাঙ্গ ভূষণ শব্দ কৈলা ।। কিম্বা জগন্নাথের দেউল হস্তীরব। রাত্রি শেষে হৈল তাঁর বৃংহিত সকল ।। কিম্বা জগন্নাথ হন কৃপার নিধান। তাঁর কৃপা দেবী করে জগতে আহ্বান ।। এই মত পানীশংখ শুনি গৌররায়। বর্ণন করিয়া তাহা সভারে শুনায় ।। অবিতথ রজনী সভার আজ গেল। অতএব আচার্য্য আমার সঙ্গে চল ।। একত্র দেখিব সভে শয্যোত্থান লীলা। গোপীনাথ গেলা প্রভু যে ইচ্ছা হইলা ।। এত বলি সময়ানুচিত কর্ম্ম তরে। গোপীনাথ গেলা প্রভু আজ্ঞা ধরি শিরে ।। ওথা ভট্টাচার্য্য শেষ রাত্রিতে উঠিয়া। নিজ এক মনুষ্য দিলেন পাঠাইয়া ।। এই কথা গোপীনাথে কহ তুমি যাইয়া। শয্যোত্থান গৌরাঙ্গে দেখান যেন লৈয়া ।। সেই লোক গোপীনাথে খুঁজিয়া বেড়ায়। যারে দেখে তারে বার্ত্তা

ডাকিয়া সুধায় ॥ আর এক লোক তাঁকে ডাকিয়া কহিল। গৌরাঙ্গ নিকটে গোপীনাথকে দেখিল ॥ এত শুনি প্রভুর বাসায় সেই চলে। গোপীনাথ কোথা বলি চৌদিগে নেহালে ॥ গোপীনাথ দেখি চলিলেন তাঁর স্থানে। এথা গোপীনাথ ভাবিছেন মনে মনে ॥ শয্যোত্থান লীলার সময় হৈল প্রায়। অতএব শীঘ্র যাই যথা গৌররায় ॥ ভট্টাচার্য্য মনুষ্য আচার্য্য প্রতি কয়। তোমারে কহিল সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেন গণের সহিতে। জগন্নাথ শয্যোত্থান দেখেন সুরীতে॥ তুমি তাঁরে সঙ্গে করি সযত্ন হইয়া। দেখাবে উত্থান লীলা মোর আজ্ঞা পাঞা ॥ গোপীনাথাচার্য্য বলে যেই আজ্ঞা তাঁর। দেখাব শয়নোত্থান মোর লাগে ভার ॥ এত বলি গৌর চন্দ্রে আনিবারে যায়। হেথা গণ সহ প্রভু মুকুন্দে বোলায় ॥ দেখ দেখ মুকুন্দ কি করে গোপীনাথ। কি বিলম্ব তাঁর প্রায় হইল প্রভাত ॥ তা শুনিয়া গোপীনাথ বলে এই আমি। তোমার অপেক্ষা করি শীঘ্র চল তুমি ॥ প্রভু কহে আগে চল পথ দেখাইয়া। গোপীনাথ আগে চলে পথ দেখাইয়া ॥ শ্রীজগমোহনে লৈয়া গেলা গৌররায়। হেন বেলা দেউলের কবাট ঘুচায় ॥ গোপীনাথ বলে প্রভু দেখ গৌরধাম। শেষ রাত্রে দেউলের শোভা অনুপাম ॥ শয়ন মন্দির হৈতে সৌরভ সুন্দর। বাহির হইছে সর্ব্ব ভক্ত চিত্ত হর ॥ নিদ্রা ভাঙ্গি যেন কেহো জৃম্ভণ করিল। এই মত প্রাসাদের কবাট ঘুচিল ॥ আর দেখ প্রভু বড়

আশ্চর্য্য এ লীলা। শয্যা হৈতে জগন্নাথ উঠিয়া বসিলা॥ গম্ভীর গম্ভীরা কুক্ষে অন্ধকার অতি। প্রদীপ নাহিক তভু দেখি দিব্য দ্যুতি॥ লক্ষ্মীপতি জগন্নাথ দুখানি নয়ন। কালিন্দীতে পদ্ম দুটি ফুটিল যেমন॥ তারা দুটি শোভে যেন মত্ত মধুকর। বায়ুতে ঘূরিছে যেন কমল যুগল॥ গৌরচন্দ্র গরুড়ের স্তম্ভের পশ্চাতে। সস্পৃহ হইয়া দেখিছেন জগন্নাথে॥ দুই নেত্রে বহিছে আনন্দ অশ্রুজল। তাহে সিক্ত করি-ছেন পৃথিবীর তল॥ মুকুন্দ বলেন দেখ এ আশ্চর্য্য অতি। গম্ভীরা কুহরে জ্বলে প্রদীপ সন্ততি॥ জগন্নাথ নেত্র হৈতে উঠিছে কিরণ। মলিন করিল তাহে প্রদী-পের গণ॥ চিত্রের লিখন যেন জ্বলে সারি সারি। গোপীনাথ বলে দেখ অপূর্ব্ব মাধুরী॥ প্রথম করিলা প্রভু মুখ প্রক্ষালন। অভ্যঙ্গ হইল স্নান পরাইল ভূষণ॥ বাল ভোগ লীলা তবে কৈল জগন্নাথ। শ্রীহরি বল্লভ ভোগ তাহারপশ্চাৎ॥ সম্প্রতি দেখহ প্রাতঃ ধূপ পূজা নাম। আনন্দে স্থকিত দেখে গৌর ভগবান॥ হেন বেলে জগন্নাথের পার্ষদ দুজন। মহা-প্রসাদ মালা লৈয়া বাহিরে গমন॥ জগদানন্দ আদি ভক্তে কহেন আচার্য্য। হোর দেখ আর পুনঃ বড়ই আশ্চর্য্য॥ প্রাতঃ ধূপ প্রসাদান্ন কিছু অঞ্জলিতে। লই এক জন আইলা দেউল হইতে॥ আর এক জন মালা হস্তে করি লৈয়া। একিকালে আইলেন বাহির হইয়া॥ প্রায় বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে দিব লৈয়া। কিবা

এই দুই জনে দিল পাঠাইয়া ॥ অথবা শ্রীজগন্নাথ আপনে পাঠাইল। তথা দুই পার্ষদ প্রভুর পাশ গেল ॥ মহাপ্রভু অধোমাথা করিলা আপনে। এক জন মালা গলে দিলেন যতনে ॥ বহির্ব্বাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান। প্রসাদান্ন আর জল করিল সদান ॥ প্রসাদান্ন মহাপ্রভু অঞ্চলে করিয়া। জগন্নাথে প্রণমিয়া চলিলা ধাইয়া ॥ সিংহ প্রায় ত্বরিত গমনে প্রভু গেলা। তা দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তিতে লাগিলা ॥ অকস্মাৎ কেনে প্রভু কেনে না কহিল। কোথা যান কি করেন চল দেখি যাঞা ॥ এত বলি পুরী হৈতে সভে বাহির হৈলা। ধাঞা যান প্রভু তাহা দেখিতে পাইলা ॥ নিজ বাসা পথ ছাড়ি করিলা বিজয়। তা দেখিয়া গোপীনাথ সভা প্রতি কয় ॥ অএ অএ দামোদর আদি ভক্তগণ। সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভু করিল গমন ॥ সার্ব্বভৌম পুণ্য বৃক্ষ ধরিলেক ফল। অতঃপর পুনঃ জগদানন্দ দামোদর ॥ তোমরা দুজনে চল মহাপ্রভু সঙ্গে। দেখ ভট্টাচার্য্য ঘরে হয় কোন রঙ্গে ॥ মুকুন্দের সঙ্গে আমি থাকিব বাহিরে। দেখিব কি লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥ তোমাকে যে রূপে বলি চলে দুই জন। ভট্টাচার্য্য অন্তঃপুরে করিলা গমন ॥ গোপীনাথ গেলা এথা মুকুন্দেরে লৈয়া। সার্ব্বভৌম দ্বিতীয় কক্ষায় রহে যাঞা ॥ অগ্রপানে দৃষ্টি করি চাহে গোপীনাথ। সার্ব্বভৌম দুই ভৃত্য দেখিল সাক্ষাৎ ॥ নিকটে আছেন দুই বিস্ময় পাইয়া। কি বলে তা শুনি বলি রহে লুকাইয়া ॥

ওথা কথা কহে সুখে ভৃত্য দুই জনে। দ্বার আড়ে গোপীনাথ তাহা নাহি জানে॥ এক জন বলে ওরে কি আশ্চর্য্য কথা। এ সন্ন্যাসী কোন মন্ত্র জানয়ে সর্ব্বথা॥ সেই সে মোহন মন্ত্র ভট্টাচার্য্যে দিল। গ্রহ গ্রস্ত প্রায় তাঁরে উন্মত্ত করিল॥ আর জন বলে ওরে করিল কেমন। পূর্ব্ব জন বলে শুন দেখিল যেমন॥ রাত্রি শেষে ভট্টাচার্য্য শুঞা শয্যোপরে। এ সন্ন্যাসী গেলা সে শয়ন ঘর দ্বারে॥ এক বটু ভট্টাচার্য্য নিকটে আছিলা। ভট্টাচার্য্যে ডাকি তিঁহো কহিতে লাগিলা॥ উঠ উঠ শীঘ্র ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য। সেই যে সন্ন্যাসী আইলা না জানি কি কার্য্য॥ শুনি ভট্টাচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা। সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁর চরণে পড়িলা॥ জগন্নাথ প্রসাদ ভাত লৈয়া সে সন্ন্যাসী। খাও খাও ভট্টাচার্য্য বলে হাসি হাসি॥ অতঃপর আমার ঈশ্বর ভট্টাচার্য্য। উন্মত্তের প্রায় হৈয়া পাসরে বিচার্য্য॥ না করেন স্নান নাহি মুখ প্রক্ষালন। সেই ক্ষণে সেই ভাত করিল ভক্ষণ॥ সন্ন্যাসীর দত্ত অন্ন খাইলেন মাত্র। চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত কণ্টকিত গাত্র॥ নিরন্তর কণ্ঠ শব্দ হয় ঘর ঘর। অপস্মার রোগে যৈছে ব্যগ্র কলেবর॥ মহি তলে গড়াগড়ি যায় বার বার। কি হয় পশ্চাৎ মেনে না জানি ইহার॥ ভট্টাচার্য্য ভৃত্য মুখে শুনি এই বাত। মুকুন্দ শুনিলে কিছু বলে গোপীনাথ॥ মুকুন্দ বলেন আমি শুনিল সকল। অন্তর্যামী প্রভু জানি তোমার অন্তর॥ সার্ব্বভৌমে কৃপা করি প্রেম রত্ন দিল। তোমার

অনুতাপ হৈতে এমত করিল ॥ ওথা দুই ভৃত্য বলে চল দুই জনে। দেখি গোপীনাথ সে আছেন কোন স্থানে ॥ এত বলি সার্ব্বভৌম ভৃত্য দুই গেলা। এথা দামোদর প্রভু মহিমা দেখিলা ॥ দামোদর বলে কি অদ্ভুত প্রভু লীলা। বারি বিনা বন মদ করীন্দ্রে বান্ধিলা ॥ ভকতের হৃদয়েতে সন্তাপ দহন। জল বিনা সে অগ্নি করিলা নির্ব্বাপণ ॥ পণ্ডিতের পতি সার্ব্বভৌম মতি মান। বজ্র হৈতে সুকঠোর ছিল তার মনঃ ॥ যত্ন বিনা কৃপাময় গৌর ভগবান। প্রসন্ন হইয়া তারে দিল দিব্য জ্ঞান ॥ এই কথা শুনি দামোদরের বদনে। গোপীনাথ বলে কহ কেমন কারণে ॥ দামোদর বলে আছে পরম রহস্য। তোমারে সে কথা আমি কহিব অবশ্য ॥ কিন্তু আমি তোমা লাগি আইলু এ পথে। চল গৌর ভগবানে দেখিব ত্বরিতে ॥ অতঃপর নিজ বাসা গেলা গৌরহরি। প্রভুর বাসায় গিয়া দরশন করি ॥ এত বলি তিন জন কতদূর গেলা। দামোদর গোপীনাথে কহিতে লাগিলা ॥ বারি বিনা মত্ত হস্তী বান্ধিলা গৌরাঙ্গ। ইত্যাদি আচার্য্য সব কহিল প্রসঙ্গ ॥ গোপীনাথ বলে সার্ব্বভৌম দুই ভৃত্য। পরস্পর কহিতে শুনেছি সেই কৃত্য ॥ দামোদর কহে তুমি মহা ভাগবত। তোমার প্রসাদে সার্ব্বভৌম ভাগ্য এত ॥ অতএব শীঘ্র চল প্রভুর সমীপে। দেখিব যাইয়া পুনঃ কি হয় আলাপে ॥ ভট্টাচার্য্য কৃতাহ্নিক হৈয়া সর্ব্বথায়। মহাপ্রভু দেখিবারে আইলেন প্রায় ॥ সম্প্রতি জানিব সার্ব্বভৌমের আশয় ॥

পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে বাক্য প্রয়োগ না হয় ॥ দেখিব কৌতুক এবে কিবা ব্যবহার। তিন জনে প্রভু পাশে কৈল অনুসার॥ এথা প্রভু আপনার বাসায় আসিয়া। আসনে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে লৈয়া॥ জগদানন্দ বসিছেন প্রভুর সম্মুখে। গৌরভগবান তাঁরে কহে নিজ সুখে॥ গোপীনাথাচার্য্য আছেন কোন স্থানে। জগদানন্দ কহেন আইলা বিদ্যমানে॥ দামোদর মুকুন্দ দুজন সঙ্গে করি। আচার্য্য আইলা যথা বসি গৌরহরি॥ গোপীনাথ বলে প্রভু জয়তি জয়তি। পরম করুণাময় গৌর লোকপতি॥ জগদানন্দ বলে বড় কৌতুক প্রকাশ। অবিশ্রুত পূর্ণ তোমারকরুণা বিলাস॥ গোপীনাথ বলে তাঁহা তোমরাহ জান। ইহা বলি প্রভু পদে করিলা প্রণাম॥ ভক্ত সঙ্গে এই সুখে বসি গৌরহরি। ওথা সার্ব্বভৌম স্নান আহ্নিকাদি করি॥ মহাপ্রভু দরশনে চলে শীঘ্র গতি। পাছে এক ভৃত্য তাঁর চলিলা সংহতি॥ জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহ-দ্বার ছাড়ি। প্রভুর বাসার পথে যান ত্বরা করি॥ তাঁর ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কয়। জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয়॥ গৌর ভগবান তাহা শুনিতে পাইলা। গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহিতে লাগিলা॥ দেখ দেখি কিবা কথা কহে কোন জন। আচার্য্য বাহিরে আসি করে বিলোকন॥ সার্ব্বভৌমে দেখি তথা আইলা পুনর্ব্বার। প্রভুরে বলেন জানিলাম সমাচার॥ ভট্টাচার্য্য প্রথমে না দেখি জগন্নাথ। প্রভু পদ দেখি-বারে আসিছে সাক্ষাত॥ দামোদর বলে জানিয়াছি

অনুমানে। সভে চাহি রহে ভট্টাচার্য্য মুখ পানে॥ ওথা ভট্টাচার্য্য মনে মনে কথা কয়। গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয়॥ সত্য গৌর ভগবান সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর॥ তর্ক নিষ্ঠ চিত্ত হেন কৈল দিয়া প্রেম। স্পর্শমণি স্পর্শে যেন লৌহ হয় হেম॥ এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে চলিলা। আপন মাসীর পুর দ্বারে উত্তরিলা॥ গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্যেরে দেখিয়া। অগ্রে সরি তথা হৈতে আইলা উঠিয়া॥ গোপীনাথ দেখি সার্ব্বভৌম সুখী মর্ম্মে। জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু আছেন কি কর্ম্মে॥ গোপীনাথ বলে প্রভু আছেন বসিয়া। আস্য আস্য প্রভুর চরণ দেখ আসিয়া॥ ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণ পাশ গেলা। শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা॥ কৃতাঞ্জলি সাশ্রু নেত্রে অগ্রে দাঁড়াইয়া। শ্লোক দ্বয়ে স্তব করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥

তথাহি

নানা লীলা রস বশতয়াকুর্ব্বতো লোক লীলাং,
সাক্ষাৎকারেপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্ব প্রবোধঃ।
জ্ঞাতুং শক্নোত্যহহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং,
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তি ত্বরাল্লৌহ মাত্রং ন হেম॥

অপিচ

স্বজন হৃদয় সদ্মা নাথ পদ্মাধিনাথো, ভুবিচ-
রসি যতীন্দ্রঃ ছদ্মনা পদ্মনাভঃ। কথমিহ পশু
কল্পাস্ত্বাম নন্যানুভাবং; প্রকটনভবামোহস্ত
বামো বিধির্ন॥

॥ ত্রিপদী ॥

স্বয়ং ভগবান তুমি, চিনিতে নারিল আমি;
কুতর্কে কর্কশ মোর মনঃ।
অসাধনে প্রেম দিলে, দুষ্ট বুদ্ধি ঘুচাইলে;
পাদ পদ্মে লভিনু শরণ ॥
নানা লীলা রস বশ, হৈয়া কর নানা রস;
সংপ্রতি লৌকিক লীলা কারী।
নিজ তত্ত্বাচ্ছন্ন করি, নর রূপে অবতরি;
হইলে সন্ন্যাসী দণ্ডধারী ॥
দেখিয়াও লোক সব, নাহি জানে সে বৈভব;
তত্ত্ব বোধ না হয় কাহার।
স্বমহিমা ব্যক্ত করি, লোকে অনুগ্রহ ধরি;
যাবৎ না করহ বিহার ॥
লোকে যেন স্পর্শ রত্নে, চিনিতে না পারে যত্নে;
লৌহ লৈয়া তাহাতে ছোঁয়ায়।
লোহা সোনা হয় যবে, স্পর্শ মণি চিনে তবে;
সেই মত তুমি গৌররায় ॥
আর কহি পাদ পদ্মে, স্বজন হৃদয় সদ্মে;
তুমি সদা করহ নিবাস।
পদ্মনাভ হৈয়া তুমি, আইলে উৎকল ভূমি;
যতি ছদ্ম করিয়া প্রকাশ ॥
হেন পদ্মনাভ তুমি, পশুর সমান আমি;
কেমনে হইব অনুভব।
অনল্পানুভব প্রভু, মুঞি অধমেরে তভু;
জানাইলে আপন বৈভব ॥

পূর্ব্বে যবে দেখাদিলা, বিধি মোরে বাম ছিলা;
তোমা প্রভু চিনিতে নারিলুঁ।
এই মুখে পাপ মতি, নিন্দা কৈলুঁ তোমা প্রতি;
হাতে তুলি গরল খাইনু॥
বিষ্ণু নিন্দা করে যেই, কুম্ভীপাকে পড়ে সেই;
পূর্ব্ব ধর্ম্ম সকল বিনাশ।
না বুঝি তোমার লীলা, তুয়া ভক্তে কৈলু হেলা;
নিশ্চয় নরকে হৈত বাস॥
তুমি সে করুণা সিন্ধু, অধম জনের বন্ধু;
মোর প্রতি কৃপা দৃষ্টি করি।
দুষ্ট মনঃ ঘুচাইলে, পাদ পদ্মে ভক্তি দিলে;
দয়াময় তুমি গৌরহরি॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে, যে তোমার নিন্দা করে;
তাহাকে নরকে দিলে স্থান।
এই অবতারে যত, নিন্দুক পাষণ্ড শত;
তারে কৈলে তীর্থের সমান॥
অতএব জানি সার, এই গৌর অবতার;
সর্ব্ব লোক হিত দয়াময়।
অনন্য হইয়া যেন, পাদ পদ্মে থাকোঁ যেন;
কৃপা কর লইলুঁ আশ্রয়॥
গৌরাঙ্গ শুনিব মুখে, গৌরাঙ্গ বলিব সুখে;
গৌরাঙ্গ চিন্তিব সদা মনে।
গৌরাঙ্গ ভকত সনে, বাস হউ রাত্রি দিনে;
রতি হউ গৌরাঙ্গ চরণে॥
কাঁচ খুঁজি বুলে যেই, চিন্তামণি পায় সেই;

কাঁচে তুচ্ছ বুদ্ধি হয় তার।
এই মত কর্ম্ম জ্ঞান, তাতে হৈল অবজ্ঞান;
পাদপদ্ম দেখিলুঁ তোমার ॥
শুনি সার্ব্বভৌম কথা, আচার্য্যের গেল ব্যথা;
সুখী হৈলা সর্ব্ব ভক্ত গণ।
দুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল দুই কান;
সার্ব্বভৌমে কহেন বচন ॥
শুন ভট্টাচার্য্য তুমি, তোমার বালক আমি;
মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য।
তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমন যে কথা কও;
লোকে উপহাসের প্রাবল্য ॥
গৌরহরি মনে ভাবে, ইহাঁর আশয় হবে;
পরীক্ষা করিয়া আমি লব।
প্রেমদাস বলে আর, কি জিজ্ঞাস সমাচার;
নিষ্কপটে হইলা বৈষ্ণব ॥

পয়ার ॥ প্রভু কহে মহাশয় করি নিবেদন। সর্ব্ব শাস্ত্রে তুমি হও অতি বিচক্ষণ ॥ কহ দেখি শাস্ত্র সভে কৈল বিচার। প্রতিপাদ্য কিবা তার কহ সারোদ্ধার ॥ ভট্টাচার্য্য কৃতাঞ্জলি কহে মুঞি ছার। প্রভুর সাক্ষাতে কিবা করিব বিচার ॥ তথাপি তোমার করি আজ্ঞার পালন। এহো ভাগ্য যথা শক্তি করি নিবেদন ॥

পয়ার। শাস্ত্র কর্ত্তা বিস্তর করিল নানা মত। নিজ রুচি অনুরূপ সভার কল্পিত ॥ সে নহিলে অন্যোন্যে

করিতে খণ্ডন। কি রূপে পাণ্ডিত্য করে শাস্ত্র কর্ত্তা গণ॥ পরম উদ্দেশ্য কিন্তু কহে শাস্ত্র বৃন্দে। ভক্তি যোগ নিস্কাম যে মুরারি সম্বন্ধে॥ ইথে যারে অনুগ্রহ করে ভগবান। শাস্ত্র মত সেই জন ভক্তিযোগ পান॥ কৃষ্ণ কৃপা বিনা ভক্তি কেহো নাহি পায়। কৃষ্ণ মায়াশক্তি ভক্তি হীনেরে ভুলায়॥

॥ তথাহি ॥

শাস্ত্রং নানামতমপি তথা কল্পিতং স্ব স্ব রুচ্যা,
নোচেত্তষাং কথমিব মিথঃ খণ্ডনে পণ্ডিতত্বং।
তত্রোদ্দেশ্যং কিমপি পরমং ভক্তিযোগো মুরারে,
র্নিস্কামো যঃ সহি ভগবতোঽনুগ্রহে নৈব লভ্যঃ॥

পয়ার॥ আরো কহি শুন প্রভু যে কৈল নির্দ্ধার। চারি বেদ ভারত পুরাণ সব আর॥ বহু তন্ত্র বহু মন্ত্র যত কিছু বল। ব্রহ্ম বস্তু প্রতিপন্ন করেন সকল॥ কিবা ব্রহ্ম বস্তু হয় কিবা তত্ত্ব তাঁর। ইহা বুঝিবারে ভ্রম জম্মে সভাকার॥

॥ তথাহি ॥

বেদাঃ পুরাণানিচ ভারতঞ্চ, তন্ত্রাণি মন্ত্রা অপি সর্ব্ব
এব। ব্রহ্মৈব বস্তুপ্রতিপাদয়ন্তি, তত্ত্বেস্যঽবিভ্রাম্যতি
কশ্চিদেব॥

পয়ার॥ বৃংহি বৃদ্ধৌ ধাতু তাতে ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়। আপনে বৃহৎ বৃদ্ধ সভারে করয়॥ মুখ্য ব্রতে ব্রহ্ম শব্দে সবিশেষ বলে। নির্ব্বিশেষ তারে বলে যে বিজ্ঞ সকলে॥ কহে মাত্র তারা সব সাধিতে না পারে। উম্মত্ত প্রলাপ হেন বল্গিয়া সে মরে॥

॥ তথাহি ॥

যস্মিন্ বৃহত্ত্বাদথ বৃংহণত্বাম্মুখ্যার্থ-বত্ত্বে সবিশেষতায়াং। যে নির্ব্বিশেষত্ব মুদীরয়ন্তি, তে নৈব তৎ সাধয়িন্তুং সমর্থাঃ॥

পয়ার॥ ব্রহ্ম বস্তু নির্ব্বিশেষ বলে যে যে শ্রুতি। সেই শ্রুতি সবিশেষ বলে ব্রহ্ম প্রতি॥ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ দুই বাক্য ধরি। দৃঢ় হঞা শ্রুতির বিচার যদি করি॥ তবে বলবৎ সবিশেষ ব্রহ্ম প্রায়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপক্ষ দুর্ব্বল বুঝায়॥

॥ তথাহি ॥

যাযাশ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সাসাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচার যোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলী যঃ সবিশেষমেব॥

পয়ার॥ শ্রুতি কহে আনন্দ হইতে সর্ব্ব ভূত। স্থাবর জঙ্গম আদি জন্মে যে অদ্ভুত॥ আরো কহে সেই ব্রহ্ম করিল ঈক্ষণ। প্রকৃতি ক্ষোভিত তবে হইলা তখন॥ সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্ম করিলেন কাম। ভূতেন্দ্রিয় দেবতা হইল পরিণাম॥ নেত্র বিনা ঘটে নাই প্রকৃতি দর্শন। মনঃ বিনা ঘটে নাহি সংকল্প কারণ॥ ঈক্ষণ করণ কাম দুই বাক্য হৈতে। ব্রহ্ম বস্তু সাকার জানিল এই মতে॥ এই দুই বাক্য দেখ করিয়া বিচার। সিদ্ধ নাহি হয় যেই ব্রহ্ম নিরাকার॥

॥ তথাহি শ্রুতি ॥

আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি। ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি। স ঐক্ষতেত্যাদৌ সোঽকাময়তেত্যাদৌচ॥

পয়ার ॥ বিশেষ আইল যদি এ দুই সিদ্ধান্তে। সুতরাং রূপ তবে আইল নিতান্তে ॥ কিন্তু সেই রূপ যে প্রাকৃত কভু নয়। জ্যোতিষ বচনে যে রূপে সত্য কয় ॥ জ্যোতিষের অপ্রাকৃতত্ব সাধ্য যেন হয়। তেন অপ্রাকৃত রূপ জানিবে নিশ্চয় ॥ ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষ বলিয়ে কেবল। শূন্য বাদ অবসর প্রসঙ্গ প্রবল ॥ অতএব মুখ্য ব্রহ্ম শব্দে এই কন। ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান্ ব্রহ্ম বাচ্য হন ॥ ভাগবত প্রথমেই পরিভাষা রূপ। ব্রহ্ম শব্দে ত্রিধা বাচ্য ভজনানুরূপ ॥

॥ তথাহি ॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

পয়ার ॥ সূত কহে জীবনের এই প্রয়োজন। তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করে লইঞা সজ্জন ॥ সেই তত্ত্বে জ্ঞানী সব ব্রহ্ম বলি কয়। যোগী সব পরমাত্মা কহে সুনিশ্চয় ॥ ভক্তে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব তার অভিধান ॥ ভক্তি যোগ জ্ঞান তিন ভজনের পথ। তিনেরি আশ্রয় কৃষ্ণ হন তিন মত॥ দুগ্ধ যেন এক বস্তু বিবিধ ইন্দ্রিয়। যার যেই অধিকার সে করে বিষয় ॥ সেই দুগ্ধে নয়নে দেখে শুক্ল বর্ণ। রসনায়ে দুগ্ধে দেখে মধুর সম্পন্ন ॥ ত্বকে দেখে শীত উষ্ণ যখন যে হয়। এই মত ভগবান তিনের বিষয় ॥ নিজ পক্ষ রাখিতে যে অত্যাগ্রহ করে। মুখ্য অর্থ ছাড়ি তারা গৌণার্থে সঞ্চরে ॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তারা নিরূপিতে নারে। তথাপি যে যদ্বা তদ্বা প্রতিপন্ন

করে ॥ স্বপক্ষ রাখিতে তার দুরাগ্রহ মাত্র। সবিশেষ ব্রহ্মে জানে কৃষ্ণ কৃপা মাত্র ॥

পয়ার। বস্তুত বিচার যোগে দ্বিবিধ আনন্দ। মূর্ত্তিমান এক এক হয় মূর্ত্তি শূন্য ॥ মূর্ত্তানন্দ অমূর্ত্তের হয়েন আশ্রয়। মূর্ত্তানন্দ শব্দে কৃষ্ণ জানিবে নিশ্চয় ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো· মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ ॥

পয়ার। কিন্তু উপাসক আছে যতেক সজ্জন। অমূর্ত্ত আনন্দে তারা এই মত কন ॥ পরমাত্মা জ্ঞান রূপে স্বস্বরূপ আর। কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্ম হন নিরাকার ॥

॥ তথাহি ॥

অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞান রূপশ্চ নির্গুণঃ।
স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্মচেতি সতাং মতং ॥

পয়ার ॥ ইথে যদি যথার্থ বিচার করি বেদ। মূর্ত্তানন্দ অমূর্ত্তে আনন্দে নাহি ভেদ ॥ তবে যে করেন ভেদ বেদের বিচারে। মণি তার তেজঃ হেন জানিবে অন্তরে ॥ কিন্তু মণি হন যেন তেজের আশ্রয়। ব্রহ্মের আশ্রয় কৃষ্ণে পঞ্চরাত্রে কয় ॥

॥ তথাহি ॥

॥ হয়শীর্ষ পঞ্চ রাত্রং ॥

অমূর্ত্ত মূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ব বিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্ম্মণি তত্তেজসোরিব ॥

পয়ার ॥ শ্রীকপিল পঞ্চ রাত্রে অগস্ত্যের প্রতি। কহিলা কপিল দেব তাহা শুন ইথি ॥

॥ তথাহি ॥

দ্বে ব্রহ্মণীতু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাবোয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ॥

পয়ার ॥ দুই ব্রহ্ম সর্ব্বেই জানিবে পৃথিবীতে। এক মূর্ত্ত ব্রহ্ম আর অমূর্ত্ত এমতে॥ সভাকার বিভু হন ধ্যেয় নারায়ণ। মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাব তাঁহার সদা হন॥ এই পঞ্চ রাত্র্য মত হয় নির্ম্মৎসর। আরো শুন ব্রহ্মবাদী আছয়ে বিস্তর॥ তারা বলে অমূর্ত্তে আনন্দে ব্রহ্ম বলি। সিদ্ধান্ত স্থাপিতে নারে করয়ে বিকলি॥ স্ববাসনা রূপস্য প্রকটে তারা আনি। নির্ব্বিশেষ স্থাপিবারে করে টানাটানি॥ পঞ্চ রাত্র্য মত যদি করিয়ে স্বীকার। তাহার বিচারে ব্রহ্মে কহেন সাকার॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যাদি চ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মের যে রূপ তিহোঁ আনন্দ স্বরূপ। অদ্বিতীয় রূপ সেই ব্রহ্ম তত্ত্বরূপ॥ রূপ শব্দে জানা গেল ব্রহ্ম যে সাকার। মণি মনে তেজঃ দৃষ্টে একতা তাহার॥ অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান। ব্রহ্ম শব্দে কহে সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ॥ তবে যার যার হয় বাসনা বৈশিষ্ট্য। নিরাকার ব্রহ্মে তার চিত্ত হয় নিষ্ঠ॥ নির্ব্বিশেষ স্থাপিবারে তাহার আগ্রহ। মূর্ত্ত ভগবানে বলে লীলার বিগ্রহ॥ অমূর্ত্ত আনন্দ হন সভার আশ্রয়। লীলার কারণে তিহোঁ নানা রূপ হয়॥ ভক্তি শূন্য তারা সব তত্ত্ব নাহি জানে। সূর্য্যে যেন

মনুষ্যে কিরণ করি মানে ॥ পঞ্চরাত্রি মত লঞা যেই যেই জনা। সেই মত করে ভগবত উপাসনা ॥ অবিগীত শিষ্টাচারে তা সভারে গণি। তা সভার আচারে বেদার্থ অনুমানি ॥

॥ তথাচ ॥

শাখাঃ সহস্রং নিগম দ্রুমস্য, প্রত্যক্ষ সিদ্ধো ন সমগ্র এষঃ। পুরাণ বাক্যৈরবিগীত শিষ্টাচারৈশ্চ তস্যাবয়বোঽনুমেয়ঃ ॥

পয়ার ॥ নিগম দ্রুমের শাখা সহস্র সে হয়। তাঁহে অবয়ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় ॥ অবয়ব জানি এক পুরাণ বচনে। আর অবিগীত শিষ্ট জন আচরণে ॥ তাতে পুরাণের বাক্যে কর অবগতি। দশমে কৃষ্ণকে কহিলেন প্রজাপতি ॥

॥ তথাচ ॥

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মা বলে শুন প্রভু কমল নয়ান। নন্দ ব্রজবাসী সব অতি ভাগ্যবান ॥ যে তুমি পরমানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম হয়। ব্রজলোক সনাতন মিত্র রূপে রয় ॥ পূর্ণ শব্দে ব্রহ্ম বস্তু রূপবৎ কয়। নির্ব্বিশেষ অপূর্ণ নিঃরূপ ব্রহ্ম হয় ॥ অতএব মূর্ত্তানন্দ রূপ ভগবান। কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ॥ কহিলাম এই প্রভু সকল শাস্ত্রার্থ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যেই পরমার্থ ॥ শুনি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা। সাধু সাধু ভট্টাচার্য্য বলি প্রশংসিলা ॥ অতঃপর চল

জগন্নাথ দরশনে। পাইলুঁ পরমানন্দ তোমার ব্যাখ্যানে॥ ভট্টাচার্য্য চলে প্রভু যে আজ্ঞা বলিয়া। দামোদর জগদানন্দ দুই সঙ্গে লৈয়া॥ মুকুন্দ বলেন কেনে এই দুই জনে। সঙ্গে লঞা ভট্টাচার্য্য গেলা দরশনে॥ গোপীনাথ বলে আছে নিগূঢ়াভিপ্রায়। সে কারণে দুই জনে সঙ্গে লঞা যায়॥ কিন্তু প্রভু দেখ এহোঁ সেই ভট্টাচার্য্য। অকস্মাৎ হেন দশা বড়ই আশ্চর্য্য॥ তুমি মহা ভাগবত পরম উত্তম। তুয়া সঙ্গ হৈতে তাঁর হৈল দিব্যজ্ঞান॥ গোপীনাথ হাসি বলে এই কথা হয়। যার সঙ্গে হৈল তাহা সভাই জানয়॥ এই সুখে আছে সভে প্রভুর সংহতি। দামোদর জগদানন্দ আইলা শীঘ্রগতি॥ প্রভু আগে দুই জন কহে দাঁড়াইয়া। ভট্টাচার্য্য দুই শ্লোক দিল পাঠাইয়া॥ জগন্নাথ প্রসাদান্ন ভিক্ষার কারণে। তাহোঁ পাঠাইয়া দিলা আমা দোঁহা সনে॥ ভগবান বলে মোরে অনুগ্রহ কৈল। তেঞি সদ্য প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিল॥ কিবা শ্লোক বটে বলি লইলা মুকুন্দ। মনে মনে পঢ়িতে পাইল পরানন্দ॥

॥ তথাহি ॥

বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীর ধারী, কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে॥ ১॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজংযঃ, প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণ চৈতন্য নামা। আবির্ভূত স্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং নীয়তাং চিত্ত ভৃঙ্গঃ॥ ২॥

॥ ত্রিপদী ॥

কলি অধিকার হৈল, ধর্ম্ম সব দূরে গেল;
সদ্বিদ্যা বৈরাগ্য ভক্তি তত্ত্ব।
অধর্ম্মের দিনে দিনে, বৃদ্ধি হইল ক্ষণে ক্ষণে;
জীব হৈল অজ্ঞানে প্রমত্ত ॥
তা দেখিয়া কৃপাম্বুধি, পুরাণ পুরুষ আদি,
জীব প্রতি অতি কৃপা করি।
বৈরাগ্য আর বিদ্যা যাতে, নিজ ভক্তি শিখাইতে;
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ ধরি ॥
অসাধনে ভক্তি দিল, বৈরাগ্যাদি শিখাইল;
করুণা সমুদ্র গৌররায়।
মুঞি অতি মূঢ় মতি, কি জানি তোমার গতি;
শরণ লইনু রাঙ্গা পায় ॥
অরে ভাই সব শুন, নিবেদিয়ে পুনঃ পুনঃ;
এঘোর সংসারে কেনে মর।
যদি চাহ পরানন্দ, ঘুচাবে সংসার বন্ধ;
তবে সভে মোর বোল ধর ॥
নিজ ভক্তি কলিকালে, অদৃশ্য হইল তারে;
পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, ধরি কৃষ্ণ গুণ ধাম;
আবির্ভূত হইলা জগতে ॥
তাঁহার চরণ পদ্মে, ছাড়িয়া সকল ছদ্মে;
চিত্ত ভৃঙ্গ গাঢ় করি রাখ।
তবে সব যাবে দুঃখ, পাইবে পরম সুখ;
প্রেম রসে মগ্ন হঞা থাক ॥

পয়ার। মুকুন্দ এ দুই শ্লোক মনে মনে পড়ি। প্রাচিরে লিখিল অলক্ষিতে যত্ন করি ॥ অতঃপর সেই পত্র দিল প্রভু হাতে। হাতে করি মহাপ্রভু লাগিলা পড়িতে ॥ আপন মহিমা দেখি বাহে দুঃখ পাইঞা। শ্লোক পত্র খণ্ড খণ্ড করিল চিরিঞা ॥ মনে মনে মুকুন্দ হাসেন তা দেখিয়া। চিরিলে কি হয় আমি রাখিল লিখিয়া ॥ সেই দুই শ্লোক লঞা প্রভু ভক্তগণ। অভ্যাস করিয়া কৈল কণ্ঠের ভূষণ ॥ গোপীনাথ বলে প্রভু মোর বোল ধর। মধ্যাহ্ন সময় হৈল বিলম্ব না কর ॥ শ্রীচরণ গমন করাহ অতঃপর। মধ্যাহ্ন করিতে চল দেব বিশ্বম্ভর ॥ সভে বলে গোপীনাথ উত্তম কহিলা। মধ্যাহ্ন করিতে সভে যথা স্থানে গেলা ॥ ষষ্ঠ অঙ্কে সার্ব্বভৌমে অনুগ্রহ কৈল। প্রেমদাস যথা মতি আনন্দে লিখিল ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং ষষ্ঠ অঙ্কঃ ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ॥

সপ্তমে কৃষ্ণচৈতন্য তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গতঃ।
দাক্ষিণাত্যান্ জনান্ ধন্যান্ ব্যধাৎ প্রেম
প্রদায়তঃ ॥

পয়ার। শ্রীচৈতন্য ভগবান করুণার সিন্ধু। নিরাশ্রয় মোরে কৃপা কর দীন বন্ধু ॥ সার্ব্বভৌম মহাপ্রভু করিলা উদ্ধার। দেখি সর্ব্ব লোকের হইল চমৎকার ॥ অচিন্ত্য মহিমা প্রভুর অলৌকিক শক্তি। সর্ব্ব লোকে

রঙ্গ ছিল। চৈতন্যের কথা সব রাজারে কহিল॥ গৌড় হৈতে আইলা এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী। তাঁর চেষ্টা দেখিয়া ঈশ্বর হেন বাসি॥ গভীর পরম বিজ্ঞ হেন সার্ব্বভৌমে। কৃপা করি উন্মত্ত করিল তাঁরে প্রেমে॥ শুনিয়া প্রতাপরুদ্র উৎকণ্ঠিত হৈলা। সার্ব্বভৌমে আনিবারে দূত পাঠাইলা॥ সার্ব্বভৌম বসিয়াছে গৌরাঙ্গ ধেয়ানে। হেন কালে রাজ দূত আইল তাঁর স্থানে॥ দূত বলে ভট্টাচার্য্য শীঘ্র গতি চল। ভূপালের আজ্ঞা হৈল বিলম্ব না কর॥ শুনি ভট্টাচার্য্য মনে বিস্ময় জন্মিল। অসময়ে গজপতি কি কার্য্যে ডাকিল॥ অতঃপর মোরে শীঘ্র যাইতে হইল। সেই ক্ষণে ভট্টাচার্য্য শুভ যাত্রা কৈল॥ হেথা রাজা বসিয়াছে পরিবার সঙ্গে। সার্ব্বভৌম লাগি উঠে উৎকণ্ঠা তরঙ্গে॥ পুনঃ পুনঃ রাজা কহে এস্থানে কে আছে। সার্ব্বভৌমে শীঘ্র ডাকি আন মোর কাছে॥ ওথা সার্ব্বভৌম আইলা রাজ আজ্ঞা শুনি। কহে মুঞি অনাহ্বানে আইনু আপনি॥ সার্ব্বভৌমে দেখি রাজা প্রণাম করিলা। এই আসনেতে বৈস তাঁহারে কহিলা॥ মহারাজে ভট্টাচার্য্য করি আশীর্ব্বাদ। আসনে বসিলা মনে পাইয়া অহ্লাদ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য্য করি নিবেদন। এক শুভ বার্ত্তা আজি করিল শ্রবণ॥ গৌড়ে হৈতে যতীন্দ্র সংপ্রতি এক জন। নীলাচলে আইলা নাকি করিল শ্রবণ॥ বড়ই প্রভাব তাঁর পরম করুণ। সর্ব্ব লোক বলে তাঁর অপ্রাকৃত গুণ॥ ভট্টাচার্য্য বলে যেই শুন সত্য হয়। নীলাচলে লোক ভাগ্যে তাঁহার

উদয় ॥ রাজা বলে আমি যাঞা তাঁহার চরণ। কি রূপে বন্দন করি উপায় কেমন ॥ ভট্টাচার্য্য বলে রাজা এ অতি দুর্ঘট। ভিন্ন লোক যাইতে নারে তাহার নিকট ॥ বিরলে থাকেন সদা লন কৃষ্ণ নাম। নিষ্কিঞ্চন বিনে দেখা নাহি পায় আন ॥ তাঁর সঙ্গী যত তারা সব অকিঞ্চন। তাঁর সঙ্গে সদা আস্বাদেন প্রেম ধন ॥ তথাপি করিতু যত্ন তোমার লাগিয়া। সংপ্রতি গেছেন তিহোঁ এস্থান ছাড়িয়া ॥ সংপ্রতি দক্ষিণে তিহোঁ করিলা প্রস্থান। পাদপদ্ম দর্শন না হয় সমাধান ॥ রাজা বলে নীলাচল ক্ষেত্র হেন স্থান। আপনে ঈশ্বর জগন্নাথ বিদ্যমান ॥ এস্থান ছাড়িয়া কেনে করিলা গমন। ভট্টাচার্য্য বলে শুন করি নিবেদন ॥ যত যত তীর্থ আছে পৃথিবী মণ্ডলে। পাপী সকলের পাপ তাহাতে সঞ্চরে ॥ তীর্থের তীর্থত্ব তবে করে অন্তর্দ্ধান। পুনস্তীর্থ করিবারে সাধুর প্রস্থান ॥ সাধুর অন্তরে সদা আছে গদাধর। যেস্থানে যায়েন সাধু সেই তীর্থবর ॥ তীর্থে তীর্থ করিবারে করেন গমন। এমন স্বভাব ধরে সামান্য সজ্জন ॥

॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থিভূতা স্বয়ং প্রভো।
তীর্থি কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্তেন গদাভৃতা ॥

পয়ার ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হন স্বয়ং ভগবান। তীর্থ মহা তীর্থ লাগি তাঁহার প্রস্থান ॥ ভট্টাচার্য্যে বলে রাজা বিস্ময় পাইয়া। তুমিহ তাঁহাকে কহ ঈশ্বর করিয়া ॥ লোক মুখে শুনি মোর আছিল

সংশয়। কোথাকার সন্ন্যাসী ঈশ্বর মেনে নয় ॥ এবে সত্য জ্ঞান হৈল শুনি তোমা স্থানে। তবে তাঁরে যত্ন করি না রাখিলা কেনে ॥ পাইল ঈশ্বর তাঁরে কেনে ছাড়ি দিলে। আমি না দেখিনু তাঁর চরণ কমলে ॥ ভট্টাচার্য্য বলে তিঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র। নিজেচ্ছায় বিহরে নহেন পরতন্ত্র ॥ ব্রহ্মা আদি লোক পাল ভ্রুভঙ্গে যাঁহার। যে করাণ তাই করে বশীভূত তাঁর ॥ তবে যার প্রতি তিঁহো করুণা করিলা। তার বশ হন তিঁহো সেই এক লীলা ॥ তথাপি যখন তিঁহো করেন গমন। তখন করিল আমি কতেক স্তবন ॥ ব্যগ্র হঞা কাকু বাক্য বলিনু বিস্তর। তবে ভয় দেখাইনু হইয়া মুখর ॥ যদি মোরে ছাড়ি তুমি করিবে বিজয়। প্রাণ ত্যাগ আমি তবে করিব নিশ্চয় ॥ ব্রহ্মহত্যা লাগিবেক কহিল তোমারে। তথাপি তাঁহারে না পারিল রাখিবারে ॥ তবে তাঁর ধরি দুটি চরণ কমলে। বিস্তর রোদন কৈলুঁ রাখিবার তরে ॥ তভু নিরপেক্ষ হঞা করিল গমন। যৈছে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ তেমন ॥ প্রকৃতি মহৎ যেইতার এই রীতি। কারুণ্য কাঠিন্য করে যখন যে মতি ॥ উৎকণ্ঠিত রাজা জিজ্ঞাসিল পুনর্ব্বার। নীলাচলে গমন হইব পুনঃ তাঁর ॥ ভট্টাচার্য্য বলে পুনঃ করিব গমন। হেথাই আছেন তাঁর যত সঙ্গীগণ ॥ রাজা কহে সঙ্গী ছাড়ি একা কেনে গেলা। ভট্টাচার্য্য বলে তাঁরে একাকি বলিলা ॥ বিশ্ব আত্মা তিঁহো সর্ব সংসার তাঁহার। তথাপিহ আমি মনে করিয়া বিচার ॥ তাঁর সঙ্গে জন কথো বিপ্র সমীচীন। যত্ন

করি পাঠাইয়াছি সর্ব্বার্থে প্রবীণ ॥ রাজা বলে কত দূর যাব বিপ্র গণ। গোদাবরী সীমা যাব ভট্টাচার্য্য কন ॥ কিন্তু আমি মনে হেন অনুমান করি। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইব গৌরহরি ॥ রাজা বলে সে অবধি ব্রাহ্মণ সকলে। তাঁর সঙ্গে যাইবারে কেনে না কহিলে ॥ ভট্টাচার্য্য কহে তাহো কঞাছিনু তাঁরে। অনুমতি না দিলেন সঙ্গে যাইবারে ॥ গোদাবরী পর্য্যন্ত যে যাবে বিপ্র গণ। রামানন্দ দেখাইব ইহার কারণ ॥ রাজা কহে তিহোঁ গোদাবরী তীরে রহে। কিবা অনুরোধ রামানন্দ পরিচয়ে ॥ ভট্টাচার্য্য বলে যবে নিশ্চয় করিয়া। দক্ষিণে করেন যাত্রা সভারে ছাড়িঞা ॥ তবে আমি নিবেদন কৈলু তাঁর পায়। গোদাবরী তীরে আছে রামানন্দ রায় ॥ তাঁরে অনুগ্রহ প্রভু করিবে অবশ্য। মোরে স্মৃতি হবে যবে শুনিবে রহস্য ॥ রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কহ মোর স্থানে। রামানন্দে এতেক সৌভাগ্য কি কারণে ॥ সার্ব্বভৌম বলে রাজা শুন কহি সব। রামানন্দ রায় হন সহজ বৈষ্ণব ॥ কৃষ্ণ অনুগ্রহে তিহোঁ সব তত্ত্ব জানে। কৃষ্ণ কথা পূর্ব্বে কহিতেন মোর স্থানে ॥ তর্ক নিষ্ঠ ছিনু মুঞি বিদ্যা গর্ব্ব বান। উদ্ধত পঢুয়া সঙ্গ নাহি ভক্তি জ্ঞান ॥ না বুঝি অগাধ তাঁর বাক্যের বিলাস। পূর্ব্বে আমি তাঁহারে করিনু পরিহাস ॥ মোর ভাগ্যে গৌরচন্দ্র আইলা নীলাচলে। মোরে অনুগ্রহ কৈল স্বকরুণা বলে ॥ চৈতন্যের অনুগ্রহ সংপ্রতি হইল। তেঞি আমি রামানন্দ মহিমা জানিল ॥ রাজা বলে পরম্পরা শ্রবণ

করিল। তোমা প্রতি তৈছে তাঁর অনুগ্রহ হৈল ॥ জানিলাঙ কৃষ্ণ কৃপা না হয় যাহারে। বৈষ্ণব মহিমা সেই জানিতে না পারে ॥ তুমি অতি ভাগ্যবান প্রভু কৃপা পাইলে। পূর্ব্বে কত ব্রত কত তপস্যা করিলে ॥ ভট্টাচার্য্য বলে রাজা আমি অতি মন্দ। কোনো কালে নাহি করি সাধনের গন্ধ ॥ তবে গৌর ভগবান কৃপা যে করিল। লক্ষ বিনা কৃপা তাঁর আপনে আইল ॥ নাম গুণ শুনি রাজা অনুরাগী হৈলা। সার্ব্বভৌমে স্বয়ং প্রভু অনুগ্রহ কৈলা ॥ রাজ কার্য্য করিবারে রাজা নাহি যায়। ভট্টাচার্য্য সঙ্গে থাকে প্রভুর কথায় ॥ এক দিন দুই জনে গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ। করিছেন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ তরঙ্গ ॥ হেন বেলে দ্বারী যাঞা উপস্থিত হৈল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে কহিতে লাগিল ॥ শুন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণ চৈতন্যের সনে। পাঠাইঞা ছিলে তুমি যে সব ব্রাহ্মণে ॥ গোদাবরী হৈতে তারা আইলা ফিরিয়া। তোমার অপেক্ষা করে দ্বারে দাঁড়াইয়া ॥ শুনি ভট্টাচার্য্য যাইতে উৎকণ্ঠিত হৈলা। হেথাই আনহ বিপ্রে রাজা আজ্ঞা দিলা ॥ যে আজ্ঞা বলিঞা দ্বারী করিল গমন। তথাই আনিল বার্ত্তাহারি বিপ্র গণ ॥ ভট্টাচার্য্য বলে অহো আইস আইস ভাই। গজপতি রহিলা বিপ্রের মুখ চাই ॥ বিপ্র সব আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে। সার্ব্বভৌমে প্রণাম করিল সমাদরে ॥ রাজা বলে বৈস সব ব্রাহ্মণ ঠাকুর। গৌরাঙ্গ বৃত্তান্ত সব কহত আমূল ॥ রাজা আজ্ঞা বসিলেন সকল ব্রাহ্মণ। ভট্টাচার্য্য বলে কথা কহ এক

জন ।। এক বিপ্র কহিতে লাগিলা শুদ্ধমতি । এক চিত্তে শুনে সার্ব্বভৌম গজপতি ।। নীলাচল হৈতে প্রভু করিল গমন । প্রথমে আলালনাথ কৈল দরশন ।। আলালনাথেরে তবে করিল স্তবন । প্রণাম করিঞা তাঁরে করিলা গমন ।। মহা মত্ত করীন্দ্র সমান শীঘ্র যায় । সুমেরুর শৃঙ্গ যেন পবনে উড়ায় ।। পাছু পাছু ধাঞা ধাঞা চলিনু আমরা । তভু সঙ্গ নাহি পাই গতি অতি ত্বরা ।। নিরন্তর শ্রীমুখে বলেন কৃষ্ণ নাম । মেঘ ধ্বনি শ্রেণী যেন কর্ণ অভিরাম ।। পথে সে মধুর মূর্ত্তি যেই জন দেখে । এক মনে এক দৃষ্টে চাহিএই থাকে ।। বড়ই আশ্চর্য্য তাঁর দর্শন প্রভাব । যেই দেখে তার হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ।। এইমত লোকের হরিঞা মনোনেত্র । অতি অল্প কালে প্রভু গেলা কূর্ম্ম ক্ষেত্র ।। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসেন ইহাঁর ভিতরে । কোন স্থানে ভিক্ষা কি না কৈল কার ঘরে ।। বিপ্র বলে ইথি মধ্যে ভিক্ষা না হইলা । ভট্টাচার্য্য বলে তুমি সব কি করিলা ।। বিপ্র বলে যথা লাভ পথে যে পাইলুঁ । তাই খাইয়া তাঁরে দেখি পাছু পাছু গেলুঁ ।। যদি কোথা আহার করি থাকিব পশ্চাৎ । তবে জানি পুনঃ তাঁরে না পাই সাক্ষাৎ ।। এই ভয়ে প্রাণরক্ষা লাগি কিছু খাঞা । আমরা প্রভুর পাছু গেলুঁ ধাঞা ধাঞা ।। কূর্ম্ম ক্ষেত্রে যাঞা কূর্ম্মে প্রণাম করিয়া । শ্লোক পঢ়ি স্তব করি আছেন দাঁড়াঞা ।। সেই স্থানে ছিলা কূর্ম্ম নামে দ্বিজবর । তাঁর মহা ভাগ্য বৃক্ষ ধরিলেক ফল ।। তাঁর ঘরে মহাপ্রভু করিলা গমন । সেই বিপ্র শ্রদ্ধা

করি কৈল নিমন্ত্রণ ॥ তাঁর ঘরে ভিক্ষা করি করিলা যে কার্য্য। সে অতি অদ্ভুত কি কহিব ভট্টাচার্য্য ॥ ভট্টাচার্য্য বলে সেই কি কার্য্য করিল। বিপ্র কহে শুন আমি যে রূপ দেখিল ॥ সেই ক্ষেত্রে এক বিপ্র আছিলা নিন্দিত। বাসুদেব নাম তার বড়ই কুৎসিত ॥ সর্ব্ব অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ বহু কৃমি তায়। নিরন্তর রক্ত রসা পড়ে তার গায় ॥ রসাতে রুধিরে ক্লিন্ন তাঁর সর্ব্ব গায়। তাহাতে বিস্তর কৃমি ইতি উতি ধায় ॥ লোকের নিকটে সেই না পায় থাকিতে। ঘৃণা লাগে লোকে কেহো না দেই আসিতে ॥ কুস্থানে থাকেন কারে কিছুই না কয়। কিন্তু তার রীত শুনি লাগিল বিস্ময় ॥ কদাচিৎ কোন কৃমি যদি ভূমে পড়ে। বড়ই উদ্বেগ তবে পায়েন অন্তরে ॥ ধীরে ধীরে নিজ হস্তে সেই কৃমি লঞা। তার স্থানে যত্ন করি দেন বসাইয়া ॥ পুনঃ কৃমি যবে তাতে চলিয়া বেড়ায়। তথন উদ্বেগ ঘুচে চিত্তে সুখ পায় ॥ মগ্ন হঞা মনে মনে কিমন ধেয়ায়। অত্যন্ত সুশান্ত মূর্ত্তি কোথায় না যায় ॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আসিলা বসিয়া। অকস্মাৎ সিংহ গতি চলিলা ধাইয়া ॥ কেহো তাঁরে না কহিল বিপ্রের প্রস্তাব। আপনেই গেলা প্রভু অগম্যানুভাব ॥ আমরাহ তাঁর পাছে গেলাঙ সত্ত্বরে। কোথা যান কি করেন দেথিবার তরে ॥ কুষ্ঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র। চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু ॥ দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিঞা দামোদরে।

গাঢতর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে ॥ রক্ত রসা কৃমি দেখি ঘৃণা না করিলা। আলিঙ্গন করি তাঁরে বড় সুখী হৈলা ॥ বিপ্র বলে হায় হায় কি কার্য্য করিলা। অতি বিভৎসিত মোরে কেনে আলিঙ্গিলা ॥ ততঃপর সুদামা কহিল দ্বারকায়। সেই শ্লোক পঢ়ি বিপ্র প্রভুকে শুনায় ॥

॥ তথাহি ॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্ম বন্ধরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

পয়ার ॥ কোথা আমি দরিদ্র পরম পাপীজন। কোথা কৃষ্ণ ভগবান লক্ষ্মী নিকেতন ॥ নিন্দিত ব্রাহ্মণ মোরে ঘৃণা না করিলা। বাহু প্রসারিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পঢ়িল। সেই ক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল ॥ রক্ত রসা কৃমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল। প্রকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হৈল ॥ তা দেখিয়া বাসুদেব কহিল প্রভুরে। এমন সুন্দর কেনে করিলে আমারে ॥ তুমিত ঈশ্বর পার সকল করিতে। কিন্তু আমি ব্যাধি হঞাছিলুঁ সুস্থ চিত্তে ॥ নিরুদ্বেগে সুখে ছিনু স্থির ছিল মনঃ। নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্দ চরণ ॥ সংপ্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব। বিষয়ে আসক্ত মনঃ নানা দিগে যাব ॥ কৃষ্ণ সুখ ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয় সুখ দিলে। ব্যাধি ঘুচাইয়া কেনে এমন করিলে ॥ তা শুনিয়া সদ্রব হইল প্রভুর মনঃ। কহিতে লাগিলা তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ পুনর্ব্বার তোমার গোবিন্দ স্মৃতি বিনা। না হব ব্যাপার বাহে

মনে দুর্ব্বাসনা ॥ অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর। ভক্তি সুখ আস্বাদন কর নিরন্তর ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য্য অবধান কর। সত্য মেনে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ কদাচিৎ জীবে নাহি ঘটে এ করুণা। এমন কুষ্ঠীরে আলিঙ্গয়ে কোন জনা ॥ যোগীন্দ্র যে সেহো কুষ্ঠ ঘুচাইতে নারে। ঈশ্বর নহিলে হেন করুণা কে করে ॥ সার্ব্বভৌম বলে প্রভু তবে কি করিলা। বিপ্র বলে তা বই নৃসিংহ ক্ষেত্রে গেলা ॥ ভগবান নৃসিংহে করিল পরণাম। শ্লোক পঢ়ি স্তুতি কৈল গৌর গুণধাম ॥

॥ তথাহি ॥

উগ্রোপ্যনুগ্রএবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানা মন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥

পয়ার ॥ প্রদক্ষিণ করি তবে করিলা প্রস্থান। কাঞ্চন অচল কান্তি গৌর ভগবান ॥ অঙ্গ কান্তি পুঞ্জ পুঞ্জ বাহির হইল। সকল দক্ষিণ দিগ গৌর বর্ণ হৈল ॥ গৌরাঙ্গের দরশন করুণা তরঙ্গী। সর্ব্ব লোক চিত্ত দ্রবে যে দেখে সে ভঙ্গী ॥ নিরন্তর শ্রীমুখে বলেন কৃষ্ণ নাম। কেবল নামেই শ্লোক পঢ়ি পঢ়ি যান ॥

॥ তথাহি ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহিনঃ ॥

পয়ার ॥ মেঘের গর্জ্জন হেন গম্ভীর সুস্বরে। এইমত নাম লঞা চলিলা সত্বরে ॥ একে সে মধুর মুখ তাহে সে সুস্বর। তাহে কৃষ্ণ নাম বলে সুমধুর তর ॥ যে শুনে তাহার শ্রুতি আহ্লাদিত হয়। লোক

চিত্ত হরি লঞা করিল বিজয়॥ সার্ব্বভৌম বলে বিপ্র সত্য কহ তুমি। তাঁহার স্বভাব ঐছে দেখিয়াছি আমি॥ বিপ্র কহে ততঃপর গেলা গোদাবরী। তার তীরে বিশ্রাম করিলা গৌরহরি॥ গৌর মূর্ত্তি জগজ্জন মনঃ অভিরাম। নিরুপম করুণায় পরম আরাম॥ গৌর ভগবানে প্রেম সেই ভাগ্যবান। শ্রীঅঙ্গের পরিমল অতি অনুপাম॥ কনক কেতকী বনে যেন পরিমল। গন্ধে আমোদিত কৈল দশ দিগ মণ্ডল॥ সর্ব্ব গুণ নিলয় চৈতন্য ভগবান। আপনি প্রকাশি বার্ত্তা গেল সর্ব্ব স্থান॥ গোদাবরী তীরে ছিলা যতেক ব্রাহ্মণ। গন্ধ পাঞা বিস্মিত হৈল সভার মনঃ॥ কি আশ্চর্য্য কে ইঁনি বটেন ইহা বলি। দেখিতে আইলা সব ব্রাহ্মণ মণ্ডলী॥ রূপ দেখি সভার নয়ন জুড়াইল। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখি প্রণাম করিল॥ প্রভু বলে উঠ উঠ কহ কৃষ্ণ নাম। শ্রীমুখের বাক্যে সভার জুড়াইল কান॥ এক বিপ্র কৃষ্ণভক্ত প্রভুকে দেখিয়া। হস্ত যোড় করি কহে সমুখে দাঁড়াঞা॥ গোসাঞির ভিক্ষা আজি আমার মন্দিরে। অনুমতি দিয়া প্রভু কৃপা কৈল তাঁরে॥ গ্রামেগ্রামে ঘরে ঘরে হৈল মহাধ্বনি। আইলা অদ্ভুত এক অদ্ভুত ন্যাসী মণি॥ সর্ব্ব লোক শ্রুতি কান্ত প্রভুর বৃত্তান্ত। অনন্ত রহস্য সভে কহেন নিতান্ত॥ তা শুনিঞা রামানন্দ রায় তথা ছিলা। গ্রহ গ্রস্ত প্রায় হঞা দেখিতে চলিলা॥ মন্ত্রাকৃষ্ট হৈলে যেন রহিতে না পারে। চমৎকার হৈল রামানন্দের অন্তরে॥ রামানন্দ শীঘ্র আইলা যথা গৌর চন্দ্র।

গজপতি বলে ধন্য ধন্য রামানন্দ॥ চৈতন্য চরণ পদ্ম দেখিল নয়নে। মুঞি অভাগার মাত্র না হৈল দর্শনে॥ সার্ব্বভৌম বলে রাজা তুমি ভাগ্যধর। প্রভু পাদ পদ্মে তোমার ভক্তি দৃঢ় তর॥ ভক্তি যার কৃষ্ণ তার জানিহ নিশ্চয়। ভক্তি বিনা কৃষ্ণ দেখিলেই কিবা হয়॥ কৃষ্ণ দেখিলেক পূর্ব্বে অসুরের গণ। শত্রু বুদ্ধি হৈল কৃষ্ণ সঙ্গে কৈল রণ॥ কৃষ্ণতে বিমুখ হৈয়া মুক্ত হৈয়া গেল। কোন শাস্ত্রে কোন লোকে তারে প্রশংসিল॥ গোবিন্দ চরণে ভক্তি প্রহ্লাদ করিল। অদৃশ্যেহ কৃষ্ণ তাঁরে সর্ব্বত্র রাখিল॥ পশ্চাৎ তাঁহার লাগি কৈল অবতার। ভজ তাঁরে তবে জেনো গৌরাঙ্গ তোমার॥ মিথিলাতে বহুলাশ্ব রাজা ভক্ত ছিলা। আপনেই যাঞা কৃষ্ণ তাঁরে দেখা দিলা॥ বার্ত্তাহারি বিপ্র কহে শুনহ রাজন। রামানন্দ আসি কৈল প্রভু দরশন॥ প্রভু দেখি দুনয়নে দশ বিশ ধার। অঙ্গ বাঞা বাঞা পড়ে লেখা নাহি তার॥ পাদ পদ্ম নিকটে করিল পরণাম। অনুগ্রহ কৈল তাঁরে গৌর ভগবান॥ কোনো কালে দেখা নাঞি তভু গৌরচন্দ্র। আপনি বলিল অয়ে তুমি রামানন্দ॥ রামানন্দ তা শুনিয়া পাইল চমৎকার। কেমতে সহসা নাম জানিল আমার॥ রায় কহে প্রভু মোর ওই নাম হয়। তবে উঠি আপনে গৌরাঙ্গ দয়াময়॥ দৃঢ় আলিঙ্গন করি কান্দিতে লাগিলা। দুহঁ জন প্রেমানন্দ সমুদ্রে ডুবিলা॥ রোমাঞ্চসঞ্চয়ে চঞ্চলায়মান গাত্র। গভীর সুধীর স্থির নহে তিল মাত্র॥ কথোক্ষণে ধৈর্য্য করি বসিলা চৈতন্য। রামা-

নন্দে কহে তুমি ভাগবত ধন্য ॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রহে নীলাচলে। তাঁর সঙ্গে ছিলুঁ কৃষ্ণ কথা কুতূহলে ॥ তথা হৈতে যাত্রা আমি করিল যখন। সার্ব্বভৌম মোর প্রতি কহিল তখন ॥ রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে। তাঁর সঙ্গে মিলিবে বিস্তর বৈল মোরে ॥ তিহোঁ মোরে বিস্তর তোমার গুণ গণ। কহিয়াছে তা শুনি সোৎকণ্ঠ ছিল মনঃ ॥ বাঞ্ছা কল্পতরু কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধ কৈলা। অনায়াসে আনি তোমা মোরে মিলাইলা ॥ তোমার অপেক্ষা করি আছিলুঁ বসিঞা। বড় কার্য্য কৈলে তুমি আপনি আসিয়া ॥ সর্ব্বৈষ্ণব কবি তুমি পণ্ডিত অগাধ। তোমা স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় সাধ ॥ রায় কহে মোর হয় শূদ্র কুলে জন্ম। সদা বিষয়ীর সঙ্গ বিষয়ের কর্ম্ম ॥ তোমারে দেখিল আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। কি কথা কহিব আমি তোমার গোচর ॥ প্রভু কহে জাতি কুল এ কোন বিচার। যার কৃষ্ণ ভক্তি সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥

॥ তথাহি ॥

চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণঃ।
কৃষ্ণ ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ ॥

পয়ার। বিদুরের জন্ম হইল দাসীর গর্ব্ভতে। ধৃতরাষ্ট্রে উপদেশ করিল কেমতে ॥ ক্ষত্রি কুলে জন্ম হইল জনক রাজার। শুকদেবে উপদেশে কিবা হেতু তার ॥ প্রতিলোম জাত সূত নৈমিষ কাননে। কৃষ্ণ কথা শুনিলেন মহামুনি গণে ॥ অতএব রায় তুমি ছাড়হ বঞ্চনা। কৃষ্ণ কথা কহি পূর্ণ কর মোর মনঃ ॥ এই কথা রামা-

নন্দ শুনি প্রভু স্থানে। কোন কালে পরিচয় নাহি তাঁর সনে॥ কেবা ইনি কিবা নাম কিবা অভিপ্রায়। কোথা জন্ম কিবা তত্ত্ব কি শুনিতে চায়॥ প্রভুর বিশেষ কিছু না জানেন রায়। দর্শনে জানিলা সব তাঁর অভিপ্রায়॥ কত কাল সখ্য যেন ছিল তাঁর সনে। নিঃসাধ্বসে রামানন্দ কহে প্রভুর স্থানে॥ প্রভু আগে এক শ্লোক পড়ে রামানন্দ। স্থির চিত্ত হঞা শুনিলেন গৌরচন্দ্র॥

॥ তথাহি ॥

মনো যদি ন নির্জ্জিতং কিমমুনা তপস্যাদিনা,
কথ সমনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ।
কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি ন হন্ত চেতোদ্রবঃ,
স বা কথমহোভবেদ্‌যদি ন বাসনা ক্ষালনং॥

পয়ার॥ নিজ মনঃ জিনিতে নারিল যেই জন। সে জনার তপস্যাদি কোন প্রয়োজন॥ যদি নাহি চিন্তা করে মনেতে মাধব। তবে মনঃ জয় করিবাও অসম্ভব॥ মাধবের চিন্তন করিলে কিবা হয়। চিন্তিতে চিন্তিতে যদি চিত্ত দ্রব নয়॥ দুর্ব্বাসনা ক্ষালন না হয় যত দিনে। মনঃ দ্রব কেমনে হইব কিবা চিহ্নে॥

পয়ার॥ এত শুনি ভগবান কহে গৌরচন্দ্র। এহো কথা বাহ্য সে কহিলে রামানন্দ॥ প্রশ্নোত্তর এক শ্লোক রামানন্দ সনে। করিলেন গৌরচন্দ্র শুন ভক্ত গণে॥

॥ তথাহি ॥

কা বিদ্যা, হরিভক্তিরেব, ন পুনর্বেদাদি নিষ্ণাততা,
কীর্ত্তিঃ কা, ভগবৎ পরোহয়মিতি যাখ্যাতি নদানাদিজা।

কা শ্রীঃ, তৎ প্রিয়তা ন বৈ ধন জন গ্রামাদি ভূয়িষ্ঠতা,
কিং দুঃখং ভগবৎ প্রিয়স্য বিরহো নোহৃদ্ব্রণাদি ব্যথা ॥

পয়ার। ভগবান বলে তুমি বিদ্যা বল কারে। হরি ভক্তি মহাবিদ্যা রামানন্দ বলে॥ বেদ আদি শাস্ত্রেতে প্রবীণ যেই জন। অভ্যাসী তাহারে বলি না হয় বিদ্বান ॥ প্রভু কহে বল দেখি কীর্ত্তি নাম কার। রায় কহে ভক্ত বলি খ্যাতি হয় যার॥ দান আদি যজ্ঞ আদি করিলে যে হয়। হরি ভক্তি বিনা সে প্রতিষ্ঠা কিছু নয় ॥ ভগবান বলে শ্রী কাহারে তুমি বল। রায় কহে গোবিন্দ প্রিয়তা শ্রী অচল॥ ধন জন বিস্তর গ্রামাদি থাকে যার। হরি প্রীতি বিনে সে সম্পদ ছার খার ॥ প্রভু কহে রামানন্দ দুঃখ কারে কহ। রায় কহে দুঃখ কৃষ্ণ ভক্তের বিরহ ॥ হৃদয়ের ব্রণ আদি ব্যথা যত হয়। কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ সমান কেহ নয়॥

ভগবান্, ভদ্রং কে মুক্তাঃ ॥

পয়ার ॥ ভগবান বলে ভাল মুক্ত বল কারে। রামানন্দ বলে শুন মুক্ত বাণী যারে ॥

॥ তথাহি ॥

প্রীত্যাসক্তি র্হরি চরণয়োঃ সানুরাগেন রাগে,
প্রীতিঃ প্রেমাহতিশয়িনি হরে র্ভক্তিযোগেন যোগে।
আস্থাতস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে,
যেষাং তে হি প্রকৃতি সরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ ॥

পয়ার॥ শ্রীহরি চরণে সানুরাগ প্রীত্যাসক্তি। বিষয় পঙ্কেতে যেই মানয়ে বিপত্তি ॥ প্রেম যুক্ত হরি ভক্তি যোগে যার প্রীতি। যোগ মার্গে উদয়াস্তে যাহার হয়

মতি ॥ হরি প্রীতি রভসের উপদেহে আস্থা । দেহে আস্থা হীন কৃষ্ণ বিনে দুরবস্থা ॥ প্রকৃতি সরস তারা ভজন আনন্দে । মুক্ত শিরোমণি তারা মুক্ত তারে বন্দে ॥ সালোক্যাদি মুক্তি পাঞা সুখ ভোগ করে । তারে মুক্ত নাহি বলি কহিলো গোচরে ॥

॥ তথাহি ॥

কিং জ্ঞেয়ং ব্রজ কেলি কর্ম্ম,
কি মিহ শ্রেয়ঃ সতাং সঙ্গতিঃ,
কিং স্মর্ত্তব্য অঘারি নাম,
কি মনুধ্যেয়ং মুরারেঃ পদং ।
ক স্থেয়ং ব্রজ এব
কিং শ্রবণয়ো রানন্দি বৃন্দাবন ক্রীড়ৈকা
কিমুপাস্য মত্র মহসী শ্রীকৃষ্ণ রাধাভিধে ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে জ্ঞেয় তুমি বলহ কাহারে । ব্রজ কেলি কর্ম্ম জ্ঞেয় রামানন্দ বলে ॥ ভগবান বলে কিবা শ্রেয় অতিশয় । সতের সঙ্গতি শ্রেয় রামানন্দ কয় ॥ প্রভু কহে লোকের স্মর্ত্তব্য কিবা হয় । স্মর্ত্তব্য অঘারি নাম রামানন্দ কয় ॥ প্রভু কহে ধ্যেয় কারে বল রামানন্দ । রামানন্দ বলে কৃষ্ণ চরণারবিন্দ ॥ ভগবান বলে স্থেয় কোথা বল তুমি । রামানন্দ বলে বাসোত্তম ব্রজ ভূমি ॥ প্রভু কহে কর্ণানন্দ দায়ী কিবা হন । বৃন্দাবন ক্রীড়া একা রামানন্দ কন ॥ ভগবান বলে তবে কিহয়ে উপাস্য । রায় কহে রাধাকৃষ্ণ উপাস্য প্রশংস্য ॥

পয়ার ॥ ভগবান বলে ভাল ভাল কহ কহ । রামা-

নন্দ মনে বড় হইল সন্দেহ ॥ যে কিছু প্রশ্নানুরূপ কহিলুঁ যতনে। ইতঃপর কি বলিব চিন্তে মনে মনে ॥ এখন যে বক্তব্য তা শুনিঞা ইহার। সুখ হঁয়ে নহে কিবা করি কি বিচার ॥ ক্ষণ এক এই মত করি বিচিন্তন। প্রকাশিয়া পুনঃ করে শ্লোক উচ্চারণ ॥

॥ তথাহি ॥

নির্বাণ নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা,
শ্চূষ্যন্তু নাম রসতত্ত্ব বিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদন মন্থর গোপরামা,
নেত্রাঞ্জলী চুলিকিতা বসিতং পিবাম ॥

পয়ার ॥ নির্ব্বাণ নিম্বের ফল রসাভিজ্ঞ জন। চূষুক যে যার ইচ্ছা মোর এবচন ॥ মদন মন্থর গোপ রামা নেত্রাঞ্জলে। পান কৈল শ্যামামৃত যথেষ্ট প্রকারে ॥ তার অবশিষ্ট যে আছেন শ্যামামৃত। রস তত্ত্ববেত্তা মোরা পিব সুনিশ্চিত ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে যে বলিলা সমানার্থ সেই। পুনঃ আর কহ কর্ণ রসায়ন যেই ॥ রামানন্দ কহে ইতঃপর প্রতিপাদ্য। কিছুই না দেখি নহে মোর বুদ্ধি সাধ্য ॥ কি বলিব এমতি বিচারি নিজ মনে। প্রকাশ করিয়া পুনঃ কহে প্রভু স্থানে ॥

॥ তথাহি ॥

লীঢ়ানেবপথশ্চকোর যুবতী যূথে নয়াঃ কুর্ব্বতে,
সদ্যঃ স্ফাটিকয়ন্তি রত্ন ঘটিতাং যাঃ পাদপীঠাবলীং।
যাঃ প্রক্ষালিত মৃষ্টয়ো র্জললব প্রস্যন্দ শঙ্কাকৃত,
স্তাঃ কৃষ্ণস্য পদাব্জয়ো র্নখ মণি জ্যোৎস্নাশ্চিরং পান্তুনঃ ॥

পয়ার। কৃষ্ণ পাদ পদ্ম দশ নখ মণি হয়। অপূর্ব্ব কাহিনী তার বর্ণন না যায়॥ যে যে পথে চলি যান গোবিন্দ চরণ। সেই সেই পথে আসি চকোরীর গণ॥ চন্দ্র জ্যোৎস্না ভ্রমে পথ লিহে বার বার। আর শুন নখের চরিত্র চমৎকার॥ রত্ন পাদ পীঠে যবে ধরেন চরণ। স্ফটিকের পাদ পীঠ হেন হয় ভ্রম॥ পাখালি মাজিয়া যেন ধরিল চরণ। জল খসি পড়ে যেন নখের কিরণ॥ সেই কৃষ্ণ পদ জ্যোৎস্না আমা সভাকারে। চিরকাল রক্ষাকর রামানন্দ বলে॥

পয়ার॥ প্রভু কহে কাব্য এই পুনঃ কহ আর। রামানন্দ মনে ক্ষণ করিঞা বিচার॥

॥ তথাহি ॥

শ্রীবৎসস্যচ কৌস্তুভস্য চ রমা দেব্যাশ্চ গর্হাকরো,
রাধা পাদ সরোজ যাবক রসো বক্ষঃস্থলস্থো হরে।
বালার্ক দ্যুতি মণ্ডলীব তিমিরৈশ্ছন্দেন বন্দী কৃতা,
কালিন্দ্যাঃ পয়সীব পীব বিকচং শোণোৎপলং পাতুনঃ॥

পয়ার॥ রাধিকার পাদ পদ্ম যাবকের রস। গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সুরস॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি লক্ষ্মী দেবী আর। বক্ষের ভূষণ তারে করিল ন্যক্কার॥ বিহানের সূর্য্য যেন কপটে তিমিরে। বন্দি করিয়াছে হেন বক্ষে শোভা করে॥ কালিন্দীর জলে যেন রক্ত উৎপল। ঐছে শোভা করে যাবকেতে বক্ষঃ স্থল॥ হরি বক্ষঃ স্থিতা সেই রাধিকা যাবক। আমা সভা রক্ষা করু কহে এই শ্লোক॥

পয়ার। প্রভু কহে এই শ্লোক কাব্য পূর্ব্বমত। রামা-নন্দ তবে কিছু হইল। স্থগিত ॥ পুনর্ব্বার ধরি প্রভুর দুখানি চরণ। রামানন্দ শ্লোকদ্বয় করিল পঠন॥

॥ তথাহি ॥

সখিন সরমণো নাহংরমণীতি ভিদাবয়ো রাস্তে।
প্রেম রসেনোভয় মনইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥

পয়ার। এ সখি শুন এই অদভুত বাণী। শ্যাম পিরিতি রস কহই না জানি॥ সোই রমণ হাম তাক রমণী। ঐছে ভেদ দোঁহে পহিলে না জানি॥ নিজ বলে প্রেম রস দিয়া দোঁহা মনঃ। পেষিয়া এক করু কৌতুকী মদন॥ এই পর আর কিবা আছয়ে বিচিত্র। বুঝয়ে না পারিয়ে প্রেম চরিত্র॥

॥ তথাহি ॥

অহংকান্তা কান্ত স্ত্বমিতি নতদানীং মতি রভূ
ন্মনো বৃত্তি র্লুপ্তা ত্বমহ মিতি নৌধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহ মিতি যদিদানীং ব্যবসিতি,
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতি রিতি বিচিত্রং কিমপরং॥

পয়ার॥ আমি কান্তা তুমি কান্ত ঐছন মতি। পূরবে না ছিল এহ শুন যদুপতি॥ তুমি আমি হেন বুদ্ধি না ছিল দোঁহার। মনোবৃত্তি লোপ ইবে হৈল দোহাকার॥ এবে মোর ভর্ত্তা তুমি হেন ভেল মতি। আমি সে তোমার ভার্য্যা এই ব্যবসিতি॥ তথাপি প্রাণের স্থিতি আছয়ে শরীরে। ইহা বই কি বিচিত্র আছয়ে সংসারে॥

পয়ার॥ সার্ব্বভৌম বলে ইহা শুনি গৌরচন্দ্র। কহ

বিপ্র পুনঃ কি কহিল রামানন্দ ॥ বিপ্র কহে অতঃপর কথা না কহিল। শুন ভট্টাচার্য্য তবে কিরূপ দেখিল ॥

॥ তথাহি ॥

ধৃত ফণ ইব ভোগী গারুড়ী যস্য গানং, তদুদিত মতি রত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানং। ব্যধিকরণয়াবানন্দ বৈবশ্যতো বা, প্রভুরথ করপদ্মেনাস্যমস্যাপিধত্ত ॥

পয়ার ॥ গারুড়ীয় গান যবে শুনে সর্পবর। ফণা প্রসারিয়া যেন শুনয়ে নিশ্চল ॥ এই মত তার কথা শুনি সাবধান। নিশ্চল হইয়া রহিলেন ভগবান ॥ আনন্দ বিবশে কিবা অযুক্ত শুনিল। নিজ হস্ত পদ্মে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে ভট্টাচার্য্য একোন সন্দর্ভ। ভট্টাচার্য্য কহে রাজা আছে হেতু গর্ব্ভ ॥ নিরুপাধি প্রেম কভু উপাধি না সয়। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে তাহা করিল নিশ্চয় ॥ নিরুপাধি রাধাকৃষ্ণ প্রেম যে শুনিল। তাই প্রভু পুরুষার্থ করিয়া মানিল ॥ তবে যে তাহার মুখ প্রভু আচ্ছাদিল। রহস্য প্রকাশ হেতু তোমারে কহিল ॥ বিপ্র কহে রামানন্দ প্রভুকে দেখিয়া। নিজ মস্তকের কেশ দুগুচ্ছ করিয়া ॥ প্রভুর চরণ যুগে বেঢিয়া চিকুর। কান্দিয়া কহেন কিছু বচন মধুর ॥ সেই তুমি প্রভু মোর হৃদয় ঈশ্বর। রস নাট্য লীলা গুরু রসিক শেখর ॥ আর কিবা স্তব আমি করিব তোমারে। নানা মূর্ত্তিধর তুমি সহজ আচারে ॥ সংপ্রতি সন্ন্যাসী হঞা করিছ ভ্রমণ। এ বেশে তোমার মোর নহে বিস্মাপন ॥ ইহা বলি চরণ

কমল দুটি ধরি। বিস্তর কান্দিলা রায় ফুকরি ফুকরি ॥ মাঝে মাঝে কিছু কিছু গদ গদ স্বরে। আনন্দে কহেন রায় প্রভুর গোচরে ॥

॥ তথাহি ॥

আকস্মিকোনু বিধিনা নিধিরভ্য নায়ি, ভগ্নঃ কিমিন্দুর মৃতস্য যদেষপাতঃ। আনন্দ ভূরুহ ফলং সুবিপচ্য-রীণাং, দৃষ্টং যদেব তবদেব পদারবিন্দং ॥

পয়ার ॥ অকস্মাৎ বিধি মোরে নিধি দিল আনি। কিবা চন্দ্র ভাঙ্গি পড়ে সুধা রস খানি ॥ কিবা আনন্দের বৃক্ষ সুবিপক্ক ফল। কি ভাগ্যে পড়িল খসি আমার গোচর ॥ তোমার চরণ পদ্ম দেখিল নয়নে। বহু দিনে কৃতার্থ করিলে দীন জনে ॥ কিন্তু আমি স্বপ্নে আজি যেমন দেখিল। সেই স্বপ্ন সাক্ষাৎ তোমার পাদ পাইল ॥

পয়ার ॥ ইহা বলি পুনর্ব্বার ধরি শ্রীচরণ। মহাসুখে রায় করে আনন্দ ক্রন্দন ॥ মহাপ্রভু ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈল। দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে প্রেমে মত্ত হৈল ॥ অতঃপর নিমন্ত্রণ কৈল যে ব্রাহ্মণ। প্রভুর নিকটে তিঁহো করিল গমন ॥ অপরাহ্ন বেলা প্রভু হইল সংপ্রতি। ভিক্ষা কর চল প্রভু আমার সংহতি ॥ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন। হেন কালে আসি সব বন্দিলু চরণ ॥ গোদাবরী হৈতে সভে দেখি শ্রীচরণ। নীলাচল আইলাও কৈল নিবেদন ॥ ততঃপর মহাপ্রভু কি কর্ম্ম করিল। আমরা তাহা নাহি জানি নিবেদন কৈল ॥ ভট্টাচার্য্য বলে ভাল

করহ বিশ্রাম। ব্রাহ্মণ সকল বসিয়াছে সেই স্থান॥ প্রভু বার্ত্তা শুনি রাজা সন্তুষ্ট হইলা। বস্ত্র রত্ন আদি বহু বিপ্র গণে দিলা॥ সাদরে ব্রাহ্মণ সব রাজ দত্ত লঞা। নিজ নিজ গৃহে গেলা আনন্দিত হঞা॥ রাজা আর সার্ব্বভৌম বসি দুই জনে। প্রভু বার্ত্তা কহে সদা প্রেমদাস ভণে॥

পয়ার॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা গজপতি। দোঁহে গৌরাঙ্গের গুণ কহে শুদ্ধ মতি॥ হেন কালে দ্বারী গেল রাজার সাক্ষাৎ। এক সমাচার কহে করি যোড় হাথ॥ কর্ণাট দেশের রাজার নিজ মন্ত্রীবর। পাঠাইয়া দিল তাঁরে তোমার গোচর॥ পণ্ডিতের রাজা তিঁহো মল্লভট্ট নাম। দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন সঙ্গে উপায়ন॥ সার্ব্বভৌম বলে আমি তানে ভাল জানি। পরম পণ্ডিত তিঁহো সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞানী॥ গজপতি বলে শীঘ্র আনহ তাঁহারে। যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বারী আনিল সত্বরে॥ মল্লভট্ট দেখি সার্ব্বভৌম কুতূহলী। প্রত্যুত্থান কৈল তাঁরে আস্য আস্য বলি॥ মল্লভট্ট রাজারে করিয়া আশীর্ব্বাদ। ভট্টাচার্য্যে বলে তুমি কি কর প্রমাদ॥ মোরে দেখি প্রত্যুত্থান কেনে কর তুমি। তোমার এমত আদরণীয় নহি আমি॥ অথবা যে সাধু তার এমতি আচার। সাহজিক সাধুর বিনয় অলঙ্কার॥

॥ তথাহি॥

সদৈব তুঙ্গঃ কিলকাঞ্চনাচলঃ, সদৈব গম্ভীর তমাঃপয়োধরাঃ।
সদৈব ধীরাবিনয়ৈকভূষণা,লক্ষ্মীঃপ্রকৃত্যৈবজনৈঃ সমীয়তে॥

পয়ার ॥ রাজা কহে তুমি ভট্ট বৈস এ আসনে। যে আজ্ঞা বলিয়া ভট্ট বৈসে সেই স্থানে ॥ মল্লভট্ট কর্ণাটের যত উপায়ন। গজপতি সাক্ষাতে করিল সমর্পণ ॥ তুষ্ট হঞা গজপতি জিজ্ঞাসে ভট্টেরে। কর্ণাটাধিপতির কল্যাণ কহ মোরে ॥ ভট্ট কহে তুমি হেন সুহৃদ যাঁহার। মহারাজ সতত কুশল হয় তাঁর ॥ কিন্তু তাঁর সংপ্রতি কুশলাধিক্যহয়। রাজা কহে সে কি তাহা শুনিতে আশয় ॥

॥ তথাহি ॥

এতস্মাজ্জন পদতঃ সতীর্থ যাত্রা,
ব্যাজেন দ্রুত কনক দ্যুতি যতীন্দ্রঃ।
কোপ্যেকো যদবধি হন্ত দক্ষিণাশাং,
সংপ্রাপ্ত স্তদবধি সোপি নির্বৃতাত্মা ॥

পয়ার ॥ মল্লভট্ট কহে রাজা এই দেশ হৈতে। এক ন্যাসীবর গেলা কর্ণাট দেশেতে ॥ প্রতপ্ত কাঞ্চন হেন তাঁর অঙ্গ দ্যুতি। অনির্ব্বচনীয় তাঁর আকৃতি প্রকৃতি ॥ তীর্থ যাত্রা ব্যাজে তিহোঁ সেই দেশ গেলা। তাঁরে দেখি রাজা মহা আনন্দে ডুবিলা ॥

পয়ার ॥ এত শুনি সার্ব্বভৌম উৎকণ্ঠিত অতি। কহ ভট্ট কহ ভট্ট স্থির হউ মতি ॥ তাঁর বার্ত্তা না পাইয়াছিলু বড় দুঃখি। কহ তাঁর সমাচার চিত্ত হউ সুখী ॥ রাজা কহে মল্লভট্ট কহ সমাচার। তাঁরে দেখি কিসে সুখ তোমার রাজার ॥ মল্লভট্ট কহে রাজা করি নিবেদন। কর্ণাটাধিপতি অতি শুদ্ধ ভক্ত হন ॥ বৈষ্ণব নাহিক কেহো সঙ্গ যার করে।

ভক্তি বহির্মুখ দেখি দুঃখিত অন্তরে॥ দক্ষিণ দেশের যত সুপ্রসিদ্ধ জন। কেহো কর্ম্মী কেহো জ্ঞানী ভক্তি হীন মনঃ॥ পাশুপত দক্ষিণে আছিল বহুতর। তাহা হৈতে বিস্তর পাষণ্ডী মূঢ় নর॥ সেই সব রাজার সভায় নিত্য যায়। অন্যোন্য বিবাদ করে যাইয়া সভায়॥ আপন আপন মতে সভেই আচার্য্য। নানা মত করে সদা বিচার চাতুর্য্য॥ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ কেহো নাহি কয়। অহঙ্কার করি সব বল্গিয়া মরয়॥ মুখাপেক্ষ করি রাজা কিছু নাহি বলে। সে সকল সঙ্গে মহা উদ্বেগ অন্তরে॥ বাহ্যে রাজ কার্য্য করি লোক প্রীতি লাগি। ভক্ত সঙ্গ নাহি তাতে অন্তর উদ্বেগী॥ ইতো মধ্যে আকস্মিক শ্রীগৌর সুন্দর। লোক ভাগ্যে প্রবেশিলা কর্ণাট ভিতর॥ অচিন্ত্য অগম্য লীলা মহিমা তাঁহার। সর্ব্বদেশে হইল আনন্দ চমৎকার॥ অলৌকিক এক মহা পুরুষ আইলা। অকস্মাৎ সর্ব্ব লোক এ কথা শুনিলা॥ বৃদ্ধ বাল তরুণ যতেক লোক ছিল। পরম আদরে সভে দেখিতে আইল॥ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যত পণ্ডিত মণ্ডল। দেখিতে আইল তাঁর চরণ যুগল॥ পরমানন্দময় মূর্ত্তি পরম সুন্দর। অঙ্গ লক্ষ্মী দেখি সভে আনন্দ অন্তর॥ দর্শন প্রভাবে তাঁর মহিমা স্ফূরিল। উপদেশ বিনা সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষিল॥ অহো রূপ অহো প্রেম অহো অশ্রুধার। কবে হেন দশা হব আমা সভাকার॥ এই মত বাসনা হইল সভাকার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হৈল

নেত্রে অশ্রুধার ॥ আপন আপন মত্ত সভে পাসরিল। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত সভাই হইল॥ পাশুপত জটিল পাষণ্ড আদি জন। কৃষ্ণ বলি নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥ সূর্য্যের উদয়ে যেন নাশে অন্ধকার। দর্শনে অজ্ঞান ঐছে গেল সভাকার ॥ পরম্পরা লোক সব রাজারে কহিলা। এক মহা পুরুষ এ দেশেরে আইলা॥ দর্শনে কৃতার্থ তিহোঁ করিলা সভারে। সর্ব্ব লোক মগ্ন কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥ বৃদ্ধ বাল যুবা কিবা পণ্ডিত পাষণ্ড। কৃষ্ণ বলি কান্দে সভে নাচেন উদ্দণ্ড ॥ তাহা শুনি রাজা হৈল পরম আনন্দ। ইচ্ছা হৈল দেখি তার শ্রীচরণ দ্বন্দ ॥ লোক কহে তিহোঁ সেতুবন্ধে যাত্রা কৈল। দর্শন না পাঞা রাজা বড় দুঃখি হৈল॥ প্রভুর চরিত্র লীলা জানিতে বিশেষে। কথক ব্রাহ্মণ পাঠাইল গূঢ় বেশে ॥ সেতুবন্ধ দেখি প্রভু আইলা যাবত। বিপ্র সব প্রভু সঙ্গে আছিলা তাবত ॥ যে কিছু দেখিল তাঁর অলৌকিক লীলা। বিপ্র সব নৃপতিরে সকলি কহিলা॥ বিপ্র মুখে শুনিয়া প্রভুর গুণ লীলা। রাজা ভব দাবানল জ্বালা পাসরিলা ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম লয়ে নিরন্তর। কর্ণাটাধিপতি সদা আনন্দ বিহ্বল ॥ পূর্ব্বে যত পাষণ্ডাদি আছিল অধন্য। সভে ইবে গায় ভজে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ এত শুনি গজপতি পরমানন্দ হৈল। কর্ণাটের রাজারে বিস্তর প্রশংসিল ॥ ধন্যধন্য মহীপাল সফল জীবন। গৌরচন্দ্র পাদ পদ্ম করেন ভজন ॥ সার্ব্বভৌম বলে মল্লভট্ট মহাশয়। প্রভর চরিত্র শুনিবারে ইচ্ছা হয় ॥ বিপ্র

লৈলে ফল তত ॥ এ সব সিদ্ধান্ত শুন রাম নাম হৈতে। কৃষ্ণ নামাশ্রয় হন শ্লোক শুন ইথে ॥

॥ তথাহি ॥

সহস্র নামভি স্তুল্যং রাম নাম বরাননে।
সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

পয়ার ॥ মল্লভট্ট কহে সত্য এই কথা সার। আমার রাজার কাছে হৈয়াছে বিচার ॥ সকল পণ্ডিতে মেলি করিল নির্ণয়। রাম নাম হৈতে কৃষ্ণ নাম শ্রেয় হয় ॥ অতঃপর শুন গৌরচন্দ্রের মহিমা। দক্ষিণে যে লীলা কৈল তার নাহি সীমা ॥ বিষ্ণু ভক্ত দক্ষিণে আছিলা যত যত। রঘুনাথ ভক্তি তারা করিত সন্তত ॥ যে কালে শ্রীরামচন্দ্র বন বাসে গেলা। পঞ্চবটী আদি স্থানে যত লীলা কৈল ॥ দাক্ষিণাত্য বিষ্ণ ভক্ত সেই স্থল দেখি। তাথে অনুরক্তি তার ছিল স্বাভাবিকি ॥ সংপ্রতি যতীন্দ্র শ্রীল চৈতন্য গোসাঞি। তাঁরে দেখি কৃষ্ণ ভক্ত হইলা সভাই ॥ সদা কৃষ্ণ বলে রাম নাম হৈল ত্যাগ। বৃন্দাবন দেখিতে সভার অনুরাগ ॥ এই মতে সর্ব্ব চিত্ত করি আকর্ষণ। দক্ষিণে চৈতন্য চন্দ্র করেন ভ্রমণ ॥ এক দিন এক স্থলে এক বিপ্র বর। গীতা শাস্ত্র পঢে তিহোঁ বড়ই তৎপর ॥ কিন্তু সে বিপ্রের নাহি শব্দের সংস্কার। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কিছু না জানে বিচার ॥ যখন অশুদ্ধ শ্লোক করে উচ্চারণ। শুনি তাঁরে উপহাস করে সর্ব্ব জন ॥ কিন্তু তিহোঁ যত ক্ষণ করেন পঠন। অশ্রু পলকিতে

পূর্ণ দেহ ততঃক্ষণ॥ লোকে উপহাস করে তাহে নাহি মনঃ। আনন্দে বিবশ গীতা করেন পঠন॥ হেন বেলে শ্রীচৈতন্য গেলা তার পাশ। তাঁর দশা দেখি হৈল পরম উল্লাস॥ প্রভু কহে এহোত উত্তম অধিকারী। সপ্রেম হইয়া গীতা পঢেন উচ্চারি॥ তাঁরে জিজ্ঞাসিল প্রভু শুন মহাশয়। যে পঢিছ বলত কি অর্থ তার হয়॥ প্রভু মূর্ত্তি দেখি বিপ্র বিস্ময় পাইলা। কৃতাঞ্জলি প্রভু আগে কহিতে লাগিলা॥ অর্থ আমি নাহি বুঝি শুনহ গোসাঞি। ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে জ্ঞান মোর নাঞি॥ তবে আমি গীতা শাস্ত্র করিয়ে পঠন। তার প্রয়োজন শুন করি নিবেদন॥ গীতা পাঠ আমি প্রভু করিয়ে যাবত। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন আমি পাইয়ে তাবত॥ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথের উপর। তমাল শ্যামল কৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধর॥ অর্জ্জুনেরে কৃপা করি গীতা অর্থ কন। এই রূপ কৃষ্ণ আমি করি দরশন॥ সে আনন্দে গীতা পাঠ ছাড়িতে না পারি। লোকে উপহাস করে মূর্খ জ্ঞান করি॥ এ কথা শুনিয়া তাঁরে কহে গৌরহরি। তুমি সে গীতার পাঠে উত্তমাধিকারী॥ তোমারে দেখিলে ঘুচে সংসার বন্ধন। এত বলি তাঁরে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ঈশ্বরের আলিঙ্গন পাঞা বিপ্র বর। আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈল কলেবর॥ গীতা পাঠে যতেক আনন্দ পাঞা ছিলা। তাহা হৈতে প্রচুর আনন্দ বিপ্র পাইলা॥ হস্ত যোড় করি বিপ্র কহে প্রভু আগে। সেই কৃষ্ণ তুমি হও মোর চিত্তে লাগে॥ সন্ন্যাসীর রূপে দেখা দিলা

ভক্ত জনে। অষ্টাঙ্গ প্রণাম বিপ্র করে শ্রীচরণে ॥ অতিশয় বিহ্বল হইলা সে ব্রাহ্মণ। প্রভু আগে দাণ্ডাইয়া করেন ক্রন্দন ॥ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলি চিনিল প্রভুরে। বহু কৃপা কৈল প্রভু সেই বিপ্র বরে ॥ সার্ব্বভৌম বলে সে ব্রাহ্মণ ভাগ্যবান। উচিত তাহার যে প্রভুরে কৃষ্ণ জ্ঞান ॥ নিরন্তর কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নির্ম্মল হৃদয়। অতএব তারে কৃষ্ণ জানিল নিশ্চয় ॥ মল্লভট্ট বলে আমরাহ রাজ স্থানে। এইরূপে বিচার করিল সর্ব্ব জনে ॥ এইমত অনন্ত বিচিত্র তাঁর কথা। গূঢ় পুরুষেতে কহিলেন রাজা যথা ॥ তা আমি কহিব কত অনন্ত সে হয়। সার্ব্বভৌম বলে যে কহিলে সে নিশ্চয় ॥ প্রভুর চরিত্র শুনি রাজা গজপতি। দর্শন লাগিয়া হৈলা উৎকণ্ঠিত অতি ॥ কান্দিয়া কহেন রাজা হেন দিন হব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদ নয়ানে দেখিব ॥ হেনকালে জগন্নাথ দিদৃক্ষুসঞ্চয়। ডাকি বলে হৈল এই দর্শন সময় ॥ বিলম্বে নাহিক কার্য্য চল দেখিবারে। তা শুনি আনন্দে রাজা ভট্টাচার্য্যে বলে ॥ অয়ে ভট্টাচার্য্য যথা প্রস্তাব সময়। জগন্নাথ দরশন সময় লোকে কয় ॥ মোর চিত্তে হেন লয় শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। নীলাচল ক্ষেত্রে পুনঃ সমাগত প্রায় ॥ ভট্টাচার্য্য কহে মহারাজ সত্য হয়। আইলেন প্রায় প্রভু অন্যথা এ নয় ॥ রাজা কহে চিত্তে মোর হেন সাক্ষী দেই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পুরুষোত্তমে যেই ॥ তিঁহো এই ক্ষেত্রে আসি বীজ রূপ হব। তাঁহা

হৈতে আর বহু অঙ্কুর জন্মিব ।। নীলাচল চন্দ্র সেবা সহজে অশেষ। তাহা হৈতে হব তার সৌভাগ্য বিশেষ ।। এইমত দেখা দেই মনেতে আমার। কহ ভট্টাচার্য্য কিবা সন্দর্ভ ইহার ।। ভট্টাচার্য্য বলে তোমা হেন রাজা যত। পুণ্যাত্মা হয়েন তাঁরা দেব অংশ ভূত ।। অতএব তোমার মনেতে যেই হয়। সেই সত্য হইবেক ইথে কি সংশয় ।। নেপথ্যে কহেন সত্য সত্য হেন কালে। শুনিয়া আনন্দে রাজা ভট্টা-চার্য্যে বলে ।। অদ্যাপি তেমনি শুভ বার্ত্তা কুশন্দন হয়। দেখ দেখি কার প্রতি কেবা কিবা কয় ।। ভট্টাচার্য্য বলে দুই তৈর্থিকে কহেন। জগন্নাথ দরশনে উৎকণ্ঠা করেন ।। হেনকালে দ্বারী আসি হৈল বিদ্যমান। রাজা প্রতি বলে দেব কর অবধান ।। বিস্তর আইসে লোক ধাইয়া সত্বর। না জানি কে বটে তাঁরা করিল গোচর ।। শুনি রাজা সচকিত দ্বারী প্রতি কয়। নিরস্ত্র কি শস্ত্র ধারী দেখত নিশ্চয় ।। দ্বারী যাঞা দেখি পুনঃ কহে রাজা স্থানে। শস্ত্র নাহি নিরস্ত্র দেখিল সর্ব্বজনে ।। ভট্টাচার্য্য বলে রাজা হেন চিত্তে লয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব করিলা বিজয় ।। তাঁরে দেখিবারে লোক ধাইছে সত্বরে। শুনিঞা রাজার হৈল আনন্দ অন্তরে ।। হোথা নীলাচলে প্রভু কৈল আগমন। তাঁরে দেখি হরি ধ্বনি করে সর্ব্বজন ।। স্বর্গ মর্ত্য যুড়িয়া উঠিল হরি ধ্বনি। সার্ব্বভৌম বলে সত্য আল্যা ন্যাসী মণি ।। হোথা গোপীনাথাচার্য্য নিজ ভাগ্য মানি। নিজ বন্ধু গণ প্রতি কহে শুভ বাণী ।। দক্ষিণ দেশেরে গিয়া

ছিলা গৌরহরি। না হৈল মনের তৃপ্তি তীর্থ সব করি॥ অতএব শীঘ্র শ্রীজঙ্গম রত্ন সানু। পুরুষোত্তম আইলেন ভক্তপদ্ম.ভানু॥ রত্নাকর তীরে আইলা গৌর গুণ নিধি। মো সভার প্রতি সে সুমুখ হৈলা বিধি॥ এই বার্ত্তা শুনি গোপীনাথের বদনে। রাজা প্রতি ভট্টাচার্য্য কহে হর্ষ মনে॥ গোপীনাথ হর্ষ হঞা কহিছে এ কথা। অতএব ভগবান আইলা সর্ব্বথা॥ আজ্ঞা হয় তবে আমি করি দরশন। শীঘ্র যাহ শীঘ্র যাহ রাজা তাঁকে কন॥ ভট্টাচার্য্য গেলা শীঘ্র প্রভুর দর্শনে। রাজা কহে মল্ল ভট্ট যাহ বাসাস্থানে॥ বিশ্রাম করহ নিজ বাসা স্থান গিঞা। আমিহ যাইব কার্য্য বিশেষ লাগিঞা॥ আপন আপন কার্য্যে সভে চলি গেলা। সপ্তমাঙ্ক নাটকের সম্পূর্ণ হইলা॥ এই কথা শ্রদ্ধা করি শুনে যেই ধন্য। সগণে তাহারে কৃপা করেন চৈতন্য॥ শ্রীহরি চরণ পদ্ম ভৃত্যের আভাস। চন্দ্রোদয় কৌমুদী কহেন প্রেমদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং সপ্তমোঽঙ্কঃ॥ ৭॥

অষ্টম অঙ্ক প্রারম্ভঃ।

স্বভক্ত তারা নিকরৈঃ পরীতঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিধুঃ শিষেচ ?
প্রতাপরুদ্রাক্ষ চকোরকংযঃ, কৃপামৃতে নার্ত্তমমুং প্রপদ্যে॥

॥ ত্রিপদী ॥

দক্ষিণ সুধন্য করি, আইলা গৌরাঙ্গ হরি;
নীলাচল পুরে পুনর্ব্বার।
শুনি সব ভক্ত গণ, অতি আনন্দিত মন;

ধাঞা গেলা সমুদ্রের ধার ॥
সমুদ্রের কূলে যাঞা, গৌরচন্দ্র বিলোকিয়া;
প্রভু পায় করিল প্রণাম।
যথা যোগ্য সম্ভাষিয়া, সভাকারে কোলে লঞা;
সুখী হৈলা গৌর ভগবান ॥
গৌরাঙ্গ করিয়া আগে, ভক্তগণ অনুরাগে;
দুই পাশে পশ্চাতে চলিলা।
সার্ব্বভৌম হাতে ধরি, সুখী হৈয়া গৌরহরি;
তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥
এত দূর পর্য্যটন, করি কৈল দরশন;
তোমা সম না দেখিল কারে।
সবে রামানন্দ রায়, অলৌকিক দেখি তায়;
বড় সুখ পাইল অন্তরে ॥
তবে সার্ব্বভৌম কন, তেঞি কৈল নিবেদন;
রামানন্দ গোদাবরী কূলে।
দক্ষিণ যাইছ যবে, তাঁর সনে দেখা তবে;
অবশ্য করিবে মোর বোলে ॥
প্রভু কহে দক্ষিণেতে, দেখিলুঁ বৈষ্ণব যতেঃ
নারায়ণ উপাসক সব।
তত্ত্ববাদী কত যত, তাহারাও সেই মত;
দেখি না পাইল চিত্তোৎসব ॥
বিস্তর দেখিলুঁ শৈবে, কৃষ্ণেতে বৈমুখ দৈবে;
কেহো না বোলযে কৃষ্ণ নাম।
বড়ই প্রবল আর, পাষণ্ডের পরিবার;
তাহারা ব্যাপিল সব গ্রাম ॥

দেখি কৃষ্ণ বহির্মুখ, কোথাও না পাইনু সুখ;
সবে এক রামানন্দ রায়।
কৃষ্ণ ভক্ত-রস বেত্তা, অলৌকিক তাঁর কথা;
বড় সুখ দিলেন আমায়॥
রামানন্দ মত যেই, মোর চিত্তে লৈল সেই,
শুন প্রভু ভট্টাচার্য্য বলে।
তোমার যে মত শ্রেষ্ঠ, তাহে তিহোঁ সুপ্রতিষ্ঠ;
মত কর্ত্তা নহে স্বতন্তরে॥
তোমার যেমত আদ্য, সর্ব্ব শাস্ত্র প্রতিপাদ্য;
আমরা ইহাই বহু মানি।
চরণে শরণ দিয়া, আমা সভা সঙ্গ লৈঞা;
বিহার করহ গুণ মণি॥
গোপীনাথাচার্য্য কয়, সার্ব্বভৌম মহাশয়,
কোথা হব প্রভু বাসা স্থান।
সার্ব্বভৌম তাঁর কানে, কহে চিন্তিয়াছে স্থানে;
আপনে নৃপতি মতিমান॥
আচার্য্য বলেন কোথা, ভট্টাচার্য্য বলে যথা;
কাশীমিশ্র ভক্তের আলয়।
আচার্য্য বলেন ভাল, চিন্তিয়াছে মহীপাল;
সিংহদ্বার নিকটে সে হয়॥
তথা হৈতে সুখে হেন, জগন্নাথ দরশন;
সেই সে উত্তম বাসা স্থান।
এত বলি প্রভু সাথে, সমুদ্রের কূল হৈতে;
প্রবেশিলা পুরুষোত্তম গ্রাম॥
প্রভু আইলা পুরুষোত্তমে, ধ্বনি হৈল সর্ব্ব গ্রামে;

জগন্নাথের পশুপাল যত।
লইয়া প্রসাদ মালা, দর্শন করিতে গেলা;
কাশীমিশ্র পরিবার সাথ॥
এই যে নিকট ভূমি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বামী;
এত বলি চলে উৎকণ্ঠাতে।
সার্ব্বভৌম মহাশয়, করায়েন পরিচয়;
তা সভার প্রভুর সহিতে॥
পাণিতে প্রসাদ মাল, ঈশ্বরের পশুপাল,
এই সব করিলা গমন।
এহো কাশীমিশ্র নাম, অসীম গুণের ধাম;
প্রাণ যার তোমার চরণ॥
পরীক্ষা মহা পাত্র এই, শ্রীজগন্নাথের যেই;
সর্ব্ব অধিকারী সব জানে।
কাশীমিশ্র হৃষ্টমনে, পরীক্ষা পাত্রের সনে;
প্রণাম করিল শ্রীচরণে॥
পশুপাল সব আইলা, প্রভু কণ্ঠে মালা দিলা;
তবে বন্দে চৈতন্যের পাদ।
হায় হায় প্রভু কয়, এমত উচিত নয়;
তোমরা ঈশ্বর পারিষদ॥
আমার আরাধ্য হঞা, প্রণাম করহ সিঞা;
অযোগ্য এমত কর কেনে।
এত বলি সবাকারে, প্রণমিল সমাদরে,
সভা ধরি কৈল আলিঙ্গনে॥
যদ্যপি ঈশ্বর হন, মর্য্যাদার স্থাপন;
তথাপি করেন ভগবান।

গৌরাঙ্গ চরিত দেখি, সর্ব্ব লোক হৈল সুখী,
যুড়াইল প্রেমদাসের প্রাণ ॥

পয়ার ॥ পশুপাল তবে সার্ব্বভৌমে কথা কয়। জগন্নাথের হৈল দিবা স্বপ্নের সময় ॥ সংপ্রতি সে ঈশ্বরের দরশন নাঞি। জগমোহনেতে যাঞা থাকিবে গোসাঞি ॥ কিম্বা অন্য স্থানে গিঞা করিব বিশ্রাম। স্নানাদি করিয়া পাছু করিবা প্রয়ান ॥ সার্ব্বভৌম বলে আগে করিবেন স্থান। তবে দেখিবেন জগন্নাথ ভগবান ॥ কাশীমিশ্র বলে তবে এই দিগে চল। মোর গৃহে অর্প প্রভু চরণ যুগল ॥ সার্ব্বভৌম বলে কাশীমিশ্র নিজ ঘরে। সুধিঞা রাখিয়াছেন শ্রীচরণ তরে ॥ ইহার মন্দিরে প্রভু করহ প্রবেশ। তবে মিশ্র পাইবেন মনোরথ শেষ ॥ এত শুনি গণ সঙ্গে গৌর ভগবান। কাশীমিশ্র ঘরে প্রভু করিল প্রয়ান ॥ পশুপাল সব তবে প্রণাম করিঞা। স্বস্থানে গেলেন সভে আনন্দিত হঞা ॥ কাশীমিশ্র গোলোক ঈশ্বর পাঞা ঘরে। সেবিল প্রভুর পাদ পরম আদরে ॥ হেথা যত মহাশয় উৎকল নিবাসী। প্রভুর গমন শুনি পরম উল্লাসী ॥ সভে বলে পূর্ব্বে প্রভু আইলা যখন। আমা সভাকার ভাগ্য না হৈল তখন ॥ সে চরণ সে করুণা সে রূপ মাধুরী। দেখিতে না পাইলুঁ তাহা দুই নেত্র ভরি ॥ সংপ্রতি হইল ভাগ্য আমা সভাকার। জঙ্গম জগত নাথ শচীর কুমার ॥ নেত্র ভরি সে রূপ করিব দরশন। এত বলি উৎকণ্ঠাতে করিল গমন ॥ বসিয়াছেন মহাপ্রভু মহা মহেশ্বর।

চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি বসিয়াছে সহচর ॥ তীর্থ কথা সভারে কহেন প্রভ রঙ্গে। বৃন্দাবন চন্দ্র যেন গোপ গণ সঙ্গে ॥ হেন কালে উৎকল নিবাসি ভক্তবৃন্দ। অষ্টাঙ্গ করিঞা বন্দে চরণারবিন্দ ॥ সার্ব্বভৌম পরিচয় কহে সভাকার। এহো জনার্দ্দন নাম মহা অধিকার ॥ অনবসরে জগন্নাথ থাকেন যখন। অন্তরঙ্গ এহোঁ সেবা করেন তখন ॥ এহোঁ কৃষ্ণদাস নাম স্বর্ণ বেত্র ধারি। শিখিমাহাতি এহোঁ লিখনাধিকারী ॥ শিখিমাহাতির ভ্রাতা এই দুইজন। জগন্নাথ সেবা কার্য্যে পরম নিপুণ ॥ এহোঁ দাস মহাশয়ের নাম মহাশয়। রন্ধনশালার অধিকারী এহো হয় ॥ এ দিগে প্রণাম করে এই যত জন। সভে জগন্নাথের নিসর্গ ভক্ত হন ॥ এই চন্দনেশ্বর মুরারি হৎসেশ্বর। উত্তম ব্রাহ্মণ রাজ মহা পাত্রবর ॥ স্বভাব বৈষ্ণব তিন রাজ মহা পাত্র। তোমার চরণে ভক্তি করে অতি মাত্র ॥ প্রহর রাজ মহাপাত্র নাম ইহাঁর। পরম ভগবদ্ভক্ত খ্যাতি যাহার ॥ প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহোঁ কৃষ্ণ দাস এই। এই রামানন্দসহোদর চারি ভাই ॥ তার মধ্যে ইহোঁ বাণীনাথ পট্ট নায়ক। ভবানন্দ রায় ইহোঁ তাহার জনক ॥ এই সব গৌড়োৎকল বাসী দেখ যত। তোমা গত প্রাণ সভার তোমা গত চিত্ত ॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করেন সর্ব্বজন। ভগবান যথা যোগ্য কৈল সম্ভাষণ ॥ সার্ব্বভৌম বলে প্রভু কর অবধান। জগন্নাথ তুমি দুই যদ্যপি সমান ॥ তথাপিহ এক ভেদ আছয়ে ইহাতে। দারুব্রহ্ম জগন্নাথ প্রকট জগতে ॥ তুমি সে জঙ্গম

ব্রহ্ম ভগবান। বিষ্ণু স্মৃতি করি প্রভু আচ্ছাদিল কান॥ শুন সার্ব্বভৌম অতি উক্তি এ তোমার। শুনিঞা কর্ণের কটু জন্মিল আমার॥ গৌড় রস অতি-রিক্ত পাক যদি হয়। রান্ধা নাহি যায় আরো তিক্ত অতিশয়॥ ভট্ট কহে গৌড় দেশ রস পাক যেই। তুমি অবতীর্ণ তাতে সুরস সে সেই॥ তবে তুমি তিক্ত কেন বলিছ তাহারে। ভগবান কহে আমি হারিল তোমারে॥ বিরম বিরম এ কথায় কার্য্য নাঞি। জগন্নাথ দর্শন সময় চল যাই॥ সভে বলে উচিত দর্শন কাল হৈলা। প্রভু আগে করি সভে দেখিতে চলিলা॥ আচম্বিতে নেপথ্যে হইল এক ধ্বনি। পরমানন্দ পুরীশ্বর ঈশ্বর আপনি॥ পাপী পাপ দমন করিতে দণ্ডধারী। নেত্র রসায়ন রূপ অগ্রে মনোহারি॥ তাহা শুনি সর্ব্ব জন চিন্তেন অন্তর। জগন্নাথ দরশনে হৈল অবসর॥ এ নহিলে এমন প্রস্তাব কেনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তবে চিন্তেন হৃদয়॥ কি আশ্চর্য্য বাণী আজি শুনিল শ্রবণে। পরমানন্দ পুরী কিবা আইলা আপনে॥ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য মহাশয়। আমার অগ্রজ বিশ্বরূপ যেহোঁ হয়॥ তাঁহার ঈশ্বর তেজঃ যতেক আছিল। পরমানন্দ পুরীতে সে সব প্রবেশিল॥ তিহোঁ আইলা হেন মোর সাক্ষী দেন চিত্তে। জগন্নাথ দেখি পাছু বুঝিব সে তত্ত্বে॥ সভে বলে প্রভু আগে দেখ গৌরহরি। এই ভগবানের পরমানন্দ পুরী॥ এত বলি সভে গৌরচন্দ্র সঙ্গে

লৈঞা। ঈশ্বর দেখিতে পুরী প্রবেশিলা গিঞা॥ হেথা রঙ্গে প্রবেশিলা পরমানন্দ পুরী। ভারতে বিস্তর তীর্থ পর্য্যটন করি॥ উৎকণ্ঠিত হঞা পুরী কহে মনে মনে। কবে দেখা হব গৌর ভগবান সনে॥ ভক্ত রূপ তনু ধরি স্বয়ং ভগবান। লোক ভাগ্যে অবতীর্ণ কমল নয়ান॥ তাঁহার দর্শন ফল পাইবার তরে। ভাগ্য তরু বহু দিন রোপিলু অন্তরে॥ ফল কাল প্রত্যাসন্ন হইল যদ্যপি। না জানি কি ফল ধরে ভাগ্যের বিটপী॥ এত বলি নীলাচলে ভ্রমিয়া বেড়ান। দেখিবার তরে গৌরচন্দ্র ভগবান॥ গৌরাঙ্গ দেখিতে ভাবে গর গর মনঃ। হেন কালে জগন্নাথ বলে সর্ব্বজন॥ জগন্নাথ ধ্বনি শুনি পাছে স্মৃতি হৈল। আগে আমি জগন্নাথ দর্শন না কৈল॥ নিজ অপরাধ হেন মানিঞা অন্তরে। জগন্নাথ সম্বোধিয়া বলে যোড় করে॥ আগে না দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ। গৌরচন্দ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ॥ ইথে মোর যদ্যপি হইল অপরাধ। তাহা ক্ষম জগন্নাথ করিবে প্রসাদ॥ তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ জান সভার অন্তর। মোর উৎকণ্ঠার কথা তোমাতে গোচর॥ উৎকণ্ঠাতে লঞা যায় কি করিব আমি। ইহা জানি মোর অপরাধ ক্ষম তুমি॥ ইহা বলি অগ্র পানে প্রসারে লোচন। দেখিলেন অগ্রেতে বিস্তর লোক গণ॥ লোক দেখি চিন্তেন পরমানন্দ পুরী। এই স্থানে থাকিবেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ যত লোক নাহি দেখি জগন্নাথ দ্বারে। ততঃ লোক এই দিগে কোলাহল করে॥ প্রবেশিছে লোক সব

বাহির না হয়। অতএব অত্র আছে গৌর কৃপাময়॥ ধন্য ধন্য পৃথিবী তোমার পুণ্য হৈতে। হেম গৌর ঈশ্বর মিলিলা এই ক্ষেত্রে॥ তস্মাৎ এথাই উপসর্পণ করিব। গৌরচন্দ্র দরশন হেথাই পাইব॥ হেথা গৌরচন্দ্র করি ঈশ্বর দর্শন। পরানন্দে মগ্ন সঙ্গে সর্ব্ব পরিজন॥ মনে মনে মহাপ্রভু করিয়া স্মরণ। দাণ্ডাইয়া করেন চিন্তা প্রফুল্ল লোচন॥ পরমানন্দ পুরীশ্বর ভক্ত শিরোমণি। সম্প্রতি আসিবে হেন মনে অনুমানি॥ জগন্নাথ দরশনে যে সুখ হইল। আরো কোন সুখ হব মনে সাক্ষী দিল॥ আকস্মিক মনের প্রসাদ হয় যবে। নিকট পরম সুখ মিলে আসি তবে॥ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ আছেন দাণ্ডাইয়া। হেথা পুরী গোসাঞি দেখেন আগে চাঞা॥ দেখিলেন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। জগন্নাথ দেখি বসিয়াছে অতি রঙ্গে॥ জগন্নাথ রূপ গুণ কহিতে কহিতে। দুই নেত্রে অশ্রুধার বহে শতে শতে॥ হেম মণি শিলা বিলাসিত বক্ষঃ স্থল। তাঁহা বাঞা পড়িছে আনন্দ অশ্রুজল॥ আপাদ মস্তক সব পুলক বেষ্টিত। জয় শব্দ করি আগে আইলা আচম্বিত॥ তারে দেখি অনুমান করে গৌরহরি। ইনি মেনে হৈবা শ্রীপরমানন্দ পুরী॥ সে নহিলে হেথা কেনে অকস্মাৎ আইলা। উঠিয়া আপনে প্রভু নিকটে চলিলা॥ প্রণাম করিলা প্রভু আসিয়া নিকট। জিজ্ঞাসিল স্বামী তুমি পুরীশ্বর বট॥ সসম্ভ্রমে পুরী তবে কহিতে লাগিলা। কহিতে কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধারা॥

তীর্থ পর্য্যটন করি বারাণসী আইলুঁ । তোমার মঙ্গল বার্ত্তা তথাই শুনিলুঁ ॥ পুরুষোত্তমে আছ তুমি এ কথা শুনিয়া । বারাণসী হৈতে আইলু উৎকণ্ঠিত হঞা ॥ দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র যুড়াইল । তীর্থ যাত্রা আদি মোর সফল হইল ॥ প্রভু কহে বড় অনুগ্রহ মোর প্রতি । আপনে আসিয়া দেখা দিলে মহামতি ॥ তবে শ্রীজগদানন্দ আসিয়া আপনে । বিশ্রাম করাল পুরীশ্বরে দিব্যাসনে ॥ সার্ব্বভৌম কহে প্রভু অতি চিত্র নয় । সদৃষ্টান্ত কহি পুনঃ প্রভু কৃপাময় ॥ যত নদ নদী আছে পৃথিবী ভিতর । সপ্রবাহ হঞা সভে যায় রত্নাকর ॥ সিন্ধু বিনা তার যেন স্থিতি স্থান নাঞি । এই মত সর্ব্ব ভক্ত আইসে তোমা ঠাঞি ॥ এইমত রঙ্গে আছে গৌর গুণমণি । হেন বেলে নেপথ্যে হইল এক ধ্বনি ॥ অহো রস কলাবান কৃষ্ণ ভগবান । তার রসাচার্য্য ভাব হৈতে মূর্ত্তিমান ॥ সন্ন্যাসীর বেশ বপু প্রকাশ করিয়া । অবতীর্ণ হৈলা লোকে কৃপা যুক্ত হঞা ॥ সর্ব্বলোক দামোদর স্বরূপ বলেন । প্রেম হৈতে অপৃথক তাহারে জানেন ॥ সার্ব্বভৌম বলে অহো এ আনন্দ অতি । গৌরচন্দ্রে লোক সবের নৈসর্গিকি রতি ॥ পরোক্ষেহ ইহাঁর ভগবত্তা গান করে । দামোদর স্বরূপ বলিঞা সভে বলে ॥ শ্রীচৈতন্য নেপথ্যে শুনিয়া সেই ধ্বনি । সার্ব্বভৌমে কহে প্রভু ন্যাসী চূড়ামণি ॥ অকস্মাৎ দামোদর স্বরূপ বলিয়া । আশ্চর্য্য শুনিল নাম বুঝ মনঃ দিয়া ॥ পুরীশ্বর হেন রত্ন আইলা সংপ্রতি ।

তৈছে কোন মহান্ত আইলা হেন লয়ে মতি॥ নাম শুনি মনে বড় পাইল সন্তোষে। কি লয় তোমার মর্ম্ম কহত বিশেষে॥ সার্ব্বভৌম বলে প্রভু তুয়া অবতারে। কেহো অবতীর্ণ পূর্ব্বে কেহো আইলা পরে॥ কালে আসি মিলিব তোমার স্থানে সর্ব্বে। অতএব সপ্রবাহ কহিয়াছি পূর্ব্বে॥ হেথা শ্রীল দামোদর স্বরূপ আইলা। উৎকণ্ঠাতে পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিলা॥ চৈতন্য দর্শন লাগি অনুরাগি হৈলা। কান্দিতে কান্দিতে এক শ্লোক পাঠ কৈলা॥

॥ তথাহি ॥

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তবদয়া ভূয়াদ মন্দোদয়া॥

॥ ত্রিপদী ॥

স্বরূপ গোসাঞি অতি, গৌরাঙ্গে নিবিষ্ট মতি;
গৃহ বন্ধু সব পরিহরি।
প্রভুর দর্শন লাগি, হৈলা অতি অনুরাগি;
আইলেন নীলাচল পুরী॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি; অবধূত বেশ ধরি;
সদা কৃষ্ণ প্রেমে গর গর।
অধ্যাপক শাস্ত্র সর্ব্বে, ছাড়ি অহঙ্কার গর্ব্বে;
গৌর বিনু না জানে অন্তর॥
রস শাস্ত্রে মহা দক্ষ, আকাশ করিয়া লক্ষ;
প্রভু প্রতি কহে ছাড়ি মায়া।

শ্রীচৈতন্য দয়া নিধি, তব দয়া সাধ্যাবধি;
মোরে হউ আনন্দ উদয়া ॥
মাধুর্য্য মর্য্যদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই;
সে মাধুর্য্য মর্য্যাদা বিশদা।
খেদকে কাঁপায় হেলে, রস দেই সর্ব্ব কালে;
আমোদ উন্মীলে তাহে সদা ॥
যাহা হৈতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ;
মাধুর্য্য মর্য্যাদা মত্তা অতি।
নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়;
শ্রীকৃষ্ণ চরণে দেই রতি ॥
হেন দয়া মোরে কর, এত বলি দামোদর;
প্রভুর নিকটে চলি যায়।
গোপীনাথ তারে দেখি, হইলা বড়ই সুখী;
ভাবিছেন আপন হিয়ায় ॥
অহো শুনিয়াছি পূর্ব্বে, কহেন বৈষ্ণব সর্ব্বে;
চৈতন্যানন্দ নামে ন্যাসী বর।
তাঁর শিষ্য মহাজন, পরম বিরক্ত হন;
ভগবদ্ভক্তের প্রবর ॥
তিঁহো অতি বিদ্বান, দামোদর স্বরূপ নাম;
সর্ব্ব গুণ রত্নের আকর।
সন্ন্যাসের মন্ত্র যবে, গুরু স্থানে লিলা তবে;
গুরু হৈলা হরিষ অন্তর ॥
তাহার পাণ্ডিত্য দেখি, চৈতন্যানন্দ হৈলা সুখী;
কহিলেন শুন দামোদর।
বেদান্ত পঢ়িয়া তুমি, হইয়া সভার স্বামী;

শিষ্য লঞা অধ্যাপনা কর ॥
এইমত গুরু তার, কহিলেন বার বার;
তিঁহো কহে ইহা না বলিবে।
কৃষ্ণ অনুরাগে মোর, চিত্ত সদা গর গর;
বেদান্ত আমার কি করিবে ॥
তবে যে সন্ন্যাস কৈল, শিখা সূত্র ত্যাগিল;
বৈরাগ্য করিব সে কারণে।
বেশ মাত্র সন্ন্যাসীর, ভক্তি পথে মহা ধীর;
সন্ন্যাসকে তুচ্ছ জানে মনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ, তাহার পরাগ বৃন্দ;
তাহে সদা চিত্ত অনুরাগ।
সংসার সম্বন্ধ ছাড়ি, অবধূত বেশ ধরি;
আইলেন কাশী করি ত্যাগ ॥
ভগবানে কহি যাঞা, এত বলি চলে ধাঞা;
গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে।
যার নাম শ্রুত ধর, শ্রীস্বরূপ দামোদর;
তিঁহো আইলা তোমাকে দেখিতে ॥
শুনি গৌর ভগবান, দামোদর স্বরূপ নাম;
গোপীনাথ জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
কোথা তেহোঁ দেখিলে, এত বলি উঠি চলে;
দামোদরে দেখিতে আপনে ॥
নিকটে স্বরূপ আসি, দেখিয়া গৌরাঙ্গ শশী;
পাদ পদ্মে করিল প্রণাম।
দুই বাহু প্রসারিয়া, শীঘ্র তাঁরে উঠাইয়া;
আলিঙ্গন কৈল ভগবান ॥

দোঁহার যতেক প্রীতি, আলাপ দৈন্যাদি রীতি;
এক মুখে কহা নাহি যায়।
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে, স্বরূপ রহিলা রঙ্গে;
প্রেমদাস লিখিল ভাষায়॥

পয়ার॥ এই মত মহাপ্রভু আছেন বসিয়া। সার্ব্বভৌম স্বরূপাদি ভক্ত গণ লৈঞা॥ হেন কালে নেপথ্যে হইল এক ধ্বনি। গণ সঙ্গে তাহা শুনিলেন ন্যাসী মণি॥ ঈশ্বর পুরীর নিষেবনে অনুরক্ত। পরম বিরক্ত আপনেহ কৃষ্ণ ভক্ত॥ বিষদ হৃদয় অতি বিষয়ে উদাস। তিহোঁ আইলেন এই অন্তরে উল্লাস॥ সার্ব্বভৌম বলে অয়ে জানিল কারণ। জগন্নাথ পুর পরিচারক কোন জন॥ কে বটে না জানি ইহা করি অনুমান। পরীক্ষা পাত্রের প্রতি নিধির প্রয়ান॥ তেঁহো ত না হয় অতি বিরক্ত উদাস। শ্রীচৈতন্য বলেন তবে পাইয়া উল্লাস॥ হেন মনে লয় ঈশ্বরপুরী পাশ হৈতে। কেহো যেন আইলেন ঈশ্বর দেখিতে॥ সার্ব্বভৌম বলে তত্ত্ব জানিব সুরীতে। এত বলি গেলা তিহোঁ তাহাকে দেখিতে॥ হোথা রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেই জন। নীলাচলে আইলা অতি সুপ্রসন্ন মনঃ॥ বিচার করেন তিহোঁ আপন অন্তরে। শ্রীঈশ্বর পুরী পাঠাইলেন আমারে॥ মহা প্রভু নিকটে প্রস্থান কর তুমি। তাঁর আজ্ঞা পাঞা হেথা আইলাঙ আমি॥ নিজ ভাগ্য মহিমা না জানি কিবা হয়। অঙ্গীকার করেন চৈতন্য দয়াময়॥ এত বলি প্রভুর নিকটে চলি গেলা। প্রণমিঞা কৃতাঞ্জলি

কহিতে লাগিলা॥ অবধান কর প্রভু করি নিবেদন। শ্রীঈশ্বর পুরী মোরে কহিলা যেমন॥ নবদ্বীপে তুমি যবে ছিলা গৃহাশ্রমে। তখন তোমার তিঁহো কৈল দরশনে॥ নবীন কিশোর মূর্ত্তি চাঁচর চিকুর। পট্টাম্বর যজ্ঞ সূত্র পরম মধুর॥ সেই মূর্ত্তিধ্যান সদা সেই মূর্ত্তিকন। ততঃপর শুনিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥ দেখিতে উৎকণ্ঠা ছিল দেখিতে না আইলা। এই কথা তিঁহো মোরে কহি পাঠাইলা॥ প্রথমে যে রূপ আমি দেখিল তাঁহার। তাহা দেখি পাইয়াছি আনন্দ অপার॥ সংপ্রতি তাঁহারে যদি দেখিবারে যাব। মধুর নটেন্দ্র রূপ দেখিতে না পাব॥ সন্ন্যাসী দেখিলে সেই রূপ পাসরিব। অতএব না যাইব সে রূপ চিন্তিব॥ তুমি যাহ গোবিন্দ তাঁহার পাদান্তিকে। শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠাইলেন আমাকে॥ শ্রীচৈতন্য বলে তাঁর ঈশ্বর আচার। মোর প্রতি অখণ্ড বাৎসল্য ভাব তাঁর॥ সার্ব্বভৌম বলে তুমি তাঁহার সংগতি। কি কর্ম্ম করিয়াছিলা কহত সংপ্রতি॥ গোবিন্দ বলেন তাঁর পরিচর্য্যা করি। আছিনু তাঁহার সঙ্গে বহু কাল ধরি॥ তাঁর পরিচর্য্যার ধরিল এবে ফল। দেখিল চৈতন্য চন্দ্র চরণ যুগল॥ সার্ব্বভৌম বলে প্রভু করি নিবেদন। ব্যবহারে গোবিন্দ না হয়েন ব্রাহ্মণ॥ শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর চূড়ামণি। সকল শাস্ত্রের অর্থ জানেন আপনি॥ ব্রাহ্মণের ভিন্ন বর্ণে অনুগ্রহ করি। পরিচর্য্যা করাইলা কিবা মনে ধরি॥

॥ তথাহি ॥

হরেঃ স্বতন্ত্রস্য কৃপাপিতদ্বন্ধত্তেন সাজাতি
কুলাদ্যপেক্ষাং। সুযোধনস্যান্ন মুপোহ্য হর্ষা-
জ্জগ্রাহদেবো বিদুরান্ন মেব ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে ভট্টাচার্য্য হেন না কহিবে। ঈশ্বরের কর্ম্মে কিম্বা বিচার করিবে ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর কৃপা স্বতন্ত্র সে হন। জাতি কুল অপেক্ষা না করেন কখন ॥

পয়ার ॥ সার্ব্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয়। কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেষ্টা লৌকিক না হয় ॥ শ্রীচৈতন্য বলে পূজ্য হয় যেই জন। তাঁর পরিচর্য্যা করে যেই ধন্য তম ॥ তারে আপনার পরিচর্য্যা করাবারে। যদ্যপি না হয় যুক্ত শাস্ত্রের বিচারে ॥ তথাপি তাহার আজ্ঞা বলে তা করিব। গোবিন্দেরে আপনার সেবাতে রাখিব ॥ এত বলি গোবিন্দেরে অনুগ্রহ করি। নিজ সেবা অধিকার দিলা গৌরহরি ॥ এই মত সুখে বসি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর। হেন বেলে মুকুন্দ আইলেন সত্বর ॥ মুকুন্দ বলেন প্রভু করি নিবেদন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীর হৈল আগমন ॥ তোমা দেখিবারে ইচ্ছা হৈয়াছে অন্তরে। আজ্ঞা হয় তবে তাঁরে আনি যে গোচরে ॥

পয়ার ॥ প্রভু বলে বড় ভাল কৈলা আগমনে। কিন্তু তিহোঁ আপনাকে শান্ত করিমানে ॥ অতএব আজি যাব তাঁর দরশনে। সেই সে উচিত হয় বুঝ সভে মনে ॥

॥ তথাহি ॥

অলৌকিকানামপি লৌকিকত্ব, মলৌকিকত্ব
প্রথনায়নূনং। ভুবঃপ্রয়াণং কিলবিষ্ণুপদ্যা,
দিবংনয়ত্যেব শরীর ভাজঃ ॥

পয়ার ॥ সভে বলে অলৌকিক হয় যেই জন। তিহোঁ যদি করে লৌকিকের আচরণ ॥ অলৌকিক ধর্ম্ম তার খ্যাত হয় তবে। তাহার দৃষ্টান্ত এই দেখ তুমি সবে ॥ আপনি আইলা গঙ্গা পৃথিবী মণ্ডলে। ভূমে থাকি স্বর্গে লয়ে শরীরী সকলে ॥

পয়ার ॥ এত বলি ভক্ত গণ প্রভু সঙ্গে লঞা। ব্রহ্মানন্দ দেখিবারে চলে হৃষ্ট হঞা ॥ চতুর্দ্দিগে ভক্ত গণ মাঝে বিশ্বম্ভর। তারক বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর ॥ দূরে হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা অতি বিস্ময় পাইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইহোঁ জানিল নিশ্চয়। যে অপূর্ব্ব শুনিয়াছি সেই রূপ হয় ॥ কনক পরিঘ সম দীর্ঘ বাহু দ্বয়। স্ফুটতর কনক কেতকী কান্তি হয় ॥ নব দমলক মাল্য লাল্য মণি দ্যুতি। উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি ॥ এই মত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি। তাহার নিকটে আইলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ দেখিলেন ব্রহ্মানন্দে গৌর বর্ণ ধর। প্রকাণ্ড শরীর পরিঞাছে চর্ম্মাম্বর ॥ চর্ম্মাম্বর দেখি প্রভু বিমনা হইলা। চিনিয়াও, তাঁরে যেন চিনিতে না পারিলা ॥ ছদ্ম করি মুকুন্দেরে প্রভু জিজ্ঞাসয়। ভারতী গোসাঞি বল কোন স্থানে হয় ॥ মুকুন্দ বলেন এই দেখ বিদ্যমান।

গৌরচন্দ্র বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান ॥ এহোঁ যদি হইতেন ভারতী গোসাঞি। বাহ্যবেশ চর্ম্মাম্বর পরিতেন নাঞি॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় যা সভাকার। চর্ম্ম আদি বাহ্য প্রতারণা নাহি তার॥ প্রভু বাক্য শুনি চিন্তে ভারতী গোসাঞি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে চর্ম্মাম্বর রুচে নাঞি॥ উত্তম কহিল ইহোঁ উপযুক্ত নয়। দম্ভ মাত্র জানাইতে চর্ম্মাদি ধারয়॥ চর্ম্ম আদি বস্তু নহে না হয় সাধন। কিন্তু প্রেম জ্ঞান হয় শুদ্ধ হৈলে মনঃ॥ ঋজু পথে চলিলে সুখে শীঘ্র গম্য হয়। বক্র পথে দুঃখ পাঞা বিলম্বেতে যায়॥ আমি যে করিল এই নহে সদাচার। চর্ম্ম দূর করি ইহা না পরিব আর॥ ইঙ্গিত করিল প্রভু দামোদর পানে। দামোদর প্রভুর ইঙ্গিত ভাল জানে॥ নূতন বস্ত্রের বহির্ব্বাস দামোদর। ব্রহ্মানন্দ ভারতীরে দিলেন সত্বর॥ ব্রহ্মানন্দ বস্ত্র যবে কৈল পরিধান। তবে প্রভু কাছে যাঞা করিল প্রণাম॥ ব্রহ্মানন্দ ভয় পাঞা করিল আদর। কহিলেন শুন গোসাঞি আমার উত্তর॥ ঈশ্বর হইয়া লোক শিক্ষার লাগিয়া। আমারে আদর কৈলে মান্য বলিয়া॥ ঈশ্বর স্বভাব এই মর্য্যাদা স্থাপন। তোমার উচিত কিন্তু মোর ভয় হন॥ অতঃপর শুন মোর এই নিবেদন। আমারে প্রণাম আর না করো কথন॥

॥ তথাহি ॥

নীলাচলস্য মহিমা নহিমাদৃশেন, শক্যো নিরূপয়িতু মেব মলৌকিকত্বাৎ। এতে চরস্থিরতয়া প্রতিভাসমানে, দ্বে ব্রহ্মণী যদিহ সম্প্রতি গৌরনীলে॥

পয়ার ॥ দেখ দেখ নীলাচল মহিমা বলিতে। আমার না হয় শক্তি অলৌকিক যাতে ॥ দুই ব্রহ্ম নীলাচলে বিরাজে সংপ্রতি। চরস্থির গৌর নীল এ আশ্চর্য্য অতি ॥ তুমি সে জঙ্গম ব্রহ্ম ভ্রম নীলাচলে। স্থির ব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়া মন্দিরে ॥

পয়ার। প্রভু বলে আপনে যে কহিলে সংপ্রতি। তব মুখে সত্য কহাইলা সরস্বতী ॥ সংপ্রতি শব্দেতে বর্ত্তমান কাল হয়। গৌর ব্রহ্ম তুমি আজি করিলে বিজয় ॥ তবনাম এক দেশে ব্রহ্ম শব্দ হয়। জগন্নাথ তুমি দুইব্রহ্ম সুনিশ্চয় ॥ ব্রহ্মানন্দ বলে কথা কহিবে বিচারি। ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে অনুমান করি ॥ দেখ আমি ব্যাপ্য তুমি ব্যাপক হইলে। চর্ম্ম ঘুচাইয়া মোরে বস্ত্র পরাইলে ॥ সার্ব্বভৌম বলে সত্য কহিলে গোসাঞি। গৌরচন্দ্র ব্যাপক ইহাতে অন্য নাঞি ॥ ব্রহ্মানন্দ বলে সার্ব্বভৌম দেখ দেখ। সহস্র নাম তোমরা পঢ়িলে তাহা লেখ ॥

॥ তথাহি ॥

সুবর্ণ বর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃৎসম শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ ॥

পয়ার ॥ এত কাল এ নামের অন্বয় না ছিল। গৌরহরি সেই নাম সান্বয় করিল ॥ আপনার প্রসাদ চন্দন সূত ডোরে। জগন্নাথ অঙ্গদ দিয়াছে বাহু পরে ॥ গৌরচন্দ্র সঙরণে পরমানন্দ হয়। দর্শনে আনন্দ হয় এহোঁ চিত্র নয় ॥ কৃষ্ণের যতেক আছে অংশ অবতার। তাঁ সভারে দেখি হয় আনন্দ

সভার ।।সেই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভূত। তা দেখি আনন্দ হয় এ নহে অদ্ভুত ।।

।। তথাহি ।।

আনন্দানুভবৈকসাধন মহোরূপং ঘনানন্দ চিদ্বা-
হ্যান্তঃকপোর্ম্মি বৃত্তি বিবহস্যা পাদকং পশ্যতাং ।
হিত্বানন্দথু লব্ধয়ে হৃদি নিরাকারস্তু যৈ শ্চিন্ত্যতে,
মন্যেতান্ ভ্রময়ত্যহো ভগবতী সা কাপি দুর্ব্বাসনা ।।

পয়ার ।। আনন্দানুভবের সাধন এই হন । পরম সুন্দর রূপ আনন্দ চিদ্ঘন ।। যে দেখে সে রূপ তাঁর বাহ্যান্তর বৃত্তি । সব দূর করি সখী করে যেই মূর্ত্তি ।। সে রূপ ছাড়িয়া যে আনন্দ লভিবারে । নিরাকার ব্রহ্ম চিন্তা করয়ে অন্তরে ।। হেন বুঝি তার যে অন্তরে দুর্ব্বাসনা। সেই তারে ভ্রান্ত করি করয়ে বঞ্চনা।।

।। তথাহি ।।

অমূর্ত্তত্বং তত্বং যদি ভগবতস্তৎ কথো মহো,
মদাসূয়াদীনামপি ন ভগবত্তত্ব গণনা ।
ন মূর্ত্তামূর্ত্তত্বে ভবতি নিয়মঃ কিন্তু পরমো,
য আনন্দো যস্মাদপিচ সচ ঈশো মম মতং ।।

পয়ার ।। আরো কহি নিরাকার যদি ভগবত্ত্ব । মদ অসূয়াদি কেনে না হয় সে তত্ত্ব ।। অতএব এই মত লয়ে মোর মনে। মূর্ত্তামূর্ত্ত নিয়ম না হয় ভগবানে।। পরম আনন্দ যেহো হয়েন আপনে । যাহা হৈতে আনন্দানুভবে অন্য জনে ।। তাঁহারে ঈশ্বর বলি এই মোর মত । সার্ব্বভৌম বলে স্বামী কহিলে উচিত ।।

॥ তথাহ্যুক্তং ॥

অদ্বৈতবীথি পথিকৈ রুপাস্যাঃ স্বানন্দ সিংহাসন লব্ধদীক্ষাঃ। হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন, দাসী কৃতাগোপবধূ বিটেন॥

পয়ার॥ আনন্দ ময়োভ্যাসাদি তাহার ব্যাখ্যান। যে করিল তাই শুন কহি বিদ্যমান॥ আপনে আনন্দ যেই পদার্থ হয়েন। পরকেঁহো পরম আনন্দ তেহো দেন॥ বহু ধনবান যেন আপনেহ ধনী। পরকেহো ধন দেই সেই মত জানি॥ কিন্তু শুন গোসাঞি আমার নিবেদন। যার প্রতি ভগবান কৃপাবান হন॥ নিরাকার ভাবনা ছাড়িয়া সেই জন। শ্রীবিগ্রহ মাধুর্য্য সাগরে ডুবে মনঃ॥

পয়ার॥ চৈতন্য গোসাঞি হন স্বয়ং ভগবান। সার্ব্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান॥ ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞ তম। দামোদর পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ উত্তম॥ সভে মেলি কৈল পরব্রহ্মের বিচার। সাকার পরমব্রহ্ম এই সারোদ্ধার॥ এইমত কৃষ্ণ কথা কহে সভে মেলি। হেন কালে দামোদর হৈলা কৃতাঞ্জলি॥ ব্রহ্মানন্দে কহে তিহোঁ শুনহ শ্রীপাদ। আমি মোর নিমন্ত্রণ করিবে প্রসাদ॥ যে কর্ত্তব্য আহ্নিক তা করহ সংপ্রতি। আমার নিবাস প্রতি চল শীঘ্রগতি॥ শ্রীচৈতন্য কহেন স্বামী এই যুক্ত হয়। তোমার যে ইচ্ছা প্রভু ব্রহ্মানন্দ কয়॥ ইহা বলি দামোদর আদি কতোজন। সঙ্গে লঞা ব্রহ্মানন্দ করিলা গমন॥ তবে সার্ব্বভৌমে কহে চৈতন্য ঈশ্বর। ভট্টাচার্য্য তুমিহ

চলহ নিজ ঘর ॥ সার্ব্বভৌম বলে কিছু আছে নিবেদন। কি বটে তা কহ বলে শচীর নন্দন ॥ ভট্টাচার্য্য বলে দেহ যদ্যপি অভয়। অসাধ্বসে কহ তুমি শ্রীচৈতন্য কয় ॥ সার্ব্বভৌম বলে গজপতি ভূমি পাল। তাঁর চিত্তে উৎকণ্ঠা হইয়াছে বহুকাল ॥ সাধ করে দেখিতে তোমার শ্রীচরণ। আজ্ঞা দেহ আমি তাঁরে করিতে দর্শন ॥ এত শুনি প্রভু দুই কর্ণে দিল হাথ। বিজ্ঞ তুমি যুক্ত নহে কহ ঐছে বাত ॥

॥ তথাহি ॥

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্ম খস্য, পারং পরং
জিগিমিষো র্ভব সাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনা
মথযোষি তাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষ ভক্ষণতোপ্যসাধুঃ ॥

পয়ার ॥ নিষ্কিঞ্চন যে করিব কৃষ্ণের ভজন। সংসার সাগর পার বাঞ্ছে যেই জন ॥ বরং সেই বিষ খাঞা প্রাণ তেয়াগিব। তথাপি বিষয়ী নারী দর্শন বর্জ্জিব ॥ হায় হায় সার্ব্বভৌম তুমি কহ মোরে। বিষ পান হৈতে দুষ্ট কর্ম্ম করিবারে ॥

পয়ার ॥ সার্ব্বভৌম কহে স্বামী তুমি যে কহিলে। সত্য সেই শাস্ত্র মতে সে কথা না চলে ॥ কিন্তু এই রাজা নহে বিষয়ী কেবল। জগন্নাথ সেবক রাজা অন্তর নির্ম্মল ॥

॥ তথাহি ॥

আকারাদপি ভেতব্য স্ত্রীণাং বিষয়িণা মপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভ স্তথাতস্যাকৃতেরপি ॥

পয়ার ॥ শ্রীচৈতন্য কহে ভট্টাচার্য্য শুন কহি। যদ্যপি অন্তর শুদ্ধ তথাপি বিষয়ী ॥ স্ত্রী আর বিষয়ী দেখা সে থাকুক দূরে। স্ত্রী আর বিষয়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ যে করে॥ তার দর্শস্পর্শ না করিব ভিক্ষু জন। রাজা সম্ভাষিতে বল কোন প্রয়োজন ॥ সাক্ষাৎ ভুজঙ্গ দেখি ক্ষুভিত অন্তর। তৈছে সর্প আকৃতি দেখিয়া লাগে ডর ॥

পয়ার ॥ তুমি আর্য্য তব বাক্য লংঘিতে না পারি। অতএব এক কালে নিবেদন করি ॥ হেন বাক্য পুনঃ যদি কহ তুমি মোরে। নীলাচল ছাড়ি তবে যাব স্থানান্তরে ॥ এত শুনি সার্ব্বভৌম নিরব হইলা। শ্রীচৈতন্য তাঁরে পুনঃ কহিতে লাগিলা॥ গৃহে চল ভট্টাচার্য্য হৈল অতিকাল। সার্ব্বভৌম বলে প্রভু যে ইচ্ছা তোমার ॥ এত বলি সার্ব্বভৌম গেলা নিজ ঘরে। শ্রীচৈতন্য হেথা পুনঃ কহে মুকুন্দেরে ॥ আমি যবে গেলুঁ তীর্থ দেখিবার তরে। নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গেলেন কোন স্থলে ॥ মুকুন্দ বলেন তিহোঁ গৌড় দেশ গেলা। যাত্রা কালে এই কথা আমারে কহিলা ॥ ভগবান নীলাচলে আসিব যখন। অনুমানে আমি তাহা জানিঞা তখন ॥ অদ্বৈতাদি করিয়া যতেক ভক্ত গণ। সভা সঙ্গে হেথা পুনঃ করিব গমন ॥ তবে কহে গোপীনাথ আচার্য্য সংপ্রতি। দৌরাজ্যাদি এবে কিছু নাহি উপস্থিতি ॥ শুনিয়াছি গৌড় পথ সুগম হইল। গুণ্ডিচা যাত্রা প্রায় আসি নিকট হইল ॥ তার আগ-

মনের যে সামগ্রী প্রস্তুতা। কিন্তু এত দূর যদি গিয়া থাকে বার্ত্তা॥ নীলাচলে ভগবান করিলা গমন। শুনিল বা না শুনিল গৌড় ভক্ত গণ॥ অথবা সন্দেহ আমি করি কি কারণে। নিশ্চয় আইলা বার্ত্তা গৌড় ভক্ত গণে॥ ॥

॥ তথাহি ॥

ধ্বান্তং বিধূয়কিরণৈ রুদিতস্য ভানো, চন্দ্রস্য বা জগতিকে কথয়ন্তি বার্ত্তাং। লোকোত্তরস্য কিল বস্তুন এব সেয়ং, শৈলী স্বয়ং স্বমভিতঃ প্রকটী করোতি॥

পয়ার॥ সূর্য্য চন্দ্র গগণে উদয় করে যবে। কিরণে সকল অন্ধকার নাশে তবে॥ জগতে কে কহে গিয়া বৃত্তান্ত তাহার। এই মত লোকোত্তর বস্তুর বিচার॥ সর্ব্বত্র প্রকট করে আপনি আপনা। ঈশ্বরের এই হয় স্বভাব ঘটনা॥ আইলেন প্রায় গৌড়ের ভক্ত গণ সব। এই মত মোর মনে হয় অনুভব॥

পয়ার॥ ইহা কহি আচার্য্য প্রভুরে পুনঃ কৈল। জগন্নাথ সায়াহ্ন ধূপের কাল হৈল॥ যদি আজ্ঞা হয় এই কহি অর্দ্ধবাত। সঙ্কোচিত হইয়া রহিল গোপীনাথ॥ শ্রীচৈতন্য কহে তুমি চলহ আচার্য্য। ধূপ দেখ গিয়া বিলম্বের নাহি কার্য্য॥ আমিহ স্বরূপ আর পুরীশ্বর সনে। মিলন করিব গিয়া ইচ্ছা হৈছে মনে॥ এত বলি মহাপ্রভু গেলেন চলিয়া। গোপীনাথ কহে কিছু চিত্তান্তর হঞা॥ জগন্নাথ দেখিবার লিল অনুমতি। তেঁঞি মহাপ্রভু চলি গেলা শীঘ্র গতি॥ অতএব আমি ধূপ করিব দর্শন। পুনঃ শীঘ্র আসি প্রভু করিব

মিলন॥ এত বলি কথো দূর গেলেন চলিয়া। হেথা সার্ব্বভৌম কথা কহিছে বসিয়া॥ জগন্নাথ রথের বিজয় প্রত্যাসন্ন। নৃপতি প্রতাপরুদ্র হইল উৎপন্ন॥ রাজার হৈয়াছে অতি উৎকণ্ঠা অন্তরে। শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরণ দেখিবারে॥ প্রভু অনুমতি তাহে নহে কদাচিতে। কেমনে প্রবোধ হব নৃপতির চিত্তে॥ ভট্টাচার্য্য কথা শুনি গোপীনাথ বলে। হেন বুঝি গজপতি আইলা নীলাচলে॥ নিকট হইল রথ যাত্রার বিজয়। নৃপতির আগমন উপযুক্ত হয়॥ শীঘ্র আমি জগন্নাথ দর্শন করিয়া। আসি বলি গোপীনাথ চলিল ধাইয়া॥ সার্ব্বভৌম হেথা মনে করেন বিচার। কি রূপে গৌরাঙ্গ দেখা পাইব ভূপাল॥ হেনকালে রাজ দূত আইল ধাইয়া। ভট্টাচার্য্যে কহে আসি প্রণাম করিয়া॥ শুন ভট্টাচার্য্য মোরে পাঠাইল নৃপতি। তাঁর আজ্ঞা তাঁর কাছে চল শীঘ্রগতি॥ শুনি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচারে। আসি মাত্র রাজা কেনে বোলায় আমারে॥ হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেখিবারে। উৎকণ্ঠিত রাজা তেঞি বোলায় সত্বরে॥ এতবলি সার্ব্বভৌম শীঘ্রগতি চলে। দূরে হৈতে রাজারে দেখিল সভাতলে॥ উত্তম মন্দির তাহে দিব্য চন্দ্রাতপ। সোপধান দিব্য তাহে কুসুম সৌরভ॥ তার পর বিচিত্র পট্টের সুবিছান। তাতে বসিয়াছে রাজা ইন্দ্রের সমান॥ চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ দেব পরিচ্ছদ। কে কহিতে পারে তাঁর রাজত্ব সম্পদ॥ বাক প্রয়োগ নাহি কারো মৌন করিয়াছে। রাজার

আনন্দে অতি আনন্দ উঠিছে ॥ এবে আমি দেখিব শ্রীচৈতন্য চরণ। এত ভাবি রাজার আনন্দ যুক্ত মনঃ ॥ ভট্টাচার্য্য হেনকালে গেলা সভা স্থানে। আনন্দে আছেন রাজা তাহা নাহি জানে ॥ উৎ-কণ্ঠিত রাজা মনে করিছে চিন্তন। কি রূপে পাইব কৃষ্ণ চৈতন্য চরণ ॥

॥ তথাহি ॥

অভূন্নচেষ্টা মমরাজ্যচেষ্টা, সুখস্য ভোগস্য বভূবরোগঃ।
অতঃপরং চেৎসন বীক্ষতেমাং, নধারয়িষ্যে বতজীবিতঞ্চ ॥

পয়ার ॥ রাজ্য চেষ্টা করিবারে ইচ্ছা নাহি হয়। গৌরচন্দ্র বিনু মোর ব্যাকুল হৃদয় ॥ সুখ ভোগ রোগ সম হইল আমার। কাল হৈল কাল মোর সব অন্ধকার ॥ অতঃপর প্রভু মোরে না দেখে সর্ব্বদা। না ধরিব জীবন আমার এই কথা ॥

পয়ার ॥ রাজা দেখি সার্ব্বভৌম ভাবেন অন্তরে। অন্তরে সচিন্ত বড় দেখি যে রাজারে ॥ নিকটে আইলুঁ আমি তাহো নাহি জানে। অতএব পরিচয় করিয়ে আপনে ॥ জয় জয় মহারাজ ভট্টাচার্য্য বলে। সাবধান হইয়া রাজা তাঁহারে নেহালে ॥ আস্য আস্য বলি রাজা প্রণাম করিলা। ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলা ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য্য ভগবান স্থানে। নিবেদন করিলে কি আমার কারণে ॥ সার্ব্বভৌম কহে আমি কহিল সদৈন্য। রাজা কহে কি কহিলা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ ম্লান মুখে ভট্টাচার্য্য কহে প্রত্যুত্তর। কি কহিব মহারাজ তোমার গোচর ॥ রাজার বিষাদ

হেল বুঝি অনুমানে। সম্মতি না দিলা প্রভু মোর দরশনে ॥ রাজা বলে ভট্টাচার্য্য বুঝিলুঁ তখনি। যবে তুমি হর্ষে না কহিলে আপনি ॥

॥ ত্রিপদী ॥

নিশ্চয় জানিয়া মনঃ, শ্রীচৈতন্য দরশনঃ
না দিবেন অভাগার প্রতি।
হাহা ধিক রাজত্ব, ইহা হৈতে সুনীচত্বঃ
পৃথিবীতে নাহি আর কতি ॥
দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে;
মহাপ্রভু করে দরশন।
তথাপি আমার সনে, দেখা নাহি করে কেনে
তাহে জানিলাঙ তাঁর মনঃ ॥
আপনে ঈশ্বর পূর্ণ, পৃথিবীতে অবতীর্ণঃ
হৈলা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া।
প্রতাপরুদ্রের বিনা, ত্রিভুবনে যত জনাঃ
সভারে করিব আমি দয়া ॥
এ নহিলে নরনারী, এ তিন ভুবন ভরি;
সভে আসি দর্শন করিল।
সভারে করিয়া দয়া, দিল শ্রীচরণ ছায়াঃ
মোরে কেনে বঞ্চিত করিল ॥
এত বলি এক ক্ষণ, চিন্তি রাজা মনে মনঃ;
সার্ব্বভৌমে বলে শুন যুক্তি।
ঈশ্বরের সত্য বাণী, অন্যথা না হব জানি;
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে কার শক্তি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই, শুন ভট্টাচার্য্য কহি;

এই কার্য্য সিদ্ধির আভাষ ॥
কিন্তু এই কর তুমি, এ প্রসঙ্গ তুমি আমি;
আর মাত্র জানে ভগবান।
অন্যে না জানিব ইহা, যত্নে তুমি কহ তাহা;
তবে হয় মঙ্গল বিধান ॥
এই বটে বলে ভউ, উঠিল মঙ্গল হউ;
দুই জনে আনন্দ প্রসঙ্গ।
বসিলেন দুই জন; যুক্তি করি সুস্থ মনঃ;
প্রেম দাস বসি দেখে রঙ্গ ॥

পয়ার ॥ হেন বেলে দ্বারী গেলা রাজ সন্নিধান। কৃতাঞ্জলি দাণ্ডাইয়া কহে সাবধান ॥ শুন দেব রাজধানী হৈতে এক চর। দ্বারের নিকট আইলা হইয়া সত্বর ॥ তারে মোর পাশে আন নৃপতি কহিল। দ্বারী যাঞা শীঘ্র তারে লঞা পুনঃ আইল ॥ দ্বারী বলে এই এহো রাজধানী চর। রাজা বলে কহ সংগ্রামের সমাচার ॥

॥ তথাহি ॥

পরং সহস্রাঃ সহসৈব পারে, চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ সমূঢাঃ। কিং তৈর্থিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং, শ্রুত্বৈব কোলাহল মাগতোস্মি ॥

পয়ার ॥ চর বলে নরদেব কর অবধান। লক্ষ লক্ষ লোক আইল চিত্রোৎপ্পল স্থান ॥ সে সব মনুষ্য কিবা শত্রুর সেনানী। কিবা তীর্থ যাত্রিক নির্ণয় নাহি জানি ॥ সত্বরে আইনু আমি শুনি কোলাহল। তা সভার তত্ত্ব বুঝ হইয়া সত্বর ॥

পয়ার ॥ ভট্ট কহে তীর্থক সে জানিল রহস্য। অন্যথা পূর্ব্বেই বার্ত্তা পাইতুঁ অবশ্য॥ তাতে আমি অনুমালঙ্করি যুক্তি বলি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রিয় পার্ষদ সকলি॥ ভাল হৈল আইলা চৈতন্য ভক্তগণ। তোমার সহিত গোষ্ঠী হইব শোভন॥ হোথা যত ভক্ত গণ নরেন্দ্রের তীরে। হরিধ্বনি কোলাহল করে উচ্চৈঃস্বরে॥ মেঘাগমারম্ভে যেন চাতক সকল। দ্বিগুণ করয়ে ধ্বনি উৎসাহ অন্তর॥ তৈছে প্রভু নিকট হইলা সভে জানি। মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে করে হরি ধ্বনি॥ সার্ব্বভৌম বলে রাজা করি নিবেদন। শীঘ্র তুমি কর অট্টালীকা আরোহণ॥ মহা ভাগবত গণ চৈতন্য পার্ষদ। বহু ভাগ্যে ঘটে ভক্ত দর্শন সম্পদ॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে রাজা অট্টালী উঠিলা। নরেন্দ্রের পথে দৃষ্টি করিয়া রহিলা॥ হোথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। জানিলা আইলা সর্ব্ব ভকত মণ্ডল॥ দামোদর স্বরূপেরে প্রভু আজ্ঞা দিলা। অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিকটে আইলা॥ ঈশ্বর প্রসাদ লঞা চল শীঘ্রগতি। সম্মান করিয়া আন গিয়া ভক্ত ততি॥ দামোদর জগন্নাথ নির্ম্মাল্য লইঞা। ভক্তগণ স্থানে চলে উল্লসিত হৈঞা॥ গজপতি বলে এই কোন জন যায়। ভগবন্নির্ম্মাল্য লঞা চলিছে ত্বরায়॥ সার্ব্বভৌম বলে এহো দামোদর নাম। গৌর ভগবানের পার্ষদ প্রেম ধাম॥ অদ্বৈতাদি প্রিয়গণ গমন শুনিঞা। ভগবত প্রসাদ মালা দামোদরে দিয়া॥ আপনে চৈতন্য পাঠাইল দামোদরে। পুরস্করি অদ্বৈ-

তাদি আনিবার তরে॥ গজপতি বলে যত আইলা ভক্ত গণ। তাহে হেন চৈতন্যের প্রিয় কেবা হন॥ মালা দিয়া অনুব্রজি আনাইব যারে। সার্ব্বভৌম বলে আছে জানিল বিচারে॥ সে নহিলে হেন কেন ব্যবসায় হয়। গৌড় দেশে মহা মহা ভাগবত রয়॥ মোর সঙ্গে পরিচয় নাহি তা সভার। গোপীনাথ আচার্য্য বোলাহ জানিবার॥ গৌড়ের সকল ভক্তে গোপীনাথ চিনে। তিঁহো পরিচয় করাইব সর্ব্বজনে॥ হেন বেলে আইল তথা গোপীনাথাচার্য্য। সার্ব্বভৌম বলে সিদ্ধ হৈল সর্ব্ব কার্য্য॥ গোপীনাথ বলে রাজা কি আজ্ঞা তোমার। কি করিব কেনে নাম লৈছিলা আমার॥ রাজা কহে সার্ব্বভৌম কহ আচার্য্যেরে। ভট্টাচার্য্য গোপীনাথে কহেন সাদরে॥ গৌড়ে হৈতে আইসে যতেক ভক্ত গণ। পরিচিত তোমার হয়েন সর্ব্বজন॥ আমা সকলের ইচ্ছা হয় জানিবারে। পরিচয় করাহ সকল ভক্তবরে॥ গোপীনাথ বলে ভাল যে আজ্ঞা তোমার। একে একে পরিচয় করিব সভার॥ গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য আর গজপতি। অট্টালী উপরে পথ দেখে স্থির মতি॥ হোথা সব ভক্ত গণ নরেন্দ্রের তীরে। মহানন্দে উচ্চ করি সংকীর্ত্তন করে॥ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পথে যায়। দূরে হৈতে গজপতি তা শুনিতে পায়॥

॥ তথাহি ॥

সংকীর্ত্তন ধ্বনিরয়ং পুরতোবিভক্ত,

শব্দার্থাএব সমাভূচ্ছবণ প্রমোদী।

শব্দ গ্রহেণ তদনন্তর মন্য রূপো,
লব্ধার্থ এব পুনরন্য বিধোবভূব ॥

পয়ার ॥ ভট্টাচার্য্য বলে আহা কি আশ্চর্য্য ধ্বনি। কর্ণ মনঃ জুড়াইল সংকীর্ত্তন শুনি ॥ শব্দ অর্থ ভেদ নাহি শুনিল যখন। শ্রবণ প্রমোদ শুনি হইল তখন ॥ তাতে হৈতে সুখ হৈল শব্দ ভেদ শুনি। অর্থ পাঞা কত সুখ কহিতে না জানি ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে বিস্তর শুনিল কৃষ্ণ গান। কীর্ত্তন কৌশল হেন নাহি দেখি আন ॥ হেন সংকীর্ত্তন রস কেবা সৃষ্টি কৈল। কীর্ত্তন শুনিতে মনঃ প্রাণ জুড়াইল ॥ সার্ব্বভৌম বলে এই কীর্ত্তন বিধান। সৃষ্টি করিলেন শ্রীচৈতন্য ভগবান ॥ পৃথিবীতে হেন হরি কীর্ত্তন না ছিল। বৃন্দাবন রস প্রভু প্রকাশ করিল ॥ হেন বেলে দামোদর সেই স্থানে গেলে। দিব্য মালা পরাইল অদ্বৈতের গলে ॥ রাজা কহে আগে মালা যারে সমর্পিল। এ কোন মহান্ত হন তাহা মোরে বল ॥ গোপীনাথ বলে নাম শুনহ প্রত্যেকে। ইহোঁ শ্রীঅদ্বৈত নাম জ্ঞাত সর্ব্ব লোকে ॥ এই যে দেখিছ আগে আরক্ত গৌরাঙ্গ। ইহোঁ নিত্যানন্দ নাম চৈতন্যের সঙ্গ ॥ সার্ব্বভৌম বলে নিত্যানন্দে আমি চিনি। প্রথমে প্রভুর সঙ্গে আস্যাছিলা ইনি ॥ রাজা কহে কথো জন নিজ সঙ্গে লঞা। পৃথক আসিছে কেনে না বুঝিল ইহা ॥ সার্ব্বভৌম বলে সর্ব্ব আদরণীয় হন। তে কারণে অন্য সঙ্গে না করে গমন ॥ গোপীনাথ বলে ইহ গায়ক প্রধান। শ্রীবাস

পণ্ডিত নাম মহা প্রেম ধাম ॥ এই যে সুন্দর যুবা নামে বক্রেশ্বর। প্রভুর সমান যার নর্ত্তন সুন্দর ॥ এই যে প্রবীণ দেখ আচার্য্য রতন। রাধা ভাবে যার ঘরে প্রভুর নর্ত্তন ॥ এই মহা সুখী হল দেহ বিদ্যানিধি। গদাধর পণ্ডিতের গুরু প্রেম নিধি ॥ সার্ব্বভৌম বলে আমি শিশু যবে ছিলুঁ। নবদ্বীপে দুই জন তখনে দেখিলুঁ ॥ গোপীনাথ বলে এই দেখ বিদ্যমান। ম্লেচ্ছ কুলে জন্ম ইহোঁ হরিদাস নাম ॥ তিন লক্ষ কৃষ্ণ নাম লন প্রতি দিনে। ভুবন পূজিত ইহোঁ মানে সর্ব্বজনে ॥ এই যে ব্রাহ্মণ বেশ নাম গদাধর। শিশু কাল হৈতে ইহোঁ বৈরাগ্য তৎপর ॥ এই যে মুরারি গুপ্ত অংশী যার রুদ্র। রাম পাদ পদ্মে ইহোঁ প্রেমের সমুদ্র ॥ এই তিন দেখ শ্রীবাসের সহোদর। রাম আর শ্রীপতি শ্রীকান্ত ভক্ত বর ॥ এই গঙ্গাদাস চৈতন্যের বিদ্যা গুরু। নৃসিংহ আচার্য্য এহোঁ প্রেম কল্পতরু ॥ নবদ্বীপ বাসী এই সব ভক্ত গণ। কথো মুখ্য কহিলুঁ না জানি সর্ব্বজন ॥ আর যত অপূর্ব্ব না জানি ইহা সবে। আজ্ঞা দেহ পরিচয় লঞা আসি তবে ॥ রাজা কহে শীঘ্র যাঞা কর পরিচয়। যে আজ্ঞা করিয়া গোপীনাথের বিজয় ॥ ভক্ত বৃন্দ পাশে যাঞা পরিচয় লঞা। গোপীনাথ রাজা স্থানে পুনঃ আল্যা ধাঞা ॥ গোপীনাথ বলে ভট্টাচার্য্য মনঃ কর। এই আগে দেখহ আচার্য্য পুরন্দর ॥ হরি ভক্ত এই ইহোঁ পণ্ডিত রাঘব। এই নারায়ণ নাম পরম বৈষ্ণব ॥ কমলানন্দ নাম ইহোঁ ইহোঁ কাশীশ্বর। বাসুদেব

মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর॥ এই শিবানন্দ ইহোঁ আর নারায়ণ। এই দেখ বল্লভ শ্রীকান্ত ইহোঁ হন॥ বহু কি বলিব আর সংক্ষেপে জানাই। সকল চৈতন্য ভক্ত যাত্রী কেহো নাঞি॥ রাজা সার্ব্বভৌম দোঁহে করে দরশন। ভক্তবৃন্দ চলে হোথা করি সংকীর্ত্তন॥ সিংহ দ্বার পাছে করি চলে শীঘ্রগতি। দেখি সার্ব্ব-ভৌমে জিজ্ঞাসেন গজপতি॥ জগন্নাথ শ্রীমন্দির পৃষ্ঠ দেশে থুঞা। চৈতন্যের বাসা কেনে চলিলা ধাইয়া॥ সার্ব্বভৌম বলে রাজা নৈসর্গিক প্রেমা। আকর্ষিয়া লয়ে এই তাহার মহিমা॥ জগন্নাথে চৈতন্যে যদ্যপি এক হয়। তথাপি চৈতন্যে সে সহজ প্রেমোদয়॥ শুনিঞা রাজার মনে আনন্দ হইল। অন্য দিগ পানে পুনঃ দৃষ্টি আরোপিল॥ দেখ রামা-নন্দানুজ নাম বাণীনাথ। অনেক আত্মীয় লোক লঞা নিজ সাথ॥ বিস্তর প্রসাদ আদি নিজ সঙ্গে লঞা। চৈতন্যের বাসা দিগে চলে শীঘ্র হঞা॥ দেখি গজপতি জিজ্ঞাসেন সার্ব্বভৌমে। বাণীনাথ এত প্রসাদ লঞা যান কেনে॥ সার্ব্বভৌম বলে বাণী-নাথ বিজ্ঞ হয়। অভিপ্রায়ে জানে ইহোঁ চৈতন্য হৃদয়॥ না কহিতে প্রসাদাদি আপনে লইয়া। ভক্ত গণে উপচার দিতে যায় ধাঞা॥ রাজা কহে ভট্টা-চার্য্য একি আচরণ। আজি কি করিব সভে প্রসাদ ভক্ষণ॥

॥ তথাহি ॥

ন গুনস্নোপ বাসশ্চ সর্ব্ব তীর্থেষ্বয়ং বিধি রিতি॥

পয়ার ।। মুণ্ডনোপবাস সর্ব্ব তীর্থের বিধান। তা লংঘি কেমনে অন্ন জল করি পান।।

পয়ার ।। সার্ব্বভৌম বলে রাজা শাস্ত্রে এই কয়। কিন্তু সেই অন্য পথ জানিবে নিশ্চয় ।। পারোক্ষিকী আজ্ঞা ঈশ্বর শাস্ত্র বাণী। সাক্ষাৎ যে আজ্ঞা তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠ মানি ।।

।। তথাহি ।।

যঁদাযস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্ম ভাবিতঃ।
সজঁহাতি মতিংলোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাং ।।

পয়ার ।। সহজে শ্রীজগন্নাথ প্রসাদান্ন হন। প্রাপ্তি মাত্র খাই ইহা না করি নিয়ম ।। তাতে শ্রীচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান। আপনে শ্রীহস্তে তাহা করিব প্রদান।। ঈশ্বরানুগ্রহ হৈলে লোক বিধি ধর্ম্ম। ছাড়ি ভক্ত করে তার সন্তোষার্থ কর্ম্ম ।।

পয়ার ।। আর শুন যেই হয় তৈর্থিক কেবল। তাহার উদ্দিশ্য হয় তীর্থ যাত্রা ফল ।।

।। তথাহি ।।

তৎকর্ম্ম হরিতোষংযৎ সাবিদ্যাতন্মতির্যয়া ।।

পয়ার ।। তীর্থ করে ফল পায় স্বার্থ পরায়ণ। প্রভু তুষ্ট করে এই ভক্তের লক্ষণ ।।

পয়ার ।। রাজা কহে এই হয় এই মত সত্য। ঈশ্বরের তুষ্টি যাতে সেই সে কর্ত্তব্য ।। কহ ভট্টাচার্য্য রথ যাত্রা হব কবে। কবে মোর চৈতন্যের দরশন হবে ।। তুমি যে কহিলে মোরে সেই মন্ত্র সার। সেই মন্ত্র হৃদি লগ্ন আছয়ে আমার ।। চৈতন্য দর্শন

বিনা কাল যে নিমেষ। কাল সম হৈল মোর আর কি বিশেষ॥ ভট্টাচার্য্য বলে ধৈর্য্য করহ মানসে। জগন্নাথ রথোৎসব পরশ্ব দিবসে॥ রাজা কহে কে কে আছে মোর বিদ্যমান। পরীক্ষা মহা পাত্র কাশীমিশ্রে শীঘ্র আন॥ রাজ প্রেষ্য শীঘ্র আসি প্রণাম করিঞা। যে আজ্ঞা বলিয়া আনিবারে চলে ধাঞা॥ কাশীমিশ্র পরীক্ষা পাত্র শীঘ্র ডাকি লঞা। দূত কহে দোঁহে আইলা রাজ আজ্ঞা পাঞা॥ রাজা কহে পরীক্ষা শুনহ কথা সব। পরশ্ব হইব জগন্নাথ মহোৎসব॥ কাশীমিশ্র জানে সব চৈতন্যের মনঃ। যাত্রা লাগি এহো আজ্ঞা যে করে যখন॥ মিশ্র আজ্ঞা মোর আজ্ঞা করিয়া জানিবে। সাবধানে ব্যবহরি আজ্ঞা যোগাইবে॥ মহাপাত্র বলে দেব যে আজ্ঞা তোমার। কাশীমিশ্রে গজপতি বলে পুনর্ব্বার॥ চৈতন্যের মনে যেই তাই দিনে দিনে। বুঝিয়া করিবে মিশ্র আমার বচনে॥ মিশ্র কহে আমার অভীষ্ট এই হয়। তাহে সে তোমারে আজ্ঞা করিব নিশ্চয়॥ আর এক করিবে তোমরা দুই জন। গৌড় হৈতে যত আইলা গৌর ভক্ত গণ॥ জগন্নাথ দরশন স্বচ্ছন্দে যেন পান। রাজা কহে মোর আজ্ঞা হবে সাবধান॥ মহাপাত্র বলে তবে যে আজ্ঞা করিঞা। সেই সেই কর্ম্মে গেলা সাবধান হঞা॥ রাজা কহে সার্ব্বভৌমে করি নিবেদন। তুমি যাহ দেখ গিঞা বৈষ্ণব মিলন॥ অধিকার আছে দৈবে প্রভু দরশনে। পরমানন্দ ভোগেতে বঞ্চিত হবে কেনে॥ আমার নাহিক

ভাগ্য হৈয়াছি বঞ্চিত। মোর সঙ্গে তুমি কেনে এ সুখে বঞ্চিত॥ আমি যাই পরশ্ব হইব রথোৎসব। কিবা কার্য্য কি অকার্য্য দেখি যাঞা সব॥ এত বলি গজপতি গেলা তথা হৈতে। সার্ব্বভৌম বড় সুখ পাইলেন চিত্তে॥ আমার অভীষ্ট রাজা করিলা আপনে। সংপ্রতি যাইব আমি প্রভু দরশনে॥ এত বলি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে। বৈষ্ণব মিলন দেখিবারে চলে রঙ্গে॥ দূরে হৈতে শুনে কৃষ্ণ প্রেমের হুঙ্কার। হরি ধ্বনি করি নৃত্য করে বার বার॥ শুনি ভট্টাচার্য্য ধায় গোপীনাথ সনে। আগে ভক্ত গণ দেখি চমৎকার মনে॥ এক শ্লোক করি ভট্টাচার্য্য মহামতি। সমুদ্র রূপকে বর্ণে ভক্ত গণ তথি॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দ হুঙ্কার গম্ভীর ঘোষো, হর্ষাণি লোল্লাসিত তাণ্ডবোর্ম্মিঃ। লাবণ্য বাহী হরি ভক্ত সিন্ধু, শ্চলঃ- স্থিরং সিন্ধুমধঃ করোতি ॥

পয়ার ॥ এই যে চৈতন্য ভক্ত সিন্ধু চমৎকার। স্থির সিন্ধু অধঃ কৈল প্রভাব যাহার॥ আনন্দ হুঙ্কার এই বিশাল গর্জ্জন। নৃত্য ঊর্ম্মি উঠাইছে প্রমোদ পবন॥ অগণ্য লাবণ্য বাহি ভক্ত সিন্ধু হন। এত বলি ভট্টাচার্য্য উল্লসিত মনঃ ॥

পয়ার ॥ গোপীনাথ সার্ব্বভৌম নিকটে চলিলা। হোথা অদ্বৈতাদি ভক্ত প্রবেশ করিলা ॥ কেহো নাচে কেহো গায় বলে হরি হরি। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে অশ্রুধারা ঝরি॥ হেনকালে দ্বারপাল গোবিন্দ

আইলা। গৌরাঙ্গের আজ্ঞা লঞা হাথে পুষ্প মালা ॥ তা দেখিয়া অদ্বৈত জিজ্ঞাসে দামোদরে। মালান্তর লঞা কেথা আসিছে গোচরে ॥ দামোদর বলে এহো গোবিন্দ আখ্যান। চৈতন্যের পার্শ্ববর্ত্তী মহা ভাগ্য-বান ॥ গোবিন্দ সত্বরে মালা অদ্বৈতেরে দিল। সাদরে অদ্বৈতচন্দ্র গ্রহণ করিল ॥ দামোদর বলেন করিয়ে নিবেদন। এই কাশী মিশ্রের আশ্রম পদ হন ॥ এই দ্বারে প্রবেশ করহ সভে মেলি। বাড়ীতে প্রবেশ সভে হঞা কুতূহলী ॥ দেখি সার্ব্বভৌম বলে অহো কি আশ্চর্য্য। মিশ্রের আশ্রম কিবা হৈল স্থান বর্য্য ॥ শত শত সহস্র সহস্র লোক যায়। মিশ্রের আশ্রম অল্প কেমনে আমায় ॥ কল্পক্ষয়ে যেন ঈশ্বরের অল্পোদরে। সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যায় তাহার ভিতরে ॥ তভু যেন ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্তি হৈতে। কোন দিগে থাকে তাহা না পারি লক্ষিতে ॥ এই মত মিশ্র ঘরে যত লোক যায়। কেমনে বা স্থান পায় চৈতন্য ইচ্ছায় ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত সভার অগ্রেসর। দেখিয়া উঠিলা শীঘ্র শ্রীগৌর সুন্দর ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতেন্দোরুদয় জনিতোল্লাস সীমাতি শায়ী,
শ্রীচৈতন্যামৃত জলনিধীরিঙ্গতীবোত্তরঙ্গ।
পূর্ণানন্দোপ্যয়মবিকৃতঃ শশ্বদুচ্চৈরখণ্ডঃ,
খণ্ডানন্দৈরপি কথমহো ভূয়সীং পুষ্টিমেতি ॥

পয়ার ॥ অদ্বৈতচন্দ্রের যবে উদয় হইল। গৌর

সিন্ধু আনন্দ তরঙ্গ উছলিল ॥ পূর্ণানন্দ অখণ্ড যদ্যপি অবিকার। তথাপি আনন্দ ঢেউ চঞ্চল অপার ॥ অখণ্ড আনন্দ গৌর খণ্ডানন্দ সঙ্গে। অতিশয় পুষ্টি পাইলেন অতি রঙ্গে ॥

পয়ার ॥ শ্রীচৈতন্য পুরীশ্বর স্বরূপাদি সভে। অদ্বৈতাদি মিলিতে উঠিলা মহোৎসবে ॥ গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে প্রণাম করিঞা। অদ্বৈতেরে আলিঙ্গিল অতি হৃষ্ট হৈঞা ॥ প্রেম মদে মত্ত গৌর অদ্বৈত মাতঙ্গ। নেত্রে অশ্রুদান জলে সিক্ত হয় অঙ্গ ॥ বাহু শুণ্ড ঘটনার অন্যোন্য সৌষ্ঠব। অদ্বৈত চৈতন্য আলিঙ্গন মহোৎসব ॥ চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন প্রণাম। যথা যোগ্য সভারে সম্ভাষে গৌরধাম ॥ আলিঙ্গন সম্ভাষণ দর্শনাদি করি। সভাকারে অনুগ্রহ কৈলা গৌরহরি ॥ পূর্ব্বে যেই যেই ভক্ত নহে পরিচিত। তা সভার পরিচিত কারণ অদ্বৈত ॥ যারে যারে পূর্ব্বে নাহি দেখে গৌরহরি। আপনে সম্বোধে প্রভু তার নাম ধরি ॥ গোপীনাথ সার্ব্বভৌমে বলে দেখ চিত্র। মধুর মধুর দেখ গৌরাঙ্গ চরিত্র ॥ রাঘব তোমার ক্ষেম বলেন বচন। বাসুদেব শিব তোমার প্রিয় নারায়ণ ॥ শিবানন্দ তোমার কল্যাণ বার্ত্তা কহ। শঙ্কর তোমার ভব্য কহ নিঃসন্দেহ ॥ কমলাকান্ত কাশীশ্বর কল্যাণ তোমার। শ্রীকান্তনারায়ণ কহ শুভ সমাচার ॥ এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্র বদনে। নাম ধরি জিজ্ঞাসেন যারে নাহি চিনে ॥ ঐশ্বর্য্য প্রভাবে কিবা বলেন বচন। কিম্বা পূর্ব্বে প্রেমের স্বভাব এই হন ॥ প্রভু মুখে

চিত্র বাক্য শুনি ভক্ত গণ। সকল সন্তাপ গেল জুড়াইল মনঃ ॥ সভারে আসন দিয়া প্রভু বসাইলা। আনন্দ আবেশে তবে কহিতে লাগিলা ॥ আজি মোর শুভ দিন মহা মহোৎসব। নয়নে দেখিলুঁ আজি পরম বান্ধব ॥ কালি বা পরশ্ব নীলাচলচন্দ্রোৎসব। হইব গুণ্ডিচা যাত্রা আনন্দ বৈভব ॥ যদ্যপি গুণ্ডিচা যাত্রা চিত্ত প্রমোদিনী। অদ্বৈতের দেখা তাহা হৈতে সুখ মান ॥ কত রথযাত্রা সুখ বৈষ্ণব দর্শন। গদ গদ বচনে কহে শচীর নন্দন ॥ এত বলি ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য গন্ধ। স্বহস্তে সভারে পরাইলা গৌরচন্দ্র ॥ জগন্নাথ প্রসাদান্ন লঞা নিজ হস্তে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিল বৈষ্ণব সমস্তে ॥ জগন্নাথ প্রসাদ তাহাতে প্রভু করে। পাইয়া সভাই ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ প্রভু স্তুতি করে ভক্ত ভক্ত স্তুতি প্রভু। সুখের অবধি নাই সুখ বাড়ে তভু ॥ জন্ম স্থান আবাল বান্ধব গণ পাঞা। পরম আনন্দে প্রভু আছেন বসিয়া ॥ সার্ব্বভৌম বলেন শুনহ গোপীনাথ। এ কালে না যাব আমি প্রভুর সাক্ষাত ॥ আমারে দেখিলে হইবেক রসান্তর। অতএব আমি এবে যাব স্থানান্তর ॥ দিন দুই আছে মাত্র গুণ্ডিচা যাত্রাকে। সামগ্রী কহিতে রাজা কহিল আমাকে ॥ অতএব আমি যাই সেই কার্য্য লাগিয়া। তুমি মহাপ্রভু দরশন কর যাঞা ॥ সার্ব্বভৌম গেলা যাত্রা সামগ্রী করিতে। গোপীনাথ গেলা গৌরচন্দ্রের সাক্ষাতে ॥ গোপীনাথ বলে জয় জয় গৌরচন্দ্র। মহাপ্রভু তাঁরে দেখি পাইল আনন্দ ॥ প্রভু বলে

আচার্য্য এ দিগে সাবধান। অদ্বৈত চন্দ্রের আগে করহ প্রণাম॥ গোপীনাথ অদ্বৈতেরে করিল প্রণতি। আলিঙ্গন করিল অদ্বৈত মহামতি॥ শ্রীঅদ্বৈত গোপীনাথে কহেন বারতা। আমি জানি তুমি বিশারদের জামাতা॥ শ্রীচৈতন্য বলে শুন অদ্বৈত গোসাঞি। বিশারদ জামাতা একি ইহার বড়াই॥ আপনে পরম যোগ্য মহামহোত্তর। পরম পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত প্রবর॥ প্রভু বলে গোপীনাথ শুন মোর বাণী। বাণীনাথ পট্টনায়ক ইহাঁ শীঘ্র আনি॥ তাঁর সঙ্গে যুক্তি করি উচিত যে স্থান। সভাকার বাসা তথা দেহ সাবধান॥ যে আজ্ঞা করিয়া গোপীনাথ শীঘ্র গেলা। শ্রীচৈতন্য বাসুদেবে কহিতে লাগিলা॥ মুকুন্দের সহ মোর পূর্ব্ব পরিচয়। পূর্ব্ব সহচর মোর যদি তিহোঁ হয়॥ তভু তাঁহা হৈতে তুমি মোর প্রিয়তম। জন্ম জন্ম বন্ধু তুমি হেন লয় মনঃ॥ আজি আমি তোমা দেখা পাইল প্রথম। অতি পূর্ব্বে বন্ধু যেন হেন চিত্তে হন॥ বাসুদেবদত্ত কহে সদৈন্য বচন। কোথা আমি বরাক অধম নীচ জন॥ মুকুন্দ পরম যোগ্য মোর পূজ্য তম। যদ্যপি কনিষ্ঠ তভু মানি জ্যেষ্ঠ সম॥ ব্যবহার পরমার্থ দুই পথ দঢ়। ব্যবহার হৈতে পরমার্থ পথ বড়॥ আগে যার ভক্তি জন্মে সেই জ্যেষ্ঠ হয়। শিশু কাল হৈতে তেহোঁ ভক্ত সুনিশ্চয়॥ তোমারে দিলেন সুখ কৃষ্ণ গানে সদা। তোমা সঙ্গে বিহরিলা গৌড় লীলা যদা॥ এখন তোমাতে ভক্ত পরম বৈরাগ্য।

আমি এই মাত্রে দেখা পাইল হত ভাগ্য ॥ পরমার্থ বুঝে যেই সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ছোট যদি মুকুন্দ তথাপি মোর জ্যেষ্ঠ॥ বাসুদেব বাক্যে প্রভু অতি সুখ পাইলা। শিবানন্দসেনে তবে কহিতে লাগিলা॥ শিবানন্দ আমি ভাল তোমারে জানিয়ে। অতি অনুরক্ত তুমি আমার বিষয়ে॥ কান্দি শিবানন্দ বলে শুন ভগবান। ভাগ্য হীন কেহো নাহি আমার সমান॥ ভবার্ণবে ভ্রমি ভ্রমি মোর জন্ম গেল। কূল রূপ তোমা আমি এবে সে পাইল॥ তুমিহ করিলে দয়া বহু দুঃখি প্রতি। আমা হেন দয়া পাত্র না পাইলে কতি॥ তোমার দয়ার তার্য্য পাপী ত্রিভুবনে। কেহো নাহি অনায়াসে তারিলে ভুবনে॥ তোমার মহতী দয়া আমি পাপীবর। আমা নিস্তারিলে সে জানিবে দয়া বল॥ এত বলি ভূমে পড়ি করিল প্রণতি। শ্রীচৈতন্য কৃপা দৃষ্টি কৈল তাঁর প্রতি॥ রাঘব পণ্ডিতে পুনঃ কহে ভগবান। তুমি অতি কৃষ্ণ প্রেম পাত্র ভাগ্যবান॥ শুনিয়া রাঘব প্রেমে গদ গদ হঞা। বাক্য নাহি স্ফূরে পড়ে প্রণাম করিঞা॥ স্বরূপে বলেন প্রভু মধুর উত্তর। যদি হন দামোদর কনিষ্ঠ শঙ্কর॥ তথাপি আমার এই অর্দ্ধ বাক্য কঞা। দামোদর পানে চাহে সাতঙ্ক হইয়া॥ দামোদর বলে প্রভু মুখাপেক্ষা ছাড়। শঙ্করের গুণ কহ এ সৌভাগ্য বড়॥ বন্ধুর সৌভাগ্য শুনি বন্ধু সুখী হয়। শঙ্করের সৌভাগ্যে আনন্দ অতিশয়॥ প্রভু কহে দামোদরে স্নেহ সে সাদর। সাহজিক প্রেম পাত্র আমার শঙ্কর॥

তোমার সমীপে মোর থাকুন শঙ্কর। স্বরূপের স্থানে তাঁরে স্থাপিলে ঈশ্বর ॥ গোবিন্দেরে পুনঃ কহে শ্রীগৌর সুন্দর। গোবিন্দ শুনহ তুমি আমার উত্তর॥ শঙ্করের আনুকূল্য করিবে নির্ভর। যাতে দুঃখ নাহি পান আমার শঙ্কর ॥ স্বরূপ গোবিন্দ দুই প্রভু আজ্ঞা পাঞা। শঙ্করে পালন করে সাবধান হৈয়া ॥ ভক্ত সঙ্গে সুখে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর। হেন বেলে গোপীনাথ আইলা সত্বর ॥ গোপীনাথ বলে স্বামী করি নিবেদন। যে আজ্ঞা তোমার সব হইল সম্পন্ন ॥ সভার উত্তম বাসা সংস্থান হইল। বিশেষে শ্রীগদাধর লাগি স্থান কৈল ॥ দক্ষিণ পার্শ্বেতে স্থান কনচূড় নাম। যমেশ্বর টোটার সমীপে রম্যস্থান ॥ সর্ব্বকাল তথাই থাকিবে গদাধর। আজ্ঞা হয় বাসা যান বৈষ্ণব মণ্ডল॥ তথাস্তু বলিয়া প্রভু কহে অদ্বৈতেরে। চিনিতে পারিলে তুমি এই পরীশ্বরে॥ যতীন্দ্র মাধবপুরী তাঁর শিষ্যবর। দ্বিতীয় মাধব পুরী জানিবে অন্তর ॥ মোর গুরু শিষ্য বলি ইহা না জানিবে। পরমানন্দ পুরীতে শ্রীল মাধব জানিবে ॥ ইহারে প্রণাম কর গৌরাঙ্গ বলিলা। প্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈত প্রণাম করিলা ॥ সকল বৈষ্ণব তবে পরম সাদরে। প্রণাম করিল আসি সভে পুরীশ্বরে॥ স্বরূপে প্রণাম তবে করিলেন সভে। প্রভু ভক্ত বসিয়াছে আনন্দ বৈভবে ॥ কর যোড়ে গোপীনাথ করে নিবেদন। আজ্ঞা হয় বাসা সভে করেন গমন ॥ তবে গোপীনাথে বলে চৈতন্য গোসাঞি। যাহ হেন বচন

বদনে আইসে নাঞি ॥ অতএব গোপীনাথ ইহা কহ তুমি । যাহ বলি বিদায় করিতে নারি আমি ॥ ইঙ্গিত বুঝিয়া অদ্বৈতাদি ভক্ত গণ । নিজ নিজ বাসা সভে করিলা গমন ॥ পুরীশ্বর স্বরূপাদি সঙ্গে গৌর চন্দ্র । বসিয়াছে অন্তরে উঠিছে প্রেমানন্দ ॥ প্রভু বলে পুরীশ্বর স্বরূপ গোসাঞি । আজি মোর আনন্দের অবধি কিছু নাঞি ॥ অদ্বৈতাদি ভক্ত গণ দেখিলুঁ নয়ানে । পূর্ণ হৈলুঁ ধন্য হৈলুঁ আমি এত দিনে ॥ স্বরূপ বলেন স্বামী করি নিবেদন । যদ্যপি ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপেই হন ॥ তথাপি পার্ষদ সঙ্গে থাকেন যখন । অতিশয় সৌন্দর্য্যাদি হয়েন তখন ॥ আকাশে যেমন পূর্ণ রজনীর নাথ । রিক্ত হয়ে অংশুগণ যদি নহে সাথ ॥ অতএব চল প্রভু সায়াহ্ন হইল । তোমা বিনা পুরীশ্বর ভিক্ষা না করিল ॥ সকল সন্ন্যাসী সনে তোমার অপেক্ষা । অতএব সভা লঞা কর যাঞা ভিক্ষা ॥ শুনিয়া চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে । ভিক্ষা করি বসিলেন কাশীমিশ্র ঘরে ॥ হেথা গোপীনাথ সব সমাধান করি । সার্ব্বভৌম গৃহে যান অতি ত্বরা করি ॥ দেখে ভট্টাচার্য্য আছে পথে দাণ্ডাইয়া । রথোৎসব কথা কহে প্রফুল্লিত হঞা ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে । নীলগিরি মহেশ্বর গুণ্ডিচা দেখিতে ॥ স্বর্গের দেবতা গণ যাত্রিকের বেশে । রথযাত্রা দেখিবারে আইলা উদ্দেশে ॥ সার্ব্বভৌম বলে ব্রহ্মা হয়ে শত ধৃতি । উৎকণ্ঠাতে ব্রহ্মার ধৈরয গেল কতি ॥ ইন্দ্র সুরপতি হন সহস্র

লোচন। অন্ধ প্রায় উৎকণ্ঠায় করিল গমন॥ রথোৎসবে উন্মত্ত করিল ত্রিভুবন। গোপীনাথ ইহা শুনি সুবিস্মিত মনঃ॥ চৈতন্য দর্শন সুখে কিছু না জানিল। মুহূর্ত্তের প্রায় সে দিবস দুই গেল॥

॥ তথাহি ॥

মূর্ত্তাস্ত্রয়ইববেদা শম্ভোস্ত্রীণীবনয়নানি। ত্রিসূইবামরসরিতোধারাঃ পুরতো রথত্রয়ীস্ফুরতি॥

পয়ার॥ রথযাত্রা প্রসঙ্গ কহেন সার্ব্বভৌম। আজি শুক্ল দ্বিতীয়া এ বড়ই উত্তম॥ গোপীনাথ গেলা রথ দেখিবার তরে। তিন রথ দেখেন যাইয়া কথোদূরে॥ গোপীনাথ বলে কিবা রথের সুষমা। ত্রিভুবনে রথ হয়ে নাহিক উপমা॥ তিন দেব মুর্ত্তি ধরি রথ রূপ হৈলা। কিবা শম্ভু তিন নেত্র পৃথিবীতে আইলা॥ কিবা তিন গঙ্গা রথ রূপে পরকাশ। রথ দেখি গোপীনাথ অন্তরে উল্লাস॥

পয়ার॥ হোথা গজপতি আইলা কটক হইতে। রথোৎসবে চৈতন্য দেখিব এই চিত্তে॥ সার্ব্বভৌম বোলাইলা বাসায়ে বসিয়া। ভট্টাচার্য্যে কহে রাজা সানন্দ হইয়া॥

॥ তথাহি ॥

আয়াতোদ্য রথোৎসবস্য দিবসো দেবস্য নীলাচলাধীশস্যাদ্যপুরো নটিষ্যতি নিজানন্দেন গৌরো হরিঃ। বিশ্রান্তিং নটনাবসান সময়ে কর্ত্তাদ্য জাতীবনে, হন্তাদৈব মনোরথঃ সফলতাং যাস্যত্যয়ং মাদৃশঃ॥

পয়ার॥ আজি জগন্নাথের হইব রথোৎসব।

সর্ব্ব লোক দেখিবেন আনন্দ বৈভব ॥ রথ আগে নৃত্য করিবেন গৌরহরি। ভাগ্যধর লোকে দেখিবেন ভাগ্য ভরি ॥ নৃত্য করি বিশ্রাম করিব জাতীবনে। সফল হইব মনোরথ আজি মেনে ॥ ভট্টাচার্য্য সনে যুক্তি পূর্ব্বে হইল যত। তাই করি সফল হইল মনোরথ ॥ দূরে হইতে গোপীনাথ সে কথা শুনিল। মনে কৈল গজপতি সব প্রায় পাইল ॥ গোপীনাথ সাবধানে শ্রুতিমনে শুনে। দেখি রাজা কথা কয় ভট্টাচার্য্য সনে ॥ উৎকণ্ঠিত রাজা চৈতন্যর বিপ্রলম্ভ। দেখি জগন্নাথ রথারোহে কি বিলম্ব ॥ গোপীনাথ গেলা তবে যেথানে সতাঙ্গ। কাহালাদি ধ্বনি শুনি হৈলা বিবশাঙ্গ ॥ দেখি রথ উপরে উঠিয়া জগন্নাথ। তা দেখিয়া এক শ্লোক পড়ে গোপীনাথ ॥

॥ তথাহি ॥

হৃদয় মিবমহঃ সমাধি ভাজা, মুদয় গিরেরিব শীর্ষ মুষ্ণরশ্মিঃ। অয়মখিল দৃশাং রসায়ন শ্রী, রথ মধিরোহতি নীলশৈল নাথঃ ॥

পয়ার ॥ অখিল লোকের নেত্র রসায়ন শোভা। জগন্নাথ রথে চড়ে কি আশ্চর্য্য প্রভা ॥ ব্রহ্ম সমাধিতে যেন যোগেন্দ্র বসিলা। পরমাত্মা হৃদি যেন আসি স্থির হৈলা ॥ উদয় গিরির শিরে যেন দিবাকর। ঐছে জগন্নাথ শোভে রথের উপর ॥ রথ দেখি রথের নাম্বেতে দৃষ্টি দিল। শ্রীচৈতন্য ভগবানে দেখিতে পাইল ॥ রথে বসি শোভে জগন্নাথ বলরাম। লক্ষ লক্ষ লোকে

দেখে শোভা অনুপাম ॥ মনুষ্যের বেশে আইলা দেবতামণ্ডল। ঘন ঘন উঠে হরি ধ্বনি কোলাহল ॥ রথাগ্রে করেন নৃত্য চৈতন্য গোসাঞি। প্রেমাবেশে মহানন্দে বাহ্য স্মৃতি নাই ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতাদ্যৈরখিল সুহৃদাং মণ্ডলে মণ্ড্যমানো,
গায়দ্ভিস্তৈঃ কতিভিরপরৈঃ শ্রীস্বরূপ প্রধানৈঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বর মুখ সুখাবিষ্ট ভূয়িষ্ঠ বন্ধুঃ, সিন্ধুঃ
প্রেমাময়মিহ নরীনর্ত্তি গৌর যতীন্দ্রঃ।

পয়ার ॥ অদ্বৈতাদি করি যত মহান্তের গণ। মণ্ডলীর বন্ধানে করে কীর্ত্তন দর্শন ॥ স্বরূপাদি করি মহা ভাগবত গণ। প্রেমেতে উন্মত্ত গায়েন গোবিন্দ গুণ ॥ বক্রেশ্বর আদি যত বান্ধব ভূয়িষ্ঠ। দেখেন প্রভুর নৃত্য অতি প্রেমাবিষ্ট ॥ প্রেম সিন্ধু যতীন্দ্র মধুর গৌরচন্দ্র। বিহ্বল হইয়া নাচে উছলে আনন্দ ॥

॥ তথাহি ॥

গৌড়াখ্যৈ রথকর্ষিভির্জনচয়ৈরাদায় বামে করে,
হেলোল্লাসিত পীনরজ্জুপটলী সঙ্কর্ষণ ব্যাজতঃ।
স্থায়ং স্থায় মহোক্বচিৎ দ্রুততরং ধাবত্য মন্দংক্বচি-
দ্ধাবং ধাব মহোস্থিতঃ স্থিরতরং স্বেচ্ছাবশঃ স্যন্দনঃ ॥

পয়ার ॥ রথ টানে গৌড় গণ হরিষ অন্তরে। দীর্ঘ স্থূল রথ কাছি ধরে বাম করে ॥ কখন চলেন রথ অতি শীঘ্রগতি। কখন মন্থর চলে যখন যে মতি ॥ ধাঞা ধাঞা যায় কভু হয় স্থির তর। স্বেচ্ছা বশে চলে রথ চমৎকার কর ॥

॥ তথাহি ॥

প্রচলতি জগন্নাথে গৌরোঽপসর্পতি সম্মুখাৎ,
স্থিতবতি জগন্নাথে গৌরঃ প্রসর্পতি তৎপুরঃ।
অতিকুতুকিনাবেবং দেবৌ পরস্পরমুৎসুকৌ
কলয়তইব ক্রীড়াং নীলাচলস্য মণীশ্বরৌ ॥

পয়ার ॥ যবে জগন্নাথ রথ থাকে স্থির হঞা। তবে গৌর নৃত্য গীত করে ভক্ত লঞা ॥ লক্ষ লক্ষ লোক দেখে পরম কৌতুক। পরস্পর দুই প্রভু দেখিতে উৎসুক ॥ যবে জগন্নাথ ইচ্ছা কীর্ত্তন দেখিতে। তখন না চলে রথ স্থির হয় পথে ॥ জগন্নাথ গমন দেখিতে গৌররায়। তবে শীঘ্র চলে রথ টানিতে না পায় ॥

পয়ার ॥ সিংহদ্বার পার্শ্ব হৈতে এই মত যায়। ভক্ত গণ দোঁহা দেখি পরানন্দ পায় ॥

॥ তথাহি ॥

স্থিতবতি বলগণ্ডী মণ্ডপস্যোপ কণ্ঠং,
ভগবতি জগদিশে শান্ত নৃত্যো যতীন্দ্রঃ।
উপবন মনুগচ্ছন পার্ষদেঃ প্রেমবদ্ভিঃ
সহজয়তি নিতান্ত শ্রান্তিতো বিশ্রমায় ॥

পয়ার ॥ বলগণ্ডী মণ্ডপ নিকটে যবে গেলা। সেই স্থানে জগন্নাথ স্যন্দন রহিলা ॥ নৃত্য সম্বরিলা গৌরচন্দ্র ভগবান্। সঙ্গে লঞা নিজ পারিষদ প্রেমবান ॥ উপবনে চলিলা বিশ্রাম করিবারে। তা দেখিয়া গোপীনাথ ভাবিল অন্তরে ॥

পয়ার ॥ গূঢ় বেশ গজপতি আসিব দেখিতে।

জানিয়াছি তাহা ভট্টাচার্য্যের ইঙ্গিতে ॥ আজি রাজা দেখিবেন প্রভুর চরণ। দেখিতে আচার্য্য তাহা করিল গমন ॥

॥ ত্রিপদী ॥

হোথা শ্রীল গৌরচন্দ্র, সঙ্গে লৈয়া ভক্ত বৃন্দ;
প্রেমাবেশে গেলা উপবন।
সদা মনে জগন্নাথ, দুনয়নে অশ্রুপাত;
বৃক্ষ মূলে দেখিলা ঐছন ॥
করি হরি সংকীর্ত্তন, প্রভুর পার্ষদ গণ;
শ্রম পাঞা বৃক্ষ মূলে মূলে।
বেঢ়িয়া গৌরাঙ্গ হরি, বসিলেন সারি সারি;
মহানন্দে গৌরাঙ্গ নেহালে ॥
নৃত্য বেশ প্রভুচিতে, না পারেন সম্বরিতে;
মুদ্রিত করিয়া দুনয়ন।
শ্রীচরণ প্রসারিয়া, বসিলা আনন্দ পাঞা;
পাদ পদ্ম চালেন সঘন ॥
নিরন্তর নেত্র জল, ধৌত করে বক্ষঃ স্থল;
প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, যোড়া নেত্র অবিরাম;
অবনি অর্পিত দুই হাত ॥
প্রতি বৃক্ষ মূলে মূলে, ভক্ত গণ কুতূহলে;
নিরবে চৈতন্য রূপ দেখে।
নেত্র মুদি গৌরহরি, অর্দ্ধ শ্লোক উচ্চ করি;
পুনঃ পুনঃ পঢে অতি সুখে ॥

॥ তথাহি ॥

অথাত আনন্দ দুঘং পদাম্বুজং

হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দ লোচন ॥

হে অরবিন্দ লোচন, তোমার যে শ্রীচরণ;
তাহার মাধুরি অনুপম।
সংসারাদি পরিহরি, পরম হংস মণ্ডলী;
তেঞি সে সেবিয়ে অবিরাম ॥
একবার দেখা দিয়া, মোর চিত্ত হরি লঞা;
আনন্দ সমুদ্রে ভাসাইলে।
হস্ত নেত্র অবিরাম, না ছাড়িহ ঘনশ্যাম;
সদা দেখি শ্রীপাদ যুগলে ॥
গোপীনাথাচার্য্য শুনি, বড়ই আশ্চর্য্যমানি;
রূপ দেখে অল্প অল্প কহে।
প্রেমানন্দ আস্বাদন, মহিমা আশ্চর্য্য হন;
দেখিতে সভার মনঃ মোহে ॥
নৃত্যকালে ভগবান, কৃষ্ণ হৈলা বিদ্যমান;
গৌরচন্দ্র কৈল দরশন।
ব্রহ্মানন্দ হৈতে তার; চিত্তে হৈল চমৎকার;
অদ্যাপি তা করে আস্বাদন ॥
গোপীনাথ প্রভুমুখে, অর্দ্ধ শ্লোক শুনি সুখে;
নিজ চিত্তে করেন ব্যাখ্যান।
উচ্চারচ শাস্ত্র সাধ্য, জ্ঞান তার প্রতি পাদ্য;
অর্থে অর্থ শব্দ উপাদান ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে অতি, চমৎকার করেতথি;
অতশব্দ এই অর্থ কয়।

হংস শব্দে সারাসার, বিচারে চাতুর্য্য যার;
তার পদাম্বুজ সে ভজয়॥
তারা কেনে ভজে তাঁরে, আনন্দপ্রপূর্ণ করে;
ইহা অনুভবি প্রভু কয়।
এত বলি গোপীনাথ, চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত;
করি সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখায়॥

॥ তথাহি॥

নিস্পন্দ মুজ্জ্বলরুচঃ সুশিখাঃ সুপূর্ণ,
স্নেহোস্তমঃ ক্ষয়কৃতঃ প্রতিশাখি মূলং।
আভান্তি শোভন দশাস্তইমে মহান্তো,
নির্ব্বাত মঙ্গল মহোৎসব দীপ কল্পাঃ॥

নিশ্চল উজ্জ্বল কাঁতি, মহান্ত বৈষ্ণব তাঁতি;
তরু মূলে বসিয়া আরামে।
স্নেহ পূর্ণ দিব্য শিখা, ক্ষয় করে তম লেখা;
শুভ দশা অতি অনুপামে॥
মঙ্গল প্রদীপ যেন, মহোৎসবে জ্বালে হেন;
নিশ্চল উজ্জ্বল তনুছটা।
প্রেমদাস বলে কিবা, অদ্ভুত হৈয়াছে শোভা;
গোপীনাথ দেখে সাধু ঘটা॥

পয়ার॥ গোপীনাথাচার্য্য ভাল বসিঞা নিভৃতে। রাজার প্রবেশ দেখি আনন্দিত চিতে॥ এত বলি গোপীনাথ বসিল নির্জ্জনে। আইলা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দর্শনে॥ রাজ পরিচ্ছদ আর বস্ত্র অলঙ্কার। সব ছাড়ি একাকি করিলা আগুসার॥ শুক্ল বস্ত্র ধূতি ফোতা পরিয়াছে মাত্র। চৈতন্য দেখিব বলি উল্ল-

সিত গাত্র॥ মনে মনে কহে কথা রাজা মতিমান। ভয় তর্ক দুই মোর হৈল বলবান॥

॥ তথাহি॥

উৎকণ্ঠা-ভয়তর্কয়োর্বলবতো রাচ্ছাদনং কুর্ব্বতী,
মামুচ্চৈ স্তরলী করোতি চরণৌ হাধিক্ কথং স্তম্ভতঃ।
হংহোদেব পরীক্ষয়াদ্য ভবতঃ প্রায়ঃ পরীক্ষা মম,
প্রাণানা মপি ভাবিনী নহিমম প্রাণেষু কোপিগ্রহঃ॥

পয়ার॥ বলবতী উৎকণ্ঠা যে হইল অন্তরে। ভয় তর্ক দুই তারে আচ্ছাদন করে॥ প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা টানি নিঞা যায়। দুই পায়ে ধিক থাকু স্তম্ভ হৈল তায়॥ নিজ ভাগ্যে বলে রাজা আজি সে তোমার। পরীক্ষা করিব আমি এই সে বিচার॥ সেই পরীক্ষাতে হব প্রাণের পরীক্ষা। প্রাণ ছাড়ি মোর নাহি আগ্রহ অপেক্ষা॥ এমন বিচার করি রাজা মতিমান। ধীরে ধীরে চলিলেন মহাপ্রভু স্থান॥ ইন্দ্র যেন অপরাধী হঞা কৃষ্ণ স্থানে। সশঙ্কিত কৃষ্ণ পাশে গেলা গোবর্দ্ধনে॥ রাজা আইলা গোপীনাথ আচার্য্য তা দেখি। মনঃ কথা কহে তিহোঁ প্রফুল্লিত আঁখি॥

॥ তথাহি॥

প্রভাব মাত্রৈক নৃদেব চিহ্নো, বীরোরসঃ সুপ্ত ইবায়মগ্রে। আনন্দ শঙ্কা ভয় তর্কমিশ্রঃ, কৃচ্ছ্রেণ বিন্যস্যতি পাদ পদ্মং॥

পয়ার॥ প্রভাব মাত্রেতে চিনি রাজা বটে এই। সুপ্ত হঞা আছে যেন বীর রস যেই॥ শঙ্কা ভয়

তর্কানন্দ মিশ্রিত অন্তর। কষ্টে উঠাইছে পদ গমন মন্থর॥

পয়ার॥ বৃক্ষ মূলে মূলে যত মহান্ত আছিলা। নৃপতি প্রতাপরুদ্রে দেখিতে পাইলা॥ মনে মনে সভেই ভাবেন চমৎকার। অকস্মাৎ রাজা কেনে কৈলা আগুসার॥ মঙ্গল সূত্রেতে করি মুদ্রিত দুকর। প্রতাপরুদ্র অকস্মাৎ তপস্বি বেশ ধর॥ যদি বা নিষেধ করি সেহ ভাল নয়। প্রভু পাছে রাজা দেখে উদ্বেগ করয়॥ না জানি কি মেনে হয় আজি সে রাজার। দেখি রাজা করেন কেমন ব্যবহার॥ এত বলি ভক্ত গণ রাজা পানে চায়। লঘু লঘু গজপতি প্রভু পাশে যায়॥ চতুর্দ্দিগে চায় রাজা সভয় নয়নে। প্রভুর নিকটে গেলা মন্থর গমনে॥ দেখে প্রভু বসিয়াছে অবনি উপরে। মুখ বক্ষঃ বাঞা পড়ে আনন্দাশ্রুধারে॥ শ্রীচরণ মন্দ মন্দ করান দোলন। রক্ত পদ্ম যেন মন্দ উড়ায় পবন॥ প্রভুর সৌন্দর্য্য তাহে প্রেমের বিকার। দেখিয়া প্রতাপরুদ্রে হৈল চমৎকার॥ পরিঘ দীঘল দুই বাহু প্রসারিঞা। দৃঢ় করি পাদ পদ্ম ধরিল ধাইয়া॥ ভক্ত গণ দেখি বলে অনর্থ হইল। অবিচারে কেনে রাজা এমন করিল॥ আনন্দ আবেশে প্রভু মুদ্রিত নয়নে। বসিয়াছে নিজ পর বাহ্য নাহি জানে॥ দৃঢ় করি ধরে রাজা প্রভুর চরণে। হায় হায় রাজার কি আজি হয় মেনে॥ এই মত ভক্ত গণ ভাবেন বিষাদ। রাজা প্রতি প্রভু হোথা করিলা প্রসাদ॥ মুদ্রিত নয়নে

প্রভু স্বানন্দস্থ হঞা। দৃঢ় করি আলিঙ্গন রাজারে ধরিয়া॥ মুদ্রিত নয়নে প্রভু ধরিয়া রাজারে। ভাগবত এক শ্লোক পড়ে বারে বারে॥

॥ তথাহি ॥

কোনুরাজন্নিন্দ্রিয় বান্মুকুন্দ চরণাম্বুজং।
নভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যু রুপাস্য মমরোত্তমৈ॥

পয়ার॥ রাজার অন্তরে সব গেল দুঃখ শোক। গোপীনাথাচার্য্য বলে এবড় কৌতুক॥

পয়ার॥ কভু দোষ কভু গুণ সাহস করিলে। এই কথা আমি বুঝিলাঙ এত কালে॥ মহারাজা গজপতি সাহস যে কৈল। তাতে আজি ভাগ্য ফল অদ্ভুত ফলিল॥ কত কাল কত তপ করি যা না পায়। হেন প্রভু আজি কৃপা করিল রাজায়॥

॥ তথাহি ॥

সাহসংক্বচন গুণায় কল্পতে ক্বাপি দুষণ তয়াচ সিদ্ধ্যতি।
সাহসেন যদকারি ভূভুজা তত্তপোভি রখিলৈশ্চ নাপ্যতে॥

পয়ার॥ কেহো বলে রাজার ভাগ্যের অন্ত নাঞি। কেহো বলে কৃপাময় চৈতন্য গোসাঞি॥ কেহো বলে রাজার নির্ম্মল ভক্তি বলে। পর বশ করিলেন চৈতন্য ঈশ্বরে॥ আরবার গোপীনাথ রাজা দেখি কয়। সেই গজপতি এই এবড় বিস্ময়॥

॥ তথাহি ॥

মহামল্লৈর্যস্য প্রকট ভুজবক্ষঃস্থল তটী;
বিনিষ্পেষাদ্ভগ্নাস্থিভিরিব বিদধ্রে বিকলতা।

সএবায়ং মাদ্যং করিবর করাক্রান্ত কদলী,
তরুস্তম্ভাকারো ভবতি ভগবদ্বাহু দলিতঃ ॥

পয়ার ॥ মহামল্ল গণে যদি বাহু যুগে ধরি। বুকে লঞা পিষে তারা করয়ে বিকলি ॥ হেন গজপতি প্রভু বাহু পেষ পাঞা। মত্ত হস্তী আক্রান্ত কদলী প্রায় হৈয়া ॥ কাতর হইয়া রাজা আছেন নিরবে। এ বড় আশ্চর্য্য গোপীনাথ মনে ভাবে ॥ হেন বেলে বলগণ্ডী মণ্ডপ নিকটে। নানা বাদ্য জয় ধ্বনি কল কলি উঠে ॥

পয়ার ॥ শুনি প্রভু জানিলেন রথ চলি যায়। রাজা আলিঙ্গিয়াছিলা ছাড়ি দিলা তায় ॥ জগন্নাথ দর্শনে উৎকণ্ঠা বহুতর। মত্ত সিংহ হেন প্রভু চলিলা সত্বর ॥ আনন্দ আবেশ আছে বাহ্য নাহি জানে। কারে আলিঙ্গিয়াছিলা তাহা নাহি মনে ॥ প্রভু সঙ্গে ধাইলা সকল ভক্ত গণ। রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন ॥ গোপীনাথাচার্য্য গেলা গজপতি স্থানে। রাজারে উঠাঞা কহে মধুর বচনে ॥ জগন্নাথ দর্শনে গেলেন শ্রীচৈতন্য। আপনেহ চল রাজা তুমি হৈলা ধন্য ॥ আনন্দে অবশ রাজা চলিতে না পারে। গোপীনাথ ধরি লঞা গেলা তাঁরে ঘরে ॥ অষ্টমাঙ্ক সাঙ্গ হৈল যাতে গজপতি। পাইল প্রভুর কৃপা সুখী হৈলা অতি ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বল। লিখিলেন প্রেমানন্দ দাস সুমঙ্গল ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদ্যাং অষ্টম অঙ্কঃ ॥ ৮ ॥

অথ নবম অঙ্ক প্রারম্ভঃ ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীন বন্ধু। নিত্যানন্দাদ্বৈত জয় করুণার সিন্ধু ॥ শ্রীবংশী বদন জয় বংশী অবতার। চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফূরে কৃপায় যাহার ॥ জয় শ্রীজাহ্নবী জয় ঠাকুর রামাঞি। শ্রীহরি গোসাঞি জয় গৌর গুণ গাই ॥ হেন মতে প্রভু দেখি রথ মহোৎসব। নিজ বাসা গেলা সঙ্গে সকল বৈষ্ণব ॥ স্বর্গের দেবতা সব যাত্রিকের ছলে। জগন্নাথ চৈতন্য দেখেন নীলাচলে ॥ যাত্রা দেখি দেব গণ গেলা নিজ স্থান। একটি কিন্নর গেলা ভার্য্যা বিদ্যমান ॥ সে বৎসর কিন্নরী না গেলা দরশনে। রথ যাত্রা কথা তিহোঁ পুছে স্বামী স্থানে ॥ কহ দেখি রথ যাত্রা কেমন দেখিলে। কিন্নরীকে কিন্নর বলেন কুতূহলে ॥ শুন প্রিয়ে এ বৎসর গুণ্ডিচা উৎসব। অতি রমণীয় দেখিলাঙ সুখ সব ॥ কত কাল রথ যাত্রা দেখি আসি যাই। এমন আনন্দ আর কভু দেখি নাঞি ॥ কিন্নরী বলেন এত আনন্দ কেমনে। দেখিয়া আইলা কহ সব বিবরণে ॥ কিন্নর বলেন প্রিয়া কর অবধান। এ বৎসরে আসিয়াছে স্বয়ং ভগবান ॥ ভক্ত রূপে অবতীর্ণ নবদ্বীপে হৈলা। সন্ন্যাসের ছলে তিহোঁ নীলাচলে আইলা ॥ সন্ন্যাসীর ইন্দু কৃষ্ণ চৈতন্য সে নাম। সুমেরু জিনিয়া গৌর দেহ অনুপাম ॥ তাঁরে দেখি মোর চিত্তে এমন হইল। মূর্ত্তি ধরি পরম আনন্দ কিবা আইল ॥ তাঁর সঙ্গে বিস্তর মহান্ত ন্যাসী গণ।

ত্রিভুবনে দেখি নাঞি হেন সংকীর্ত্তন ॥ ভক্ত রূপে ঈশ্বর ভক্তেরে কৃপা করে। নৃত্য সংকীর্ত্তনে সর্ব্ব লোক চিত্ত হরে ॥ অপূর্ব্ব হইল যাত্রা তাঁর আগমনে। নেত্র কর্ণ জুড়াইল নৃত্য সংকীর্ত্তনে ॥ কিন্নরী বলেন হায় মুঞি অভাগিনী। এমত আনন্দ হৈল না দেখিল আমি ॥ কিন্নর বলেন প্রিয়ে দুঃখ না ভাবিহ। আগামী বৎসর তুমি সে সুখ দেখিহ ॥ কিন্নরী বলেন যদি আগামী বৎসরে। সে সুখ হয়েন তবে দেখেন পামরে ॥ কিন্নর বলেন প্রতি বর্ষ অতঃ-পর। এই লীলা করিবেন চৈতন্য ঈশ্বর ॥ নীলাচল ছাড়ি প্রভু কোথাহ না যাব। বৎসরে বৎসরে যাত্রা এমনি হইব ॥ কিন্নরী বলেন কিবা নিয়ম ইহার। কেমনে জানিলে তথা স্থিতি সর্ব্বকাল ॥ কিন্নর বলেন সব হইয়াছি জ্ঞাত। তাঁর ভক্ত গণ কথা কহিলেন যত ॥ সে কথা শুনিয়া সব তাঁর রীত জানি। কিন্নরী বলেন কিবা কথা তাই শুনি ॥ কিন্নর বলেন এই শুনিল বিচার। লোক অনুগ্রহ তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥ কিন্নরী বলেন তিন প্রকার কেমন। কিন্নর বলেন তিন প্রকার যে শুন ॥ সাক্ষাৎ দর্শনে এক লোকের নিস্তার। পরে প্রবেশিয়া করে অন্য পরকার ॥ আবির্ভাব রূপ হয় করিলে চিন্তন। এই তিন নিস্তার প্রকার তাঁর হন ॥ কিন্নরী বলেন কহ বিবরণ করি। কিন্নর বলেন শুন কহিব বিবরি ॥ নীলাচলে সাক্ষাৎ আছেন গৌরহরি। সাক্ষাৎ তাঁহারে আসি দেখে নর নারী ॥ প্রতি বর্ষ নানা দেশ হৈতে লোক যত। লক্ষ কোটি

শঙ্খ পদ্ম বৃন্দ শত শত ॥ জগন্নাথ দর্শনে উৎকণ্ঠা যত নয়। ততোধিক উৎকণ্ঠাতে আসিয়া দেখায় ॥ সর্ব্ব লোক মধ্যে তার প্রিয় গৌড় বাসী। তার মধ্যে অতি প্রিয় কেহো ভাগ্য রাশি ॥ বৈদ্য কুলে খণ্ড হৈতে আইসে নরহরি। রঘুনন্দনাদি শত শত সঙ্গে করি ॥ পূর্ব্বে নবদ্বীপে যবে বিহার করিল। ইহাঁ সভাকার সনে দর্শন না হৈল ॥ তথাপিহ শুভাদৃষ্ট-বান তারা হয়। প্রতি বর্ষ আসি প্রভু চরণ দেখয় ॥ গুণ রাজ খান বংশ রামানন্দ আদি। প্রভুর সুহৃদ তারা গৌড় দেশাবধি ॥ প্রভু পদ দেখে তারা আসি নীলা-চলে। পূর্ব্ব হৈতে প্রেমে বন্ধ পাসরিতে নারে ॥ ন্যায়া-চার্য্য আদি মহা মহা ভাগ্যবান। প্রেমাকৃষ্ট হঞা আসি প্রভু দেখা পান ॥ ন্যায়াচার্য্য এক জন ভগ-বান নামে। যাবজ্জীব আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে ॥ প্রভু সনে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে। গৃহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে ॥ এই মত যারা যারা আসিতে সমর্থ। নীলাচলে আসি দেখি হয়েন কৃতার্থ ॥ আসিতে না পারে যারা কৃপা করি তারে। অন্যের হৃদয়ে যাঞা তারে কৃপা করে ॥ যাহার হৃদয়ে প্রভু করে আরোহণ। পরম মহান্ত তারা প্রায় প্রভু সম ॥ শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি নকুল ব্রহ্ম-চারী। ইহা সভা হৃদয়ে আরোহে গৌরহরি ॥ কিন্নরী বলেন তার হৃদয়ারোহণ। কিঞ্চিৎ বিবরি কহ উৎকণ্ঠিত মনঃ ॥ কিন্নর বলেন প্রভু অদ্বৈত হৃদয়ে। প্রবেশিল। সে কথা বিস্তীর্ণ বড় হয়ে ॥ বহুকাল কহি

যদি তবে কহা যায়। ব্রহ্মচারী আরোহণ কহিব তোমায়॥ আঘুয়া নামেতে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে। তাহে এক বিপ্র আছে অতি সদাচারে॥ নকুল তাহার নাম পরম বৈষ্ণব। জন্ম হৈতে ব্রহ্মচারী শাস্ত্র জানে সব॥ কৃষ্ণ ভক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ নাম। অন্তর্ব্বাহ্যে কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে আন॥ ভক্তি অন্তরায় লাগি বিবাহ না কৈল। পরম প্রভাব লোকে তাঁর খ্যাতি হৈল॥ সে দেশের লোক সব উৎকণ্ঠিত হৈল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লাগি চিন্তা উপজিল॥ অন্তর্যামী চৈতন্য ভক্তের কল্পতরু। সে লোকে দর্শন দিতে ইচ্ছা হৈল গুরু॥ নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রবেশ করিলা। গ্রহগ্রস্ত প্রায় তিহোঁ অকস্মাৎ হৈলা॥ প্রতপ্ত কাঞ্চন প্রায় হৈল দেহকান্তি। সদা আনন্দাশ্রুধারা ক্ষণ নহে শান্তি॥ শিমলি কণ্টকাকৃতি পুলক সর্ব্বাঙ্গে। হাস্য কম্প আদি সদা প্রেমের তরঙ্গে॥ যে দেখে চৈতন্য জ্ঞান হয় তার মনে। লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নকুল দর্শনে॥ প্রেমের বিকার আর সৌন্দর্য্য লাবণ্য। দেখি সর্ব্ব লোক বলে অভিন্ন চৈতন্য॥ নকুল শরীরে শুনি গৌরাঙ্গ আবেশ। বাল বৃদ্ধ যুবা আসি দেখে সর্ব্বদেশ॥ দেখি সর্ব্ব লোকের নয়ন মনঃ হরে। প্রীত করি পূজা করে নানা উপহারে॥

॥ তথাহি ॥

গৌরত্বিষা কপি শয়ন ককভঃ সমস্তা,
দানন্দ ভোগ পরিলোপিত বাহ্য বৃত্তিঃ।

আবাল বৃদ্ধ তরুণৈ রথ লক্ষ সংখ্যৈ

লোকৈরভূৎ প্রণয়িভিঃ পরিপূজ্যমানঃ ॥

পয়ার ॥ কিন্নরী বলেন তবে এ বড় রহস্য। কর্ণ রসায়ন কথা কহত অবশ্য ॥ কিন্নর বলেন কথো দিন এই মতে। বিহার করেন গৌর নকুল দেহেতে ॥ কাঞ্চনপাড়া বলি গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে। শিবানন্দ সেন তথা প্রভু সেবা করে ॥ সেই শিবানন্দ হন অতি ভাগ্যবান। সর্ব্বকাল কায় মনে চৈতন্যের ধ্যান ॥ অন্য দেবা দেবী কিছু সেবা নাহি করে। গৌর বিনা কৃষ্ণ নাম মুখে না উচ্চারে ॥ কবিকর্ণপূর নাম তাঁর পুত্র হৈল। কৃষ্ণ সেবা নিজ গৃহে প্রকাশ করিল ॥ ঠাকুরের নাম রাখিলেন কৃষ্ণরায়। শিবানন্দ সেন আসি দেখিল তাঁহায় ॥ দেখি শিবানন্দ অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা। কর্ণপূর নিজ পুত্রে ভৎসিতে লাগিলা ॥ অরে মূঢ় কত কাল করিয়া মার্জ্জন। কাল বর্ণ ঘুচাইয়া কৈল গৌর বর্ণ ॥ আরবার সেই কাল আনিলি মন্দিরে। শিবানন্দ প্রেম কথা কে বুঝিতে পারে ॥ সেই শিবানন্দ আইল আম্বুয়া নগরে। ব্রহ্মচারী কথা লোকে কহিল তাঁহারে ॥ শুনি শিবানন্দ মনে আনন্দ জন্মিল। নীলাচলে আছে প্রভু ইহাঁ কাহা আইল ॥ যদি বা আইল প্রভু সেহোত আবেশ। তাঁরে দেখি মোর সুখ না হব বিশেষ ॥ সাক্ষাদ্দেখিল আমি প্রভুর চরণে। কি সুখ হইব ব্রহ্মচারী দরশনে ॥ দর্শনে যাইতে ছিলা ফিরিয়া আইলা। সর্ব্ব ঠাঞি শুনে সেই ব্রহ্মচারী লীলা ॥ শিবানন্দ বলে সর্ব্ব

লোকে করে ব্যাখ্যা। অবশ্য নকুলে আমি করিব পরীক্ষা॥ অনেক জনতা হয় তাঁহার দর্শনে। সভার বাহিরে আমি রব এক স্থানে॥ আপনে জানিয়া যদি আমারে ডাকিয়া। মোর ইষ্ট মন্ত্র কহে কর্ণেতে ধরিয়া॥ তবে সত্য জানিব আমার প্রভু বটে। এত ভাবি সেন গেলা লোকের নিকটে॥ সহস্র সহস্র লোক দর্শন করিছে। শিবানন্দ দাণ্ডাইলা সর্ব্ব লোক পিছে॥ ব্রহ্মচারী নিরবে আসনে বসিয়াছে। জানিলেন শিবানন্দ দাণ্ডাঞাছে পাছে॥ মহাপ্রভু আবেশ তায় হইল যাবৎ। ব্রহ্মচারী কারে বাক্য না কহে তাবৎ॥ অকস্মাৎ ব্রহ্মচারী বলেন গর্জ্জিয়া। কে কে আছে এথানে চলহ শীঘ্র হঞা॥ লোকের পশ্চাতে শিবানন্দ আছে দূরে। শীঘ্র তাঁরে লৈয়া আইস আমার গোচরে॥ আজ্ঞা শুনি মাত্র লোক কত কত ধায়। শিবানন্দ বলি ডাকি চাহিয়া বেড়ায়॥ শিবানন্দে পাঞা লঞা আইলা সত্বর। দাণ্ডাইল সেন ব্রহ্মচারীর গোচর॥ ব্রহ্মচারী বলে মনে করিলে বিচার। সেই কথা কহি শুন বচন আমার॥ আমার পরীক্ষা তুমি আইলা করিতে। তোমার ইষ্ট মন্ত্র কহি শুন সাবহিতে॥ চতুরক্ষরী মন্ত্র তোমার ইষ্টমন্ত্র হয়। গৌর গোপাল তার দেবতা নিশ্চয়॥ এত শুনি শিবানন্দ হৈল চমৎকার। জানিল প্রভুর এই আবেশাবতার॥ অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি বহু স্তব কৈল। তাঁর শিরে ব্রহ্মচারী চরণ ধরিল॥ শুনিয়া কিন্নরী সুখ পাইল অপার। পুনঃ

প্রশ্ন কৈল কহ তৃতীয় প্রকার ॥ কিন্নর বলেন চিন্তা মাত্র আবির্ভাব। করি লোকে কৃপা করে শুন সে প্রস্তাব ॥ এই শিবানন্দ সেন ভাগিনা শ্রীকান্ত। চৈতন্যে পরম প্রীতি বৈষ্ণব একান্ত ॥ একাকী শ্রীকান্ত গেলা শ্রীনীলাচলে। আনন্দে দেখিলা প্রভুর চরণ যুগলে ॥ পুরীশ্বর স্বরূপাদি সঙ্গে প্রভু বসি। শ্রীকান্তেরে কৃপা করি কহে হাসি হাসি ॥ শীঘ্র গৌড়দেশে তুমি চলহ শ্রীকান্ত। অদ্বৈতাদি করি যত গৌড়ের মহান্ত ॥ মোর আজ্ঞা এই তুমি কহিবে সভারে। এ বৎসর না আইসে আমা দেখিবারে ॥ এ বৎসর গৌড়দেশে আপনি যাইব। জগদানন্দের বাসে ভিক্ষা যে করিব ॥ এত শুনি শ্রীকান্ত চলিলা শীঘ্রগতি। আসি বার্ত্তা কহিলেন অদ্বৈতাদি প্রতি ॥ শ্রীকান্ত কহিল শুন অদ্বৈত গোসাঞি। এ বৎসর নীলাদ্রি যাইতে আজ্ঞা নাঞি ॥ গৌড়দেশে প্রভুর হইব আগমন। হেথাই দেখিবে সভে চৈতন্য চরণ ॥ শুনিয়া অদ্বৈত আদি আনন্দিত হৈলা। নীলাচলে যাত্রোদ্যম শিথিল হইলা ॥ শিবানন্দ সেন শুনি অতি হরষিত। তাঁর ঘরে থাকে জগদানন্দ পণ্ডিত ॥ দুই জনে হরিষ সুখের নাহি লেখা। জগদানন্দ হস্তে প্রভু করিবেন ভিক্ষা ॥ সেই দিন হৈতে শিবানন্দ ভাগ্যধর। ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর ॥ মহাপ্রভু প্রিয় দ্রব্য শিবানন্দ জানে। বাস্তূক শাকের ক্ষেত্র কৈলা হৃষ্টমনে ॥ কদলীর থোড় আর বাস্তূকাদি শাকে। প্রভু প্রীতি

জানি যত্নে করে নানা পাকে ॥ শীতকাল আইল প্রভু চলিবার মনঃ। হেনকালে রামানন্দ কৈল আগমন ॥ গোদাবরী হৈতে তেহোঁ নীলাচল আইলা। গৌড়-দেশ যাইবারে প্রভুরে না দিলা ॥ রামানন্দ বলে প্রভু সব ছাড়ি আইলুঁ। থাকিব তোমার সঙ্গে মনে চিন্তা কৈলুঁ ॥ সে তুমি ছাড়িয়া যদি যাবে অন্য স্থানে। নিশ্চয় জানিবে মোর না রহিব প্রাণে ॥ তাঁর অনু-রাগ দেখি প্রভু না আইলা। শিবানন্দ সেন অতি দুঃখিত হইলা ॥ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নামে ভক্ত রাজ। দুঃখি হঞা সেন গেলা তাঁহার সমাজ ॥ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী বলি তাঁর নাম ছিল। পরম যোগীন্দ্র ভক্তি যোগ সিদ্ধ হৈল ॥ নৃসিংহের ধ্যান সদা নৃসিংহের নাম। নৃসিংহ ভজন বিনু নাহি অন্য কাম ॥ নৃসিং-হেতে নিষ্ঠা দেখি চৈতন্য গোসাঞি। রাখিল তাঁহার নাম মহা সুখ পাই ॥ নৃসিংহ বলিতে পাও পরম আনন্দ। অতএব তোমার নাম শ্রীনৃসিংহানন্দ ॥ তাঁর ঠাঞি শিবানন্দ কহেন কান্দিয়া। চৈতন্য না আইলা কেনে আসিব বলিঞা ॥ প্রভু লাগি কলা-থোড় বাস্তুকের শাক। কারে খাওয়াইব আমি ইহা করি পাক ॥ শিবানন্দ দুঃখ দেখি ব্রহ্মচারী কয়। তব মনোরথ পূর্ণ হইব নিশ্চয় ॥ দিন দুই অপেক্ষা করহ মোর বোলে। আনিব চৈতন্য চন্দ্র নিজ ধ্যান বলে ॥ গৃহে চল শিবানন্দ দুঃখ না ভাবিহ। শাক খাওয়া-ইব তাঁরে নিশ্চয় জানিহ ॥ ব্রহ্মচারী প্রভাব জানেন শিবানন্দ। শ্রদ্ধা করি তাঁর বাক্যে চলিলা

সানন্দ ।। একা ব্রহ্মচারী যাঞা বসিলা নির্জ্জনে। দুই রাত্রি দুই দিন বসিয়াছে ধ্যানে ।। শিবানন্দ সেনে তবে আনিল ডাকিয়া। তাঁরে কহে ব্রহ্মচারী হাসিয়া হাসিয়া ।। শ্রীচৈতন্য ভগবানে বান্ধি ভক্তি ডোরে। আনিলাঙ পাণিহাটি রাঘব মন্দিরে।। কালি প্রাতঃ-কালে তিঁহ আসিবেন হেথা । আমি পাক করি ভিক্ষা করাব সর্ব্বথা'।। যে আজ্ঞা করিয়া শিবানন্দ। গেলা ঘর। উষঃকালে স্নান কৈল ব্রহ্মচারী বর ।। পাকের সামগ্রী আনিলেন শিবানন্দ । প্রবর্ত্ত হইলা পাকে শ্রীনৃসিংহানন্দ ।। আপন ইচ্ছায় পাক উত্তম করিল । তিন ভোগ তিন পাতে পৃথক করিল।। শ্রীচৈতন্য জগ-ন্নাথ নৃসিংহের তরে। তিন ভোগ সজ্জা কৈল আনন্দ অন্তরে ।। তিন প্রভুর মন্ত্র পটি তিনে সমর্পিয়া। বাহির হঞা ধ্যান করে লোচন মুদিয়া ।। ধ্যানে দেখে শ্রীচৈতন্য আইলা একাকী। শ্রীঅঙ্গের কান্তি যেন কনক কেতকী ।। হাস্য মুখে বসিলেন ভোজন করিতে। তিন ভোগ একা প্রভু লাগিলা খাইতে ।। তা দেখি নৃসিংহানন্দ মহানন্দ হৈল । অশ্রুধারে রোমোদ্গমে শরীর ব্যাপিল ।। সপ্রণয় কোপে যেন করয়ে নিন্দন। এই মতে উচ্চৈঃস্বরে কহেন বচন ।। শুনহে চৈতন্য তুমি পরম চঞ্চল। তিন ভোগ একা কেনে খাও করি বল ।। জগন্নাথ নৃসিংহ কি খাইব আন্নার। তিন ভোগ একা খাহ কেমন বিচার।। জগ-ন্নাথ তোমাতে একতা ভিন্ন নয়। তাঁর ভোগ খাও তুমি সেহ সহ হয়।। আমার নৃসিংহে আজি রাখিলে

উপাসী। তাঁরে দিল তুমি আসি খাও হাসি হাসি॥ নসিংহানন্দের প্রেম চেষ্টা চমৎকার। এই কথা কয় উচ্চ কান্দে বার বার॥ শিবানন্দ কহে গোসাঞি কেনে উচ্চৈঃস্বরে। কান্দহ কেনে বা নিন্দ চৈতন্য প্রভুরে॥ ব্রহ্মচারী কহে সেন হইল হুতাশ। তোর গৌরচন্দ্র মোর কৈল সর্ব্বনাশ॥ তিন জন লাগি আমি রন্ধন করিল। তোমার চৈতন্য বলে তিন ভোগ খাইল॥ আমার প্রভুর আজি হৈল উপবাস। শুনি শিবানন্দ মুখে মন্দ মন্দ হাস॥ শিবানন্দ বলে স্বামী না কর ধিক্কার। নৃসিংহের ভোগের সামগ্রী দিব আর॥ শুনি ব্রহ্মচারী হাস্য মুখেতে বসিলা। কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণ চৈতন্যের লীলা॥ নৃসিংহের ভোগ সামগ্রী সেন আনি দিল। ব্রহ্মচারী দেখি তাঁরে প্রসন্ন হইল॥ শিবানন্দের চিত্তে সন্দেহ না ঘুচিল। সত্য কিবা ব্রহ্মচারী আবেশে কহিল॥ এমত সন্দেহ করি সে বৎসর গেল। অন্য বর্ষে শিবানন্দ নীলাচল আইল॥ সকল বৈষ্ণব সঙ্গে প্রভুকে মিলিলা। গৌড়ের বৃত্তান্ত প্রভু সভারে পুছিলা॥ যে সব বৈষ্ণব না আইসে দরশনে। তা সভার বার্ত্তা প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ সভাকার কল্যাণ আদি সভে জানাইল। শিবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রসঙ্গ কহিল॥ প্রভু কহে গত বর্ষে আমি পৌষমাসে। ভোজন করিতে গিয়াছিলুঁ তাঁর পাশে॥ বাস্তূক শাকাদি পাক উত্তম করিল। অতি প্রীত করি সব মোরে খাওয়াইল॥ শিবানন্দ শুনি তবে নিঃসন্দেহ হৈলা। অন্য ভক্ত গণ মনে

সন্দেহ রহিলা ॥ কিন্নর বলেন প্রিয়ে কহিল সকল। তিন মতে লোকে কৃপা করেন ঈশ্বর ॥ কিন্নরী বলেন স্বামী কহ সেই কথা। রামানন্দে কেনে যাইতে না দিল সর্ব্বথা॥ কিন্নর কহেন তিহোঁ অতি প্রীতি মান। বিচ্ছেদ সহিতে নারে ব্যগ্র হয় প্রাণ ॥ অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে। দুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হৈয়া আছে চিত্তে॥ আজি রহ কালি রহ বলে রামানন্দ। দুই বর্ষ রাখিলেন দিয়া প্রতিবন্ধ ॥ প্রভু তাঁরে বহু বিধ অনুনয় করি। বিদায় হইলা প্রায় যাইতে মধুপুরী ॥ গৌড়দেশ দিয়া প্রভু যাব বৃন্দাবনে। দেবী বলে পুনঃ কি আসিব এই স্থানে ॥ বৃন্দাবন অতি প্রিয় তাহা পরিহরি। পুনঃ পাছে প্রভু ইহাঁ না আইসে ফিরি ॥ কিন্নর বলেন প্রভু অবশ্য আসিব। জগন্নাথ অতি ভার আসি ঘুচাইব॥

॥ কিন্নরোক্তং ॥

আপামরং প্রাণিন উদ্দিধীর্ষো, নীলাচলেন্দো-
রতি ভার মেতং। লঘু করিষ্যন পুরুষোত্তমস্থো,
ভূয়োপি ভাবী পুরুষোত্তমোহয়ং ॥

পয়ার ॥ পামরাদি লোক সব উদ্ধার করিতে। একা জগন্নাথ শ্রম পান জানি চিত্তে॥ আপনে করিব আসি লোকের নিস্তার। লঘু করিবেন জগন্নাথ অতি ভার ॥

পয়ার ॥ কিন্নরী বলেন স্বামী যে বল সে হয়। গৌরচন্দ্র ভগবান বড় দয়াময় ॥ কিন্নর বলেন চল

আমরা যাইব। জগন্নাথ প্রভুকে সঙ্গীত শুনাইব॥ এত বলি কিন্নর আপন গণ সঙ্গে। জগন্নাথে গান শুনাইতে গেলা রঙ্গে॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী সুন্দর। প্রেমদাস হৃদি হরে কুসিদ্ধান্ত ধার॥

॥ ত্রিপদী ॥

হোথা প্রভু গৌরহরি, রায়ে অনুনয় করি;
গৌড়পথে বৃন্দাবন যান।
মহারাজা গজপতি, শুনিলা প্রভুর গতি;
বিরহে ব্যাকুল হৈল প্রাণ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে, কহে রাজা সুকাতর্য্যে,
অনুমতি দিলা কেনে রায়।
আগ্রহ প্রণয় ডোরে, বান্ধি না রাখিল তাঁরে;
তেঞি প্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যায়॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে, রায়ে দোষ নাহি দিবে;
ঈশ্বরের সঙ্গে হঠ নয়।
তথাপিহ রামানন্দ, যত্ন করি গৌরচন্দ্র;
ক্ষেত্রে রাখিলা বর্ষ দ্বয়॥
দেখিবারে বৃন্দাবন, প্রভুর সোৎকণ্ঠ মনঃ;
আগ্রহ করিলে দুঃখ হয়।
তেঞি রামানন্দ রায়, অনুমতি দিলা তাঁয়;
আপনেহ দুঃখী অতিশয়॥
রাজা কহে রাম রায়, পরম বান্ধব হয়;
তেঁহ মোর উদ্ধার করিলা।
কি কহিব গুণ তাঁর, মোর মহা উপকার,
করিঞা প্রভুরে দেখাইলা॥

॥ রাজবাক্যং ॥

আনীতো রাজ ধান্যাঃপথি পুরু করুণঃ কারিতং চেক্ষণং মে, স্পর্শঃ পাদাম্বুজস্য ব্যধিত মমদুরাপোপি সম্যক্ সুখাপঃ। বাক্‌পীযুষঞ্চ সানুগ্রহ মিতি মধুরং পায়িতং শ্রোত্রপেয়ং, যন্নাভূদ্ভূরি যত্নৈ স্তদজনি সহসা শূন্যমন্ত স্তথাপি ॥

রাজ ধানী হৈতে মোরে, আনিলেন নীলাচলে;
প্রভুর চরণ স্পর্শ হৈল।
অনুগ্রহ বাক্য মুখে, শ্রবণে শুনিনু সুখে;
দুস্প্রাপ্য ঈশ্বর সুখে পাইল ॥
রায়ের করুণা বলে, এ সম্পদ ঘটে মোরে,
কি দিয়া শুধিব তাঁর ধার।
কৈল মোরে কৃতপুণ্য, তথাপি অন্তর শূন্য;
প্রভু ছাড়ি গেলা সিন্ধু ধার ॥

পয়ার ॥ সার্ব্বভৌম বলে রাজা কহিলে সুষম। রামানন্দ রায় হন ভাগবতোত্তম॥ সেইহেতু ঈশ্বর রায়ের বশ হন। ভক্ত বশ কৃষ্ণ এই পুরাণ বচন ॥

॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভি হিতোপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ, সভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥

পয়ার ॥ যে হরির নাম যদি আনুষঙ্গে লয়। তথাপি পাপের রাশি সদ্য নষ্ট হয় ॥ সে হরি ভক্তের মনঃ ছাড়ি যাইতে নারে। দৃঢ় বন্ধ থাকে কেন ভক্তের প্রেম ডোরে ॥ হেন ভক্ত রামানন্দ সহায়

তোমার। তোমা সম ভাগ্যধর কেবা আছে আর॥ রাজা কহে রামানন্দ রায়ে ডাকি আন। বিরহে কাতর স্নিগ্ধ হউ মোর প্রাণ॥ সার্ব্বভৌম বলে রায় নাহি নীলাচলে। অনুব্রজি প্রভু সঙ্গে গেলা কথো-দূরে॥ রাজা কহে কথো দূর যাব তাঁর সঙ্গ। ভট্ট কহে শুনিয়াছি ভদ্রক পর্য্যন্ত॥ রাজা কহে সঙ্গে গেলা কত সহচর। ভট্টাচার্য্য কহে পুরীশ্বর দামো-দর॥ জগদানন্দ গোপীনাথ গোবিন্দাদি করি। জন পাঁচ ছয় গেলা প্রভু সঙ্গ ধরি॥

॥ তথাহি॥

যদপি জগদধীশো নীল শৈলস্য নাথঃ, প্রকট পরম তেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ। তদপিচ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবে, চলতি পুনরুদীচীং হন্ত শূন্যাত্রিলোকী॥

পয়ার॥ রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর। যদ্যপিহ জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার॥ প্রকট পরম তেজা নীল শৈল নাথ। সিংহাসনে বসিয়াছে বলভদ্র সাথ॥ তথাপি চৈতন্যচন্দ্র পুরী ছাড়ি গেলা। এতিন ভুবন মোরে শূন্য যে হইলা॥

পয়ার॥ সার্ব্বভৌম বলে রাজা এই সে নিশ্চয়। নিরুপাধি প্রেমার স্বভাব এই হয়॥ রাজা কহে আমা দিগের সঙ্গে গেছে কেহ। ভট্ট কহে এ কথা কহিছ করি স্নেহ॥ ঈশ্বরের রাজ লোক সঙ্গাপেক্ষ কিবা। যাঁর নামে বিঘ্ন হরে বনে জলে কিবা॥ তথাপি শ্রীরামানন্দ করিয়া বিচার। যত দূর মহারাজ তুয়া অধিকার॥ রাজ লিখা করিয়া পাঠাল্য এক জন।

আগে গিয়া সমাধান করিব কারণ॥ বাসাতে বাসাতে করেন বন আবাস। নানা উপচারে পূর্ণ মার্জ্জন প্রকাশ॥ নবীন মন্দিরে প্রভু বিশ্রাম করেন। পথশ্রম পথ ব্যথা সভে পাসরেণ॥ প্রভু কহে এ রচনা করে কোন জন। রামানন্দ কার্য্য হেন লয়ে মোর মনঃ॥ গজপতি সার্ব্বভৌম বসি দুই জন। এই মত চৈতন্য চন্দ্রের কথা কন॥ হেন কালে দ্বারী আইলা রাজার নিকটে। রামানন্দ দ্বারে বলি কহে কর পুটে॥ রাজা বলে ত্বরিত আনহ তারে হেথা। দ্বারী শীঘ্র যাঞা আনিলেন রাজা যথা॥ রামানন্দ সার্ব্বভৌমে প্রণাম করিয়া। রাজাকে প্রণাম কৈল নিকট জানিয়া॥ আদর করিয়া রাজা বসাইল তাঁরে। জিজ্ঞাসেন কোথা রাখি আইলা প্রভুরে॥ রামানন্দ বলে প্রভু সঙ্গে চলি যাই। ফিরি যাহ প্রতি পদে বলেন গোসাঞি॥ তথাপি গেলাঙ আমি ভদ্রক পর্য্যন্ত। সেই থানে আমার ভাগ্যের হৈল অন্ত॥ বড়ই দুস্তর রাজা ব্যবহার অধ্ব। ব্যবহারে ছাড়াইল সে সব সম্পদ॥ দীনোদ্ধারী করুণার সিন্ধু পরানন্দ। তুয়া ভয়ে ছাড়ি আইলাঙ গৌরচন্দ্র॥ সেই থানে কেনে না হইল দেহ পাত। কুলিশ হইতে ক্রূর মূর্ত্তি যে সাক্ষাৎ॥ গুণ নিধি প্রভু মোর গেলা দেশান্তর। তাঁরে রাখি কি সুখ থাইতে আইলুঁ ঘর॥ এত বলি রায় কান্দে নেত্রে বহে নীর। সার্ব্বভৌম বলে রায় তুমি হও ধীর॥ আপনে পরম বিজ্ঞ বিচার না কর। সেই

রূপ লীলা তাঁর যে হয় ঈশ্বর ॥ নিমেষ বিচ্ছেদে মরে ব্রজবাসী গণ। তারে ছাড়ি মথুরাকে করিল গমন ॥ তাঁহা হৈতে পুনঃ তিহোঁ গেলা দ্বারাবতী। তথা হৈতে পুনঃ করে ইতি উতি গতি ॥ ব্রজবাসী দ্বারকাদি বাসী যত জন। কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ কি করিঞা সন॥ যদ্যপি দুঃসহ কৃষ্ণ বিরহ বিপত্তি। তথাপি সহায় তিহোঁ এই তাঁর রীতি॥ অতএব অনুশোচনার কার্য্য নাঞি। রাজাকে সান্ত্বনা কর গৌর গুণ গাই ॥ তুমি শোক পাসরিলে দুঃখিত ভূপাল। দুঃখ ছাড়ি প্রভু কথা কহত রসাল ॥ পথের বৃত্তান্ত কহ রাজা জিজ্ঞাসিল। স্থির হঞা রামানন্দ কহিতে লাগিল ॥ যত দূর মহারাজা তুয়া অধিকার। ততঃ দূর লোক সঙ্গে যাইব তোমার॥ ততঃপর পথ প্রাজ্ঞ দুই চারি জন। গোড়াবধি প্রভু সঙ্গে করিব গমন॥ কেহ ফিরি আসিবেক কত দূর হৈতে। কেহ গৌড়দেশে যাব প্রভুকে রাখিতে ॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দ রাজা গজপতি। সদা কহে প্রভু বার্ত্তা কিবা দিন রাতি ॥ হেনকালে দ্বারী আসি কহে রাজা স্থানে। রামানন্দ যে লোক পাঠাইল প্রভু সনে॥ তার কথো জন আসি উপস্থিত দ্বারে। রাজা কহে তারে শীঘ্র আন অবিচারে॥ দ্বারী যাঞা তা সভা আনিল শীঘ্রগতি। তারা আসি বলে দেব জয়তি জয়তি॥ রামানন্দ বলে অরে কহত বিবরি। কত দূর পর্য্যন্ত গেলেন গৌরহরি ॥ লোকে কহে কুলিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত গমন। শুনি রাজা সার্ব্বভৌমে করে নিরীক্ষণ ॥ সার্ব্বভৌম

বলে রাজা নবদ্বীপ পারে। কুলিয়া নামেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে॥ গজপতি মন্দ হাসি সে মনুষ্যে বলে। এক বাক্য কঞা সব কথা ফুরাইলে॥ মূল হৈতে সব কথা কহ বিবরিঞা। লোকে কহে মহারাজ শুন মনঃ দিয়া॥ হেথা হৈতে যদবধি তুয়া অধিকার। পরম আনন্দ হৈল গমন প্রচার॥ ততঃপর গৌড়ের সীমাতে প্রবেশিতে। তিন দিগে তিন পথ গৌড়কে যাইতে॥ দৌরাত্ম্য হৈয়াছে তাতে দুই পথ রুদ্ধ। জল দুর্গ এক পথ গমন বিরুদ্ধ॥ সেই পথ উদ্দেশে চলিলা ভগবান। উড়িস্যা সীমাধিকারী তথা ভাগ্যবান॥ তিঁহো আসি প্রভু পাদ পদ্ম প্রণমিঞা। ভক্ত গণে কহে তিঁহো কৃতাঞ্জলি হঞা॥ জল পারে গৌড়ের সীমাধিকারী হয়। ম্লেচ্ছ জাতি নিষ্ঠুর সে অত্যন্ত দুর্ণয়॥ সর্ব্ব লোক মর্ম্ম হন্তা মদ্যপ বিশাল। দুর্বৃত্ত চক্রের চূড়ামণি সর্ব্বকাল॥ উড়িস্যা হইতে যেই যায় গৌড় দেশ। তারে ধরি দুর্গতি করেন সবিশেষ॥ গোসাঞিের সঙ্গী সব একথা শুনিয়া। ভীত হৈলা তাঁরে কেহ না শুনায় যাঞা॥ আমাদের সীমাধিকারী সে পুনঃ কয়। ক্ষণেক বিলম্ব কর আমার বিনয়॥ ম্লেচ্ছের সহিত আমি সন্ধি করি আগে। তবে সুখে যাবে সঙ্গে লঞা মহাভাগে॥ হেন কালে ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তি হৈতে। ম্লেচ্ছ দূত এক আইল তাহার সাক্ষাতে॥ আমা দিগের সীমাধিকারী তারে দেখি। কি নিমিত্ত আইলা কহ বৈল হঞা সুখী॥ সবিনয় কহে সেই শুন মহাশয়। তোমা স্থানে আগমন এই

কার্য্যে হয় ॥ গৌড়দেশ সীমা অধিকারী পাঠাইল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আইলা এই বার্ত্তা পাইল ॥ তব দেশ হৈতে আইল তুমি যদি বল। তবে যাঞা দেখি তাঁর চরণ যুগল ॥ এই দৌত্য করিবারে আইলুঁ তোমা ঠাম। আজ্ঞা হৈলে আসি করে্য প্রভুকে প্রণাম ॥ শুনি গজপতি বলে তবে তবে বল। মোর সীমা অধিকারী কি তারে কহিল ॥ দূত বলে মহারাজ সীমা অধিকারী। ম্লেচ্ছদূতে এই কথা কহিল বিচারি ॥ প্রভুর দর্শনে তিহোঁ করিব গমন। ইহাতে নিষেধ করিবেক কোন জন ॥ কিন্তু তিন চারিজন সঙ্গে মাত্র লঞা। আসিতে কহিবে তাঁরে দম্ভ ঘুচাইয়া ॥ দূত যাঞা সেই বার্ত্তা ম্লেচ্ছকে কহিল। জন চারি সঙ্গে ম্লেচ্ছ আনন্দে আইল ॥ দেখিল গৌরাঙ্গচন্দ্র রক্ত বস্ত্র ধারী। প্রতপ্ত কাঞ্চন নিন্দে অঙ্গের মাধুরী ॥ প্রভু পাদ পদ্মের সমীপ ভূমি গিঞা। অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি রহিল পড়িয়া ॥ প্রভুর পার্ষদ সব প্রভু প্রতি কন। ইহা প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন ॥ গৌড় সীমা অধিকারী ইহোঁ সুসজ্জন। ইহাঁর সাহায্যে হয় সুখে আগমন ॥ ভক্ত বাক্য অনুরোধে প্রভু তাঁর প্রতি। কৃপা দৃষ্টি পাত কৈল গোলোকের পতি ॥ প্রভু কৃপা দৃষ্টি পাঞা সুকৃতী যবন। প্রেমে মত্ত হৈলা যেন গ্রহগ্রস্ত জন ॥ পুলক ব্যাপিল সব ম্লেচ্ছের শরীর। গদ গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রুনীর ॥ সেই যবনেরে কহে গোপীনাথাচার্য্য। অহে ভ্রাত তুমি মোর কর এই কার্য্য ॥ কি রূপে চলেন সুখে চৈতন্য

গোসাঞি। ইহাতে সাহায্য কর তুমি আজি ভাই॥ কত দূরে যাবে ম্লেচ্ছ কহে যোড় হাথে। পানিহাটি পর্য্যন্ত বলেন গোপীনাথে॥ এত বলি ম্লেচ্ছের আনন্দে নাহি লেখা। কম্প অশ্রু পুলকে সর্ব্বাঙ্গ গেল ঢাকা॥ যোড় হাথে ম্লেচ্ছ কহে গদ গদস্বরে। আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে॥ চৈতন্য দেবের আমি সাহায্য করিব। মনুষ্য জনম আজি সফল হইব॥

॥ যবনোক্ত পদ্যং ॥

প্রফুল্ল রোমো গলদশ্রুধারঃ, সগদ্গদং কিঞ্চিদ-
সৌজগাদ। অহো মদীয়ং মহদেব ভাগ্যং, দেবস্য
সাহায্য বিধৌ ভবেয়ং॥

পয়ার॥ এত বলি শীঘ্র ম্লেচ্ছ গমন করিল। সজ্জন নাবিক সভে শীঘ্র বোলাইল॥ এক নৌকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন। তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন॥ সেই নৌকা শীঘ্র আনি প্রভু আগে কয়। এই নৌকা উপর চটিতে আজ্ঞা হয়॥ নৌকান্তরে ম্লেচ্ছ যাঞা আপনে চটিলা। তাঁর ভক্তি দেখি সভে আনন্দিত হৈলা॥ প্রভু সঙ্গে ভক্ত সব নৌকাতে বসিলা। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম বলিতে লাগিলা॥ জলে জল দস্যু ভয় ম্লেচ্ছ তাহা জানে। আগে আগে নৌকা লৈঞা চলিলা আপনে॥ জল পথে চলি মহেশ্বর উত্তরিলা। পিচ্ছলদ গ্রামাবধি সেই ম্লেচ্ছ আইলা॥ সেই গ্রাম গিয়া তাঁরে কহে ভগবান। অতঃপর ফিরি তুমি চল নিজ স্থান॥ জগন্নাথ প্রসাদ মোদক মনোহরা নাম। আপনার হস্তে করি গৌর

ভগবান ॥ সেই ম্লেচ্ছে দিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া। প্রীতি বশ প্রভু তার অন্তর জানিয়া ॥ জগন্নাথ প্রসাদ তাতে মহাপ্রভুর হাথ। প্রসাদ পাইলা ম্লেচ্ছ হৈলা মহা সাত ॥ উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুক-রিয়া। মহা ভাগবত হৈল প্রভু কৃপা পাঞা ॥ ছাড়িয়া না যায় ম্লেচ্ছ কান্দিতে লাগিলা। বহু যত্নে প্রভু তাঁরে বিদায় করিলা ॥ পূর্ব্ব দশা ছাড়ি ম্লেচ্ছ হৈলা অতি ধন্য। পরম বৈষ্ণব হৈলা জগতের মান্য ॥ শুনি সুবিস্মিত রাজা হৈলা চমৎকার। ম্লেচ্ছ হঞা এত ভাগ্য হইল ইহার ॥ সার্ব্বভৌম বলে ঐছে ঈশ্বরের লীলা। পাত্রাপাত্র বিচার না করে তাঁর খেলা ॥

॥ তথাহি ॥

অস্থানেপ্যি প্রথয়তি কৃপা মীশ্বরোসৌ স্বতন্ত্রঃ,
স্থানে প্যুচ্চৈ র্জনয়তি তরাং নূন মৌদাস্য মেব।
রামোদেবঃ সগুহ মকরো দাত্মনীনং সখায়ং,
কৃষ্ণঃ স্তোত্রৈঃ প্রণমতি বিধৌ হন্ত মৌনীবভূব ॥

পয়ার ॥ অস্থানেহ করে কৃপা ঈশ্বর স্বতন্ত্র। স্থানেহ ঔদাস্য করে নহে পরতন্ত্র ॥ রঘুনাথ গুহক চণ্ডালে সখা কৈলা। বিধি স্তুতি নতি করে কৃষ্ণ মৌনী হৈলা ॥

পয়ার ॥ গজপতি বলে যে কহিলে সত্য হয়। অতঃপর কি হইল দূতে জিজ্ঞাসয় ॥ দূতে কহে ম্লেচ্ছে প্রভু করিলা বিদায়। নৌকায় চাপিয়া প্রভু জল পথে যায় ॥ নাবিক সকলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বোলে। নৌকা বাঞা প্রভু লঞা জল পথে চলে ॥ একদিনে

নৌকা আইল পানিহাটি গ্রাম। ভক্ত সঙ্গে নৌকা হৈতে নামে ভগবান ॥ রাজা কহে সার্ব্বভৌমে সে গ্রামে কে হয়। কি নিমিত্ত তথা প্রভু করিল বিজয়॥ ভট্ট কহে তথা আছে রাঘব পণ্ডিত। পরম মহান্ত তিঁহো জগত বিদিত ॥ বার্ত্তাহারী লোকে কহে শুন ভট্টাচার্য্য। সেই গ্রাম যাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য॥ রাজা বলে কি আশ্চর্য্য হইল তা বল। লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল ॥ গঙ্গাতীর সীমা প্রভু যেই মাত্র গেলা। অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোক ময় হৈলা ॥ যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি। এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি ॥ ধরণীতে ধূলী রাশি যতেক আছিল। হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল ॥ অথবা আকাশে ছিল যত তারা গণ। নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন॥ গৌর হরি বলি লোকে চতুর্দ্দিগে ধায়। পথে চলিবারে প্রভু পথ নাহি পায়॥ বহু কষ্টে আইলেন রাঘবের ঘরে। রাঘব ডুবিলা মহা আনন্দ সাগরে ॥ সে রাত্রি রহিলা প্রভু তাহার মন্দিরে। নানা যত্নে নানা সেবা করিল প্রভুরে॥ প্রাতঃকালে তাঁর স্থানে করিয়া বিদায়। নৌকা পথে গঙ্গায় চলিলা গৌররায় ॥

॥ ত্রিপদী ॥

সুমধুর কণ্ঠস্বরে, প্রসন্ন বদনে হরে,
কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান।
নৌকা পর বসি যায়, অনিমিষ নেত্রে চায়,
দুকূলে যতেক ভাগ্যবান॥

প্রভু চলে গঙ্গাজলে, লোক সব দুই কূলে;
উচ্চৈঃস্বরে করে হরি ধ্বনি।
বাল বৃদ্ধ নর নারী, সভে বলে হরি হরি,
ব্যাপিলেক আকাশ অবনি॥
গঙ্গা যেন দীর্ঘ তারা, লোক পঙ্ক্তি মনোহরা;
দুই কূলে দুই গঙ্গা প্রায়।
গৌরাঙ্গ কিরণাবলি, দুই কূলে ঝলমলি;
আনন্দে দেখিয়া সভে যায়॥
পানিহাটি গ্রাম হৈতে, এই মতে গঙ্গা পথে;
কুমার হট্টকে প্রভু গেলা।
শ্রীবাস পণ্ডিত নাম, সেই গ্রামে ভাগ্যবান;
তাঁহার বাড়ীতে উত্তরিলা॥
নৌকা হৈতে নামি যবে, তাঁর গৃহে চলি তবে,
চরণ অর্পেণ যেই স্থানে।
সে স্থানের ধূলী নিতে, লোক যায় শতে শতে;
পথে গর্ত্তময় ক্রমে ক্রমে॥
শ্রীবাস মন্দিরে যাঞা, প্রভু উত্তরিলা গিয়া;
জগদানন্দ প্রভু অগোচরে।
শিবানন্দ ঘরে গেলা; প্রভু বার্ত্তা জানাইলা;
শ্রীচৈতন্য শ্রীবাস মন্দিরে॥
শিবানন্দ সেন প্রতি, জগদানন্দ প্রীতি অতি;
চিরকাল ছিলা তাঁর ঘরে।
শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরে, আনিব সেনের ঘরে;
এই ইচ্ছা পণ্ডিত অন্তরে॥
দুই জনে যুক্তি কৈল, রচনা বিশেষ কৈল,

প্রভু স্থানে গেলা শিবানন্দ।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে, দেখিলেন নিজেশ্বরে;
উচ্ছলিল পরম আনন্দ॥
শিবানন্দ সেন কয়, শুন প্রভু কৃপাময়;
বড় আশা আছে মোর মনে।
অভয় চরণ পদ্মে, ধন্য কর মোর সদ্মে;
একবার চল ভৃত্য স্থানে॥
দিবসে সংঘট্ট হব, শেষ রাত্র্যে লৈয়া যাব;
প্রভু বলে যে ইচ্ছা তোমার।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু, চৈতন্য জগত গুরু;
ভক্ত বাঞ্ছা পূরে সর্ব্ব কাল॥
শিবানন্দ সুখী হৈলা, ঘাটে নৌকা আনাইলা;
শেষ রাত্র্যে প্রভু যাত্রা কৈলা।
অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি হরি রব;
চতুর্দ্দিগে ধাইতে লাগিলা॥
কেহোবা প্রাচীরে চঢে, কেহো বৃক্ষ ডালে চঢে;
কেহ নাচে কেহ পথে পথে।
পৃথ্বী হৈল লোক ময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়;
মহাপ্রভু চলিলা নৌকাতে॥
মহাপ্রভু কুতূহলে, কাঞ্চন পাড়াকে চলে;
শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়।
গঙ্গার দুকূল ভরি, সভে বলে হরি হরি;
গঙ্গাতে উজান নৌকা যায়॥
কাঞ্চন পাড়ার ঘাটে, উঠিলা গঙ্গার তটে;

পথে দেখে অতি সুরচনা।
দুপাশে কদলী স্তম্ভ, প্রদীপ মুকুল কুম্ভ;
আম্র পত্র মালার ঘটনা ॥
গঙ্গাকূল হৈতে পন্থ, সেন গৃহ পর্য্যন্ত;
সুমণ্ডিত দেখি গৌররায়।
জগদানন্দের কৃতি, বলি হাসি জগপতি;
পথ দেখি সুখে চলি যায় ॥
কথো দূর যাঞা আগে, দুই পথ দুই দিগে;
সমান পণ্ডিত সুরচন।
তা দেখিয়া গৌরহরি, মনেতে সন্দেহ করি;
কোন পথে করিব গমন ॥
বামে বাসুদেব বাড়ী, তিঁহো আগে কর যুড়ি;
কহে প্রভু চল এই পথে।
আগে শিবানন্দ ঘর, প্রভু শুভ যাত্রা কর;
পাছে যাবে আমার বাড়ীতে ॥
বাসুদেব বাক্য শুনি, উল্লসিত ন্যাসী মণি,
শিবানন্দ ঘরে আগে গেলা।
শিবানন্দ আলয়, হইল আনন্দ ময়,
প্রাঙ্গণে গৌরাঙ্গ দাণ্ডাইলা ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত, হঞা অতি আনন্দিত;
পাদ পদ্ম প্রক্ষালন কৈলা।
ঈশ্বর মন্দির পর, বসিলেন বিশ্বম্ভর;
নর নারী সুখে পূর্ণ হৈলা ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত, প্রভুর চরণামৃত;
সব গৃহে দিল ছড়াইয়া।

অন্তঃপুর পরিজনে, চরণ সলিল দানে;
সভাকারে কৃতার্থ করিয়া ॥
দুই দণ্ড গৌরহরি, তাহা শুভ দৃষ্টি করি;
পুনঃ গেলা বাসুদেব ঘরে।
ক্ষণমাত্র তাঁহা বসি, চলিলা গৌরাঙ্গ শশী;
চাপিলেন নৌকার উপরে ॥
শিবানন্দ বাসুদেবে, সংগোষ্ঠীতে উচ্চৈঃস্বরে;
কান্দেন নৌকার পানে চাঞা।
কৃষ্ণ যাঁহা সুখ তাঁহা, কৃষ্ণ গেলে সুখ কাঁহা;
কান্দে প্রেমে মনে দুঃখ পাঞা ॥

পয়ার ॥ জয় গৌর ভগবান জয় কৃপাময়। জয় নবদ্বীপচন্দ্র জয় সর্ব্বাশ্রয় ॥ নৌকা পথে গঙ্গায় চলিলা গৌরহরি। দুকূলে অসংখ্য লোক চলে হরি বলি ॥ প্রভুর চরণ জল লইবার তরে। সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে ॥ আকণ্ঠ হইল জল তভু ব্যগ্র হঞা। পাদোদক লাগি লোক চলিলা ভাসিয়া ॥ লোকের ব্যগ্রতা দেখি করুণা জন্মিল। প্রভু ইচ্ছা পাদোদক সর্ব্ব লোক পাইল ॥ বাঞ্ছাপূর্ণ হৈল লোক চলে গঙ্গাতীরে। তীরে তীরে চলে লোক কেহো নাহি ফিরে ॥ এই মতে গঙ্গা পথে গেলা শান্তিপুরে। নৌকা হৈতে নামি গেলা অদ্বৈতের ঘরে ॥ প্রভু গৃহে আইলা দেখি অদ্বৈত গোসাঞি। যে আনন্দ হইলা তাহার অন্ত নাঞি ॥ হরিদাস ঠাকুর আছিলা তার ঘরে। প্রভু দেখি পাদ পদ্মে প্রণিপাত করে ॥ হরিদাস অদ্বৈত বিরিঞ্চি মহেশ্বর। ভক্তি আস্বাদিতে

আইলা পৃথিবী ভিতর ॥ বসিতে আনিয়া দিল বিচিত্র আসন । প্রভু বলে আজ্ঞা দেহ যাব বৃন্দাবন ॥ এত বলি বিদায় হইয়া দুই জনে । নৌকা পথে পুনঃ প্রভু করিল গমনে ॥ নবদ্বীপ পারে সে কুলিয়া নামে গ্রাম । শ্রীমাধব দাস তথা আছে ভাগ্যবান ॥ তাঁর ঘরে মহাপ্রভু উত্তরিলা গিয়া । নবদ্বীপ লোকে অনুগ্রহের লাগিয়া ॥ সপ্তদিন রহিলেন মাধব মন্দিরে । আইল প্রভুর বার্ত্তা নদীয়া নগরে ॥ শুনিমাত্র নবদ্বীপ বাসী যত জন । উৎকণ্ঠাতে ধাইয়া চলিলা ততঃক্ষণ ॥ নাবিক সকল নৌকা লৈয়া ছিল ঘাটে । একেক নৌকাতে শত শত লোক উঠে ॥ পাঁচ গণ্ডা কড়ি মাত্র নৌকা দান ছিল । পাঁচ পণ সাত পণ ব্যক্তি প্রতি হৈল ॥ সহস্র সহস্র নৌকা শুনিয়া আইল । তথাপি মনুষ্যে পার করিতে নারিল ॥ কেহো বলে জন প্রতি কাহনেক দিব । মোরে পার করি দেহ প্রভুকে দেখিব ॥ বড় বড় ধনী লোক যত ছিল তায় । জন প্রতি তঙ্কা দিয়া পার হৈয়া যায় ॥ কেহো কলা-গাছ বান্ধি গঙ্গাপার হয় । কেহো ঘট ধরি যায় না করয়ে ভয় ॥ আবাল খেলার সঙ্গী পঢুয়া সকল । দেখিতে ধাইলা সভে আনন্দে বিহ্বল ॥ ন্যায় শাস্ত্র অধ্যা-পক নবদ্বীপে যত । লোক দ্বারে শুনিছিলা চৈতন্য মহত্ত্ব ॥ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায় টীকাকার । তার মত লৈয়া তারা করে ব্যবহার ॥ হেন সার্ব্বভৌমে প্রভু বৈষ্ণব করিলা । ষড়ভুজ ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখা-ইলা ॥ পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী সর্ব্ব খণ্ডি নদীয়ায় । নবদ্বীপ

মর্য্যাদা রাখিল গৌররায় ॥ হেন প্রভু আইলেন কুলিয়া নগরে। সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে॥ কুলিয়া নগরে সংঘট্টের অন্ত নাঞি। বাল বৃদ্ধ নরনারী হৈলা এক ঠাঞি ॥ নিশায় মাধব দাস বহু লোক লঞা। বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধে যাঞা॥ প্রাতঃ কালে বাঁশ গড় সব চূর্ণ হয়। লোক ঘটা নিবারিতে কার শক্তি হয় ॥ গঙ্গা স্নান করিতে গৌরাঙ্গ দেব যায়। লোকের সংঘট্ট লাগি যাইতে না পায় ॥ বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু তাঁহার ইচ্ছায়। অনায়াসে লোক সব দরশন পায়॥ সপ্তদিন এই মতে কুলিয়া নগরে। ভাসাইল সর্ব্ব লোকে আনন্দ সাগরে ॥ প্রাতঃকালে চলিলেন গঙ্গা তটে তটে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে হরিধ্বনি কল-রব উঠে ॥ যেখানে যেখানে প্রভু করেন গমন। বৃত্তান্তের পূর্ব্বে তথা সংখ্যাতীত জন ॥ লোক ভরে নিম্ন তথা হয় বসুমতি। ভার পাঞা সুবিস্মিত হয় ফণীপতি ॥ এই মতে চলি চলি কথো দূর গেলা। অসংখ্য অর্ব্বুদ লোক দেখে প্রভু লীলা॥ যবন নৃপতি গৌড়েশ্বর মহাবল। গঙ্গা পারে শুনে হরিধ্বনি কোলা-হল ॥ গঙ্গার নিকটে উচ্চ অট্টালী উপর। মন্ত্রি সঙ্গে তাহাতে উঠিলা গৌড়েশ্বর ॥ অনন্ত লোকের ঘটা মহা কোলাহল। তার মধ্যে চলে প্রভু দীর্ঘ কলেবর॥ প্রতপ্ত কাঞ্চন কান্তি উজ্জ্বল শ্রীমুখ। সিংহ গতি দেখি খণ্ডে লোক দুঃখ শোক॥ তা দেখিয়া বিস্মিত হইলা গৌড়েশ্বর। কেশব বসু নাম সঙ্গে ছিলা পাত্র বর ॥ তাহারে জিজ্ঞাসিলা রাজা একি বটে বল।

কেশব কহিল তাঁরে বৃত্তান্ত সকল॥ শুন শুন কহি তাঁর সকল কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম এক ন্যাসী মণি॥ এহোঁ মহাপুরুষ শ্রীনীলাচলে ছিলা। মথুরা দেখিতে তাঁর মনে ইচ্ছা হৈলা॥ পুরুষোত্তম হৈতে যান মথুরা দর্শনে। তাঁরে দেখিবারে লোক যায় তাঁর সনে॥ রাজা বলে বসু ইহোঁ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। লোকের সমূহ দেখি মোরে লাগে ডর॥ আমি মহা রাজ যদি বহু যত্ন করি। দুই চারি লক্ষ লোক যুড়িতে না পারি॥ ঘর দ্বার ছাড়ি লোক আনন্দিত হঞা। বিনিদানে স্ত্রী পুরুষ চলে লাগ লঞা॥ অতএব মনুষ্য না হয় এই জন। ইহারে না কহ কিছু কাজি বা যবন॥ সেই স্থান হৈতে সবে নিষ্কৃতি হইলু। কিন্তু লোক সুখে কিছু বৃত্তান্ত শুনিলুঁ॥ ততঃপর কথো দূর যাঞা গৌরহরি। সে পথে না গেলা গৌরচন্দ্র মধুপুরি॥ কিন্তু নীলাচল আসি বনপথ দিয়া। মথুরা যাবেন প্রভু একাকি হইয়া॥ শ্রুত কথা এই সত্য মিথ্যা নাহি জানি। গৌড়াবধি বৃত্তান্ত কহিলুঁ নৃপ মণি॥ গজপতি শুনি অতি আনন্দিত হৈলা। প্রসাদ করিয়া তা সবারে পাঠাইলা॥ হেথা মহাপ্রভু গেলা রামকেলি গ্রামে। সর্ব্ব লোক সিক্ত হৈল কৃষ্ণ প্রেম দানে॥ বিপ্র গৃহে ভিক্ষা করি ভক্তগণ সঙ্গে। রাত্রি কালে বসিয়াছে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥ হেনকালে আইলা তথা দুই সহোদর। রূপ সাগর মল্লিক নাম সাধু বিজ্ঞবর॥ এ দোহাঁর পূর্ব্ব কথা কহি অল্পাক্ষরে। শ্রীসর্ব্বজ্ঞ রাজা ছিলা কর্ণাট নগরে॥ ভরদ্বাজ গোত্র তিহোঁ বিপ্র

যজুর্ব্বেদী। পরম ধার্ম্মিক রাজা বিদ্যা রত্ন নিধি॥ অনিরুদ্ধ দেব নামে তাঁর পুত্র হৈলা। তাঁরে রাজ্য দিয়া তিঁহো গোবিন্দ পাইলা॥ অনিরুদ্ধ রাজা হৈলা প্রতাপ প্রচণ্ড। যার যশঃকান্তি কৈল দ্বিজ রাজ দণ্ড॥ যজুর্ব্বেদ সাঙ্গ যার মুখে করে নৃত্য। অন্য রাজা গণ যার হৈল যেন ভৃত্য॥ তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ব্ভে দুই পুত্র হৈলা। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শেষে হরিহর জন্মিলা॥ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলা রূপেশ্বর। হরিহর বলবান নানা অস্ত্রধর॥ অনিরুদ্ধ দুই পুত্রে রাজ্য বাঁটি দিয়া। মধু পুরে গেলা রাজ্যে বিরক্ত হইয়া॥ হরিহর বলবান হয়ে শস্ত্র ধারী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দূর করি রাজ্য নিল হরি॥ রূপেশ্বর রাজ্য ছাড়ি রাণী সঙ্গে লঞা। আইলেন মায়ে সঙ্গে পূর্ব্ব দেশ যাঞা॥ শিখর ভূমির রাজা সঙ্গে সখ্য করি। সুখে থাকে পুত্র হৈল পদ্মনাভ করি॥ যজুর্ব্বেদো-পনিষদ শাস্ত্র বিদ্যাবান। শিখর ছাড়িয়া গেলা গঙ্গা সন্নিধান॥ নবহট্ট নামে গ্রামে পদ্মনাভ রহে। অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চ পুত্র হৈল তাহে॥ পুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ নাম। মুরারি মুকুন্দ এই পঞ্চ পুত্র তাঁর॥ মুকুন্দের পুত্র হৈল শ্রীকুমার নাম। বঙ্গে গেলা তিঁহো ছাড়ি নবহট্ট গ্রাম॥ তাঁর তিন পুত্র হৈল সর্ব্ব গুণ বান। জ্যেষ্ঠ পুত্র সনাতন মধ্য রূপ নাম॥ বল্লভ কনিষ্ঠ তিঁহো রামচন্দ্র লৈলা। জীব নাম পুত্র তাঁর মহা সাধু হৈলা॥ বল্লভ গঙ্গায় যাঞা শ্রীরাম পাইলা। সনাতন গৌড়েশ্বর উজীর হইল॥

বিদ্যাবাচস্পতি সার্ব্বভৌম সহোদর। তাঁর শিষ্য হৈলা সনাতন ভক্তবর॥ রূপ মন্ত্র লইলেন সনাতন স্থানে। তিন ভ্রাতা বাস করে রামকেলী গ্রামে॥ আপন গুরুর নাম শ্রীসনাতন। বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থে করিল লিখন॥

॥ তথাহি ॥

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতিন্ গুরূন।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণং॥

পয়ার॥ শ্রীরূপ গুরুর নাম লিখিল আপনে। রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ মঙ্গলাচরণে॥

॥ তথাহি ॥

বিশ্রাম মন্দির তয়াতস্য সনাতন
তনোর্ম্মদীশস্য ভক্তি রসামৃত
সিন্ধুর্ভবত্ত সদায়ং প্রেমোদায়॥

পয়ার॥ দুই ভাই মহাভক্ত কৃষ্ণ প্রেমময়। সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত বিরক্ত অতিশয়॥ এক মনঃ এক ভক্তি এক সদাচার। সর্ব্ব শাস্ত্র লঞা সদা করেন বিচার॥ শিষ্য কনিষ্ঠ যদি শ্রীরূপ হয়েন। তভু সনাতন তাঁরে আদর করেন॥ রাত্র্যে দুই ভাই সব পরিচ্ছদ ছাড়ি। গূঢ রূপে দেখিতে আইলা গৌরহরি॥ নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে প্রভু বসিয়াছে। কৃষ্ণ প্রেম দুই পদ্ম নয়নে ঝুরিছে॥ প্রভু পাদ পদ্মে আসি প্রণাম করিলা। অন্তর জানেন প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥ প্রভুর দর্শনে দোঁহার হৈল চমৎকার। ঈশ্বর জানিয়া করে স্তুতি নমস্কার॥

॥ তথাহি ॥

গৌরকান্ত্যাচ্ছন্ন রূপ শ্যামায় পরমাত্মনে।
গৌড়াকাশোদিতাখণ্ড সলিলে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

পয়ার ॥ ইত্যাদিক মনঃ দাহে বিস্তর স্তবন। মহাপ্রভু তুষ্ট হৈয়া কহিল বচন ॥ ধন্য তুমি দুই বড় পরম বৈষ্ণব। কিন্তু আমা প্রতি না করিহ হেন স্তব ॥ আমি জীব তোমরা আশীষ কর মোরে। বৃন্দাবন দেখি যেন কৃষ্ণ ভক্তি স্ফূরে ॥ যদ্যপি সর্ব্বজ্ঞ তভু জিজ্ঞাসিলা তাঁরে। কি নাম দোহার কহ আমার গোচরে ॥ সাগর মল্লিক নাম সনাতনের ছিল। রূপ সাগর মল্লিক অভিধা জানাইল ॥ প্রভু কহে তুমি হও অতি মহজ্জন। তোমার এমত নাম না হয় শোভন ॥ ত্রিকালজ্ঞ প্রভু জানে সর্ব্ব সমাচার। সনাতন বলি নাম রাখিল তাঁহার ॥ ব্রহ্মার নন্দন পূর্ব্বে সনাতন ছিলা। ভক্তি রস আস্বাদিতে পৃথিবীতে আইলা ॥ আপনার মূর্ত্তি প্রভু আপনি চিনিলা। তেঞি সনাতন নাম তাহার রাখিলা ॥ শ্রীরূপ গোসাঞি তারে বলি সনাতন। ললিত মাধব গ্রন্থে করিলা লিখন ॥

॥ তথাহি ॥

বক্তুং পরম হংসস্য পদ্ধতি মিহ ব্যক্তিং গতানাং হিয়ঃ,
সিদ্ধানাং ভুবনেবভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।
সাঙ্গ ভক্তি রসং সমগ্রমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্নেকঃ
সোবতত্তার বিশ্ব গুরবে পূর্ণায় তস্মৈনমঃ ॥

পয়ার ॥ সনাতন কহে প্রভু করি নিবেদন।

হেন পরিচ্ছদে না যাইবে বৃন্দাবন ॥ দুই এক সঙ্গে লঞা মথুরা যাইবে। তবে ব্রজ দরশনে বহু সুখ পাবে ॥ শুনি প্রভু তুষ্ট হঞা তাঁরে আলিঙ্গিলা। তথা হৈতে ফিরি শীঘ্র নীলাচল আইলা ॥ এক রাত্রি রহিলেন কাশীমিশ্র ঘরে। বনপথে ব্রজ গেলা সভা অগোচরে ॥ কাশীমিশ্র প্রভুর বিরহে দুঃখ পাঞা। রাজাকে কহিতে চলে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ হেথা রাজা বসিয়াছে সার্ব্বভৌম সনে। চৈতন্য চরিত্র কথা কহে রাত্রি দিনে ॥ কাশীমিশ্র দেখি রাজা প্রণাম করিলা। আশীর্ব্বাদ করি মিশ্র আসনে বসিলা ॥ রাজা কহে মিশ্র শুন চৈতন্যের বার্ত্তা। গৌড় হৈতে চর আসি কহিল যে কথা ॥ গৌড় হৈতে ফিরিলেন চৈতন্য গোসাঞি। লোকে কহিলেক সত্য মিথ্যা জানি নাঞি ॥ মিশ্র কহে সত্য প্রভু ফিরিয়া আইলা। আমার মন্দিরে মাত্র এক রাত্র্য ছিলা ॥ শেষ রাত্র্যে উঠি পুনঃ কারে না কহিয়া। মথুরা গেলেন পুনঃ বনপথ দিয়া ॥ একাকি গেলেন প্রভু সভারে ছাড়িয়া। শুনি গজপতি কহে দুঃখিত হইয়া ॥ গমন বা আগমন প্রভু যে করিল। সমভাব দুঃখ প্রায় সমান হইল ॥ সে যে হৈল কিন্তু তিহোঁ একাকি চলিলা। কেমনে নির্ব্বাহ হব এহো অতি জ্বালা ॥ দুর্গম অরণ্য পথ বিপ্র আদি নাঞি। ভিক্ষা করিবেন প্রভু কার ঘরে যাই ॥ কাশীমিশ্র বলে রাজা করি নিবেদন। ভিক্ষা যোগ্য পাঠাইয়াছি কথোক ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণ যে পাঠাইয়াছি প্রভু নাহি জানে।

প্রেমোন্মাদে সদা মত্ত চলেন নির্জ্জনে ।। রাজা বলে মিশ্র তুমি কৈলে বড় কর্ম্ম। প্রভু সঙ্গে পাঠাঞাছ ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ।। কিছু কথা প্রভু কহি গেলেন তোমায় ।' মিশ্র কহে বৈল আমি আইলাঙ প্রায় ।। রাজা কহে হেন দিন আমার কি হইব। নীলাচলে গৌরচন্দ্র পুনঃ কি আসিব ।। কথোক ধাবক লোক দেহ পাঠাইয়া। প্রভুর বৃত্তান্ত যেন তারা আনে যাঞা।। মিশ্র কহে মহারাজ কহি পড়িছারে। পাঠাঞাছি ধাবক বৃত্তান্ত আনিবারে ।। তার মধ্যে কথো লোক আইলেন প্রায়। শুনি সুখী হৈল রাজা প্রশংসিল তায় ।। হেনকালে দ্বারী কহে রাজার গোচরে। প্রভু বার্ত্তাহারী লোক আইল দুয়ারে ।। রাজা বলে শীঘ্র আন তাহা সভাকারে। জয় জয় বলি তারা আইল গোচরে ।। রাজা বলে কহ কিবা জান সমাচার। চর কহে সব জানি বৃত্তান্ত তাহার ।।

।। তথাহি ।।

প্রত্যাবৃত্তঃ সমধুপুরতো দৃষ্ট বৃন্দাবন শ্রীঃ,
কুঞ্জে কুঞ্জে তরণি তনয়া কূলতঃ ক্লৃপ্তকেলিঃ।
গত্বা গোবর্দ্ধন গিরিবরং কাননে কাননে চ,
ভ্রান্ত্বাভ্রান্ত্বা দিন কতিপয়ং বত্ম নীশোবালোকি ।।

পয়ার ।। প্রেমে মত্ত মহাপ্রভু মথুরাকে গেলা। যমুনার কুঞ্জে কুঞ্জে নানা কেলি কৈলা ।। তবে দেখিলেন যাঞা গিরি গোবর্দ্ধন। তরে সব বনে বনে করিয়া ভ্রমণ ।। দিন কতিপয় ব্রজ মণ্ডলে থাকিয়া। ফিরি পথে আইলা আমি আইল দেখিয়া ।।

পয়ার ॥ রাজা বলে কহ দেখি বিস্তার করিয়া। কি কি লীলা কৈলা প্রভু বৃন্দাবন যাঞা ॥ বার্ত্তাহারী লোকে বলে শুন নরেশ্বর। প্রভুর অচিন্ত্য লীলা বাক্য অগোচর ॥ যে দেখিল তা কহিতে না পারি বদনে। কিঞ্চিত শুনহ নৃপ কহি তোমা স্থানে॥ নীলাচল হৈতে প্রভু বনপথে চলে। অচল অরণ্য কুঞ্জ দেখে কুতূহলে ॥ বৃক্ষ লতা স্থাবর জঙ্গম যত বনে। কৃষ্ণ প্রেমে পূর্ণ সভে প্রভুর দর্শনে ॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রসন্ন বদনে হরি, উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বলি;
চলে প্রভু গজেন্দ্র গমনে।
শ্রীঅঙ্গে পুলকাবলি নেত্রে বহে অশ্রুবারি;
প্রেমাবেশে চলেন নির্জ্জনে॥
বনে বৃক্ষ লতা গণ, পাঞা প্রভু দরশন;
ফল ফুলে প্রপূর্ণ হইল।
সুগন্ধি শীতল মন্দ, বায়ু বহে সুখ কন্দ;
পথ বৃন্দাবন সম কৈল ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, দেখিয়া প্রভুর কার্য্য;
পাছে চলে বিস্মিত হইয়া।
আমরাহ পাছে যাই, পথ শ্রম নাহি পাই;
গৌরচন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া ॥
শ্রীমুখে গোবিন্দ ধ্বনি, দূরে হৈতে তাহা শুনি;
ধাঞা আইসে বন জন্তু গণ।
ঋক্ষ ব্যাঘ্র মৃগ হাতী, দুই পাশে পাঁতি পাঁতি;
ঊর্দ্ধ মুখে করে দরশন ॥

আমি সব পাই ভয়, প্রভুর সানন্দ হয়;
কৃষ্ণ বল বলে সভাকারে।
সব বন জন্তু মেলি, নাচে কান্দে হরি বলি;
প্রভুর আনন্দ সিন্ধু বাঢে ॥
হাসি হাসি গৌরহরি, তা সভারে কৃপা করি;
বনে যাহ থাক গিয়া বনে।
কৃষ্ণ নাম লৈলে মুখে, খণ্ডিলে সংসার দুঃখে;
বলে ভজ গোবিন্দ চরণে ॥
এই মত নানা রঙ্গে, বলভদ্র ভট্ট সঙ্গে;
আইলেন বারাণশী পুরে।
মণি কর্ণিকায় স্নান, করি গৌর ভগবান;
আইলা তপন মিশ্র ঘরে ॥
শ্রীমাধব বিশ্বেশ্বর, দেখি প্রেমে গর গর;
গঙ্গাস্নান করি তিন বার।
এই মত কাশীপুরে, তপন মিশ্রের ঘরে;
দিন কতো ছিলা ভাগ্যে তাঁর ॥
ততঃপর কাশী হৈতে, গেলা প্রভু প্রয়াগেতে;
ত্রিবেণীতে করিলেন স্নান।
নিরন্তর প্রেমানন্দে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে;
আনন্দে সিঞ্চিল সর্ব্বজন ॥
ততঃপর মধুপুরী, গেলা প্রভু গৌরহরি;
যমুনা বিশ্রাম স্নান কৈলা।
দেখিয়া কেশব মূর্ত্তি, না ঘুচে নয়ন আর্ত্তি;
প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইলা ॥
সম্ভ্রমে আসিয়া তরে- কেশব সেবক সভে;

মহাপ্রভু ধরি উঠাইল।
কত ক্ষণে প্রেম সুখে, বসিলা প্রসন্ন মুখে;
দেখি সর্ব্ব লোক সুখী হৈল॥
মাধব পুরীর শিষ্য, এক বিপ্র প্রেমবশ্যঃ
পরিচয় দিলেন প্রভুরে।
পুরীর সম্বন্ধ শুনি, সুখী হৈলা ন্যাসী মণি;
কৃপা করি গেলা তার ঘরে॥
ভিক্ষা করি রাত্রি কালে, বসিলেন কুতূহলে;
মাথুর পণ্ডিত সঙ্গে লঞা।
মথুরা মহিমা যত, নানা শাস্ত্র অভিমত;
শুনে প্রভু আনন্দিত হঞা॥
আপনে জানেন সব, বেদ শাস্ত্র অনুভব;
তভু ভক্ত মুখে শুনে তাহা।
গৌরাঙ্গ চরণে মনঃ, প্রেমানন্দ দাস কন;
আনন্দে প্রফুল্ল মনঃ দেহা॥

পয়ার॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াসিন্ধু। জয় ভক্ত হৃদয় কৈরব পূর্ণ ইন্দু॥ মাথুর পণ্ডিত সব সহজ বৈষ্ণব। কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্ত সাধন জানে সব॥ তা সভার সঙ্গে প্রভু সুপ্রসন্ন মনঃ। মথুরার তত্ত্ব কহ বলিল বচন॥ তারা কহে প্রভু তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। মথুরার তত্ত্ব সব তোমার গোচর॥ তথাপি কৌতুকে প্রশ্ন কর আমা সবে। দ্বারকাতে কৃষ্ণ যেন পুছিল উদ্ধবে॥ এহো বড় ভাগ্য হয় আমা সভাকার। তোমার অগ্রেতে কহি শাস্ত্রের বিচার॥ মথুরা মহিমা সিন্ধু নাহি পারাপার। কৃষ্ণ হৈতে মথুরার

কৃপা সে অপার ॥ নানাবর দিয়া কৃষ্ণ লোকেরে ভুলায়। মথুরা কৃপাতে সবে প্রেমভক্তি পায় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

বিংশতি যোজনং তত্ত্ব মাথুরং মম মণ্ডনং।
যত্রতত্র নরঃস্নাতো মুচ্যতে সর্ব্ব পাতকৈঃ ॥

পয়ার ॥ সর্ব্ব তীর্থ শিরোমণি মথুরা মণ্ডল। অশেষ পাপীর পাপ হরেন সকল॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

পদে পদে তীর্থ ফলং মথুরায়াং বসুন্ধরে ॥

পয়ার ॥ মথুরা মণ্ডলে যত পদ চলি যায়। এক পদে এক এক তীর্থ ফল পায় ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

সূর্য্যোদয়ে তমোনাশ্য যথা বজ্র ভয়ান্নগাঃ।
তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পাঃ মেঘাবাত হতাইব ॥
তত্ত্ব জ্ঞানাদ্যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথামৃগাঃ।
তথাপাপানি নশ্যন্তি মথুরা দর্শনাৎ ক্ষণাৎ ॥

পয়ার ॥ চলিবার কথা রহু মথুরা দর্শনে। সব মহাপাপ নাশ যায় এক ক্ষণে ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

মথুরাস্নান কামস্য গচ্ছতস্তু পদে পদে।
নিরাশানি ব্রজন্তেচ পাপানস্য শরীরতঃ ॥

পয়ার ॥ দর্শনের কথা রহু দর্শনেচ্ছু যায়। পদে পদে তার সব পাতক পলায় ॥

॥ তত্রৈব ॥

আনুষঙ্গেন গচ্ছন্তি বাণিজ্যে নাপিসেবয়া।

মথুরা স্নান মাত্রেণ পাপং ত্যক্তা দিবং ব্রজেৎ ॥

পয়ার ॥ ইচ্ছা নহু আনুষঙ্গ ব্যাপার চাকরী।
এ রূপে গেলেহ পাপ হরে মধুপুরী ॥

॥ তত্রৈব ॥

নামাপি গৃহ্নতা মস্যাঃ সদৈবত্বেন সংক্ষয়ঃ।
সদাকৃত যুগঞ্চৈব সদাচৈত্রোত্তরায়ণং ॥

পয়ার ॥ গমন আছুক মথুরার নাম লয়।
তথাপি তাহার সদা পাপ যায় ক্ষয় ॥

॥ তত্রৈব ॥

যৎপুণ্য মশ্বমেধেন যৎপুণ্যং রাজসূয়তঃ।
মথুরায়াং তদাপ্নোতি ত্রিরাত্র্য শয়নানুবঃ।

পয়ার ॥ পাপীর পাতক নাশে পুণ্যার্থী যে হয়।
মথুরা প্রভাবে অনায়াসে পুণ্যোদয় ॥

॥ তথাহি ॥

পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণা। স্নানেন সর্ব্ব তীর্থানাং যৎ স্যাৎ সুকৃত সঞ্চয়ঃ ॥ ততোধিক তরং প্রোক্তং মাথুরে সর্ব্ব মণ্ডলে। চতুর্ণামপি বেদানাং পুণ্য মধ্যয়নার্চ্চয়ং ॥ তৎ পুণ্যং জায়তে পুংসাং মথুরাং বদতাং সতাং ॥

পয়ার ॥ সর্ব্ব যজ্ঞ করে সর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন। সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমি যত পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ততোধিক পুণ্য হয় ভাগ্যবান জনে। মথুরার নামে কিম্বা মথুরা গমনে ॥

॥ তত্রৈব ॥

অন্যত্রহি কৃতং পাপং তীর্থ মাসাদ্য নশ্যতি!
তীর্থেতু যৎ কৃতং পাপং বজ্র লেপেভিরিষ্যতি ॥
মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং প্রণশ্যতি ॥

॥ বায়ু পুরাণে ॥

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং প্রণশ্যতি।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ॥

পয়ার॥ আর শুন মথুরার কারুণ্য উদয়। পাপ যদি ঘটে তভু না করে সঞ্চয়॥ অন্যত্র করিলে পাপ তীর্থে যায় ক্ষয়। তীর্থে যদি করে পাপ বজ্র লেপ হয়॥ মাথুরে ঘটিলে পাপ মথুরাতে যায়। সঞ্চয় করিয়া পরকালে না ভুঞ্জায়॥

॥ বারাহে ॥

নবিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষেন মানুষে।
সমস্ত মথুরায়াহি প্রিয়ংমম বসুন্ধরে॥
এতত্তে কথিতং সারং ময়া সত্যেন সুব্রতে।
ন তীর্থং মথুরায়াহি নদেব কেশবাৎপরঃ॥

॥ স্কান্ধে নারদ বাক্যং ॥

শৃণুধর্ম্ম মহাপ্রাজ্ঞ য ত্বং পৃচ্ছসি ধর্ম্মবিৎ।
গোপ্যং সপ্ত পুরীনান্ত মথুরা মণ্ডলং স্মৃতং॥

পয়ার॥ সার্দ্ধ তিন ক্রোটি তীর্থ পুরাণ সম্মত। সভা হৈতে অতিশয় মথুরা মাহাত্ম্য॥

॥ বরাহে ॥

ষষ্টি লক্ষ সহস্রাণি ষষ্টি কোটি শতানিচ।
তীর্থ সংখ্যাতুবসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা।

॥ স্কান্ধে ॥

ভূম্যৌরজাংসি গণনা কালেনাপিভবেন্নৃপঃ।
মথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা নবিদ্যতে।

পয়ার ॥ অসংখ্য তীর্থের হয় মথুরা আশ্রয়। মথুরা দর্শনে সর্ব্ব তীর্থ ফল হয় ॥

॥ পাদ্মে ॥

কুরুভোঃ কুরুভোবাসং মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি।
যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দ ত্রৈলোকস্য প্রকাশকঃ ॥

পয়ার ॥ বেদ শাস্ত্র ব্যক্ত করি লিখে বেদব্যাস। সর্ব্ব তেজি কর জীব মথুরা নিবাস ॥

॥ তত্রৈব ॥

মানুষীং যোনি মর্ত্যানাং লব্ধা ভাগ্যস্য যোগতঃ।
বৃথৈরায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী ॥

পয়ার ॥ বহু ভাগ্য ফলে জীব মনুষ্যত্ব পায়। না দেখে মথুরা পুরী বৃথা জন্ম যায় ॥

॥ তথাহি ॥

শ্রুতি স্মৃতি বিহীনা যে শৌচাচার বিবর্জ্জিতা।
যেষাংক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥
পাপরাশি ভরাক্রান্তা যে দারিদ্র্য পরাজিতাঃ।
যেষাংক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥

পয়ার ॥ মথুরা মহিমা শুনি প্রভু গৌরচন্দ্র। নেত্রে প্রেম ধারা বহে অন্তরে আনন্দ ॥ কহ কহ বলি প্রভু বলে বার বার ॥ মথুরার বৈষ্ণব কহে মহিমা অপার ॥ অগতি জনের গতি মথুরা নগরী। বরাহ পুরাণে ইহা কহে ব্যক্ত করি ॥

॥ বারাহে ॥

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নহিঁবিদ্যতে।
যস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়ান্তু সর্ব্বদা ॥

॥ পাদ্মে ॥

অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।
তত্র দেবো মুনি সর্ব্বো বাস মিচ্ছন্তি সর্ব্বদা॥

॥ চতুর্থে ॥

তত্তাতগচ্ছ ভদ্রংতে যমুনায়া স্তটং শুচি।
পুণ্যং মধু বনং যত্র, সান্নিধ্যং নিত্যদা হরে॥

পয়ার ॥ মথুরা মহিমা কত কহিব অপার।
যেই মথুরাতে কৃষ্ণ আছে সর্ব্বকাল॥

॥ তথাহি বারাহে ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ কৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা বিষ্ণু প্রসাদেন ক্ষণ মাত্রং নতিষ্ঠতি॥

পয়ার ॥ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় যেই ভাগ্য ধরে।
মধুপুরী পায় সেই বসে মধুপুরে॥

॥ পাদ্মে নির্ব্বাণ খণ্ডে ॥

যদাবিশুদ্ধাস্তপ আদিনাজনাঃ শুভাশ্রয় ধ্যান
ধরানিরন্তরং। তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং
পুরীং, নচানথাঃ কল্পশতৈ দ্বিজোত্তমঃ॥

পয়ার ॥ ধ্যান পূজা তপস্যাদ্যে কৃষ্ণ পূজে যেই।
সেই ফলে মথুরা দর্শন পায় সেই॥

॥ বারাহে ॥

কাশ্যাদি পূর্য্যো যদি সন্তি লোকে, তাসান্ত মধ্যে
মথুরৈব ধন্যা। আজন্ম মৌনী ব্রত মৃত্যুদাহৈ,
নৃণাং চতুর্দ্ধাবিদধাতি মোক্ষং॥

পয়ার ॥ মুক্তি ইচ্ছা যার তারে না হয় সাধিতে।
অনায়াসে মুক্তি পায় মথুরা ইঙ্গিতে॥

॥ পাদ্মে মথুরা খণ্ডে ॥

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরা মহং ।
ইতিযস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোপি বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥

পয়ার ॥ মথুরা যাইতে নারে যদি ইচ্ছা হয় ।
তথাপিহ মোক্ষ পায় কিং পুনঃ আশ্রয় ॥

॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ॥

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবেস পথ পূর্ব্বকং ।
সর্ব্বাভীষ্ট প্রদং নান্যম্মথুরায়াঃ সমং কুচিৎ ॥

॥ স্কান্দে মথুরা খণ্ডে ॥

ক্ষেত্র পালো মহাদেবো যত্র বর্ত্ততে সর্ব্বদা ।
যত্র বিশ্রান্তি তীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ফলং ॥

পয়ার ॥ এক মুক্তি পায় এহো বড় চিত্র নয় ।
মথুরা প্রসাদে সর্ব্বাভীষ্ট লভ্য হয় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

অন্যেব কাচিৎ সাসৃষ্টি বিধাত্রাব্যতিরেকিণী ।
নযৎক্ষেত্র গুণান্ বক্তুমীশ্বরোপীশ্বরোযতঃ ॥

॥ পাদ্মে নির্ব্বাণ খণ্ডে ॥

নিত্যাংমে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।
যমুনাং গোপ কন্যাশ্চ তথা গোপাল বালকান্ ॥

পয়ার ॥ প্রপঞ্চের পার তার অপার মহিমা ।
জীবের কা কথা কৃষ্ণ না পায়েন সীমা ॥

॥ পাদ্মে পাতাল খণ্ডে ॥

মকারেচ উকারেচ আকারে চান্ত সংস্থিতে ।
মাথুরং শব্দ নিষ্পন্নং ওঁকারস্য ততঃসমং ॥
মহারুদ্রো মকারস্যাৎ আকারো বিষ্ণু সংজ্ঞকঃ ।

উকারোস্তস্তু ব্রহ্মাস্যাং ত্রিশব্দং মাথুর ভবেৎ ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন যেই বস্তু হয়। সেই বস্তু মধুপুরী নাহিক সংশয় ॥

॥ পাদ্মে উত্তর খণ্ডে ॥

অন্যেষু পুণ্য ক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহা ফলং।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যাহরের্ভক্তি মথুরায়াস্তু লভ্যতে॥

॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ॥

ত্রৈলোক্যবর্ত্তি তীর্থানাং সেবনাদ্দুর্ল্লভা হিযা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধি মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাশ্চগরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌভক্তি প্রজায়তে ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মাদির বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি। হেন ভক্তি দেন মথুরার ইচ্ছা শক্তি ॥

পয়ার ॥ মথুরা মহিমা শুনি গৌর ভগবান। আনন্দে পূরিল তনু প্রফুল্ল নয়ান॥ কহ কহ বলে প্রভু গদ্গদ বচনে। মথুরা মণ্ডল সীমা শুনি ইচ্ছা মনে॥ কত দূর ব্যাপি হয় মথুরা মণ্ডল। কত দেব আছে কত তীর্থ পুণ্য স্থল॥ মাথুর বৈষ্ণব বলে শুন গৌরহরি। মথুরার সীমা কহি তীর্থাদি বিবরি ॥ বিংশতি যোজন হয় মথুরা মণ্ডল। পদ্ম পুরাণেতে সীমা কহিল সকল॥ পশ্চিমে অপ্সরা স্থান আয়াবর সীমা। পূর্ব্বে শৌরী বটেশ্বর মথুরার প্রেমা॥ পৃথিবী উদ্ধার লাগি বরাহাবতার। যে থানে প্রকট সেই পূর্ব্ব সীমা তার॥ বরাহ প্রকট হৈলা শৌকরী পুরীতে। চত্বারিংশৎ ক্রোশ সেই আয়াবর হৈতে॥ শোণ

নামেতে গ্রাম উত্তরের সীমা। তাহা হৈতে চল্লিশ ক্রোশ দক্ষিণান্ত প্রেমা ॥

॥ মথুরা খণ্ডে ॥

মথুরা মণ্ডলং তদ্ধি যোজনানাস্তু দ্বাদশঃ।
যত্র তীর্থ সহস্রানি রাম কৃষ্ণ কৃতানিচ ॥

পয়ার ॥ প্রথম মণ্ডল এই কহিল বিস্তার। অন্তর্ব্বর্ত্তী মণ্ডলান্য কহি সীমা তার ॥ দ্বাদশ যোজন তার সীমা পরিমাণ। যাতে বহু ক্রীড়া কৈল রাম ভগবান ॥

॥ তথাহি ॥

গব্যূতি দ্বাদশ ময়ী দ্বাদশারণ্য সংযুক্তা।
তথাপি মথুরা দেবি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী ॥

পয়ার ॥ তার মধ্যবর্ত্তী পুনঃ মণ্ডল সুঠান। চতুর্ব্বিংশ ক্রোশ হয় তাহার প্রমাণ ॥ মুখ্য বার বন তাতে সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা। স্কান্দে মথুরা খণ্ডে বিদিত তার কথা ॥

॥ তথাহি বারাহে ॥

ইদং পদ্মং মহাভাগ সর্ব্বেষাং মুক্তি কারকং।
কর্ণিকায়াং স্থিতে দেবী কেশবঃ ক্লেশ নাশনঃ ॥

পয়ার ॥ এই কহিলাঙ মথুরার সীমা জ্ঞান। মথুরার দেবতা সভের কহি নাম ॥ পদ্মাকার মধুপুরী শ্রেষ্ঠ চারি দল। মধ্যে কর্ণিকার তাতে কেশব ঈশ্বর ॥

॥ তত্রৈব ॥

উত্তরেন তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভং।
নাসৌপততি সংসারে যামদাহুত সংপ্লুবং ॥

পয়ার ॥ বৃন্দাবন নামে দল উত্তরে শোভন।
তাহাতে গোবিন্দ দেব জগত মোহন॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

পশ্চিমেন হরিং দেবং গোবর্দ্ধন নিবাসিনং।
দৃষ্ট্বাচ দেব দেবেশং কিং পুনঃ পরিতপ্যসে ॥

পয়ার ॥ পশ্চিমে উত্তম দল গোবর্দ্ধন নাম।
হরি দেব তাহাতে আছেন অনুপাম ॥

॥ তথাহি তত্রৈব ॥

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকংদেবং পূর্ব্ব পত্রে ব্যবস্থিতং।
যং দৃষ্ট্বার্ত্তি নরোযাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ ॥

পয়ার ॥ পূর্ব্ব দিগে বিশ্রান্তি বলিয়া দিব্য দল।
বিশ্রান্তি সংজ্ঞক তাতে আছেন ঈশ্বর ॥

॥ তত্রৈব ॥

দক্ষিণেন স্তুমাংবিদ্ধি প্রতিমাংদিব্য রূপিণীং।
মহাকায়াং সুরূপাঞ্চ কেশবাকার সন্নিভাং ॥
যং দৃষ্ট্বা মনুজোদেবী ব্রহ্মণামহ মোদতে ॥

পয়ার ॥ দক্ষিণ দলেতে কেশবের প্রতি মূর্ত্তি।
যাঁহার দর্শনে শীঘ্র ঘুচে ভব আর্ত্তি ॥

॥ তথাহি ॥

দীর্ঘ বিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্ব্বাভীষ্ট মবাপ্নুয়াৎ ॥

পয়ার ॥ বরাহের মূর্ত্তি এহো কেশব আকার।
পঞ্চ দেবী কথা কহিলাঙ তত্ত্ব সার ॥ মথুরাতে কৃষ্ণ মূর্ত্তি তিন আছে আন। দীর্ঘ বিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভু আখ্যান ॥

॥ তথাহি ॥

মথুরায়াঞ্চ দেবত্বং ক্ষেত্র পালো ভবিষ্যসি। ত্বয়িদৃষ্টে মহা- দেব মমক্ষেত্র ফলং লভেৎ ॥ দৃষ্ট্বা ভতে পতিং দেবং বরদং পাপ নাশনং। তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

॥ নির্ব্বাণ খণ্ডে চ ॥

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ প্রাণিনামপি। মমপ্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরো পরঃ ॥ কথং বাময়ি ভক্তিংস লভতাং পাপ পুরুষঃ। যোমদীয়ং প্রিয়ং ভক্তং শিবং সম্পূ জয়েন্নহি ॥ যন্মায়ামোহিত ধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ। ভূতেশ্বরং যেস্মরন্তি ননমন্তিস্তুবন্তিবা ॥

পয়ার ॥ ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর শিব আছে যার। কৃষ্ণ ভক্তি লভ্য হয় স্মরণে যাহার ॥

॥ তথাহি শ্রীদশমে ॥

বিশশক্ত পশূন্মেধ্যান্ ভূত রাজায় মীডুষে ॥

পয়ার ॥ চৈতন্য বলেন এই শিব ভূতেশ্বর। করিল ইহার সেবা কংস নরেশ্বর ॥ তবে কেন কংস কৃষ্ণ ভক্তি না পাইল ॥ ভক্তি নাহি পাও আরো নিন্দা সে করিল ॥

॥ তথাহি দ্বাদশে ॥

নিমগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানা মিদং তথা ॥

পয়ার ॥ মাথুর বৈষ্ণব কহে শুন ভগবান। কংস ভূতেশ্বর পূজে সেহ সপ্রমাণ ॥ তামশিক পূজা কৈল ছাগাদি হানিল। কৃষ্ণ নিন্দা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা কৈল ॥ শিব বলে কংস অতি অধম হইল। মোরে

পূজে প্রভু নিন্দে মৃত্যু বশ গেল ॥ গুরু পিতৃ নিন্দে শিষ্য পুত্র পূজা করে। দুঃখে সেই শিষ্য পুত্রে পূজকে সংহারে ॥ এত চিন্তি শিব কংস পূজা নাহি লয়। দুঃখি হঞা কৃষ্ণে কহি করিলেন ক্ষয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি শিব কৃষ্ণ ভক্ত রাজ। এই রূপে শিব পূজে সাধুর সমাজ ॥

পাদ্মে যমুনা মাহাত্ম্যে ॥

কলিন্দপর্ব্বতোদ্ভেদে মথুরায়াং তথাপুরী। প্রত্যঙ্মুখ্যাঞ্চ সৌকর্য্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে ॥ ফলমুক্তরকুলোক্তং তৎ কালিন্দ্যাং শতাধিকং। তদেব কোটি গুণিতং বিশ্রান্তৌ কথ্যতে বুধৈঃ ॥

পয়ার ॥ একাদশস্কন্ধে কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে। আবরণ রূপে শিব পূজিব বৈষ্ণবে ॥ ব্যাখ্যা শুনি মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে। সাধু সাধু বলি প্রশংসেন মাথুরেরে ॥ মাথুর বৈষ্ণব কহে শুন ভগবান। ইবে কহি যমুনার বহু তীর্থাখ্যান ॥ বিশ্রান্তি নামেতে তীর্থ কৃষ্ণের সমান। অসংখ্য মহিমা কত করিব ব্যাখ্যান ॥

॥ বারাহে ॥

গঙ্গাশত গুণং প্রোক্তং যত্র কেশী নিপাতিতঃ। কেশ্যাঃ শত গুণং প্রোক্তং যত্র বিশ্রমিতো হরিঃ ॥

পয়ার ॥ বিশ্রান্তিতে স্নান করে যেই ভাগ্যবান। দশ হাজার গঙ্গাস্নান ফল সেই পান ॥

॥ আদি বারাহে ॥

অবিমুক্ত নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্মমলোকং স গচ্ছতি॥

পয়ার॥ অবিমুক্ত নামে তীর্থ আছে তার পর।
মুক্তি ভুক্তি ভক্তি আদি তাতে পায় নর॥

॥ তত্রৈব ॥

প্রয়াগং নাম তীর্থন্তু তীর্থানামপি দুর্ল্লভং।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোম ফলং লভেৎ॥

পয়ার॥ তার পর প্রয়াগ দুর্ল্লভ তীর্থ নাম।
অগ্নিষ্টোম আদি ফল তারে করে দান॥

॥ তথাহি বারাহে ॥

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যং তীর্থ বরং মম।
স্নান মাত্রেণ তত্রাপি নাক পৃষ্ঠে সমোদতে॥

পয়ার॥ কনথল নামেতে যে আছে তীর্থোত্তম।
লোকে স্বর্গাদিক দেই যাহার সঙ্গম॥

॥ তত্রৈব ॥

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নানে নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

পয়ার॥ তীন্দুক নামেতে তীর্থ আছে তার পর।
তাতে স্নান মাত্রে কৃষ্ণলোক পায় নর॥

॥ তত্রৈব ॥

ততঃপরং সূর্য্য তীর্থং সর্ব্বপাপ প্রমোচনং।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্তুরোধিতঃ পুরা॥

পয়ার॥ তার পর সূর্য্য তীর্থ সর্ব্ব পাপ হরে।
বৈরোচনি বলি যাহা পুজিল ভাস্করে॥

॥ সৌর পুরাণে ॥

ততঃপরং বটস্বামী তীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমং।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ॥
তত্তীর্থং চৈব যেভিক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যনরোগমৈশ্বর্য্যমন্তে চ গতিমুত্তমাং॥

পয়ার॥ বটস্বামী নামে তীর্থ আছে তার পর।
বটস্বামী নামে যাতে আছে দিবাকর॥

॥ স্কান্ধে মাথুর খণ্ডে ॥

গয়ায়াং পিণ্ড দানেন যৎ ফলংহি নৃণাং ভবেৎ। তস্মাচ্ছত গুণং তীর্থে পিণ্ডদানাৎ ধ্রুবস্য চ॥ ধ্রুবতীর্থে জপো হোম স্তপো দানং সমর্চ্চয়ন্। সর্ব্বতীর্থাচ্ছত গুণং নৃণাং তত্র ফলং লভেৎ॥

পয়ার॥ ধ্রুব তীর্থ নামে তীর্থ আছে ততঃপর।
কহিতে না পারি তার মহিমা বিস্তার॥

॥ আদি বারাহে ॥

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্ত্তিতং।
তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

পয়ার॥ ঋষি তীর্থ আছে ধ্রুব তীর্থের দক্ষিণে।
কৃষ্ণলোকে পূজ্য হয় তাতে কৈলে স্নানে॥

॥ স্কান্ধে ॥

দক্ষিণেতু ঋষি তীর্থ মোক্ষ তীর্থং বসুন্ধরে।
স্নান মাত্রেণ বসুধে মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

পয়ার॥ মোক্ষ তীর্থ হয় ঋষি তীর্থের দক্ষিণে।
অনায়াসে মুক্ত পায় তাহে কৈলে স্নানে॥

॥ আদি বরাহে ॥

তত্রৈব কোটি তীর্থস্তু দেবানামপি দুর্লভং।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥

পয়ার ॥ দেবের দুর্লভ কোটি তীর্থ বলি আর।
তাতে স্নান কৈলে বিষ্ণু লোকে পূজা তার ॥

॥ তত্রৈব ॥

বোধি তীর্থন্তু পিতৄণাং দেবানামপি দুর্লভং।
পিণ্ডং দত্বাতু বসুধে পিতৃলোকং সগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ যমুনা সম্বন্ধিবোধি তীর্থ মথুরাতে।
পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় পিণ্ড দিলে তাতে ॥

॥ স্কান্দে ॥

উত্তরেত্বমি কুণ্ডাচ্চ তীর্থন্তু নবসংজ্ঞকং।
নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

পয়ার ॥ নবতীর্থ নামে তীর্থ আছে মথুরাতে।
তার সম তীর্থ কাঁহা না হয় জগতে ॥

॥ স্কান্দে ॥

ততঃ সংযমনং তীর্থং পরং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং।
তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোক স গচ্ছতি ॥

পয়ার। সংযমন নামে তীর্থ আছে তার পর।
তাতে স্নান কৈলে যায় বৈকুণ্ঠ নগর ॥

॥ তত্রৈব ॥

ধারা পতনকে স্নাত্বা নাক পৃষ্ঠে সমোদতে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ ধারাপতন নামে তীর্থ আছে অন্য।
স্বর্গ মোক্ষ পায় তাতে স্নান কৈলে ধন্য ॥

॥ তত্রৈব ॥

অতঃপরং নাগ তীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং ।
তত্র স্নাতা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঃপুনর্ভবাঃ ॥

পয়ার ॥ নাগতীর্থ নামে তীর্থ মথুরা উত্তরে।
স্বর্গ মোক্ষ পায় তাতে মজ্জনে মরণে॥

॥ তত্রৈব ॥

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্ব পাপ প্রমোচনং
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্য্যলোক মহীয়তে ॥

পয়ার॥ ঘণ্টাভরণ নাম তীর্থ আছে অন্যতর।
তাতে স্নান কৈলে সূর্য্য লোক পায় নর ॥

॥ তত্রৈব ॥

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেতি বিশ্রুতং।
তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ নিয়তা নিয়তাশনঃ ॥
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মলোক নামে তীর্থ আছে মথুরাতে।
স্নানে বিষ্ণুলোক পায় ব্রহ্মার আজ্ঞাতে ॥

॥ তথাহি ॥

সোমতীর্থেতু বসুধে পবিত্র যমুনাম্ভসি ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বস্বকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
মোদতে সোমলোকেতু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥

পয়ার ॥ যমুনাতে তীর্থ আছে সোম তীর্থ নাম।
সোমলোক প্রাপ্ত হয় তাতে কৈলে স্নান ॥

॥ তথাহি ॥

সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্ব পাপ হরং শুভং ।
তত্র স্নাতো নরো দেবি অবর্ণোপি যতির্ভবেৎ ॥

পয়ার ॥ আর এক তীর্থ সরস্বতীর সঙ্গম।
তাতে স্নানে চণ্ডালাদি হয় যতি সম ॥

॥ তথাহি ॥

চক্রতীর্থঞ্চ বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
য স্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপষিতো নরঃ॥
স্নান মাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

পয়ার॥ চক্রতীর্থ নামে আছে মথুরা মণ্ডলে।
ব্রহ্ম হত্যা নষ্ট হয় তাতে স্নান কৈলে ॥

॥ তথাহি ॥

দশাশ্বমেধ মৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি মনুজা স্তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ॥

পয়ার ॥ দশ অশ্বমেধ নামে মহা তীর্থবর
অনায়াসে স্বর্গ পায় তাহে স্নান পর ॥

॥ তথাহি ॥

তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্য পাপ হরং শুভং।
তত্র স্নাতন্তু মনুজং বিঘ্নরাজো নপীড়য়েৎ॥

পয়ার ॥ বিঘ্নরাজ তীর্থ আর মথুরাতে হয়
তাহে স্নান কৈলে ঘুচে বিঘ্নরাজ ভয় ॥

॥ তথাহি ॥

ততঃপরং কোটিতীর্থং তীর্থানাং পরমং শুভং।
তত্রৈব স্নান মাত্রেতু গবাংকোটি ফলং লভেৎ॥

পয়ার॥ কোটি তীর্থ নামে তীর্থ আছে মথুরায়
তাহে স্নানে গোকোটি দানের ফল পায় ॥

॥ সৌর পুরাণে ॥

ততো গোকর্ণ তীর্থাখ্যং তীর্থং ত্রিভুবন শ্রুতং।

বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভং ॥

পয়ার ॥ গোকর্ণাক্ষ শিব তীর্থ মথুরাতে আর। বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় লোকে খ্যাতি যার॥

॥ আদি বারাহে ॥

পঞ্চ তীর্থাভিষেকাচ্চ যৎফলং লভতে নরঃ।
কৃষ্ণগঙ্গা দশগুণং দ্বিশতৈস্তু দিনে দিনে ॥

পয়ার ॥ মথুরাতে আর তীর্থ কৃষ্ণগঙ্গা নাম। যাতে স্নান কৈলে লোক পূর্ণ মনস্কাম ॥

॥ তত্রৈব ॥

বৈকুণ্ঠ তীর্থে যঃস্নাতি মুচ্যতে সর্ব্ব পাতকৈঃ।
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥

পয়ার॥ শ্রীবৈকুণ্ঠ নামে তীর্থ মথুরাতে অন্য। তাতে স্নানে সর্ব্বপাপ ঘুচে হয় ধন্য॥

॥ আদি বারাহে ॥

গঙ্গাশত গুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

পয়ার ॥ অসিকুণ্ঠ চতুঃসামুদ্রিক দুই তীর্থ। তাতে স্নান কৈলে হয় কৃতার্থ পবিত্র॥ যমুনা মহিমা কহিতে শক্তিকার। নানা শাস্ত্রে নানা মত মাহাত্ম্য বিস্তার॥

॥ পাদ্মে ॥

॥ পাতাল খণ্ডে মরীচিসগে ॥

রসোয়ঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ ॥
ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্গীতঃ সএব যমুনা স্বয়ং ॥
পারনায়াস্য জগতঃ সরিদ্ভূত্বা সসারহ ॥

পয়ার ॥ সর্ব্ব তীর্থ ময়ী গঙ্গা ভুবন বিদিতা। তার শত গুণাকৃষ্টা মাথুর সঙ্গতা॥ উপনিষদ গায় যারে রস পরানন্দ। সেই শ্রীযমুনা হন ইথে নাহি সন্দ॥

॥ তথাহি পাতাল খণ্ডে ॥

অহো অভাগ্যং লোকস্য নপীতং যমুনাজলং।
গো গোপ গোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥
যমুনা জল কল্লোলে ক্রীড়তে দেবকীসুতঃ।
তত্র স্নাত্বা মহাদেবি সর্ব্ব তীর্থ ফলং লভেৎ।

পয়ার॥ কাশীতে মরণে ব্রহ্ম জ্ঞানে যেই ফলে। তা হয় মৌষল স্নানে যমুনা সলিলে॥ যমুনার জলে সদা খেলে শ্যামরায়। তাতে স্নান কৈলে সর্ব্ব তীর্থ ফল পায়॥ লোকের অভাগ্য দেখ জন্মিয়া সংসারে। মাথুরে যমুনা জলে স্নান নাহি করে॥ গোরু গোপী গোপনিত্য কৃষ্ণ পরিবার। সভা সঙ্গে যমুনাতে কৃষ্ণের বিহার॥

॥ তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

কশ্চিদস্মৎ কুলে জাতঃ কালিন্দী সলিলাপ্লুতঃ।
অর্চ্চয়িস্যতি গোবিন্দং মথুরায়া মুপোষিতঃ॥
জ্যেষ্ঠা মূলামলে পক্ষে যে নৈব বয় মাপ্লুতাঃ।
পরামৃদ্ধি মবাপ্সাম স্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ॥

পয়ার॥ জগতের পিতৃলোক সভে বাঞ্ছা করে। কেহ ভাগ্যবান মোর কূলে অবতরে॥ যমুনাতে স্নান করি গোবিন্দ পূজয়। উপবাস করি আমা সভাকে তারয়॥

॥ তথাহি আদি বারাহে ॥

অনুচোমাথুরো যশ্চচতুর্ব্বেদ স্তুতঃপরঃ। চতুর্ব্বেদং পরিত্যাজ্য মাথুরং পূজয়েদ্বুধঃ ॥ মাথুরাণাঞ্চ যদ্রূপং তম্মেরূপং বসুন্ধরে। একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটি র্ভবতি ভোজিতা ॥

পয়ার ॥ পৌর্ণমাসী হয় মূলা ঋক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে। যমুনাতে স্নান করি থাকে উপবাসে ॥ বিষ্ণু পূজা কৈলে কোটি জন্ম পাপ ক্ষয়। কোটি কুল সহ ব্রহ্ম পাদ প্রাপ্তি হয় ॥ সপ্তমী সংক্রান্তি রবিবার ব্যতীপাতে। পুনর্ব্বসু হস্তা ত্বাষ্ট্রী পৌষ্ণ বৈধৃতে ॥ অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী একাদশী। যমুনাতে স্নান করে রহে উপবাসী ॥ দশ অর্ব্বুদ কুল তবে উদ্ধার করিঞা। পরানন্দে আপনে গোবিন্দ পায় যাঞা ॥ এই মত অপার মহিমা যমুনার। মাথুর বিপ্রের শুন মহিমা বিস্তার ॥ অন্য দেশী বিপ্র বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মাথুর ব্রাহ্মণ যদি বেদাদি রহিত ॥ বেদজ্ঞ ছাড়িয়া মূর্খ মাথুর ব্রাহ্মণ। পূজা করিবেক যেই হবে বুধ জন ॥ কৃষি বৃত্তি দুরাচার ধর্ম্ম পথ ছাড়ে। এমত ব্রাহ্মণ পূজ্য মাথুর হইলে ॥ মথুরার এক বিপ্রে করায়ে ভোজন। অন্যত্রের কোটি বিপ্র সম এক জন ॥ মথুরার বিপ্র সব শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। সর্ব্ব তীর্থ যাহা তাহা মাথুরের স্থিতি ॥

॥ পাদ্মে নির্ব্বাণ খণ্ডে ॥

মথুরা বাসিনোধন্যা মান্যা অপি দিবৌকসাং।
অগণ্য মহিমাস্তেচ সর্ব্বএব চতুর্ভুজাঃ ॥

মথুরা বাসিনাযস্তু দোষং পশ্যন্তি মানবাঃ।
তেষু দোষং ন পশ্যন্তি জন্ম মৃত্যু সহস্রং॥

পয়ার॥ মথুরা নিবাসী যেই সেই ভাগ্যধর। মথুরা বাসীর শাস্ত্রে মহিমা বিস্তার॥ এক পদে দাণ্ডাই সহস্র যুগ থাকে। তপ করে রমণী বদন নাহি দেখে॥ তাহা হৈতে অধিক মথুরা বাস করে। যদ্যপি অজিতেন্দ্রিয় পরদার হরে॥ মনে হয় যদ্যাপি দ্বেষ মাথুরের কারে। কোন কালে নরক হইতে নাহি তরে॥ মথুরাতে যত বৈসে চণ্ডালাদি লোকে। দেব মুনি সিদ্ধে তারে চতুর্ভুজ দেখে॥ যমুনার জল খায় কৃষ্ণ পার্শ্বে বসে। এমন মথুরা বাসী দোষ ভাগী কিসে॥ ইতরে না বুঝে তার গোবিন্দ তদাত্ম্য। দেবাদি করয়ে পূজা যে জানে মাহাত্ম্য॥ মথুরা বাসীর দোষ যে জন দেখয়। সহস্র সহস্র জন্মে নিস্তার না পায়॥

॥ তথাহি॥

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণু স্থান মনুত্তমং।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

পয়ার॥ মথুরা মণ্ডলে আছে দ্বাদশ বন কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থল সব অতি বিচক্ষণ॥ পরিক্রম প্রথমে দ্রষ্টব্য মধু বন। তাহার মাহাত্ম্য শুঃ শাস্ত্রের লিখন॥

॥ তথাহি॥

বনং তালবনঞ্চৈব দ্বিতীয়ং বনমুত্তমং।
যত্র স্নাতো নরো দেবি কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে॥

পয়ার ॥ তার পর তালবন বারাহ প্রামাণ্য। তাতে স্নান কৈলে কৃতকৃত্য হয় ধন্য ॥

॥ আদি বারাহে ॥

বনং কুমুদ্বনঞ্চৈব তৃতীয়ং বনমুত্তমং। তত্র
স্নাত্বা নরো দেবি কৃতকৃত্যোভিজায়তে ॥

পয়ার ॥ নিজ ক্রীড়া দেব হিত শিশু প্রীতি হেতু। ধেনুক বধিল যথা কৃষ্ণ ধর্ম্ম সেতু ॥ তার পর কুমুদ বন কুণ্ড মনোহর। তাহে স্নান কৈলে কৃতকৃত্য হয় নর ॥

॥ আদিবারাহে ॥

চতুর্থংতু কাম্যবনং বনানাং বনমুত্তমং।
অত্রগত্বা নরো দেবি মমান্য কেমহীয়তে ॥

পয়ার ॥ তৎপরে কাম্যক বন বহু তীর্থ তায়। যাহার দর্শনে লোকে কৃষ্ণ লোকে যায় ॥

॥ আদি বারাহে ॥

পঞ্চমং বাহুলবনং বনানাং বনমুত্তমং।
তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিং স্নাতং সগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ কাম্য বনে যত তীর্থ তার অন্ত নাঞি। লোক খ্যাত কত কত তোমারে শুনাঞি ॥ পূর্ব্ব দিগে অতি রম্য কুণ্ড যে বিমল। পঞ্চ তীর্থ ধর্ম্ম কুণ্ড কাম্য সরোবর ॥ শ্রীযশোদা কুণ্ড আর গোপী সরোবর ॥ লঙ্কাকুণ্ড টীকমিচনী কুণ্ডাদি বিস্তর ॥ তার পর বহুলা কানন মনোহর। সঙ্কর্ষণ কুণ্ড তাহে মান সরোবর ॥

॥ আদি বারাহে ॥

অস্তি ভদ্র বনং নাম ষষ্ঠন্ত বন মুত্তমং।
তত্র গত্বাতুবসুধে মদ্ভক্তো সং পরায়ণঃ ॥

তস্যাবাস প্রভাবেন নাগ লোকং সগচ্ছতি॥

পয়ার ॥ ষষ্ঠে ভদ্রবন নাম বনের উত্তম।
দেখি নাগ লোক পায় স্থাবর জঙ্গম॥

॥ আদি বারাহে ॥

সপ্তমন্তু বনং ভূমে খাদিরং লোক বিশ্রুতং।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মমলোকং সগচ্ছতি॥

পয়ার ॥ ততঃপর খদির বন বিদিত ভুবনে।
কৃষ্ণলোক প্রাপ্তি হয় তাহার গমনে॥

॥ আদি বারাহে ॥

মহাবনং চাষ্ট মন্তু সদৈবত মমপ্রিয়ং।
তস্মৈ গত্বাতু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে॥

পয়ার ॥ মহাবন কৃষ্ণ জন্ম স্থান তার পর।
তাতে গেলে ইন্দ্রলোকে পূজ্য হয় নর॥

॥ আদি বারাহে ॥

লৌহ জঙ্ঘ বনং নাম লৌহ জঙ্ঘেন রক্ষিতং।
নবমন্তু বনং দেবি মহা পাতক নাশনং॥

পয়ার ॥ লৌহজঙ্ঘ বন নাম বন রম্য হয়।
দর্শন শ্রবণে যার সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥

॥ আদি বারাহে ॥

বনং বিল্ব বনং নাম দশমং দেব পূজিতং।
তত্র গত্বাতু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

পয়ার ॥ দেবের পূজিত বিল্ব বন তার পর।
তা দেখিলে ব্রহ্মলোকে হয় পূজ্য তর॥

॥ তত্রৈব ॥

একাদশন্তু ভাণ্ডীর যোগীনাং প্রিয় মুত্তমং।

তস্য দর্শন মাত্রেণ নরো গর্ব্ভং নগচ্ছতি ॥

পয়ার ॥ তৎপর ভাণ্ডীর বন যোগী জন প্রিয়।
তাতে গেলে গর্ব্ভ বাস না হয় জানিহ ॥

॥ তত্রৈব ॥

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং।
মমচৈব প্রিয়ংভূমে,সর্ব্ব পাতক নাশনং ॥

পয়ার ॥ বৃন্দাবন তার পর বনের উত্তম।
বৃন্দাতে রক্ষিত সর্ব্ব পাতক মোচন ॥

॥ তথাহি ॥

যে পঠন্তি মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তিচ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্য তেযান্তি পরমাংগতিং ॥
কুলানিতে তারয়ন্তি দ্বিশতে পক্ষয়োদ্বয়োঃ।
মাহাত্ম্য শ্রবণাদেব নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥

পয়ার॥ লোকেতে প্রসিদ্ধ ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন। তার মধ্যে বহু তীর্থকে করে গণন ॥ গোবিন্দ স্বামী তীর্থ তাহে ব্রহ্মকুণ্ড আর। উত্তরে অশোক বৃক্ষ শ্বেত বর্ণ তার॥ কেশী তীর্থ কালীহ্রদ দ্বাদশ আদিত্য। কালীহ্রদ তীরে কদম্বের বৃক্ষ নিত্য॥ তীর্থ শিরোমণি আর গিরি গোবর্দ্ধন। তাতে বেঢ়ি চতুর্দ্দিগে বহু তীর্থ গণ ॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড রত্নসিংহাসন। দান নির্ব্বর্ত্তন কুণ্ড কদম্ব শোভন ॥ শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড চক্রতীর্থ। ইত্যাদি অনেক যার শ্রবণে পবিত্র ॥ শ্রদ্ধা করি মথুরা মাহাত্ম্য শুনে যেই। দুপক্ষে দুশত কুল উদ্ধারয়ে সেই ॥

পয়ার ॥ গৌরচন্দ্র মথুরার মাহাত্ম্য শুনিয়া।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আদি সঙ্গে লঞা ॥ সর্ব্ব রাত্রি জাগিলেন কৃষ্ণ কথা রঙ্গে। মাথুর বৈষ্ণব আর কৃষ্ণদাস সঙ্গে ॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণদাস বিপ্রে সঙ্গে করি। বন পরিক্রমাতে চলিলা গৌরহরি ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী বিশালা। লিখিলেন প্রেমদাস ভক্তি রত্নমালা ॥

॥ ত্রিপদী ॥

জন্মাবধি গৌরহরি, প্রেমানন্দাস্বাদ করি;
ভ্রমিলেন ভক্তগণ সঙ্গে।
অন্য দেশে ন্যাসীমণি, বৃন্দাবন গুণ শুনি;
হাসে কান্দে নাচে অতি রঙ্গে ॥
বৃন্দাবনে যাত্রা যবে, আনন্দ তরঙ্গ তবে;
উছলিল বাক্য অগোচর।
যবে দেখি ব্রজ বন, প্রেমেতে ঘূর্ণিত মনঃ;
বিস্মরিল নিজ কলেবর ॥
যমুনার তীর গতা, যত বৃক্ষ যত লতা;
দেখি প্রভু প্রেমে মত্ত হঞা।
প্রসারিঞা বাহু উর, আলিঙ্গয়ে লতা তরু;
মুক্ত কণ্ঠে কান্দেন ডাকিয়া ॥
ধেনুগণ বনে চরে, দেখিয়া আনন্দ ভরে;
ঢলি পড়ে উন্মত্তের প্রায়।
সুমেরুর শৃঙ্গ হৈতে, পবনে ভাঙ্গিল তৈছে;
পৃথিবীতে গড়াগড়ি যায় ॥
আনন্দাশ্রু বাহি যায়, গঙ্গার প্রবাহ প্রায়;
সঙ্গী সবে চমৎকার হয়।

কিবা বলে কিবা করে, উন্মত্তের প্রায় ফিরে;
মূর্ত্তি সদা প্রেমানন্দ ময় ॥
বনে দেখি গৌরহরি, ময়ূর ময়ূরী মেলি,
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে নাচি নাচি বুলে।
দেখি,প্রভু আচম্বিতে ঢুলি পড়ে পৃথিবীতে;
কাঁপে তনু আচ্ছাদিল ধূলে ॥
গর্জ্জিয়া উন্মাদ প্রায়, ময়ূর ধরিতে যায়;
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি তলে।
বলভদ্র কৃষ্ণদাস, ধাঞা গেলা প্রভু পাশ;
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ধরি তোলে ॥
পুলকাশ্রু পূর্ণগায়, ধীরে ধীরে প্রভু যায়;
বনে চরে বাছুর মণ্ডল।
ঊর্দ্ধপুচ্ছে কুতূহলে, প্রভু আগে ধাঞা বুলে;
দেখি প্রভু ভাবে টল মল ॥
বিস্তর কণ্টক পথে, আছাড় খাইয়া তাতে;
বার বার পড়ে গৌরহরি।
কণ্টকে আবিদ্ধ দেহা, প্রভু নাহি জানে তাহা;
রক্ত ধারা বহে দেহ ভরি ॥
সিংহের বিক্রমে চলে, কে তাঁরে ধরিতে পারে,
ব্যগ্র বলভদ্র কৃষ্ণদাস।
ধাঞা চলে ততঃপর, প্রেমে মত্ত বিশ্বম্ভর;
গেলা প্রভু লতা কুঞ্জ পাশ ॥
কুঞ্জ দেখি মূরছিত, ধরণীতে নিপতিত;
নেত্রে ধারা মুখে বহে ফেণা।
হরিণ আসিয়া সুখে, ফেণ পিয়ে প্রভু মুখে;

নেত্র জল পিয়ে পক্ষী নানা ॥
কর্ণে কহি কৃষ্ণ হরি, প্রভুর চেতন করি;
উঠাইল বিপ্র কৃষ্ণদাস।
ধাইয়া চলিলা গৌর, প্রেমে নাহি দেহ ঠৌর;
গেলা গিরি গোবর্দ্ধন পাশ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রেমে, মূর্চ্ছিত পড়িয়া ভূমে;
ব্রণ ময় হৈল সব গায়।
অনুরাগ সিন্ধু মগ্ন, গায়ে যে যে হৈল ভগ্ন;
তাহো নাহি জানে গৌররায় ॥
প্রতি কুঞ্জে প্রতি বনে, এই মত ক্ষণে ক্ষণে;
মুক্ত কণ্ঠে কান্দে ভগবান।
বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী, প্রভুর রোদন দেখি
তারা সব প্রেমে মূর্চ্ছা পান ॥
বনে নীলকণ্ঠ নাচে, ধায় প্রভু তার কাছে;
কান্দে মেঘ গম্ভীর সুস্বরে।
নীলকণ্ঠ নৃত্য ছাড়ি, প্রভুর চৌদিগ বেটি;
কান্দে নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে ॥
কালিন্দীর শ্যাম নীর, দেখি প্রেমে নহে স্থির;
যমুনাতে পড়ে ঝাপ দিয়া।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র আর্য্য;
প্রভু ধরি তোলে ব্যগ্র হঞা ॥
প্রেমের তরঙ্গ সদা, নিবৃত্ত না হয় যদা;
বলভদ্র আদি যুক্তি করে।
কিবা রাত্রি কিবা দিন, প্রেমোম্মাদ নহে হীন;
কৃষ্ণদাস যুক্তি বল মোরে ॥

কালীহ্রদের কাছে, নিব্যঞ্চিয়া বৃক্ষ আছে;
প্রভুকে বসাল তার তলে।
পূর্ব্বে নিত্যানন্দ রায়, বসিলা যে বটেচ্ছায়;
তার সেই পশ্চিমাংশ স্থলে॥
বলভদ্র ভট্ট কয়, শুন প্রভু দয়াময়;
যত দিন আসিয়াছ ব্রজে।
দেখি কৃষ্ণ লীলা স্থান, তোমার না রহে জ্ঞান;
ভাস সদা প্রেম সিন্ধু মাঝে॥
সিংহের বিক্রম তুমি, ধরিতে না পারি আমি;
শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষয় হয়।
তুমি সুখে প্রেম মুগ্ধ, মোর প্রাণ হয় দগ্ধ;
ভৃত্যে দুঃখ দিতে না যুয়ায়॥
গৌড় উড্র ভক্ত যত, চাহিয়া তোমার পথ;
আছে চন্দ্র চকোরের প্রায়।
ভৃত্য বাক্য অঙ্গী কর, শীঘ্র নীলাচলে চল;
তবে মোর প্রাণ রক্ষা পায়॥
মাঘ মাস বর্ত্তমান, যদি কর সুপ্রস্থান;
মকরে ত্রিবেণী স্নান করি।
প্রভু ভক্ত সুখ দাতা, অঙ্গীকার কৈল কথা;
প্রভাতে চলিলা গৌরহরি॥
কৃষ্ণদাস বিপ্রে পথে, পাঠাইলা মথুরাতে;
ভট্ট সঙ্গে চলে ন্যাসী রাজে।
মহাপ্রভু ধর্ম্মসেতু, ভক্ত সুখ এই হেতু;
চিরকাল না রহিলা ব্রজে॥

মকরে প্রয়াগে আইলা, ত্রিবেণীতে স্নান কৈলা;
ব্রজ যাত্রা সংক্ষেপ বর্ণন।
প্রেমানন্দ দাস বলে, যে ইহা শ্রবণ করে;
শীঘ্র পায় চৈতন্য চরণ ॥

পয়ার ॥ জয় জয় পতিত পাবন গৌরচন্দ্র। যশঃজ্যোৎস্না ফুল্লভক্ত সুকৈরব বৃন্দ ॥ হেন মতে প্রয়াগে আছেন গৌরহরি। তীর্থবাসী লোক সভে শুভ দৃষ্টি করি ॥ প্রেমের তরঙ্গে আর রূপের লাবণ্য। দেখিয়া প্রয়াগ বাসী লোক হৈল ধন্য ॥ প্রভু দেখি লোক উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি। উঠিল মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্য ভরি ॥ হেন বেলে শ্রীরূপ গোসাঞি গেলা তথা। সঙ্গে তাঁর অনুপাম নামে লঘু ভ্রাতা ॥ দুই ভাই প্রভু পদে প্রণাম করিয়া। কৃতাঞ্জলি শ্লোক পঢ়ে অশ্রু যুক্ত হঞা ॥

॥ তথাহি ॥

সংসারাম্ভসি সম্ভূত ভ্রমভরে গম্ভীর তাপত্রয়ী;
কুম্ভীরেণ গৃহীতমুগ্র গতিনা ক্রোশান্ত মৃত্যুর্ভয়াৎ।
দীপ্রেনাদ্য সুদর্শনেন বিবিধ ক্লান্তিচ্ছিদা কারিণা;
চিন্তাসন্ততি রুদ্ধ মুদ্ধরহরেঃ মচ্চিত্তদন্তীশ্বরং ॥

॥ তথাহি রূপতত্ত্ব কথনং ॥

যঃ প্রাগেব প্রিয় গুণ গণৈ র্গাঢ় বদ্ধোপি মুক্তো,
গেহাধ্যাসাদ্রসইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈ র্দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে,
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজ গ্রাহদেবঃ ॥

পয়ার ॥ রূপ গোসাঞির তত্ত্ব প্রভু মাত্র জানে।

পূর্ব্ব হৈতে বন্ধ যদি প্রিয় গুণ গণে ॥ গেহাধ্যাস হৈতে তভু বিমুক্ত হইয়া। প্রভু পাদ পদ্মে আইলা সানুরাগ হঞা॥ রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল রস যদ্যপি অমূর্ত্ত। শ্রীরূপ গোসাঞি রূপে তিঁহো হৈলা মূর্ত্ত ॥ দেখি প্রভু প্রেম পূর্ব্ব আলাপ করিলা। বাহু প্রসারিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥

পয়ার ॥ চর মুখে সমাচার শুনি গজপতি। জাতঃ প্রীতি জিজ্ঞাসিল সার্ব্বভৌম প্রতি॥ কহ ভট্টাচার্য্য প্রভু গৌর ভগবান। অতি প্রিয়তম তাঁর বৃন্দাবন স্থান ॥ তবে কেনে বৃন্দাবনে অল্পকাল রঞা। প্রয়াগে আইলা প্রভু কি মনে ভাবিয়া॥ ভট্টাচার্য্য বলে মোর চিত্তে হেন লয়। চৈতন্য বিরহ জগন্নাথ নাহি সয় ॥ জগন্নাথ আপনে চৈতন্য আকর্ষিয়া। নিজ স্থানে আনে বৃন্দাবন ছাড়াইয়া ॥ হেন মোর মনে লয় শুন নরেশ্বর। শুনি গজপতি অতি আনন্দ অন্তর ॥ বার্ত্তাহারী কহে পুনঃ শুন নরপতি। শ্রীরূপ মিলিলা যৈছে গৌর যতী পতি॥

॥ অপিচ ॥

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে সহজাতি রূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততানরূপে স্ববিলাস রূপে ॥

পয়ার ॥ প্রিয় স্বরূপ রূপ দয়িত স্বরূপ। সহজ মধুর তিঁহ প্রভুর স্বরূপ ॥ ত্রিভুবনে মুখ্য তম হয় যার রূপ। তাঁর রূপ হয় সেই বিলাস স্বরূপ ॥ হেন রূপ পাঞা প্রভু উল্লাসিত হঞা। বিস্তর করিল প্রেম আলিঙ্গন দিয়া ॥ তাঁরে

আজ্ঞা দিল তুমি যাহ বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণ গূঢ় লীলা করিহ বর্ণন॥ লোক সবে বুঝাইহ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি। শ্রীরূপ কহেন মোর কাঁহা ঐছে শক্তি॥

॥ তথাহি ॥

কৃষ্ণভক্তি রসং মূর্খঃ কথং দজ্ঞেয় মাপ্নুয়াৎ।
খস্থং চন্দ্রং যতোদ্বাহু র্বামনো ভূবিসংস্থিতং॥

পয়ার॥ প্রভু বলে তুমি যবে করিবে লিখন। অন্তরস্থ হঞা আমি করিব প্রেরণ॥ মোর প্রতিমূর্ত্তি হঞা কর ব্রজবাস। তোমা দ্বারে আমি তত্ত্ব করিব প্রকাশ॥ এত বলি তাঁর শিরে চরণ ধরিয়া। বৃন্দাবনে শ্রীরূপে দিলেন পাঠাইয়া॥

॥ তথাহি ॥

চন্দ্রশেখরইতি প্রথিতস্য, ক্ষাসুরস্য ভবনে ভুবনেশঃ।
প্রাক্তনৈঃ সুকৃত রাশিভিরস্য, প্রত্যপাদ্যত তদা সযতীন্দ্রঃ॥

পয়ার॥ প্রয়াগ হইতে প্রভু বারাণসী আইলা। বারাণসী পুরী প্রেমে সিঞ্চিত করিলা॥ বারাণসী ভূমি দেব শ্রীচন্দ্রশেখর। তাঁর পূর্ব্ব পুণ্য রাশী আছিল বিস্তর॥ সেই ফলে গৌর-হরি গেলা তাঁর ঘর। কৃতার্থ হইলা বিপ্র পাঞা নিজেশ্বর॥ গোষ্ঠী সহ প্রভ পদে আত্মা সমর্পিয়া। বিস্তর করিলা সেবা একান্ত হইয়া॥

পয়ার॥ রাজা বলে তবে তবে কহ বার্ত্তাহর। বার্ত্তিক কহেন রাজা শুন শ্রব্যপর॥

॥ তথাহি ॥

তমেত্য পাশ্যে হ্যনুরাগ পূর্ব্বং, বিশ্বেশ্বরো বিশ্ব

মিবন্য যুঙক্ত। কুতোঽন্যথা ভাবতি তুল্যকালে,
তুল্য ক্রিয়ঃ সর্ব্বজনোবভূব ॥

পয়ার ॥ বারাণসী মহাপুরী অসংখ্য মানব। একিকালে দেখিতে আইলা লোক সব॥ হেন বুঝি বিশ্বেশ্বর শঙ্কর আপনে। প্রতি ঘরে আজ্ঞা দিল প্রভু দরশনে ॥ সে নহিলে তৎকাল কেমনে সর্ব্বজন। বার্ত্তা পাঞা প্রভু পাশ করিল গমন॥

॥ অপিচ ॥

ব্রহ্মচারি গৃহি ভিক্ষু বনস্থা, যাজ্ঞিকা ব্রত পরাশ্চতমীয়ুঃ।
মৎসরৈঃ কথি পয়ৈ যতি মুখ্যা, রেবতত্র নগতং ন সদৃষ্টঃ ॥

পয়ার ॥ আর শুন ব্রহ্মচারী গৃহী যতী ব্রতী। বনস্থ যাজ্ঞিক আদি যত ছিলা তথি ॥ নিজ২ সাধনের ইবে পালুঁ ফল। এত বলি দেখিল প্রভুর পদ তল॥ তার মধ্যে যতী আদি কোন কোন জন। প্রভুর মহিমা দেখি চমৎকার মনঃ॥ গর্ব্ব করি না আইল প্রভুর দর্শনে। বঞ্চিত হইল নিজ অভাগ্য কারণে॥

পয়ার ॥ গজপতি বলেন শুনিলে ভট্টাচার্য্য। সন্ন্যাসী হইয়া কেনে এতেক মাৎসর্য্য ॥ ভট্ট কহে ভক্তি হীন মনঃ বশ নয়। সন্ন্যাস করিলে তার কোন লভ্য হয় ॥ মনঃ বশ করিতে না পারে যত দিন। তাবৎ মাৎসর্য্য তার কভু নহে হীন॥ সহাস বিস্ময় রাজা জিজ্ঞাসিল চরে। প্রভু বার্ত্তা কহ ওপ্রসঙ্গ কর দূরে॥ চর বলে মহারাজা গৌর ভগবান। চন্দ্র শেখরের ঘরে কৈলা অবস্থান॥ বৃন্দাবন গোলোকে যে সুখ সমুদায়। সে সুখ হইল চন্দ্রশেখর আলয় ॥

সিংহগ্রীব গৌরচন্দ্র কমল নয়ন। কৃষ্ণনাম করস্মিত শ্রীচন্দ্র বদন॥ আজানুলম্বিত ভুজ সুরক্ত অম্বর। বত্রিশ লক্ষণ সুলক্ষিত কলেবর॥ সহজ মধুর রূপ ভুবন মোহন। বসুসংখ্য সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিভূষণ॥ প্রতপ্ত কনক কান্তি বয়ঃক্রম নব্য। চতুর্দ্দশ বিদ্যা অষ্টাদশ ভাষা সেব্য॥ যে দেখে তাহার মনঃ নেত্র লয় হরি। দেখয়ে সকল লোক অপূর্ব্ব মাধুরী॥ প্রভুর দর্শনে লোক কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে। কেহো যায় কেহো আইসে কি রাত্রি দিবসে॥ পরম মহান্ত এক আইলা হেন কাল। তাঁর পরিচয় কহি শুন মহিপাল॥

॥ তথাহি ॥

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি স্ত্যক্তায় ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,
রূপস্যাগ্রজ এক এষ তরুণীং বৈরাগ্য লক্ষ্মীদধে।
অন্তর্ভক্তি রসেন পূর্ণ হৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা সরইব প্রীতি প্রদস্তদ্বিদাং॥

পয়ার॥ গৌড়েশ্বর ম্লেচ্ছ রাজা গৌড়ে রাজধানী। সনাতন তাঁর সভা বিভূষণ মণি॥ ষড় দর্শনাদি পুরাণাদ্যে পরম পাণ্ডিত্য। গোবিন্দ ভজন বিনু অন্য নাহি কৃত্য॥ রামকেলি গ্রামে যবে গেলা গৌরচন্দ্র। তখন দেখিল প্রভুর শ্রীচরণ দ্বন্দ্ব॥ পরম বৈরাগ্য তাঁর জন্মিল অন্তরে। রাজ কার্য্য সব ছাড়ি রহে নিজ ঘরে॥ তা দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হৈল গৌড়েশ্বর। সনাতনে বন্দী কৈল দিলেক নিগড়॥ তাঁরে বন্দী করি রাজা যুদ্ধ লাগি গেলা। সনাতন নিজ মনে

বিচার করিলা ॥ রক্ষকেরে বহু ধন দিয়া তুষ্ট কৈল। নিগড় মোক্ষণ করি রাত্র্যে পলাইল ॥ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গেলা বৃন্দাবনে। শুনি সনাতন অতি উৎকণ্ঠিত মনে॥ বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা। তৃণপ্রায় সম্পদাদি সকল ছাড়িলা ॥ বাহে অবধূত বেশ করিল প্রকাশ। অন্তরে গোবিন্দ ভক্তি রসের উল্লাস ॥ অন্তরের চেষ্টা তাঁর নাহি জানে লোকে। সিয়ালাতে ছন্ন যৈছে সরোবর থাকে ॥

॥ তথাহি ॥

তংসনাতন মুপাগত মক্ষ্ণো, দৃষ্ট মাত্র মতি মাত্রদয়ার্দ্র্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘাধম দোর্ভ্যাং, সানুকম্প মথচম্পক গৌরঃ।

পয়ার ॥ সেই সনাতন যবে গেলা প্রভু স্থান। দেখি মাত্র দয়াদ্র্র হইলা ভগবান ॥ সনাতন পড়িলেন অষ্টাঙ্গ হইয়া। আসন ছাড়িয়া প্রভু উঠি আইলা ধাঞা ॥ পরিঘ সুদীর্ঘ ভুজে ধরি সনাতনে। তুলি আলিঙ্গন কৈল উল্লসিত মনে॥ কনক চম্পক গৌর সুখময় অঙ্গ। সনাতনে সিক্ত কৈল কৃপার তরঙ্গ ॥

পয়ার ॥ গজপতি কহে চর কহ সুবিধান। কেমনে মিলিলা সনাতনে ভগবান ॥ চর কহে মহারাজ না দেখি মিলন। কিন্তু সেই কথা কহিলেন সনাতন ॥

॥ ত্রিপদী ॥

চন্দ্রশেখরের ঘরে, ছিলা প্রভু সুখ ভরে;
সনাতন তথাই মিলিল।।

লোকের সংঘট্ট অতি, পথ তাহা পাব কতি;
সনাতন পশ্চাৎ কহিলা॥
সনাতনে কৃপা করি, কহিলেন গৌরহরি;
শীঘ্র আইস করি গঙ্গাস্নান।
শ্রান্ত হইয়াছ পথে, স্নান কর জাহ্নবীতে;
আসি কর গঙ্গাজল পান॥
সনাতন আজ্ঞা পাঞা, গঙ্গাস্নানে চলে ধাঞা;
পথে আমা সবা সনে দেখা।
জিজ্ঞাসিল কোথা ঘর, কহিল শ্রীনীলাচল;
শুনি ভাবে অঙ্গ গেল ঢাকা॥
জিজ্ঞাসিল কি কারণ, বারাণসী আগমন;
কহ নীলাচল সমাচার।
সার্ব্বভৌম সুখী হন, মোরা কৈলুঁ নিবেদন;
আমরা হইয়া চর তাঁর॥
চৈতন্যের বার্ত্তা তরে, পাঠাইল মো সভারে;
বৃন্দাবন গিয়াছিলুঁ সঙ্গে।
পথে পথে প্রভু দেখি, দিবা নিশি থাকি সুখী;
বারাণসী আইলাম রঙ্গে॥
মহাশয় থাক কোথা, জান সার্ব্বভৌম কথা;
কহ দেখি আপন বৃত্তান্ত।
তোমার দর্শন পুণ্য, আমরা হইলুঁ ধন্য;
ম্লান কেনে তুমি সুমহান্ত॥
সনাতন কহে ঘর, যাহা রাজা গৌড়েশ্বর,
সার্ব্বভৌম আমার বন্দিত।
ন্যায় শাস্ত্র টীকাকার, চিন্তামণি শিষ্য যার;

নবদ্বীপ পরম পণ্ডিত ॥
মোর নাম সনাতন, দেখি গৌর শ্রীচরণ;
রাজ কার্য্য বিষয় না ভায়।
ক্রোধ করি রাজা মোরে; রেখেছিল বন্দী করে;
তেঞি মোর ম্লান হৈল কায় ॥
রক্ষকেরে, ধন দিয়া, আসিয়াছি পলাইয়া;
শ্রীচৈতন্য দর্শন কারণ।
বার্ত্তা পাইল কাশী পুরে, প্রভু শেখরের ঘরে;
তার দ্বার করিল গমন ॥

॥ তদুক্তং ॥

ঔৎকণ্ঠ্যৈক পুরস্মরাঃ প্রথমতো যেয়াস্তি নাথাগ্রতো,
নিষ্ক্রামন্তিত ঈশনামনিরতাঃ সাশ্রাঃ সরোমোদ্গমাঃ।
যাতাযাত বতাং ক্রমং বিগণয়ন্ তৎপাদ ধূলীর্জুষন,
সর্ব্বজ্ঞেন বহিঃ স্থিতো ভগবতা কৈরপ্যহং নায়িতঃ ॥

পথ না পাইয়া দুঃখি, বড়ই জনতা দেখি;
বসিলাম দ্বারের অন্তিকে।
উৎকণ্ঠিত নারী নর, যায় শেখরের ঘর;
প্রভুর দর্শন করে সুখে ॥
দেখিয়া আনন্দ মূর্ত্তি, পায় কৃষ্ণ প্রেমভক্তি;
দেখি যবে বারি হঞা যায়।
মুখে সদা বলে হরি, নেত্রে বহে প্রেম বারি,
পুলক মণ্ডিত সর্ব্ব গায় ॥
দেখি তা সভার রীত, আমার বড়ই প্রীত;
মনে মনে করিল ভাবন।

ইহাঁ সভার পদ রেণু, ভূষিত করিব তনু;
তবে পাব প্রভুর দর্শন ॥
তাঁ সভার পদ ধূলী, মাথার উপরে তুলি;
কান্দি আমি প্রভু দেখিবারে।
সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসী মণি, আমার উৎকণ্ঠা জানি;
লোক দ্বারে মোরে নিল ঘরে ॥
দূরে হৈতে প্রভু দেখি, সাশ্রু প্রফুল্লিত আঁখি;
দীর্ঘ হঞা পড়িলাঙ ভূমে।
ভগবান করুণাতে, আইলে মোরে আলিঙ্গিতে;
ভয়ে আমি পাছে যাই ক্রমে ॥

॥ তথাহি ॥

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চপূজ্যো যথাহ্যহং ॥

প্রভু কহে নাহি ডর, তুমি মোর প্রিয়তর;
একান্ত কৃষ্ণের ভক্ত তুমি।
নীচ জাতি ভক্ত হয়, সেহ পূজ্য নিশ্চয়;
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে এই বাণী ॥

॥ তথাহি ॥

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি, তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশঃ গাত্র সঙ্গঃ। জিহ্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি, সুদুর্ল্লভা ভাগবতাহি লোকে ॥

তুমি ভাগবত বর, সর্ব্ব মতে পূজ্যতর;
দর্শ স্পর্শ কীর্ত্তন তোমার।
নেত্র তনু জিহ্বা ফল, সে নহিলে বৃথা তর;
তোমা স্পর্শে ভাগ্য সে আমার ॥

আপন মিলন ক্রম, কহিল শ্রীসনাতন;
অপূর্ব্ব শুনিল তার মুখে।
ভট্টাচার্য্য গজপতি, শুনিঞা আনন্দ অতি;
প্রেমানন্দ লিখিলেন সুখে ॥

পয়ার ॥ বার্ত্তাহর পুনঃ কহে শুন মহারাজ। আর এক বার্ত্তা শুনিলাঙ কাশী মাঝ ॥ সনাতনে নীলাচলে পুনঃ আসিবেন। কথো দিন প্রভু সঙ্গে সুখে থাকিবেন ॥ তবে শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা সনাতন। পুনর্ব্বার যাঞা দেখিবেন বৃন্দাবন ॥ নীলাচলে সনাতন আসিব শুনিয়া। ভট্টাচার্য্য গজপতি আনন্দিত হঞা ॥ গজপতি জিজ্ঞাসেন মহাপ্রভু সনে। কিবা একা সনাতন যাব বৃন্দাবনে ॥ দূত কহে একা যাব প্রভুর পশ্চাৎ। প্রভু একা যাত্রা কৈল দেখিলুঁ সাক্ষাৎ ॥

॥ তথাহি ॥

কালেন বৃন্দাবন কেলি বার্ত্তাং, লুপ্তেতিতাং খ্যাপ-
য়িতুং বিশেষ্য। কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথ,
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

পয়ার ॥ লোক মুখে আর শুনিয়াছি এক কথা। বৃন্দাবন কেলি বার্ত্তা কালে লুপ্ত তথা ॥ বৃন্দাবন লীলাতে প্রভুর সদা রঙ্গ। কালবশে তিরোভাব সে সব প্রসঙ্গ ॥ গৌড় বঙ্গ রাঢ় দক্ষিণেতে সেই লীলা। ভক্ত দ্বারে আপনে সে প্রকাশ করিলা ॥ পশ্চিমের লোক সব বাকী যে রহিল। তারে বুঝাইতে সনাতনে আজ্ঞা দিল ॥ তোমার অনুজ রূপে প্রয়াগে মিলিনু। বৃন্দাবন লীলা প্রকাশিতে আজ্ঞা দিলু ॥ তুমিহ চলহ

তথা ভক্তির প্রচার। গ্রন্থ করি পশ্চাত্যাদ্যে করিবে নিস্তার ॥ সনাতন কহে আমি অধম অজ্ঞান। কেমতে তোমার আজ্ঞা হব সমাধান ॥ কৃপামৃত দিয়া প্রভু সিঞ্চিল তাহারে। শক্তি দিল ভক্তি গ্রন্থ করিবার তরে ॥

পয়ার ॥ রামানন্দ রায় কহে উচিত এ সব। বৃন্দাবন নাথ গৌর আমি জানি সব ॥ দূত কহে সনাতন প্রভু কৃপা পাঞা। পড়িয়া কান্দেন প্রভু চরণ ধরিঞা ॥ আজ্ঞা হয় চলি আমি শ্রীচরণ সহ। সহিতে নারিব আমি তোমার বিরহ ॥ প্রভু কহে আগে যাঞা দেখ বৃন্দাবন। পাছে নীলাচলে মোর পাবে দরশন ॥ বহু যত্নে সনাতনে মথুরা পাঠাঞা। নীলাচল যাত্রা কৈলা আনন্দিত হঞা ॥ বারাণসী বাহির আইলা গৌরহরি। তা দেখিয়া আমি আগে আইলুঁ ত্বরা করি ॥ প্রভুর বৃত্তান্ত শুনি রাজা গজপতি। সার্ব্বভৌম রামানন্দ সুখী হৈলা অতি ॥ পরিতোষে দূতে দিল বস্ত্র বহু ধন। নিরন্তর করে প্রভুর চরণ চিন্তন ॥ হোথা প্রভু কাশী হৈতে বন পথ দিয়া। বন পথে পূর্ব্ব মত বিহার করিয়া ॥ শীঘ্র নীলাচল পুরে করিল গমন। প্রভু দেখি হরিধ্বনি করে সর্ব্বজন ॥ হরিধ্বনি কোলাহল বড়ই হইল। রাজা সার্ব্বভৌম আদি সে ধ্বনি শুনিল ॥ রাজা কহেন অকস্মাৎ বড় কোলাহল। হেন বুঝি গৌরচন্দ্র আইলা নীলাচল ॥ কর্ণ পাতি নিরবে শুনেন তিন জন। হোথা প্রভু দেখি সুখে লোকে কথা কন ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্যাস্মাকং সফল মভবজ্জন্মনেত্রে কৃতার্থে
সর্ব্বস্তাপঃ সপদিবিরতো নির্বৃতিং প্রাপচেতঃ।
কিম্বা ব্রূমো বহুল মপরং পশ্য জন্মান্তরং নো
বৃন্দারণ্যাৎ পুনরুপগতো নীলশৈলং যতীন্দ্রঃ॥

পয়ার॥ আজি মো সভার জন্ম হইল সফল। আজি সে কৃতার্থ হৈল নয়ন যুগল॥ আজি সব্ব তাপ গেল চিত্তের আনন্দ। বহু কি বলিব আজি হৈল পুনর্জ্জন্ম॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু আইলা নীলাচল। নীলাচল বাসী সব হৈল সুশীতল॥

পয়ার॥ রাজা কহে সার্ব্বভৌম বিলম্ব না কর। নিশ্চয় আইলা প্রভু দেখি যাঞা চল॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দ আদি সঙ্গে লঞা। প্রভু দেখিবারে দোঁহে চলিলা ধাইঞা॥ হোথা প্রভু নীলাচলে আসি উত্তরিলা। স্বরূপ পরমানন্দ পুরী দোঁহে আইলা॥ কাশীমিশ্র আদি শীঘ্র আসিয়া মিলিলা। ভক্তগণ দেখি প্রভু মহা সুখ পাইলা॥ পরমানন্দ পুরী প্রতি চৈতন্য কহিলা। তীর্থ সাধু দরশন ফল বিবরিলা॥

॥ তথাহি ॥

তীর্থদ্বয়ং যদপি তুল্য মিদং মহান্তঃ, কাশ্যাদয়োপি
পুরতঃ কলুষাপহারি। আনন্দদাঃ কিল তথাপি মহান্ত
এব, যদ্যুষ্মদীক্ষণ সুখং হি সুখায় তেনঃ॥

পয়ার॥ দুই তীর্থ পৃথিবীতে যদি তুল্য হয়। মাহান্ত কাশ্যাদি তীর্থ শাস্ত্রে যবে কয়॥ দোঁহা দর্শনাদ্যা যদি পাপ রাশি হরে। মহান্ত আনন্দ দাতা

জানিল অন্তরে॥ যত তীর্থ এত দিন ভ্রমণ করিনু। ততোধিক সুখ তোমা সবা দেখি হৈল॥ আপন হৃদয়ে আমি বুঝিনু নিশ্চয়। তীর্থ সেবা হৈতে সাধু-সঙ্গ রম্য হয়॥

পয়ার॥ অতএব তীর্থ দেখি শীঘ্র গতি আইনু। তোমা সবা দেখি সুধা সমুদ্রে ডুবিনু॥ পুরী গোসাঞি কহে প্রভু ভাগ্য মো সভার। পুনর্ব্বার দরশন পাইল তোমার॥ বিরহ দহনে দগ্ধ ছিনু বহুকাল। তোমা দেখি সে দুঃখ ঘুচিল সভাকার॥ হেনবেলে সার্ব্ব-ভৌম রামানন্দ রায়। দণ্ডবৎ প্রণাম করিল প্রভু পায়॥ দোঁহারে ধরিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন। যোড়হাতে কাশীমিশ্র কৈলা নিবেদন॥ জগন্নাথ বল্লভ ভোগের অবসানে। জগন্নাথ শয়নেচ্ছু না গেলা শয়নে॥ তোমার অপেক্ষা করি আছেন বসিয়া। অতএব শীঘ্র জগন্নাথ দেখ-সিয়া॥ দূরে হৈতে গজপতি করেন দর্শন। পুরী আদি লৈয়া প্রভু করিলা গমন॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা। সবা সঙ্গে করি পুনঃ মিশ্র ঘরে গেলা॥ নবমাঙ্ক এই হৈতে পাইল অবধি। মথুরা গমন কৈলা গৌর গুণ নিধি॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী উজ্জ্বলা। প্রেমদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ তা লিখিলা॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং নবম অঙ্কঃ॥ ৯॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।

জয়তি।



দশম অঙ্ক প্রারম্ভঃ।

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। জয় গৌর ভক্তগণ করুণা হৃদয় ॥ এই মতে ভক্তগণ রহে নীলাচলে। গৌড়ের বৈষ্ণব সব সোৎকণ্ঠ অন্তরে ॥

॥ তথাহি ॥

আয়াতঃ পুরুষোত্তমস্য গমনে কালঃ শুভোঽয়ং বয়ং,
যামঃ সত্বরমেব সম্প্রতি শিবানন্দ ত্বয়াভণ্যতাং।
প্রস্থানস্য দিনং বিধায় লিখতুক্বৈকত্র সর্ব্বেবয়ং;
গচ্ছন্তঃ সহসা ভবেম মিলিতাঃ পশ্চাৎ পুরো ভাবতঃ ॥

পয়ার ॥ গুণ্ডিচা যাত্রার কাল প্রত্যাসন্ন হৈল। নীলাচল যাইতে সবেই মনঃ কৈল ॥ হেন কালে বৈষ্ণব গোবিন্দদাস নাম। উত্তর রাঢেতে হৈতে গেলা খণ্ড গ্রাম ॥ নরহরি দাস আদি যত ভক্তগণ। তেহোঁ আসি তা সভার বন্দিলা চরণ ॥ নরহরি তাঁহারে করিয়া আলিঙ্গন। জিজ্ঞাসিল কোথা বাড়ী কি কার্য্যে গমন ॥ গোবিন্দ বলেন ঘর উত্তর রাঢেতে। ইচ্ছা হয় মোর শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে ॥ প্রতি বর্ষে তোমরা চলহ নীল গিরি। তোমা সবা সঙ্গে যাব এই চিত্তে করি ॥ নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার। নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার ॥ কিন্তু তুমি শান্তিপুরে চল পুরঃসর। যে খানে আছেন শ্রীল অদ্বৈত

ঈশ্বর॥ গৌড়ের বৈষ্ণব সব তাঁর সঙ্গে চলে। শিবানন্দ সেন পথে সমাধান করে॥ দেখ যাঞা তাঁ সভার কতেক বিলম্ব। পাছে যাব আমরা শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ॥ শুনি শ্রীগোবিন্দ দাস আনন্দিত হঞা। অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥ শুনিলাঙ অদ্বৈতাদি মহাভাগ গণে। নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য দরশনে॥ চৈতন্য পার্ষদ শ্রীসেন শিবানন্দ। সভার পালন পথে করেন স্বচ্ছন্দ॥ পথের কণ্টক রূপ যত ঘাটিয়াল। দান লাগি যাত্রিকেরে করেন জঞ্জাল॥ গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব পরম উদার। উড়িয়া জগাতি প্রতি ভয় সভাকার॥ শিবানন্দ উড়িয়া দেশের তত্ত্ব জানে। পথে বিঘ্ন সমাধান করেন আপনে॥ আপনে পায়েন দুঃখ ভক্তের কারণে। সেই দুঃখ শিবানন্দ সুখ করি মানে॥ চণ্ডাল যদ্যপি হয় ক্ষেত্রে যাইতে চায়। ততঃ প্রতিপাল্য করি সেন লঞা যায়॥ শিবানন্দ গুণ শুনি গোবিন্দ ভাবয়। তার সঙ্গে নীলাচলে যাইব নিশ্চয়॥ এত বলি গোবিন্দ কথক দূর গেলা। আগে এক মহা যতী বৈষ্ণব দেখিলা॥ তাঁরে দেখি বৈদেশিক শ্রীগোবিন্দ দাস। আপন অন্তরে অতি পাইল উল্লাস॥ ইহোঁ অতি সমীচীন জিজ্ঞাসি ইহারে। তাহার নিকটে গেলা হরিষ অন্তরে॥ তারে জিজ্ঞাসিল কাঁহা তোমার বসতি। কি নাম তোমার কাঁহা যাইব সংপ্রতি॥ তিহোঁ কহে আমার গন্ধর্ব্ব বলি নাম। শ্রীঅদ্বৈত শিষ্য ঘর শান্তিপুর গ্রাম॥ আমার গোস্বামী আজ্ঞা করিল আমারে। আজ্ঞা

লৈয়া যাই শিবানন্দ সেন ঘরে॥ মোরে আজ্ঞা করিল গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈত। নীলাচল গমনের কাল উপস্থিত॥ শিবানন্দে কহ যাত্রা দিবস করিয়া। লিখিয়া পাঠাও মোরে স্থান নির্দ্ধারিয়া॥ সেই স্থানে মিলি যেন সকল বৈষ্ণবে। নানা গ্রাম হৈতে অগ্রে কি পশ্চাৎ ভাবে॥ বৈদেশিক শুনি ভাবে আপন অন্তরে। যে শুনিল তা দেখিল নয়ন গোচরে॥ তথাপি জিজ্ঞাসি বলি জিজ্ঞাসে গন্ধর্ব্বে। শিবানন্দ প্রতিপাল্য হৈয়া জান সর্ব্বে॥ কহ দেখি অপরিচিত হয় এই জন। শিবানন্দ করেন কি তাহার পালন॥ গন্ধর্ব্ব বলেন কিবা কথা অহে বল। কুক্কুরেহ শিবানন্দ পালি লঞা গেল॥ মনুষ্যে যে লঞা যাব কি বিচিত্র কথা। তাহে তুমি ভক্ত লঞা যাইব সর্ব্বথা॥ বৈদেশিক শুনি জিজ্ঞাসিল গন্ধর্ব্বেরে। কেমতে পালিঞা লঞা গেল কুক্কুরেরে॥ গন্ধর্ব্ব বলেন শুন কহি সে প্রসঙ্গ। তখন মথুরা যাত্রা না কৈল গৌরাঙ্গ॥ নীলাচলে গৌরচন্দ্র থাকেন কৌতুকে। প্রতি বর্ষ গৌড়িয়া আসিয়া দেখে সুখে॥ ইতি মধ্যে এক বর্ষে শিবানন্দ সনে। সহস্র সহস্র লোক চলিল দর্শনে॥ হেনকালে ভাগ্যরাশী এক মহাজন। কুক্কুরত্ব না জানি পাইলা কি কারণ॥ তাহার অন্তরে ইচ্ছা চৈতন্য দেখিতে। বৈষ্ণব সংঘটে তিঁহ আইলা আচম্বিতে॥ কেহো নাহি জানেন কুক্কুর অভিপ্রায়। শিবানন্দ নিকটে নিকটে চলি যায়॥ কুক্কুর দেখিয়া

লোক খেদি দিতে চায় । ভয় পাঞা কুক্কুর সেনের আড়ে যায় ।। তা দেখিয়া শিবানন্দে দয়া হৈল অতি। অতিশয় শ্রদ্ধা কৈল সারমেয় প্রতি ।। লোকে নিবারিঞা শ্বানে সঙ্গে লঞা চলে । দিবসে দিবসে বাসা করেন যে স্থলে ।। অনুচ্ছিষ্ট অন্ন আগে কুক্কুরে খাওয়ান । পশ্চাৎ আপনে করে অন্ন জল পান ।। শিবানন্দ সেনের অগম্য অনুভব। তেঞি তাঁর অধিক চৈতন্য কৃপা লাভ ।। না জানে চৈতন্য বিনা চৈতন্য উপাস্য । চৈতন্য সম্বল যার করে তার দাস্য ।। তাহার অন্তর অন্য লোকে নাহি জানে। সভে বলে আগে অন্ন শ্বানে দেহ কেনে ।। শিবানন্দ কহে ইহোঁ যাব নীলাচল । দেখিব আমার প্রভুর চরণ যুগল ।। ইহাঁরে উচ্ছিষ্ট দিলে অপরাধ হয় । ভক্তে জাতি কুলাদি বিচার ভাল নয় ।। এত বলি কুক্কুরে প্রণয় করে গাঢ। নদ্যাদি হইতে পার কষ্ট হয় বড় ।। উৎকলের নাবিক কক্কুরে না চঢায়। শিবানন্দ সেন সেই নাবিকে বুঝায় ।। ততঃ কড়ি দিব আমি যাথে তুষ্ট হও । আমার কুক্কুরে পার কর মহাশয় ।। এই মতে পালিয়া কুক্কুরে লঞা যায় । শিবানন্দ পাছু বিনা শ্বানে নাহি পায় ।। এই মতে পথের ত্রিভাগ চলি গেলা । এক দিন শিবানন্দ পশ্চাৎ রহিলা ।। ভৃত্যকে কহিল শ্বানে যাবে সঙ্গে লঞা। পাছে আমি যাই ঘাটিয়াল প্রবোধিয়া ।। আগে গেলা সভে পথে করি বাসা স্থান। রন্ধনাদি করি কৈল অন্ন জল পান ।। ভৃত্য কক্কুরকে অন্ন দিতে পাসরিলা ।

শিবানন্দ সেন আসি ভৃত্যে জিজ্ঞাসিলা॥ সে কহিল শ্বানে অন্ন দিতে পাসরিল। শিবানন্দ মনে বড় সন্তাপ হইল॥ আপনে উঠিয়া চারি দিগে নাম দিয়া। ব্যগ্র হৈয়া ফিরে সেন কুক্কুর চাহিয়া॥ কুক্কুরের উদ্দেশ কোথাও না পাইল। দুঃখি হঞা সে দিবস উপবাস কৈল॥ এই মত নীলাচল পর্য্যন্ত আইলা। কুক্কুরের দরশন কাঁহা না পাইলা॥ চৈতন্যের গতি কিছু বুঝিতে না পারি। সে কুক্কুর গিয়াছেন নীলাচল পুরী॥ সিন্ধু তট নিকটে একাকি গৌরহরি। বসিয়া আছেন সব সঙ্গ পরিহরি॥ সেই মাত্র কুক্কুর আছেন প্রভু পাশ। চৈতন্য দেখিয়া বাঢে অধিক উল্লাস॥ দূরে হৈতে শিবানন্দ কুক্কুর দেখিয়া। মহা অপরাধী প্রায় কাতর হইয়া॥ কুক্কুরকে প্রণাম করি দূরে রহে ত্রাসে। হোথা শ্রীচৈতন্য সেই কুক্কুরে দেখি হাসে॥ জগন্নাথ প্রসাদ যে নারিকেল শস্য। শ্রীহস্তে করিয়া হঞা তার কৃপাবশ্য॥ খণ্ড খণ্ড পেলি দেন কুক্কুর অন্তিকে। কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল বলেন কৌতুকে॥ কুক্কুর প্রসাদ খায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। নেত্রে অশ্রু বহে শ্বান প্রভুকে নেহালে॥ তার ভাগ্য দেখি শিবানন্দে চমৎকার। কুক্কুরকে প্রণাম করিল পুনর্ব্বার॥ কুক্কুরের পাশে শিবানন্দ সেন গেলা। বিনয় করিয়া অপরাধ ক্ষমাইলা॥ ততঃপর সেই কুক্কুরে কেহো না দেখিলা। চৈতন্য ইচ্ছায় শ্বান অন্তর্দ্ধান কৈলা॥ হেন বঝি সেই দেহে রূপান্তর হৈলা। চৈতন্যের লোকান্তরে গেলেন চলিঞা॥ গন্ধর্ব্বের

মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিল । বৈদেশিক বলে মোর শুভ দিন হৈল ।। চৈতন্যের কথা হৈল কর্ণের অতিথি। এমন কারুণ্য সিন্ধু নাহি দেখি কতি ।। কুক্কুরে বোলায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম গাঁথা । মনুষ্যে যে বোলাইব কি আশ্চর্য্য কথা ।। বৈদেশিক বলে ভাই কহ সমাচার । পথে ঘাটিয়াল করে কিবা ব্যবহার ।। গন্ধর্ব্ব বলেন ভাই শুনহ প্রবৃত্তি । উড়িয়া জগাতি সব বড়ই দুর্ম্মতি ।। চৈতন্যের প্রভাবে চৈতন্য ভক্তগণে। কিছু না করেন সুখে করেন গমনে ।। দৈবে কোন কোন বর্ষে কষ্ট আসি হয় । কিবা কষ্ট হয় বৈদেশিক জিজ্ঞাসয় ।। গন্ধর্ব্ব বলেন শুন কহি কষ্ট শেষ । শিবানন্দ সেন যাতে পাইল বহু ক্লেশ ।। এক বর্ষে আমার ঈশ্বর আদি করি । সহস্র সহস্র লোক চলে নীল গিরি ।। সর্ব্ব অতি ভাবক শ্রীসেন শিবানন্দ । স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গে চলে পরম আনন্দ ।। ঘাটে ঘাটে ওড়ু দেশে জগাতি বিস্তর । মোর প্রভুর গণ বিনা সভে দেই কর ।। লোক সব লেখা করি ঘাটে শিবানন্দ । একা রহে সর্ব্ব লোক চলেন স্বচ্ছন্দ ।। লেখা করি কড়ি দিয়া সেন পাছু যায় । শিবানন্দ হৈতে কেহো দুঃখ নাহি পায় ।। এই মত চলি গেলা রেমুণা পর্য্যন্ত । তাঁহা ঘউপাল এক পরম দুরন্ত ।। গজপতি রাজার আমাত্য সে আছিল । রেমুণা দেশের ঘউপাল আসি হৈল ।। সে কালে দক্ষিণ দেশে গেলা গজপতি । দেশে রাজা নাহি তার বাঢিল দুর্ম্মতি ।। স্বতন্ত্র হইয়া দুষ্ট মর্য্যাদা লংঘিল।

অদ্বৈতাদি যত জন সভারে রোকিল ॥ সভা পাছে করি শিবানন্দ আগে গেলা। দুষ্ট ঘাটিয়াল তাঁরে বিস্তর ভৎসিলা॥ শিবানন্দ বলে যে উচিত কর লেহ। পূজ্যতম লোকেরে দুর্ব্বাক্য কেনে কহ ॥ ঘাটিয়াল বোলে লেখা কর মোর আগে। জনপ্রতি মোর ঘাটে কাহনেক লাগে ॥ গতায়াত করিয়াছ যতেক বৎসর। মোরে আনি দেহ সে সকল রাজ কর ॥ ইহা বলি সব লোকে গণিল আপনে। অসংখ্য করিল মুদ্রা শিবানন্দ স্থানে॥ মুদ্রা না পাইয়া দুষ্ট কোপাবিষ্ট হৈল। কাষ্ঠের নিগড়ে শিবানন্দকে বান্ধিল॥ বৈষ্ণবের মহিমা না জানে সে অজ্ঞান। তুলসীতে প্রস্রাব করয়ে যেন শ্বান॥ অদ্বৈত শঙ্কর রূপ মহিমা প্রচণ্ড। লীলা মাত্রে সংহার যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ॥ সে রুদ্র বৈষ্ণব শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে। হিত বিনা জীবের সংহার নাহি করে ॥ তেঞি হেন অপরাধে সে দুষ্ট বাঁচিল। শিবানন্দ নিগড়েতে বন্ধ যে রহিল॥ শিবানন্দে বন্ধ দেখি উদ্বেগ সভার। অদ্বৈতাদি অস্নাত না করিল আহার ॥ধর্ম্ম হীন পরম দুরন্ত ঘাটিয়াল। রাত্র্যে নিদ্রা গেল সুখে করিয়া আহার ॥ অদ্বৈতাদি উপবাসী করে জাগরণ। অর্দ্ধ রাত্র্যে ঘট্টপাল দেখিল স্বপন॥ সিংহ মূর্ত্তি ধরি শ্রীচৈতন্য ভগবান। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আইলা ঘট্টপাল স্থান ॥ নখাঘাত বুকে মারি কহে ক্রুদ্ধ হঞা। অরে দুষ্ট মোর ভক্তে রাখিলি বান্ধিয়া ॥ শীঘ্র শিবানন্দে ছাড়ি পায়ে পড় তার। নতুবা অধমে আমি করিব সংহার॥ সহজ অক্রোধ

আমি ভক্ত দুঃখে দুঃখি। অধমে প্রচণ্ড তাহে হিরণ্যাক্ষ সাক্ষী॥ এত বলি শ্রীচৈতন্য অন্তর্দ্ধান কৈল। ঘউপাল জাগি তত্র কাঁপিতে লাগিল॥ নিজ ভৃত্য ডাকি শীঘ্র দেউটী জ্বালাঞা। শিবানন্দে আনিতে দিলেক পাঠাইয়া॥ কাষ্ঠের নিগড়ে শিবানন্দ বন্দী আছে। দেউটী লইয়া দূত আইল তাঁর কাছে॥ নিগড় মোক্ষণ করি ডাকি লঞা যায়। পরম উদ্বেগ হৈল সেনের হিয়ায়॥ সেন বলে লঞা পাছে করয়ে প্রহার। চৈতন্য চরণ স্মৃতি করে বার বার॥ বল্লভ নামেতে বন্ধু সেনের আছিলা। তাঁরে সঙ্গে লঞা ঘউপাল স্থানে গেলা॥ ঘউপাল জাগি বসি খট্টার উপর। চারি দিগে দীপ ধারী মনষ্য বিস্তর॥ দেখি শিবানন্দ ভয় পাইল অন্তরে। না জানি চণ্ডাল বেটা কোন শাস্তি করে॥ হেন দেখি ঘউপাল সম্ভ্রমে উঠিল। ভীত হঞা শিবানন্দ চরণে ধরিল॥ সেনে জিজ্ঞাসিল অহে শুন মহাশয়। পরিকর লঞা তুমি করিলা বিজয়॥ শিবানন্দ বলে সঙ্গে আছে পরিবার। ঘউপাল বলে তুমি লোক হও কার॥ সেন কহে শুনিয়াছ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাঁর লোক তাঁহা বিনু নাহি জানি অন্য॥ আমাত্য কহেন তুমি চৈতন্যের জন। জগন্নাথ লোক আমি করি নিবেদন॥ কহ দেখি জগন্নাথ গৌর ভগবান। এ দোঁহার মধ্যে কোন হয়েন মহান॥ সেন কহে সত্য কহি এই মোর জ্ঞান। জগন্নাথ হৈতে মোর চৈতন্য মহান॥ সেন বাক্যে ঘউপাল বড় প্রীত পাইল। অপরাধী

হঞা যেন কহিতে লাগিল ॥ শুন মহাশয় আমি দেখিনু স্বপন। চৈতন্য গোসাঞি মোরে কহিল বচন ॥ মোর লোকে বন্দী করি রাখিলি অজ্ঞান। শীঘ্র ছাড়ি দেহ নহে বধিব পরাণ ॥ এত বলি ভয়ঙ্কর সিংহ মূর্ত্তি হঞা। মোর বক্ষে বসি গেলা নখাঘাত দিয়া ॥ তুমি মোর অপরাধ ক্ষম মহাশয়। ধনে কার্য্য নাহি সুখে করহ বিজয় ॥ স্নান পান ভোজন করহ শীঘ্র যাঞা। প্রাতঃকালে সুখে যাবে সভা সঙ্গে লঞা ॥ দুই দীপ ধারী প্রতি কহিল সত্বর। যথা আছে ইহার পুত্রাদি পরিকর ॥ সেই স্থানে রাখ লৈয়া দিপিকা ধরিঞা। প্রণাম করিয়া সেনে দিল পাঠাইয়া ॥ সকল বৈষ্ণব আছে পথ পানে চাঞা। হেন কালে সেন আইলা হাসিয়া হাসিয়া ॥ তাঁরে দেখি সভার আনন্দ উপজিল। অদ্বৈতাদি রাত্র্যে সব স্নান পান কৈল ॥ এই মতে কথন কথন কষ্ট হয়। সেহ কষ্ট নাহি পান চৈতন্য কৃপায় ॥ বৈদেশিক কহে কহ চৈতন্য করুণা। ঐশ্বর্য্য প্রভাব তাঁর কে করে গণনা ॥ গন্ধর্ব্ব বলেন ভাই কোথা হৈতে তুমি। বৈদেশিক কহে উত্তরাঢে থাকি আমি ॥ খণ্ডবাসী নরহরি দাস আদি সভে। মোরে পাঠাইয়া দিল কার্য্যের গৌরবে ॥ কবে শিবানন্দ যাব নীলাচল পরে। তাঁর স্থানে যাই এই বার্ত্তা জানিবারে ॥ গন্ধর্ব্ব বলেন তুমি ইহা কর স্থিতি। আমি শিবানন্দ স্থানে যাইব সংপ্রতি ॥ অদ্বৈত গোসাঞি প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁহার নিকটে তুমি সুখে বাসা কর ॥

আমি বার্ত্তা আনি শিবানন্দ স্থানে যাঞা। আর দশ জন আছে অপেক্ষা করিয়া॥ তোমা হেন তাঁরা নীলাচল যাইতেছিল। শ্রীঅদ্বৈত তা সভারে নিকটে রাখিল॥ আমি যাব তুমি সব যাবে মোর সঙ্গে। ইহা বলি দশ জনে রাখিয়াছে রঙ্গে॥ বৈদেশিক বলে কহ সেই দশ জনে। তোমার ঈশ্বর এত কৃপা কৈল কেনে॥ গন্ধর্ব্ব বলেন ভাই শুনহ কারণ। তার মধ্যে পরম মধুর এক জন॥ লোক নেত্র রসায়ন নবীন বয়স। অতি রমণীয় রূপ মূর্ত্তি ভক্তি রস॥ সহজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তাহে অবতীর্ণ। বাহির অন্তর তাঁর প্রেম রসে পূর্ণ॥ শ্রীনাথ তাহার নাম দ্বিজ কুল চন্দ্র। তাঁরে দেখি অদ্বৈত পাইল পরানন্দ॥ তাঁরে অতি প্রীত করি কহিল তাঁহারে। নিভৃতে গৌরাঙ্গচন্দ্র দেখাব তোমারে॥ অন্য সঙ্গে না যাইহ থাক মোর ঘরে। মাস ভরি দশ জনে যোগ ক্ষেম করে॥ বৈদেশিক বলে ভাই যে আজ্ঞা তোমার। তোমার অপেক্ষা করি তুমি লইলে ভার॥ গন্ধর্ব্ব গমন কৈল শিবানন্দ ঘরে। বৈদেশিক রহিলা অদ্বৈত শান্তিপুরে॥ ইহারে নাটক শাস্ত্রে বলি বিষ্কম্ভক। প্রেমদাস কহে গৌরচন্দ্র নিস্তারক॥

পয়ার॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভকত বৎসল। কলি যুগ পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর॥ হোথা শিবানন্দ নীলাচল যাইবারে। সত্বর হইয়া সঙ্গী সঙ্গে যুক্তি করে॥ হেন কালে চারি জন গেলা তাঁর স্থানে। দেখি শিবানন্দ পুছে তার এক জনে॥ কোথা হৈতে

আইলে তুমি কোথায় নিবাস। তিঁহ কহে পাঠাইল গোবৰ্দ্ধন দাস ॥ গোবৰ্দ্ধন নাম শুনি শিবানন্দ হাসে। বুঝিলাঙ যে নিমিত্ত আইলা মোর পাশে ॥ রঘুনাথ দাসের উদ্দেশ করিবারে। মোর স্থানে গোবৰ্দ্ধন পাঠাইল তোমারে ॥ লোক কহে অই কার্য্যে আমার গমন। সেন কহে সে উদ্দেশে কোন প্রয়োজন ॥ সমাগত লোক কহে শুন মহাশয়। রঘুনাথ দাস সনে আছে পরিচয় ॥ সেন বলে পরিচয় কি জিজ্ঞাস তার। প্রাণাধিক প্রিয় রঘুনাথ মো সভার ॥ বড় বিষয়ীর পুত্র ইহার কারণে। আমরা প্রণয় নাহি করিব তার সনে ॥ রাজ্য ধন পিতা মাতা দারা আদি ছাড়ি। বিরক্ত হইয়া গেলা নীলাচল পুরী ॥ তাহার বৈরাগ্য রীতি সৌশীল্য ভজন। দেখি তারে প্রীতি করে সর্ব্ব ভক্ত গণ ॥

॥ তথাহি ॥

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুর শ্রীবাসুদেব প্রিয়,
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেক সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপোনুগো,
বৈরাগ্যৈক নিধির্ন কস্যাবিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং ॥

পয়ার ॥ শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞির বাসুদেব ছাত্র। যদুনন্দন আচার্য্য তাহার কৃপা পাত্র ॥ তাঁর শিষ্য রঘুনাথ প্রাণাধিক মোর। শ্রীচৈতন্য কৃপামৃতে সিক্ত স্নিগ্ধ তর ॥ বৈরাগ্যের নিধি দেখি গৌর ভগবান। অনুগত করি দিল স্বরূপের স্থান ॥

স্বরূপানুগত রঘু কেবা নাহি জানে। নীলাচলবাসী সব জ্ঞাত তাঁর গুণে॥

॥ তথাহি ॥

যঃ সর্ব্বলোকৈক মনোভিরুচ্যা, সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা। যত্রায়মারোপণ তুল্যকালং, তৎ প্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ॥

পয়ার॥ আর শুন রঘুনাথ দেখে যেই জন। তার মনঃ হরে তার সৌভাগ্য দ্বিগুণ॥ কৃষ্ণ প্রেম বৃক্ষ বীজ কৈল আরোপণ। রোপা মাত্র বৃক্ষ ফলবান ততঃক্ষণ॥ সাধন সেচন আদি অক্ষে নাহি যাহা। অতুল্য রঘুর প্রেম কি কহির তাহা॥ সর্ব্ব প্রিয় তাঁহার উদ্দেশ নাহি ফল। তথাপি আমার সঙ্গে চল নীলাচল॥

পয়ার॥ অদ্বৈত দেবের আজ্ঞা যাবত না পাই। তাবৎ বিলম্ব কহিলাঙ তোমা ঠাঞি॥ হেনকালে গন্ধর্ব্ব অদ্বৈত শিষ্যবর। ত্বরান্বিত গেলা শিবানন্দ শিষ্য ঘর॥ দূরে হৈতে গন্ধর্ব্বে দেখিয়া শিবানন্দ। কার্য্য সিদ্ধি হৈল বলি পাইল আনন্দ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বসাইল আসনে। গন্ধর্ব্ব বলেন শুন আইলুঁ যে কারণে॥ নীলাচল যাত্রার বিলম্ব কি তা বল। সেন বলে তাঁর আজ্ঞা অপেক্ষি সকল॥ গন্ধর্ব্ব বলেন আর শুনহ বিশেষ। স্নান যাত্রা এবৎসরে দেখিব মহেশ॥ শিবানন্দ বলে এই অভীষ্ট সভার। শীঘ্র চল গোসাঞিরে কহ সমাচার॥ এই আমি যাত্রা দিন নির্দ্ধার করিব। শীঘ্র তবে তাঁরপদে পদা-

স্তিকে যাব ॥ শ্রীবাসাদি স্থানে যাই সভে যুক্তি করি। এই পথে শীঘ্র আমি যাব শান্তিপুরী ॥ কুমারহট্টকে গেলা সেন শিবানন্দ। গন্ধর্ব্ব গেলেন যথা শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥ অমৃতের অমৃত শ্রীচৈতন্য বিহার। প্রেমানন্দ দাস কহে আনন্দ ভাণ্ডার ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্য সর্ব্ব লোকনাথ। কাতরে করহ প্রভু কৃপা দৃষ্টিপাত ॥ হোথা নীলাচলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। চৈতন্য প্রভুর দেখি অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য ॥ আপনার মনে মনে করেন বিচার। গৌড় নীলাচল প্রভু করিল নিস্তার ॥ তীর্থ যাত্রা ছল করি দক্ষিণের লোকে। কৃষ্ণ ভক্তি বুঝাইলা আপনে কৌতুকে ॥ বারাণসী যতী সব পণ্ডিত প্রবল। ষড়্‌দর্শন ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সকল ॥ বৃথা ব্যাখ্যা উচ্চারিয়া বৃথা কাল যায়। কণ্টক আহার যেন মহাঙ্গ করয় ॥ গৃহ ছাড়ি সন্ন্যাস শব্দাদি জ্ঞানবান। না জানে গোবিন্দ ভক্তি রস আস্বাদন ॥ দ্রব্য গুণ কর্ম্ম আর সামান্য বিশেষ। সম্ভাব অভাবের সদাই উদ্দেশ ॥ অনুমিতি উপমিতি জাত্যুপাধি আর। ন্যাসী হঞা বৃথা সদা করয়ে বিচার ॥ পরাভব নাহি পায় যদ্যপি বিচারে। তবে তা সভারে কেহ ফিরাইতে নারে ॥ অতএব বারাণসী আপনি যাইব। শ্রীচৈতন্য পদ সভাকারে লওয়াইব ॥ যদ্যপি চৈতন্য অনুমতি নাহি ইথি। তথাপি যাইব আমি বারাণসী প্রতি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মত লওয়াব সভারে। এই হেতু বারাণসী যাব হঠাৎকারে ॥

না জানি কি হয় মেনে চৈতন্য ইচ্ছায়। চৈতন্য করুণা মোর কেবল সহায়॥ যদ্যপি করুণা ভগবানের অধীনা। কভু ভগবানে বশ করেন করুণা॥ চৈতন্য করুণা জয় বলি যাত্রা কৈলা। নীলাচলে হৈতে পথ কথো দূরে গেলা॥ হেথা গৌড় হইতে যত বৈষ্ণব মণ্ডল। শ্রীচৈতন্য দেখিবারে যান নীলাচল॥ দূরে হৈতে সার্ব্বভৌম তাঁ সভারে দেখে। নিজ মনে অনুমান করেন কৌতুকে॥ একত্র মিলিয়া লোক আসিছে বিস্তর। আকারে বেশেতে জানি নানা দেশে ঘর॥ অতএব তৈর্থীক হইব সর্ব্ব জন। পুনরপি ভাল রীতে করে নিরীক্ষণ॥ তিলকাদি দেখি বলে গৌড়িয়া সকল। পুনঃ দেখে মধ্যে শোভে অদ্বৈত ঈশ্বর॥ তবে দেখে আইসে নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীনিবাস হরিদাস প্রভৃতি বহুত॥ শ্রীগোবিন্দ ঘোষ আদি গদাধর দাস। কাশীনাথ মকরধ্বজ নরহরি দাস॥ কুলীন গ্রামী রামানন্দ আদি বৈষ্ণব। গৌরীদাস আদি নিত্যানন্দ সঙ্গী সব॥ চৈতন্য পার্ষদ সব কি বহুত আর। বড়ই মঙ্গল হৈল দেখিয়া আমার॥ অতএব ইহাঁ আজি করিব নিবাস। প্রত্যেকে সভার সনে করিব সম্ভাষ॥ দূরেহৈতে অদ্বৈতাদি দেখি সার্ব্বভৌমে। মনে ভাবে ক্ষেত্র ছাড়ি আইল কি কারণে॥ সার্ব্বভৌম আসি অদ্বৈতেরে প্রণমিলা। এই মত যথা যোগ্য সভারে মিলিলা॥ সভা পাছে দূরে আসিছেন হরিদাস। দেখি সার্ব্বভৌমে হৈল পরম উল্লাস॥ শ্লোক

পড়ি প্রণাম করিল হরিদাসে। দূরে পলাইলা হরি দাস মহা ত্রাসে ॥

॥ তথাহি ॥

কুলজাত্যানপেক্ষায় হরিদাসায়তে নমঃ ॥

পয়ার ॥ দূরে প্রণমিল হরিদাস পাঞা ভয়। দেখি সার্ব্বভৌম হরিদাস প্রতি কয় ॥ জাতি কুল বৃথা সব ইহা বুঝাইতে। ম্লেচ্ছ কুলে তুমি জন্ম লইলে ইচ্ছাতে ॥ প্রতি দিনে তিন লক্ষ লও কৃষ্ণ নাম। সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে করেন প্রণাম ॥ আমার নমোস্য তুমি এবা কোন চিত্র। ভক্তি বলে কর তুমি ভুবন পবিত্র ॥ নিজ স্তব শুনি লজ্জা পাইল হরিদাস। সার্ব্বভৌম চেষ্টা দেখি সভার উল্লাস ॥ অদ্বৈত গোসাঞি সার্ব্বভৌমে জিজ্ঞাসিলা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ ছাড়ি কেন আইলা ॥ সার্ব্বভৌম বলে মোর মনে এই হইল। কাশীর সন্ন্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল ॥ ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার। কৃষ্ণ ভক্তি প্রতিপাদ্য অজ্ঞাত সভার ॥ ত্বং পদার্থ তৎপদার্থ ব্যষ্টি সমষ্টি। ব্রহ্ম চিদানন্দ শব্দ কহে হঞা তুষ্টি ॥ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন। চৈতন্যের মত না বুঝিল কোন জন ॥ অতএব আমি যাঞা বিচার করিয়া। প্রভু মত লওয়াইব সকল খণ্ডিয়া ॥ শুনিঞা অদ্বৈত আদি সন্তোষ হইল। সকল বৈষ্ণব গণে ডাকিয়া কহিল ॥ আজি এই স্থানে সভে করহ নিবাস। সার্ব্বভৌম সঙ্গে গোষ্ঠী করিব সম্ভাষ ॥ শুনি সর্ব্ব ভক্ত কহে যে আজ্ঞা তোমার। যথা যোগ্য বাস স্থান হইল সভার ॥

হেনকালে শিবানন্দ ভাগিনা শ্রীকান্ত । মাতুলের প্রতি কহে মনের বৃত্তান্ত ।। তুমি মাতুল মহাশয় আজ্ঞা যদি পাই । আগে আমি নীলাচলে প্রভু স্থানে যাই ।। সেন বলে যথা সুখ করহ গমন । প্রণাম করিঞা শ্রীকান্তের নিষ্ক্রমণ ।। সার্ব্বভৌম অদ্বৈত বলেন আস্য হেথা । যথা কালে তোমার শুনিব সব কথা।। সর্ব্ব ভক্ত লঞা শ্রীঅদ্বৈত ভগবান । সার্ব্বভৌম মুখে শুনে সকল আখ্যান ।। নীলাচলে স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন । পরস্পর কথা কহে সুপ্রসন্ন মনঃ।। স্বরূপ বলেন শুনিলাঙ গৌড় হৈতে । আসিছে বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে ।। গোবিন্দ বলেন সত্য পথে সভা ছাড়ি । শ্রীকান্ত আইলা আগে নীলাচল পুরা ।। স্বরূপ বলেন কহ কাঁহা সে শ্রীকান্ত । গোবিন্দ কহে প্রভু সনে কহিছে বৃত্তান্ত ।। স্বরূপ বলেন চল তথাই যাইব । গৌড়ের বৈষ্ণব সব বৃত্তান্ত শুনিব ।। পুরীশ্বর সঙ্গে হোথা বসি গৌরহরি । কথো দূরে শ্রীকান্ত আছেন নমস্করি ।। প্রভু বলে শ্রীকান্ত একাকি কি কারণ । শ্রীকান্ত বলেন যৈছে তোমার প্রেরণ ।। গৌড়িয়া সকল ভক্ত আসিছিলা পথে । মধ্যে পথে দেখা হৈল সার্ব্বভৌম সাথে।। সে দিবস তথাই রহিলা সার্ব্বভৌম । তোমা দেখিবারে মোর উৎকণ্ঠিত মনঃ ।। সভা ছাড়ি আইলু আমি তোমা দরশনে । প্রভু তারে জিজ্ঞাসেন সহাস্য বদনে ।। কহ দেখি গৌড় হৈতে কে কে ভক্ত গণ । এ বৎসর নীলাচলে করিলা গমন ।। শ্রীকান্ত বলেন যত গৌড়ের ভক্ত গণ। তথা

কেহ নাহি তাঁরা সব আসিয়াছেন ॥ শ্রীচরণ না দেখেন যৈছে কৃথো জন। এবৎসরে দেখিতে করিলা আগমন ॥ হেনকালে স্বরূপ আইলা সেই স্থলে। মহাপ্রভু জয়তি জয়তি বাক্য বলে ॥ মহাপ্রভু আস্য আস্য স্বরূপ বলিয়া। আপন নিকটে তাঁরে বসাইল লঞা ॥ শ্রীকান্ত প্রণাম কৈল স্বরূপ চরণে। শ্রীকান্তে পুছেন প্রভু কহ বিবরণে ॥ আমার অদৃষ্ট তবে পূর্ব্ব আছেন কে। শ্রীকান্ত বলেন শুন আসিয়াছেন যে ॥ অদ্বৈত গোসাঞি পুত্র পরম উদার। বিষ্ণুদাস শ্রীগোপাল দাস নাম যার ॥ এই দুই করিয়াদি আর পুত্র সব। অদ্বৈতের সঙ্গে আর পরম বৈষ্ণব ॥ সর্ব্বলোক প্রিয় তেঁহো পরম মধুর। তাঁরে দেখি লোকের দুঃখাদি যায় দূর ॥ প্রভু কহে সভে আইসে শিবানন্দ সনে। তিঁহত ছাড়িয়া বা অদ্বৈত সঙ্গ কেনে ॥ শ্রীকান্ত বলেন প্রভু অদ্বৈত গোসাঞি। তারে দেখি হৃদয়ে পরম সুখ পাই ॥ কহিল তোমারে আমি নিভৃতে লইব। মহাপ্রভু বিশেষানুগ্রহ পাওয়াইব ॥ এই তাঁর আশ্বাস পাইয়া সুখী হৈলা। তেঞি শিবানন্দ ছাড়ি তাঁর সঙ্গ লৈলা ॥ এত শুনি মহা প্রভু মধুর হাসিয়া। কহিতে লাগিলা স্বরূপের পানে চাঞা ॥

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতোপায়নি মিদ মতি স্বাদু ভাবীতি কার্য্যং,
প্রেমৈতস্মিন্ কিমপি ভবতাপ্যত্র মৈত্রী স্বরূপ।
ত্বঞ্চাস্মিন্ শঙ্কর সুমধুরং ভাবমুদ্ভাবয়েথাঃ,
সর্ব্বেষাং হি প্রকৃতি মধুরো বস্তুলোকেন যোগঃ ॥

পয়ার ।। অদ্বৈত আনিছে যারে করিয়া সম্মান। সে অবশ্য হইবেন বৈষ্ণব প্রধান ।। অতএব আমি প্রেম করিব শ্রীনাথে। তুমিহ করিহ মৈত্রী শ্রীনাথের সাথে ।। শঙ্কর মধুর ভাব করিহ তাঁহারে। গুণের সহিত যোগ প্রকৃতি মধুরে ।।

পয়ার ।। স্বরূপ শঙ্কর কহে যে আজ্ঞা তোমার। মহাপ্রভু শ্রীকান্তে পুছেন পুনর্ব্বার ।। আর কে আসিছে বল কহেন শ্রীকান্ত। বাসুদেব দত্তের নন্দন অতি শান্ত ।। আমার মাতুল পুত্র দুই আইসে আর। প্রভু কহে পূর্ব্ব দেখা পাইয়াছি তার ।। শ্রীকান্ত বলেন তার কনিষ্ঠ যে জন। তিহোঁ প্রভু তোমার না দেখেন চরণ ।। শুনি মহাপ্রভু কহে পুরীশ্বর প্রতি। গোসাঞি তোমার দাস আসিছে সংপ্রতি ।। শ্রীকান্ত বলেন প্রভু এই সমাচার। পরমানন্দ দাস নাম রাখিয়াছ যার ।। গর্ব্ভে যবে ছিলা এই মাতুল নন্দন। শ্রীমুখে আপনে তবে কহিলা বচন ।। শিবানন্দ এবার তোমার পুত্র হবে। পরমানন্দ দাস নাম তাঁহার রাখিবে ।। প্রভু হাসি বলে আর কে আসিছে বল। তিহোঁ কহে রামানন্দ পুত্রাদি সকল ।। ঠাকুরাণী সব লৈয়া নবীন কুমার। চরণ দেখিতে প্রভু আসিছে তোমার ।। পুরীশ্বর স্বরূপেশ্বরে কহে গৌররায়। অপূর্ব্ব আসিছে সব দেখিতে আমায় ।। তেঞি অদ্বৈতাদি যত গৌড়িয়া সকল। আমার দর্শন সভে পাব এবৎসর ।। পুরীশ্বর স্বরূপ শুনিয়া মৌনী হৈলা। চমৎকার পাঞা মনে ভাবিতে লাগিলা ।। নিষ্ঠুর

বচন কেনে প্রভু অকস্মাৎ। কহিল তা ভাল ব্যক্ত হইব পশ্চাৎ ॥ প্রভু কহে শ্রীকান্ত কি জান সমাচার। এ বৎসর অদ্বৈত দেখা করিব রাজার ॥ শ্রীকান্ত বলেন প্রভু দূরে হৈতে আইলুঁ। এ কথার ভদ্রাভদ্র কহিতে নারিলুঁ ॥ পুরীশ্বর স্বরূপ ভাবেন মনে মনে। এ কথার সন্দর্ভ পাইল এতক্ষণে ॥ গত বর্ষে অদ্বৈত গোসাঞি রাজা সনে। সম্ভাষা করিল কোন কার্য্যের কারণে ॥ সে আক্রোশ প্রভুর অদ্যাপি মনে জাগে। দৃক্‌পাৎ না করে প্রভু বিষয়ীর দিগে॥ মহাপ্রভু পুরীশ্বর প্রতি পুনঃ কয়। বাসুদেবের চরিত সে আমারে রুচয় ॥ পুরীশ্বর বলে প্রভু ভাগ্য সে তাহার। পরোক্ষেহ আপনে প্রশংসা কর যার ॥ ভক্ত কথা কহে ঐছে ভকত বৎসল। হেন কালে হৈল হরিধ্বনি কোলাহল ॥ শুনি পুরীশ্বর কহে মহাপ্রভু প্রতি। নিকটে আইলা সব বৈষ্ণব সংপ্রতি॥ অই শুন হরিধ্বনি মহা কোলাহল। প্রভু কহে সত্য আইলা বৈষ্ণব সকল ॥ গোবিন্দেরে কহে প্রভু চল শীঘ্র লঞা॥ জগন্নাথ ভগবৎ প্রসাদ মালা লঞা ॥ গোবিন্দ বলেন প্রভু যে আজ্ঞা তোমার। মালা লঞা গেলা যথা সাধু পরিবার ॥ হেনকালে রামানন্দ ভ্রাতা বাণীনাথ। প্রণমিঞা কৃতাঞ্জলি কহেন সাক্ষাৎ ॥ জগন্নাথ প্রসাদান্ন মিষ্টান্নাদি যত। সকল আইলা আজ্ঞা করেন যে মত ॥ প্রসাদ দেখিয়া প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা। সাধু সাধু বলি বাণীনাথে

প্রশংসিল্লা॥ সময়যোগ্য বড় তুমি বিদগ্ধ সুজন। জানি অদ্বৈতাদি মহান্তের আগমন॥ না কহিতে প্রসাদ আনিলা শীঘ্র হঞা। উত্তমে করেন কার্য্য আপনে বুঝিয়া॥ যাবৎ গোবিন্দ নাহি আইসেন এথানে। তাবৎ প্রসাদ তুমি রাখ কোন স্থানে॥ আজ্ঞা পাঞা বাণীনাথ প্রসাদ রাখিল। হেনকালে কাশীমিশ্র সেই স্থানে আইল॥ যোড় হাথে মিশ্র কহে বৃত্তান্ত যে সব। কালি হব ভগবানের স্নান মহোৎসব॥ মহাপ্রভু বলে মিশ্র তাহা জানি মনে। কিন্তু তুমি এই কাষ্য কর সাবধানে॥ আমার গৌড়িয়া যত আইসে এ বৎসর। বাল বৃদ্ধ নারী কিবা দরিদ্র পামর॥ সভে সুখে যেন দেখে ঈশ্বরের স্নান। এই কার্য্য কর মিশ্র হঞা সাবধান॥ মিশ্র কহে স্বামী মোরে নকহিল পতি। এবৎসর মোর যত স্ত্রীলোক প্রভৃতি॥ তারা সব না দেখিব ঈশ্বরের স্নান। কিন্তু মিশ্র এই তুমি করিবে বিধান॥ যে চক্রবেড়ের পর থাকি দেবী সব। প্রতি বর্ষে দেখে তারা স্নান মহোৎসব॥ সেই চক্রবেড়ে সব গৌড়িয়া উঠিয়া। স্নান দেখাইবে তুমি সযত্ন হইয়া॥ শুনি প্রভু রাজা প্রতি সন্তুষ্ট হইলা। স্বস্তি তাঁর হউ বলি আশীর্ব্বাদ কৈলা॥ মিশ্র সঙ্গে এই কথা কহে ন্যাসী মণি। হেনকালে পুনর্ব্বার হৈল হরিধ্বনি॥ শুনি পুরীশ্বর কহে শুন ভগবান। অদ্বৈতাদি আইলা চোর গণেশের স্থান॥ অদ্বৈতের নাম শুনি প্রভু হৃষ্ট হঞা। স্বরূপেরে কহে তুমি অগ্রে চল ধাঞা॥ অনুব্রজি

আনিবারে আমি পাছে যাই। আজ্ঞা পাঞা স্বরূপ চলিলা আগে ধাই ॥ পুরীশ্বরে দেখি মনে করেন বিচার। অদ্বৈতের প্রতি হৈল ক্রোধ আবিস্কার ॥ পুনর্ব্বার স্নেহ করি এতেক আদর। চৈতন্য চন্দ্রের চেষ্টা বুঝিতে দুস্কর ॥ হেন বুঝি সৌহার্দ্দের এমতি মহিমা। গুণে মাত্র দৃষ্টি হয় দোষ করে ক্ষমা ॥

॥ তথাহি পুরীশ্বরোক্তং ॥

আক্ষেপোঽপিমহানসৌ প্রকটিতঃ সংপ্রত্যয়ং চাদ-
রো, ভয়ানেব বিকাশ্যতে ভগতাদ্বৈতং প্রতিস্নিগ্ধতা।
সৌহার্দ্দস্য সএবমেব মহিমা দেহ স্বভাবাৎ সতো,
র্বন্ধূনাং গুণদোষয়োরপি গুণে দৃষ্টি র্ন দোষ গ্রহ ॥

পয়ার ॥ মহাপ্রভু কহে উঠ চল পুরীশ্বর। আমরাহ যাই অদ্বৈতাদির গোচর ॥ চলহ গোস্বামী বলি চলে পুরীশ্বর। গণ সঙ্গে শীঘ্র চলিলেন বিশ্বম্ভর ॥ দূরে হৈতে দেখে প্রভু মহান্ত সকলে। সংকীর্ত্তন করি আসিছেন কুতূহলে ॥ স্বরূপ দিয়াছে মালা অদ্বৈতের গলে। মালা পাঞা দুই গুণ আনন্দ উছলে ॥ নৃত্য করি আসিছেন অদ্বৈত গোসাঞি। চতুর্দ্দিগে ভক্ত আইসে কৃষ্ণ গুণ গাই ॥ শিবানন্দ আদি যত তাঁহা রহি সঙ্গে। দিগ্বিদিগ নাহি কিছু প্রেমার তরঙ্গে ॥ দূরে হৈতে অদ্বৈত দেখিল গৌরহরি। চন্দ্র যেন আইলা তারা গণ সঙ্গে করি ॥ অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি অদ্বৈত পড়িলা। ভক্ত সব ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলা ॥ পরমানন্দ দাস পুত্র শিবানন্দ কোলে। কে বটে চৈতন্য প্রভু পিতা প্রতি

বোলে ।। সভারে শুনাঞা শিবানন্দ মহাশয়। নিজ পুত্রে করায় চৈতন্য পরিচয় ।।

।। তথাহি ।।

বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরভিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র,
ক্রীড়াগামী কনক পরিঘ দ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিন কর দ্যোতৃ বিদ্যোতি বাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফূরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ।।

।। ত্রিপদী ।।

শিবানন্দ বলে, অপূর্ব্ব সকলে; হের দেখ সব চাঞা।
অই গৌরহরি, ভক্ত সঙ্গে করি; আসিছে সদয় হঞা।।
বিজুরীর দাম, দ্যুতি অবিরাম; ছটা করে ঝল মল।
উৎকণ্ঠিত তর, কণ্ঠীরববর, ক্রীড়াগমী নিরমল ।।
পরিঘ সোনার, দীর্ঘ বাহু বর, সিংহগ্রীব মনোরম।
নব দিন কর, অরুণ অম্বর; রূপ অতি নিরুপম ।।
কমল নয়ান, যার অভিরাম; বহিছে প্রেমের ধার।
কহে শিবানন্দ, অই গৌরচন্দ্র; চরণে প্রণম তাঁর ।।

পয়ার ।। সর্ব্বজন একি কালে করেন প্রণাম। জয় মহাপ্রভু জয় করুণার ধাম ।। প্রণাম করিঞা সভে উঠিছেন যবে। অদ্বৈতের গোষ্ঠী প্রভু পুবেশিলা তবে ।। প্রভু না দেখিয়া সভে ইতি উতি চায়। অদ্বৈত গোষ্ঠীতে ঢাকা দেখিতে না পায় ।।

।। তথাহি ।।

অদ্বৈত চৈতন্য দৃঢ়োপ গুহনে, ন কোপি কশ্চিৎ
পরিচেত্তু মীশ্বরঃ। চৈতন্য মদ্বৈত মিতীক্ষতে
জনোদ্বৈতঞ্চ চৈতন্য মিতি প্রতিক্ষণং ।।

॥ তথাহি ॥

অদ্বৈতমগ্রে বিনিধায়দেবো, দিদৃক্ষয়াতস্যগতঃ পুরস্তাৎ। প্রবেশয়ত্যেবনিজাশ্রমান্ত, বিলম্ব্য সর্ব্বে ক্রমতো বিশন্ত ॥

পয়ার॥ যত্ন করি শিবানন্দ করে দরশন। দেখে অদ্বৈতেরেপ্রভু করে আলিঙ্গন॥ কে অদ্বৈত কে চৈতন্য কহে নিরূপণ। অদ্বৈতে দেখিয়া সভে চমৎকার মনঃ॥ চৈতন্য দেখিয়া বলে এই বা অদ্বৈত। অদ্বৈত দেখিয়া গৌর ভ্রম হয় ক্বাচিত॥ এই মত আলিঙ্গন করি দুই জন। দোঁহে দোঁহা পানে চান সজল নয়ন॥ শিবানন্দ বলে হোর দেখ সঙ্গে রঙ্গ। গৌরচন্দ্র চলি যান অদ্বৈ-তের সঙ্গ॥ অদ্বৈত বলেন প্রভু আগে চল তুমি। গৌরচন্দ্র বলে আগে যাইতে নারি আমি॥ আগে যদি চলি তোমা দেখিতে না পাব। দেখি দেখি তোমার পশ্চাৎ আমি যাব॥ এত বলি অদ্বৈতে ধরিয়া নিজ হাথে। আগে করি চলে প্রভু তাঁর সাথে সাথে॥ সিংহদ্বার নিকটেতে কাশীমিশ্র ঘর। তথা প্রভু বাসা দ্বারে গেলা বিশ্বম্ভর॥ অদ্বৈতেরে প্রবেশ করাঞা আগে দ্বারে। স্বরূপাদি লৈয়াপ্রভু গেলা বাসা ঘরে॥ বাসা প্রবেশিতে সভে করে হুড়াহুড়ি। শিবানন্দ তা সভারে নিবারণ করি॥ ক্রম করি একে একে প্রবেশ করান। প্রভুর বাসাতে সভে করিল প্রয়ান॥ সহস্র সহস্র লোক প্রবেশিল তথা। কিরূপে হইল স্থান প্রভু তার জ্ঞাতা॥ প্রভু প্রভু স্থান আর ভক্তগণ স্থান। অচিন্ত্য অতর্ক্য শক্তি

জানে কোন জন ॥ পূর্ব্বে যবে বৃন্দাবনে কৈল বাল্য লীলা। ব্রহ্মা আসি বাছুর বালক চুরি কৈলা ॥ বৎস বালকের সংখ্যা না জানয়ে শুক। অন্য তার গণনা করিব কোন মূর্খ ॥ বাছুর বালক মূর্ত্তি আপনে হইলা। শেষে সে সকল মূর্ত্তি চতুর্ভুজ কৈলা ॥ একেক ব্রহ্মাণ্ডে যত লোক লোকপাল। একো মূর্ত্তি পাছে স্তব করে চমৎকার ॥ যোজন চত্বারি শোভে কিবা বৃন্দাবন। তার এক প্রদেশে এসব দরশন ॥ ঐছে কাশীমিশ্র ঘর পরিমিত স্থল। তাতে প্রবেশিলা গৌড় বৈষ্ণব সকল ॥ একে একে প্রভু কৈল সভার সম্ভাষ। দৃষ্টিপাতে আলিঙ্গনে বাঢাঞা উল্লাস ॥ আপনে আদর করি সভা বসাইল। জগন্নাথ প্রসাদ আপন হস্তে লৈল ॥ পূর্ণ মুষ্টি করি প্রভু সভাকারে দিলা। ভক্তি করি অদ্বৈতাদি গ্রহণ করিলা ॥ ভক্ত সেবা করিতে ভক্তেরে থাওয়াইতে। সর্ব্বকাল কৃষ্ণ সুখ পান বড় চিত্তে ॥ যৈছে বৃন্দাবনে যজ্ঞপত্নী অন্ন লঞা। আপনে থাইল পাছে ভক্তে আগে দিয়া ॥ হেন প্রভু না ভজিয়া মুঞি অভাগিয়া। সংসার অমেধ্য কূপে রঞাছি পড়িঞা ॥ প্রেমদাসে উদ্ধার করহ গৌরহরি। স্বচরণে অনুরাগ দেহ কৃপা করি ॥

পয়ার ॥ জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর দ্বিজ রাজ। জয় গৌরচন্দ্র প্রিয় বৈষ্ণব সমাজ ॥ কৃপার সমুদ্র জয় নিত্যানন্দ রায়। গৌর পাদ পদ্ম সেবা যে দিল আমায় ॥ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় করুণা সাগর। যাহা

হৈতে হৈল ভাগবত জ্ঞান মোর ॥ এই মতে ভক্ত বর্গ লঞা গৌরহরি। সভাকারে কহিতে লাগিলা কৃপা করি ॥ জগন্নাথ প্রসাদ যে পাইলে সবে অদ্য। ইহা বই ভোজন না কর কেহো অদ্য ॥ চক্রবেষ্ট এই যে দেখিছ উচ্চতর। সন্ধ্যা কালে যাবে সভে ইহার উপর ॥ রাজার কুলয়ে আদি থাকিত এই স্থানে। প্রতি বর্ষ দেখিতেন জগন্নাথ সানে ॥ অন্যত্রে থাকিয়া তারা দেখিব এ বর্ষে। অ ইস্থান রাজা তোমা সভে দিলা হর্ষে ॥ অতএব চক্রবেড়ে যাব তুমি সব। সুখে যেন দেখ সভে স্নান মহোৎসব ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া বাসা গেলা ভক্ত ততি। স্বরূপ গোসাঞি কহে মহাপ্রভু প্রতি ॥ আপনেহ আহ্নিক করহ ভগবান। যে তোমার ইচ্ছা বলি প্রভুর প্রস্থান ॥ পরমানন্দ পুরী গেলা মহাপ্রভু সঙ্গে। আহ্নিক করিলা প্রভু পুরীশ্বর সঙ্গে ॥ কাশীমিশ্রে স্বরূপ গোসাঞি হোথা কয়। নিকট হইল আসি গুণ্ডিচা সময় ॥ ভূপালের রাজধানী কটক নগরে। তথা হৈতে রাজা কি আসিব নীলাচলে ॥ সেই স্থানে এক জন তার জ্ঞাতা ছিলা। সে কহে আসিব কেনে ভূপাল আইলা ॥ স্বরূপ মিশ্রেরে কহে তবে কি করিব। স্নান যাত্রা দরশন সুখে না পাইব। রাজা সঙ্গে অশ্বগজ মনুষ্য বিস্তর। সংঘট্ট হইব তাতে হব রসান্তর ॥ তত্ত্ব জানি আসি বলি কাশীমিশ্র গেলা। স্বরূপ গোবিন্দ সহ প্রভু স্থানে আইলা ॥ তথা ভাগ্যবান গজপতি নরেশ্বর। পুরোহিত সঙ্গে

বসি অট্টালী উপর ॥ পুরোহিতে কহে রাজা আমি এবৎসরে । স্নান যাত্রা দেখিব থাকিয়া এই স্থলে ॥ নিকটে যাইয়া যদি দেখি আমি স্নান । সঙ্কোচিত হৈব তবে গৌর ভগবান ॥ পুরোহিত কহে রাজা এই সে উচিত । রাজা কহে কাশীমিশ্রে বোলাহ ত্বরিত ॥ হেনকালে কাশীমিশ্র করিল গমন । এই আমি কি আজ্ঞা তা করহ রাজন ॥ রাজা কহে মিশ্রে মোর এই বিজ্ঞাপন । গৌড়দেশ হৈতে আইলা গৌর ভক্ত গণ ॥ তাঁর অনুগামী কিবা তার ভৃত্য আর । সভারে আনিবে তুমি করিবে সৎকার ॥ আমার স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত পরিজন । যে স্থানে থাকিয়া করে স্নান দরশন ॥ সকল গৌড়িঞা লৈয়া সেই স্থানে যাবে । সভারে বসাঞা ভাল মতে দেখাইবে ॥ কাশীমিশ্র কহে পূর্ব্ব তোমার ইঙ্গিত । বুঝিয়া করিল আমি সব সম্পাদিত ॥ ভাল ভাল বলি রাজা মিশ্রে বসাইলা । রাজ রাণী সব এই বৃত্তান্ত পাইলা ॥ দুঃখি হঞা কঞ্চুকী দিলেন পাঠাইয়া । শীঘ্র চলে কঞ্চুকী দেবীর আজ্ঞা লঞা ॥ মিশ্র সঙ্গে রাজা কহে মঙ্গল আখ্যান । হেনকালে সৌরিদল্ল আইলা রাজা স্থান ॥ সৌরিদল্ল দেখি রাজা জিজ্ঞাসে তাহারে । কি কারণে আইলে কহ আমার গোচরে ॥ খোজা কহে দেবী সব পাঠাইল মোরে । এই বার্ত্তা শুনি তারা দুঃখিত অন্তরে ॥ তা সভার স্নান দেখি-বারে যেই স্থল । সে স্থানে যাইব যদি গৌড়িয়া সকল ॥ মো সভার স্নান যাত্রা নহিল দর্শন । রাজ-

ধানী হৈতে আলুঁ উল্লসিত মনঃ ॥ রাজা কহে কেনে না হইব দরশন। এই স্থানে থাকি দেখিবেন দেবীগণ ॥ এই দেখ করিয়াছি তাহার প্রকার। দেখি খোজা রাণীরে কহিল পুনর্ব্বার ॥ শুনি রাণী গণ হৈলা হরিষ অন্তর। হোথা ভক্তগণ গেলা অট্টালী উপর ॥ স্নান মন্দিরের দিগে নেত্র আরোপিয়া। দেখিতে সোৎকণ্ঠ যাত্রা সকল গৌড়িয়া ॥ কাশীমিশ্র তা দেখিয়া রাজারে দেখায়। বৈষ্ণবের শোভা রাজা বলন না যায় ॥

॥ তথাহি ॥

স্নানালয়স্যাভিমুখং সুসৌধ, মট্টং গতাশ্চন্দ্র
করাভি গুপ্তং। দেবাইবৈতে বিলসন্তি ভক্তাঃ,
সর্ব্বে নভো মধ্যইবোপবিষ্টাঃ ॥

পয়ার ॥ চন্দ্রের কিরণে সৌধকার ঝলমল। তাহে অতি শোভা করে বৈষ্ণব সকল ॥ আকাশের মধ্যে যেন রথের উপরে। দেব গণ বসি বিলসেন থরে থরে ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে সাধু সাধু ধন্য মিশ্র বর। চৈতন্য পার্ষদ সব অট্টালী উপর ॥ অতঃপর হেতা হৈতে শীঘ্র তুমি চল। জগন্নাথ বিজয় সময় আসি হৈল ॥ তার যে উচিত কর্ম্ম তাহা কর যাঞা। কাশীমিশ্র শীঘ্র গেলা রাজ আজ্ঞা পাঞা ॥ একা রাজা বসিলেন অট্টালী উপরে। মহিষী সকল আইলা রাজার গোচরে ॥ জয় মহা-

রাজ বলি গেলা রাজ পাশে। আস্য আস্য দেবী বলি নৃপতি সম্ভাষে ॥ জগন্নাথ চৈতন্য করহ দরশন। সফল করহ জন্ম আর দুনয়ন ॥ শ্লাঘা করি রাণীরে বসায়্যা রাজা কন। চৈতন্য পার্ষদ দেখ ভুবন পাবন ॥ কিঞ্চিত বিলম্বে শ্রীচৈতন্য ভগবানে। দেখি তাঁরে সফল করিবে দুনয়ানে ॥ রাজা কহে প্রণাম করহ সভাকারে। রাজ আজ্ঞা রাজরাণী বন্দিল সাদরে ॥ মহান্তে প্রণমী রাণী আছেন বসিয়া। রাণীকে কহেন রাজা হোর দেখ চাঞা ॥

॥ তথাহি ॥

মহাজ্যৈষ্ঠী যোগে ভবতি ভগবদ্দেব কুলগা,
পতাকোদঞ্চন্তীত্যভি সুবিদিতোঽয়ং জনরবঃ।
ইতি শ্রোদ্ধন্নেত্রা যুগ পদভি পশ্যন্তিতইমাং,
লিহন্তীং তজ্জিহ্বা মিবতুহিন ভানোরিব বপু ॥

পয়ার ॥ মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার যোগ যবে হয়। শ্রীমন্দিরে ধ্বজ তবে আপনে উড়য় ॥ এই লোক রব আছে তাহা দেখিবারে। ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহে সভে উৎকণ্ঠা অন্তরে ॥ হেন বেলে উঠে ধ্বজ ঈশ্বরের গৃহে। মন্দিরের জিহ্বা যেন চন্দ্রমাকে লিহে ॥

পয়ার ॥ রাণী কহে জনরব সত্য এ দেখিল। মন্দিরের ধ্বজ দেখ আপনে উড়িল ॥ মহিষীর সঙ্গে রাজা দেখে কুতূহলে। হেনকালে কাহাল বাজিল রঙ্গ স্থলে ॥ শুনি রাজা রাণী প্রতি অতি সুখে কয়। জগন্নাথের বিজয়ের হইল সময় ॥ সকল লোকের এবে চক্ষ হব ধন্য। এথাসি বাহির হবা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ হরি ভক্তি কৌমুদী শ্রবণ মনোহর।
লিখিলেন সিদ্ধান্ত বাগীশ দীন বর ॥

॥ ত্রিপদী ॥

কথক্ষণে গৌরহরি, স্বরূপাদি সঙ্গে করি;
আসিবেন তাহা দেখিবারে।
রাজা উৎকণ্ঠিত হঞা, রহিছেন পথ চাঞা;
রাণী সঙ্গে অট্টালী উপরে ॥
হেনকালে শ্রীচৈতন্য, অবনি করিয়া ধন্য,
বাহির হইলা ভক্ত সঙ্গে।
রাজা কহে দেখ রাণী, ঐ আইলা ন্যাসী মণি;
স্নান যাত্রা দেখিবার রঙ্গে ॥

॥ তথাহি ॥

অবিরল জন সঙ্ঘে সর্ব্বমূর্দ্ধোর্দ্ধ বর্ত্তী, স্ফুরতি ভগবতোঽয়ং মণ্ডলঃ শ্রীমুখস্য। তরদুরুবিধহংসে বারিরাশাবিবোচ্চৈঃ, কলয় কিমপি হেমঃ পদ্মমদ্দণ্ডনালং ॥

অবিরল জন সঙ্ঘ, তার মধ্যে দেখ রঙ্গ;
সর্ব্বোপরি শ্রীমুখ মণ্ডল।
রণ্য দীর্ঘ কলেবর, রূপে করে ঝলমল;
উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি বোল ॥
বারি রাশি মধ্যে যৈছে, বহু হংস চলি যাইছে;
তার পর কনক কমল।
উচ্চ নালে বিকশিত, ঐছে মুখ সুললিত;
রূপ দেখ জনম সফল ॥
রাণী কহে আর্য্য পুত্র, মোর ভাগ্য অতি চিত্র;
উৎসবে উৎসবান্তর হৈল।

জগন্নাথ দেখিবারে, আইলাঙ নীলাচলে;
গৌর চন্দ্র দরশন কৈল ॥

॥ তথাহি ॥

মহঃ পূরঃ সদ্যোবিষয় রসসংশোষণ বিধৌ,
প্রচণ্ডো মার্ত্তণ্ড ব্যতিকর ইবাস্য প্রসৃমরঃ।
অহার্য্যং মাধুর্য্যং ভগবদনুরাগামৃত কিরো,
মহাবর্ষাঃ কোহয়ং কনক নিধিরক্ষোঃ পথিগতঃ ॥৮

চৈতন্যের মহপুর, প্রসৃমর সুমধুর,
তার দেখ মহিমা প্রচণ্ড।
সংসার বিষয় রসে, শোষিতে যেছে আকাশে;
উঠিলেন অসীম মার্ত্তণ্ড ॥
মাধুর্য্য শুনিয়াছি কানে, সেই কিবা বিদ্যমানে;
আইলা চৈতন্য রূপি হৈলা।
কৃষ্ণ অনুরাগ নীরে, অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি করে;
মহা বর্ষা রূপ কিবা হৈলা ॥

॥ অপিচ ॥

নির্ম্মঞ্ছয়ামি বিধুভিমুখ বিম্বমস্য, নীরাজয়ামিচরুচং কনক প্রদীপৈঃ। সংপূজয়ামি পদ পদ্মমসূপ্রসূনৈঃ, প্রত্যাদদানি করুণামপি লক্ষ দেহৈঃ ॥

বর্ণিতে না পারি বিধি, অপূর্ব্ব কথন নিধি;
মোর নেত্র পথে উপস্থিত।
রূপ দেখি মনে করি, আনি বিপ্রি মণ্ডলী;
মুখ বিম্ব করি নির্ম্মঞ্ছিত ॥
কনক প্রদীপ জটা, আনিঞা অঙ্গের ছটা;
গৌরাঙ্গের করি নীরাজন।

প্রাণ পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, প্রভু পাদ পদ্ম লঞা;
সাধ যায় করিয়ে পূজন ॥
লক্ষ লক্ষ দেহ হয়, তবে এ করুণাচয়;
আনিঞা ধরিয়া তার মাঝে।
রাজরাণী এত বলি, দুনয়ানে অশ্রু ধরি,
প্রণাম করিল পদাম্বুজে ॥
মহাদেবী ভাব দেখি, গজপতি হৈলা সুখী;
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল।
তুমি যে কহিলে সব, যথার্থ এ অনুভব;
তোমার জীবন শ্লাঘ্য হৈল ॥
হের কর অবধান, জগন্নাথ ভগবান;
স্নান গৃহে উঠিলা আসিয়া।
রাণী জগন্নাথে দেখে, প্রণাম করিল সুখে;
রাজা কহে স্নান দেখ চাঞা ॥
জগন্নাথ গৌরচন্দ্রে, রাণী দেখে মহানন্দে;
রাজারে কহেন চিত্র অতি।
রাজা কহে কিবা সেই, রাণী কহে দেখ এই;
জগন্নাথ চৈতন্যের রীতি ॥

॥ তথাহি ॥

অন্যোন্যাভি মুখস্থিতৌ বিনিমিষাবন্যোন্য সন্দর্শনে,
স্নানাম্ভো নয়নাম্ভসোঃ প্লুততনু দুর্ব্বারয়া ধারয়া।
কারুণ্যৈক মহানিধী ভব ভয় প্রধ্বংসনৈকৌষধী,
দেবৌ তুল্য রুচী পুরোবিলসতঃ প্রশ্যাম গৌরাবপি ॥

দোঁহে দোঁহা অতি সুখে, অনিমিষে মুখ দেখে;
দুই প্রভু শ্রীমূর্ত্তি নিশ্চল।

স্নান বারি ধারা বয়, জগন্নাথ সিক্ত হয়;
গৌর তনু সিঞ্চে নেত্র জল ॥
দুই করুণার সিন্ধু, দুই দীন হীন বন্ধু;
ভবভয় ধ্বংস মহৌষধী ।
তুল্য রুচি দুই জন, যদি শ্যাম গৌর হন;
বহু ভাগ্যে সিধি দিল বিধি ॥
ভক্তি যোগ অনুভব, রাণীর দেখিয়া সব;
রাজার সুখের নাহি অন্ত ।
গৌরাঙ্গ অপূর্ব্ব লীলা, প্রেমদাস বিরচিলা;
জগন্নাথ স্নানের বৃত্তান্ত ॥

পয়ার ॥ জয় গৌর ভগবান জয় জগন্নাথ । জয় শ্রী প্রতাপরুদ্র মাহেন্দ্র সাক্ষাৎ ॥ গজপতি মহারাজা বিজ্ঞ শিরোমণি । যেমন বৈষ্ণব রাজা তৈছে রাজ ধানী ॥ যার সভাসদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য । কাশী-মিশ্র বন্ধু শ্রীল গোপীনাথাচার্য্য ॥ রাজ পাত্র রামা-নন্দ রায় বিজ্ঞরাজ । করীন্দ্র বাহিনী পতি যার সভা মাঝ ॥ যৈছে রাজা তৈছে রাণী বৈষ্ণব প্রবর । স্নান যাত্রা দেখিছেন অট্টালী উপর ॥

পয়ার ॥ রাণী বলে মহারাজ স্নান মহোৎসব । হেন বুঝি সমাপ্তি হইল সুখ সব ॥ হইয়া দক্ষিণমুখ শ্রীগৌরচন্দ্রমা । দেখিছিলা জগন্নাথ স্নানের সুষমা ॥ সে স্থান ছাড়িয়া প্রভু অদৃশ্য হইলা । অতএব পূর্ণ হৈল বুঝি স্নান লীলা ॥

॥ তথাহি ॥

অগ্রতোঽস্য বিরলায়তে জনঃ, পৃষ্ঠত স্তুবিরলায়তে পুনঃ ।

পার্ষদাস্তু পরিতো ভুজাভুজি, শ্রদ্ধয়াবিদধতিস্ম সঙ্গং ॥

পয়ার ॥ রাজা কহেন মহাদেবী যে বল সে হয়। জগন্নাথ আগে হৈতে গেল লোকচয়॥ পৃষ্ঠদেশে লোকের পড়িল হুড়াহুড়ি। পার্ষদ সকল আছে হাতে বেত্র ছড়ি ॥

পয়ার॥ গৃহান্তরে জগন্নাথ করিলা বিজয়। গৌর-চন্দ্র রোহিণী কুণ্ডের পাশ যায়॥ দুই প্রভু না দেখিয়া বিষাদ রাজার। রাণী সঙ্গে সেই কথা কহে বার বার ॥ জগন্নাথ স্নান কৈল মহাজ্যৈষ্ঠী দিনে । পোনের দিবস রহিলেন অদর্শনে ॥

॥ তথাহি ॥

অনবসরস্তা মভ্যায়াতে প্রভুর্জগদীশ্বরে,
বিরহ বিধুরাং হন্তাবস্থাং জগাম যতীশ্বরঃ।
ভবতি বিশদ প্রেমানন্দাবতারতয়া যদা-
স্বভি নিবিশতে যস্মিন্ তস্মিন্ তদেব
সতন্ময়ঃ ॥

পয়ার ॥ জগন্নাথ বিরহে দুঃখিত গৌরচন্দ্র । নিরন্তর বসি কান্দে ঘুচিল আনন্দ ॥ প্রেমানন্দ স্বরূপ চৈতন্য অবতার। যাহে অভিনিবেশ সে অতি চমৎকার ॥

পয়ার ॥ গজপতি শুনিলেন গৌরাঙ্গ আখ্যান। ঈশ্বর না দেখি দুঃখি হৈল ভগবান ॥ দূত পাঠাইল রাজা চৈতন্যের স্থান। বার্ত্তা শুনিবারে রহে হৈয়া সাবধান॥ দূত যাঞা কাশীমিশ্রে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল। কাশীমিশ্র প্রভু দশা সকল কহিল ॥

॥ তত্রৈব ॥

স্নানং নোত্তুলসী নিষেচনবিধি র্নোচক্র সন্দর্শনং,
নোনাম গ্রহণঞ্চনোনতি ততি র্নোহন্ত ভিক্ষাপিনো।
শ্রীনীলাচলচন্দ্রমোহনবসর ব্যাজাৎস্বয়ৈবেচ্ছয়া,
স্বীকৃত্য স্ববিয়োগ দুঃখ মনিশং নিষ্পন্দমাক্রন্দতি ॥

পয়ার ॥ অদ্যাপিহ গৌরচন্দ্র না করিল স্নান। নিত্য কৃত্য তুলসীতে নাহি জল দান ॥ না লয়েন কৃষ্ণনাম ভিক্ষা কি করিব। ভূমে পড়ি সদা কান্দে কি আর বলিব ॥ হেন বুঝি জগন্নাথ অদর্শন ব্যাজে। স্বচ্ছা বশে বিরহ আনিল হিয়া মাঝে ॥ বিরহ জনিত দুঃখময় গৌরহরি। কান্দেন নিশ্চল হঞা ভূমে আছে পড়ি ॥

পয়ার ॥ দূত আসি রাজারে কহিল বিবরণ। শুনি রাজা বলে একি প্রমাদ বচন ॥ পোনের দিবস জগন্নাথ অদর্শনে। প্রভুর এমন দশা কি হব কে জানে ॥ আরবার দূতে কহে দেহ সমাচার। কাশী-মিশ্র আগে দূত গেল পুনর্ব্বার ॥

॥ তথাহি ॥

নান্যোভ্যপায়ঃ প্রিয় কীর্ত্তনস্য, সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-
থুমন্তরেণ। রসান্তরায়েতি তদেব কর্ত্তুং, স্বরূপ
এবোদ্যম মাতনোতি ॥

পয়ার ॥ হোথা স্বরূপাদি যত প্রভু ভক্ত গণ। বিষাদিত হৈল সভে চিন্তে মনে মনঃ ॥ স্বরূপাদি বলেন এই বিরহ আনল। কৃষ্ণের কীর্ত্তন বিনা না হব শীতল ॥

পয়ার ॥ হেথা গজপতি কহে মহাদেবী প্রতি। হেথা হৈতে স্থানান্তরে চল শীঘ্র গতি ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাণী গেলা স্থানান্তর। দূত আসি মহারাজে কহিল সকল ॥ কাশীমিশ্রে ডাকি রাজা আনাল্য তাঁহায়। মিশ্র আসি আশীর্ব্বাদ করিল রাজায় ॥ রাজা কহে কহ মিশ্র প্রভুর আখ্যান। মিশ্র কহে যে শুনিল সেই সে প্রমাণ ॥ রাজা বলে কহ মিশ্র স্বরূপ গোসাঞি। কি যুক্তি করিল তাহা শুনিবারে চাই ॥ মিশ্র কহে স্বরূপ কহিল এই মন্ত্র। বিরহে বিকল হইলেন গৌরচন্দ্র ॥ যখন যে ভাবে প্রভু করেন আবেশ। সেই ভাব মূর্ত্তি ময় সর্ব্বথা নিঃশেষ ॥ কৃষ্ণের মধুর রূপ গুণাদি কীর্ত্তন। মধুর মধুর যদি করেন শ্রবণ ॥ তবে রসান্তর হয় প্রভু মনঃ ফিরে। শ্লথ হয় বিরহ আবেশ যায় দূরে ॥ এই যুক্তি করি সব দিন গোঙাইল। গোপীনাথ বিজয় দর্শন কাল গেল ॥ রোহিণী কুণ্ডের পাশে প্রভু আছে পড়ি। পরমাত্ম সুহৃদ স্বরূপ সঙ্গে করি ॥ মধুর মধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভিল। কাশীমিশ্র এই বার্ত্তা রাজারে কহিল ॥ রাজা কহে কীর্ত্তন দেখিতে হয় মনঃ। মিশ্র কহে কর অট্টালিকা আরোহণ ॥ কাশীমিশ্র সঙ্গে রাজা অট্টালী উঠিলা। হোথা স্বরূপাদি সংকীর্ত্তন আরম্ভিলা ॥ কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভু চক্ষু মেলি চায়। আনন্দে পুলকাবলী হৈল সব গায় ॥ মিশ্র কহে মহারাজা হোর দেখ চাঞা। কীর্ত্তন শুনিতে প্রভু

বসিলা উঠিয়া ॥ করুণা রসেতে যে বিরহ ব্যথা হৈল । ব্যথিত হইয়া তাহে দিন সব গেল ॥ কীর্ত্তনের ধ্বনিতে সে হইল অন্যথা । রাজা কহে দেখিলাও সত্য এই কথা ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দ কন্দলিত মস্যবপুর্যদায়ং, ভাবংস্পৃশত্যথ তমেব বহির্ব্যনক্তি। যৈঃ পূর্য্যতে স্ফটিকজাঘটিকা-রসৈ স্তৈ, স্তদ্বর্ণ ভাগভবতিতানুপদর্শয়ন্তী ॥

পয়ার ॥ চৈতন্যের বপু হন পরমানন্দ ময় । যথন যে ভাব তাতে আসি স্পর্শ হয় ॥ সেই ভাব তথন বাহিরে ব্যক্ত হয় । ভাবাক্রান্ত আনন্দকে আচ্ছন্ন করয় ॥ স্ফটিকের ঘটে যৈছে রজত যথন । পুনঃ করি তার বর্ণ ধরেন তথন ॥ ঐছে রাজা কাশীমিশ্র সনে কহে কথা । স্বরূপাদি মধুর কীর্ত্তন করে হোথা ॥ গৌড় ভাষা বন্ধ গীত না বুঝে নৃপতি । কর্ণ পাতি জিজ্ঞাসিল কাশীমিশ্র প্রতি ॥

॥ তথাহি পদং ॥

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে ।
দরবয়ে দারু শীলকুল, বিগলিত তরু
কুল, বিকশিত ব্রতী সনে ॥ ধ্রুং ॥
দিন কর জালে, জাল নাহি হোয়ত,
কুল হরিণ অলি আলী ॥
দৈবত যৌবত; নিজ তনু বিস্মৃত,
শম্ভু স্বয়ম্ভু মুখ বিস্ময় শালী ॥
যমুনা যজ্ঞ সুতাদিক, ধূলীগণ নিরখ নিরখ,

গীত ভেল মুরলী আলাপে ॥
লাজ মান গৃহ দেহ, ভুলায়ল চপল,
করায়ল যুবতী কলাপে ॥
পরয়ামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন,
গোকুলনাথ বদন বেণু গানে ॥
বংশী বদন ভণই, হরি বংশী কতই,
কলা রস কৌতুক জানে ॥

পয়ার ॥ কাশীমিশ্র বলে শুন গান এই গীত। কৃষ্ণ বংশীনাদ মাধুরীতে সম্বলিত ॥ গৌড়দেশ ভাষা তেঞি না বুঝ নৃপতি। রাজা কহে মিশ্র প্রভু লীলা চিত্র গতি ॥

॥ তথাহি ॥

গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্ পুণ্যাত্মনাং মানসে,
নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রসং।
আদ্যঃ কোপি পুমান্নবোৎসুক বধূ কৃষ্ণানুরাগ ব্যথা,
স্বাদী চিত্র মহো বিচিত্রমহহো চৈতন্য লীলায়িতং ॥

পয়ার ॥ পুণ্যাত্মা যে লোক সব মনে ভাবে তারা। ব্রজনাথ কৃষ্ণ নাচে মূর্ত্তি ধরি গোরা ॥ বৃন্দাবন রস নীলাচলে প্রবেশিলা। পুরাণ পুরুষ আদ্য পৃথ্বীতে আইলা ॥ নবীন উৎসুক নাম অনুরাগাগাধ। আপনে ঈশ্বর তাহা করেন আস্বাদ ॥ অতএব কি অদ্ভুত চৈতন্য বিহার।, এত বলি কীর্ত্তন শুনেন পুনর্ব্বার ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে কাশীমিশ্রে এক ধুয়া মাত্র। গান করে চিরকাল ইহার কি অর্থ ॥ মিশ্র কহে যে লীলাতে মনঃ প্রবেশিলা তা ছাড়িয়া মনঃ ফিরি আসিতে

নারিল ॥ এই হয় বলি রাজা দেখে পুনর্ব্বার। মিশ্র কহে প্রভুর মাধুরী চমৎকার ॥ গান শুনি উঠি প্রভু নাচিতে লাগিলা। ম্লান অঙ্গ ছিলা রূপ কোথা হৈতে আইলা ॥

॥ তথাহি ॥

জানূৎক্ষেপভুজা বধূ নন পদ ন্যাসাক্ষি বিক্ষেপণৈ,
র্হস্তানন্দয়তো মনাংসি সুহৃদাং বিশ্বং জড়ী কুর্ব্বতঃ।
নিষ্ঠৈবৈর্ম্মুখ মস্য ভাতি সুভগস্যৈবং মহানন্দতঃ,
ফেণৈর্হেম সরোরুহং বৃতমিব স্থূলৈরিবেন্দুর্হিমৈ ॥

পয়ার ॥ জানূৎক্ষেপ পদ ন্যাস ভুজের চালন। নেত্র ভঙ্গি সানন্দ করিল ভক্তগণ ॥ যে দেখে প্রভুর ভঙ্গী সেই বড় হয়। সকল ভুবনে প্রভু করে প্রেম ময় ॥ ভাবাবেশে ফেণ হয় প্রভুর বদনে। মহানন্দে মন্দহাস্য শোভে তার সনে ॥ হেম পদ্ম বেড়ে যেন সলিলের ফেণে। পূর্ণ চন্দ্র ব্যাপে যেন সুবিস্তীর্ণ হিমে ॥ কীর্ত্তন দেখিতে রাজা পাইল বিস্ময়। আর এক অদ্ভুত দেখিয়া মিশ্রে কয় ॥

॥ তথাহি ॥

ক এষ নিঃসাধ্বসমাস্য মণ্ডলান্নিষ্ঠেব মাকৃষ্য পিবন্
প্রমোদতে। চন্দ্রাদ্বহির্ভূত মিবামৃত দ্রবস্যোল্লাসিনং
ফেণ মহো চকোরকঃ ॥

পয়ার ॥ দেখ মিশ্র এক জন নিঃসাধ্বস হঞা। প্রভুর মুখের ফেণ পান কৈল লঞা ॥ ফেণ পিয়া প্রেমে মত্ত হাসে নাচে গায়। চন্দ্রের অমৃত যেন চকোরেতে খায় ॥

পয়ার ।। মিশ্র কহে যে করিল মুখ ফেণ পান। পরম বৈষ্ণব এহো শুভানন্দ নাম ।। রাজা কহে দেখ মিশ্র অতি চমৎকার । যাম দ্বয় গান করে করি স্বর তার ।। এক ধুয়া গানে সদা বাঢয়ে উল্লাস। স্বরূপাদ্যে শ্রম নাহি নাহি রসাভাস ।। শ্রীচৈতন্য আনন্দে বাঢয়ে প্রতিক্ষণ । প্রফুল্লিত হৈল প্রভু নেত্র তনু মনঃ ।। রসান্তর গান করি বড় কার্য্য কৈল। বিরহ তরঙ্গ যত সব দূর কৈল ।। আনন্দ তরঙ্গ যে উঠিল পুনর্ব্বার। ইহা দূর হইরেক কেমন প্রকার ।। আহ্নিক না করি প্রভু বিরহে আছিলা । আনন্দেহ আহ্নিক সকল পাসরিলা ।। কাশীমিশ্র বলে রাজা যদ্যপি এমন। তথাপি বিরহ না সহেন ভক্তজন ।। আহারাদি না করে প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ। তাহা দেখিলেই ভক্ত মনে পায় দুঃখ ।। ম্লান অঙ্গ মুখ আর বিরহ বেদনা। তা দেখিলে প্রাণ ফাটি মরে ভক্ত জনা।। পুনঃ মিশ্র প্রভু দেখি কহেন রাজারে। নৃত্য সম্বরিলা দেখ চৈতন্য ঈশ্বরে ।। স্বরূপাদি ভক্ত গণ প্রভুরে ধরিয়া। প্রভুর বাসায় সভে গেলেন লইয়া ।। রাজা কহে ভাল ভাল বড় কার্য্য হৈল । বাসা গেলা আহ্নিকাদি হইল জানিল ।। অতএব মিশ্র তুমি চল শীঘ্রগতি। যেমতে করেন ভিক্ষা করগা সংপ্রতি ।। আমি এই স্থানে নিদ্রা যাই একক্ষণ। যে আজ্ঞা বলিয়া মিশ্র করিল গমন ।। কাশীমিশ্র প্রভু পাশ গেলেন তখন। চক্রবেঢ়ি মহারাজা করিল শয়ন ।। নিদ্রা ভাঙ্গি পুনর্ব্বার উঠিল নৃপতি। দেখে রাত্রি

পোহাইল সূর্য্যের উদ্গতি ॥ পূর্ব্ব পানে চাঞা রাজা পশ্চিমে চাহিল। একিকালে সূর্য্য চন্দ্র অরুণ দেখিল ॥ সুখদ সময় দেখি রাজা হরষিত। চারি দিগে চাঞা ক্রিয়া করে যথোচিত ॥ হেথা প্রভু বাসায় আনিয়া ভক্তগণ। দ্বিপ্রহর রাত্র্যে কৈল স্নানাঙ্গ মার্জ্জন ॥ যত্ন করি ভিক্ষা করাইল ভগবানে। শেষ রাত্র্যে সভে যাঞা করিল শয়নে ॥

॥ তথাহি ॥

অস্তাচলোদয় মহীধরয়োস্তটান্তং, শীতাংশুচণ্ড কিরণা-
বুপসে দিবাংসৌ। তুল্যাদ্বিধৌ মৃদুতয়াবহতঃ প্রাগস্য,
বর্ষীয়সঃ ক্ষণ মিবোপরিলোচনত্বং ॥

পয়ার ॥ প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করিলেন স্নান। প্রভুকে পূজিতে আইল অদ্বৈত ভগবান ॥ ভক্ত রাজ শ্রীঅদ্বৈত আপনে শঙ্কর। নারদাদি যার শিষ্য ভুবনে বিস্তর ॥ গৌরাঙ্গের পূজা অদ্বৈতের নিত্য কৃত্য। একা আইলা বাসাতে রাখিয়া সব ভৃত্য ॥ সঙ্গে মাত্র শ্রীনাথ পূজার সজ্জ হাথে। আইলা প্রভুর বাসা প্রভুকে পূজিতে ॥

॥ তথাহি ॥

প্রাতঃ প্রত্যহ মর্ঘ গন্ধতুলসী পুষ্পাদিভিঃ পূজয়-
ত্যদ্বৈতে ভগবন্ত মন্তর সুখাবেশোল্লসদ্রোমণি।
স্মিত্বাতৈ হঠতো হৃতৈরতি রসেনাদ্বৈত মভ্যর্চ্চয়ন্,
দেবোবুম্বুরিতৈ মুখেহঙ্গুলিদলৈরুদ্বাদ্য বাদ্যং ব্যধাৎ ॥

পয়ার ॥ পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আর। তুলসী বিস্তর আর নানা পুষ্প মাল ॥ করেন চৈতন্য

পূজা আনন্দে প্রবল। সর্ব্বাঙ্গে পুলক পূর্ণ নেত্রে অশ্রুজল॥ প্রভু কহে পূজার সামগ্রী দেহ মোরে। তোমার পূজার দ্রব্য পূজিব তোমারে॥ অদ্বৈত পালান ভয়ে পূজা দ্রব্য লঞা। বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আনিল ধরিয়া॥ অদ্বৈতের পূজা কৈল সেই দ্রব্য দিয়া। অদ্বৈতেরে পূজে প্রভু প্রফুল্লিত হঞা॥ মুখ বাদ্য করে প্রভু অদ্বৈতেরে পূজে। অদ্বৈত চৈতন্য মর্ম্ম কেহ নাহি বুঝে॥

॥ অপিচ॥

যস্য ন্যস্য করাব্জকোষ কুহরে পূজোপচারং প্রভোঃ,
পূজাং কর্ত্তুমনাঃ প্রয়াতি কুতুকাদদ্বৈত দেবোহস্বহং।
শ্রীনাথঃ সতদা প্রভোর্গুণনিধেঃ সন্দর্শন স্পর্শন,
প্রেমালাপ কৃপা কটাক্ষ কলয়া পূর্ণান্তরো জায়ত॥

পয়ার॥ আচার্য্য শ্রীনাথে অতি অনুগ্রহ করি। গৌড় হৈতে আনিয়াছে যে সব স্বীকরি॥ তাহা সিদ্ধ করিবারে তাঁরে সঙ্গে লঞা। একা গেলা অদ্বৈত আনন্দ যুত হঞা॥ শ্রীনাথের রূপ আর প্রেমার বিকার। দেখি গৌরচন্দ্র হৈলা সন্তোষ অপার॥ গৌর গুণ নিধির পাইয়া দরশন। শ্রীনাথের আনন্দেতে প্রফুল্লিত মনঃ॥ সন্তোষে ধরিঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন। প্রেমালাপ করি কহে মধুর বচন॥ কৃপা পূর্ব্ব করুণা কটাক্ষ কৈল তাঁরে। প্রভু কৃপা পাঞা পূর্ণ হইলা অন্তরে॥ অদ্বৈত প্রভুর পূজা করি বাসা গেলা। জগন্নাথ রথ যাত্রা নিকট হইলা॥

পয়ার॥ তুলসী পড়িছা আইলা কাশীমিশ্র ঘরে।

চৈতন্যে প্রণাম করি বসিলা চত্বরে ॥ ভগবান
চৈতন্যের ইচ্ছা হৈল মনে। কাশীমিশ্র তুলসী কহেন
দুই জনে ॥ গুণ্ডিচা মন্দির আমি নিজ গণ লঞা।
মার্জ্জন করিব তথা আপনে যাইয়া ॥ দোঁহে কহে
মহাপ্রভু যে ইচ্ছা তোমার। রাজা স্থানে গেলা
মিশ্র লৈয়া সমাচার ॥ তুলসী মিশ্রে দেখি রাজা
প্রণাম করিলা। আশীর্ব্বাদ করি তিঁহো কহিতে
লাগিলা ॥ মহারাজ রথ যাত্রা নিকট হইল। মন্দির
মার্জ্জন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥ মিশ্র কহে আপনে
চৈতন্য ভগবান। গণ সঙ্গে করিবেন মন্দির মার্জ্জন ॥
আপনার সেবা কর্ম্ম আপনি করিব। অগম্য ঈশ্বর
লীলা কে তাহা বুঝিব ॥ রাজা কহে প্রিয় মোর
যে ইচ্ছা তাঁহার। কিছু আজ্ঞা করিলেন কহ সমা-
চার ॥ তুলসী বলেন রাজা যে আজ্ঞা করিল। কাশী-
মিশ্র সে সকল তাঁরে আনি দিল ॥ রাজা কহে কি
আজ্ঞা তা কহ বিবরণ। মিশ্র কহে প্রভু সঙ্গে যত
তাঁর গণ ॥ তত সম্মার্জ্জনী কিছু বা ঘট চাই। রাজা কহে
এই মাত্র আর কিছু নাঞি ॥ মিশ্র কন অন্যে তাঁর
কোন প্রয়োজন। রাজা কহে যে কহিলে সুসত্য
বচন ॥ হেথা গৌরচন্দ্র সব নিজ গণ আনি। গুণ্ডিচা
মার্জ্জনে চল কহিলেন বাণী ॥ অদ্বৈতাদি শুনি অতি
আনন্দিত হৈলা। ঈশ্বর প্রসাদ বহু মাল্য আনাইলা ॥

॥ তথাহি ॥

শ্রীহস্তেন বিলপ্য চন্দনরসৈঃ প্রত্যেকমেষাং বপু,
র্নিক্ষিপ্যাপ্যধিকন্ধরং ভগবতো নির্ম্মাল্য মাল্যানিচ।

উল্লাসদ্রুম মঞ্জরীরিবকরে সংগ্রাহয়ন্ শোধনী,
র্মাদ্য তুঙ্গ মতঙ্গজাল সগতি র্গৌরো বিনিষ্ক্রামতি ॥

পয়ার ॥ আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া। ভক্ত সভে পরাইল অতি প্রীত হঞা ॥ ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়। আনন্দে বিহ্বল প্রভু চৈতন্য কৃপায় ॥ একে একে শোধনী সভার হাথে দিল। উল্লাসের বৃক্ষে যেন মঞ্জরী ধরিল ॥ করেতে শোধনী ভক্ত গণ চারি দিগে। মত্ত গজপতি প্রভু চলিলেন আগে॥

॥ অপিচ ॥

নির্গচ্ছন্তি মুদামনোরথ রথৈঃ সন্তোষদন্তাবলৈ,
রত্যুল্লাসতুরঙ্গসৈ র্ভবজয়ে জৈত্রাইবামীভটাঃ।
রোমাঞ্চাবলিকঞ্চুকাঢ্যবপুষোহশ্রান্ত সুবৈরিভ্রতো,
বাষ্পৈ র্বারুণ মন্ত্রমেব সমদং হুঙ্কার ঝঙ্কারিণঃ॥

॥ ত্রিপদী ॥

শ্রীচৈতন্য মহেশ্বর, সঙ্গে ভক্ত সৈন্যবর;
সাজিলেন ভব জিনিবারে।
মনোরথ রথগণ, সভে কৈল আরোহণ;
সঙ্গে করি সন্তোষ কুঞ্জরে॥
উল্লাস ঘোটক রঙ্গে, নৃত্য করি চলে সঙ্গে;
অনিবার্য্য এ তিন ভুবনে।
রোমাঞ্চ সন্নাহ গায়, ষট্‌তরঙ্গ বাণ তায়;
প্রবেশিতে নারে এক ক্ষণে॥
বরুণের চন্দ্র সাত, সদা আনন্দাশ্রু পাত;

হরি ধ্বনি সিংহের গর্জ্জন।
শোক মোহ দুঃখ আর, কাম ক্রোধ অহঙ্কার;
পলাইল সৈন্যের দর্শন ॥
দূরে থাকি গজপতি, দেখিয়া প্রভুর গতি;
আপনাকে করেন ধিক্কার।
বিধি কি লিখিল ভালে, কোন অভাগ্যের ফলেঃ
রাজ্য পদ হইল আমার ॥
রাজা হৈঞা কার্য্য করি, অশ্ব গজ রথোপরি;
চাপিয়া পদাতি সব সঙ্গে।
অসৎ কথা অসৎ জ্ঞান, আপনাকে বহু মান;
সুবঞ্চিত গোবিন্দ প্রসঙ্গে ॥
কৃষ্ণ প্রেম নাহি যার, বৃথা জন্ম হয় তার;
নরে বা শূকরে কোন ভেদ।
বিষয় নরক ভোগ, অসৎ সঙ্গ নারী যোগ;
সদা হয় নাহি পরিচ্ছেদ ॥
হেন ভাগ্য কবে হব, বৈষ্ণবের সঙ্গ পাব;
ভাব ভূষা অলঙ্কৃত হৈয়া।
চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে, অকিঞ্চন হঞা রঙ্গে;
প্রেমানন্দে বুলিব নাচিঞা ॥
সে নহিলে ভাগ্য নাঞি, সংপ্রতি সে এই ঠাঞি;
কর্ণে শুনি চৈতন্যের কথা।
প্রেমদাস বলে ভাল, ধন্য ধন্য মহীপাল;
গজপতি কৃতার্থ সর্ব্বথা ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে প্রভু গেলা গুণ্ডিচা মন্দিরে।
কি রূপে মার্জ্জন করে শুনি মনঃ করে ॥ তুলসীমিশ্র

কহে রাজা মোর এই জন। গেছে বার্ত্তা লইয়া আসিব এইক্ষণ ॥ রাজা কহে ভাল২ বৃত্তান্ত পাইব। গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা প্রভুর শুনিব ॥ হেনকালে তুলসীমিশ্রের দূত আইল। রাজারে প্রণমি মিশ্রে কহিতে লাগিল ॥ গুণ্ডিচা মার্জ্জন কৈল চৈতন্য গোসাঞি। তাহা দেখি শীঘ্র আমি আলু তোমা ঠাঞি ॥ রাজা কহে মূল হৈতে কহ বিস্তারিয়া। দূত কহে রাজা শুনে শ্রবণ পাতিয়া ॥ দূত কহে অবধান গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। গুণ্ডিচা মন্দির গেলা গণ সঙ্গে করি ॥

॥ তথাহি ॥

পাণৌকৃত্বা মধুর মৃদুলে শোধনী মূর্দ্ধ মূর্দ্ধং,
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ময়মসৌ গুণ্ডিচা মণ্ডপান্তঃ।
লূতাতন্তূন্ মলিনরজসঃ সারয়ন্নেবতৈ স্তৈ,
র্ব্যাপ্তো গৌরঃ শশধরইব ব্যক্ত লক্ষ্যা বভূব ॥

পয়ার ॥ মধুর কোমল হস্ত কমলে আপনে। সম্মার্জ্জনী লঞা প্রভু প্রেমাবিষ্ট মনে ॥ অদ্বৈতাদি মার্জ্জনী লইয়া প্রভু সাথে। ভিতর মন্দির আগে লাগিল শোধিতে ॥ লূতাতন্তুরজ ঊর্দ্ধ যতেক আছিল। মার্জ্জনীতে করি তাহা সব ঘুচাইল ॥ লতাতন্ত রজ সব লাগিল শরীরে। কলঙ্ক হইল ব্যক্ত যেন শশধরে ॥

॥ তথাহি ॥

হস্তাপ্রাপ্যং কমপি সমুপারোপ্য কস্যাপিচাংসে,
মাভৈষী রিত্যহহ নিগদন্ মেঘ গম্ভীরয়োক্ত্যা।
উত্তুঙ্গ্নৈত্রঃ সরজ সতনু মার্জ্জয়িত্বোর্দ্ধ মূর্দ্ধং,
ভিত্তীঃ সিংহাসন মথতলং শোধয়ামাসদেবঃ ॥

পয়ার।। উর্দ্ধ রজ আদি হস্তে লাগ নাহি পায়। যুক্তি করি সভে তবে সৃজিল উপায়।। এক জন কান্ধে চাপায়ে অন্য জনে। ভয় নাহি বলে মেঘ গম্ভীর বচনে।। উর্দ্ধ নেত্রে উর্দ্ধ হাথে উর্দ্ধ সম্মার্জ্জিল। ধূলী ব্যাপ্ত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সব হৈল।। এই মত ভিত্তি সব চৌদিগে শোধিল। সিংহাসন শোধি তল সকল মার্জ্জিল।।

।। অপিচ ।।

বহির্ব্বাসোহঞ্চল্যা মবকরচয়ং শোধনিকয়া,
সমাহৃত্যা পূর্য্য স্বয়মথ বহিঃ সারয়তিসঃ।
কৃচিদ্ধস্ত প্রাপ্যাবধি সরভসং মার্ষ্টিচকলং,
সুহৃদ্বর্গো গায়ত্যপি সকুত্তকং গাপয়তিচ ।।

পয়ার ।। সকল মার্জ্জিয়া যত হৈল অবকর। সে সকল নিল বহির্ব্বাসের উপর ।। মার্জ্জনীতে আকর্ষিয়া সে সব লইয়া। আপনে পেলায় প্রভু বাহির করিয়া ।। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ নাম গুণ করে গান। ভক্ত গণে আজ্ঞা দিয়া সুভারে গাওয়ান।।

পয়ার ।। এবং মূল মণ্ডপাদি শ্রীজগমোহন। ভোগ মণ্ডপাদি সব করিল মার্জ্জন।। তবে প্রভু আজ্ঞা দিল সকল বৈষ্ণবে। জল আন সভে স্নান ধৌত করি তবে।। আজ্ঞা পাঞা চলে শত শত ঘট লঞা। কূপে হৈতে জল তোলে রজ্জুতে বান্ধিয়া।।

।। তথাহি ।।

কূপাংকেপি সমুদ্ধরন্তিকতরঃ কস্যাপি হস্তে দদৌ
সোপ্য ন্যস্য করে সচাপরকরে সোহন্যঃ করে কস্যচিৎ।

ইত্থং শৃঙ্খলয়াঘটানথনয়ন্ পূর্ণান পূর্ণাং স্ত্যজন্,
পূর্ণাপূর্ণ পরিগ্রহত্য জনয়োঃ শিক্ষাং র্য্তানীজ্জনঃ ॥

পয়ার ॥ কেহ কেহ কূপে হৈতে সলিল উঠায়। তার হাতে হৈতে কেহ বহি লৈয়া যায় ॥ কথো দূর যাঞা তারা অন্য হাতে দেন। এই শৃংখলাতে জল প্রভু স্থানে লেন ॥ পূর্ণ ঘট লঞা শূন্য করেন উপেক্ষা। পূর্ণ গ্রাহ্যাপূর্ণ ত্যাজ্য করাইছে শিক্ষা ॥

॥ অপিচ ॥

কেচিদ্গৌরিগিরা মনোজ্ঞতময়া সিঞ্চন্তি সিংহাসনং,
ভিত্তীঃ কেচনকেপি তস্য করয়ো বার্য্যর্পণং কুর্ব্বতে।
কেচিত্তৎপদপঙ্কজোপরি ঘটৈঃ সিঞ্চন্তি সন্তোষত,
স্তৎ কেপ্যঞ্জলিনাপিবন্তি দদতে কেচিচ্চ মূর্দ্ধণ্যপি।

পয়ার ॥ কেহ প্রভু আজ্ঞায় সিঞ্চয়ে সিংহাসন। কেহ ভিত্তি চতুর্দ্দিগে করে প্রক্ষালন ॥ প্রভু হাথে ঘট আনি দেন কোন জন। কেহ জল দিয়া সিঞ্চে প্রভুর চরণ ॥ সেই জল লঞা কেহ সুখে পান করে। কেহ পাদাম্বুজ জল লয়ে নিজ শিরে ॥

পয়ার ॥ এই মতে মন্দিরাদি সব পাথালিল। বাহির হইয়া সভে পাদ ধৌত কৈল ॥ তবে নিজ নিজ বস্ত্র লঞা সভে মেলি। সর্ব্বত্র পুঁছিল জল হৈয়া কুতূহলী ॥ এই মতে মন্দিরাদি মার্জ্জিয়া পুঁছিল। প্রাঙ্গণ মার্জ্জিতে তবে আরম্ভ করিল ॥

॥ তথাহি ॥

পঙ্‌ক্তী ভূয়োপবিষ্টে নিজজনানিকরে কৌতুকান্মধ্যবর্ত্তী,
চিম্বন্ বাসঃ প্রপূর্ব্বং চিরসমূপচিতাঃ শর্করাশ্চত্বরস্য।

পশ্যামঃকেকতী মাবিদধতি বিচিতা ইত্যবোচদযদেশং,
স্তর্হেবামী প্রমোদাদহমহমি কয়াচেত্ত মুদ্‌যোগ মীষুঃ ॥

পয়ার ॥ পংক্তি করি সকল ভক্তেরে বসাইলা। আপনে চৈতন্য তার মধ্যেতে বসিলা ॥ কৌতুকে কহেন প্রভু ভক্ত সভাকারে। বুঝিয কতেক কেবা কুড়াইতে পারে ॥ এই কথা যখন কহিল ভগবান। আমি বহু লৈব বলি সভে সাবধান ॥ তৃণ ধূলী কঙ্করাদি যতেক আছিল। যত শক্তি তত সবে যত্নে কুড়াইল ॥ অতি শীঘ্র এই রূপে অঙ্গন মার্জ্জিয়া। অবকর দেখে প্রভু সভার হাসিয়া ॥ সভা হৈতে প্রভুর কঙ্কর বাঢা হৈল। যার অল্প তার দণ্ড কর প্রভু বৈল ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ অদ্বৈত আদি কহেন হাসিঞা। গোয়ালের শক্তি একা দুগ্ধাদি খাইঞা॥ প্রভু কহে সে নহে ধর্ম্মের বড় বল। ব্রহ্মাণ্ড সংহরে যেই কি তার কুশল ॥ স্বরূপ বলেন গোয়ালাই ঘাতী নয়। জন্ম দিলে স্ত্রী হত্যা কেমন শাস্ত্রে কয় ॥ প্রভু কহে কথার প্রপঞ্চে নহে জয়। নিষ্প্রপঞ্চ স্থানে কর্ত্তা জগন্নাথ হয় ॥ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগন্নাথ ভগবান। ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি করায় লোক অপমান ॥ অদ্বৈত বলেন এই সুজন বাক্য নয়। আপনার সাক্ষী করি আপন মানয় ॥ জগন্নাথ আপনে অধর্ম্মী যদি নয়। ব্রহ্মাদিরে কেন গোপ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় ॥ প্রভু কহে এ তাপ কেমনে সম্বরিব। ঈশ্বরে অধর্ম্মী বলে দণ্ড করাইব ॥ অদ্বৈত বলেন যে তোমার চিত্ত নয়।

নহিলে কেমনে ছাপ্পান্ন কোটি ক্ষয় ॥ প্রভু কহে সে হইল যোগীর বচনে। নহিলে পৃথিবী তারা ছাড়ে কি কারণে ॥ এই মত প্রভু সব তত্ত্ব কথা কয়। কলহের ছলে তাহা লোকে না বুঝয় ॥ এবংগৃহ মাজ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল। আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর ॥ ঐছে নিস্কঙ্কর আর পরম শীতল। কৈল ভোগ গৃহ গৃহ আর যে চত্বর ॥

॥ তথাহি ॥

ক্ষোভংক্ষৌণী মৃগাক্ষ্যাঃ স্থগনমিহরবেঃ কম্পমাশা বধূনাং,
স্তম্ভং বাতস্য কুর্ব্বন্নমর পরিবৃঢ়স্যাশ্রমক্ষ্মাং সহস্রে।
স্বেদং সপ্তর্ষিগোষ্ঠ্যাঃ পরমরসময়োল্লাস মৌত্তান পাদে,
ধ্যান ধ্বংসং বিরিঞ্চেঃ সজয়তি ভগবৎ কীর্ত্তনানন্দনাদঃ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

গুণ্ডিচা মাজ্জন করি, আনন্দিত গৌরহরি;
স্বরূপাদি ভক্তগণ লঞা।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন, আনন্দিত ত্রিভবন;
ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া॥
পৃথিবী হরিণ নেত্রা, ক্ষোভ পাল্য সহ গোত্রা;
রথি রথ স্থগিত হইল।
দিগ দশ বধূ কম্প, বায়ুর হইল স্তম্ভ;
আনন্দে ভুবন বেয়াপিল॥
সুর পুরী ছাড়ি ইন্দ্র, দেখিতে কীর্ত্তনানন্দ;
গজে চটি আইলা গগণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, মানেন যে কৃতকৃত্য;
অশ্রু ঝরে সহস্র লোচনে॥

সপ্তঋষি শুনি মাত্র; কম্প স্বেদে পূর্ণ গাত্র;
ধ্রুবে হৈল পরম উল্লাস।
বিরিঞ্চি আইলে ধ্যানে, কীর্ত্তন প্রবেশে কানে;
প্রেমে মত্ত ধ্যান গেল নাশ ॥

॥ তথাহি ॥

নর্ত্তিত্বা ক্ষণমেব চারু মধুরং গৌরহরি র্নর্ত্তয়া-
ঞ্চক্রেঽদ্বৈততনূজমেক মধুরং গোপাল দাসাভিধং।
নৃত্যন্নেব সমূর্চ্ছিতঃ সুখবশাদ্দেহান্তরং যন্নিবা-
দ্বৈতেঽখিদ্যতি পাণি পদ্ম বলনাদ্দেবঃ সতং প্রাণয়ৎ॥

অদ্বৈত হুঙ্কার করে, হরিদাস হরি বলে;
স্বরূপাদি উচ্চৈঃস্বরে গান।
কতক্ষণ নৃত্য করি; সম্বরিলা গৌরহরি;
হাস্য মুখে দাণ্ডাল্য আপন ॥
শ্রীঅদ্বৈত পুত্র বর, সর্ব্ব মতে ভাগ্যধর;
শ্রীগোপাল দাস তার নাম।
প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল, তিঁহো নৃত্যে প্রবেশিল;
স্বরূপের সঙ্গে প্রভু গান ॥
সহজে মধুর তর, গোপালের কলেবর;
তাহে হৈল প্রেমার আবেশ।
তাতে নৃত্য মাধুরী, গোপালের রূপ হেরি;
প্রভুর আনন্দে নাহি শেষ ॥
আনন্দে গোপাল দাস, মূর্চ্ছা পাইল নাহি শ্বাস;
ধরণী পড়িয়া অচেতন।
সভে করে হাহাকার, স্বরূপ না গায় আর;
নিবৃত্ত হইল সঙ্কীর্ত্তন ॥

শুক্ত পুত্র অচেতন, অদ্বৈতের দুঃখি মনঃ;
উচ্চ করি ধ্বনি কহে কানে।
গোপালের নাহি শ্বাস, ভক্ত গণে হৈল ত্রাস;
মহাপ্রভু আল্য সেই স্থানে॥
হাস্য মুখে গৌরহরি, হস্ত পদ্ম অঙ্গে ধরি,
বলে উঠ উঠত গোপাল।
গোপাল উঠিলা হাসি, আগে দেখে গৌর শশী;
পাদ পদ্মে প্রণমিল তাঁর॥
ভক্ত গণ কুতূহলে; উচ্চৈঃস্বরে হরি বোলে;
প্রভু লঞা সভাই বসিলা।
গজপতি রাজা বলে, মোর দূরাদৃষ্ট কলে;
হেন সুখ দর্শন না হৈলা॥
লোক কহে পুনর্ব্বার, লঞা ভক্ত পরিবার;
নৃসিংহ মণ্ডপ সংস্করি।
ধৌত করি সভা লঞা, ইন্দ্রদ্যুম্ন সব যাঞা;
জলে বিহরিলা গৌরহরি॥
নিকটে পুষ্পের বনে, সকল মহান্ত গণে;
মহাপ্রভু করিলা বিশ্রাম।
হেনকালে বাণীনাথ, অনেক ব্রাহ্মণ সাথ;
প্রভু পাশে করিল পয়ান॥
ঈশ্বর প্রসাদ নানা, পক্বান্নাদি পিটা পানা;
আনিল ধরিল প্রভুপাশে।
বসিয়া পুষ্পের বনে, সকল ভক্তের সনে;
প্রভু থাইল পরম উল্লাসে॥

সমাপি ভোজন রঙ্গ, অদ্বৈতাদি ভক্ত সঙ্গ;
নিজ নিজ বাসা সভে গেলা।
প্রেমদাস বিরচিলা, শুনিঞা প্রভুর লীলা;
গলিয়া গলিয়া পড়ে শিলা ॥

পয়ার ॥ জয় গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোসাঞি। কৃপা কর সদা যেন তুয়া গুণ গাই ॥ হেন মতে কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন। লোক মুখে গজপতি করিল শ্রবণ ॥ সেই হৈতে সেই সেবা গুণ্ডিচা মন্দিরে। অদ্যাপিহ গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব করে ॥ রথ যাত্রা পূর্ব্ব দিনে নেত্রোৎসব হয়। কাশীমিশ্র তুলসী-মিশ্রেরে ডাকি কয় ॥

॥ তথাহি ॥

নেত্রোৎসবঃ সর্ব্বজনস্য ভাবী, শ্বঃ শ্রীপতে শ্রীমুখ দর্শনেন। ইতীবচিত্তোৎসব এবজাতো, মহোৎ-সবস্যাপি মহোৎসবো যঃ ॥

পয়ার ॥ কালি হব নেত্রোৎসব ঈশ্বর দর্শন। নেত্রোৎসব তাহাতে পাইব সর্ব্বজন ॥ জগন্নাথ শ্রীমুখ সভাই দেখা পাব। পক্ষ বিচ্ছেদের দুঃখ সব পলাইব ॥ আমার অন্তরে ইথে উঠিছে উৎসব। মহোৎসবোপরি এই মহা মহোৎসব ॥

পয়ার ॥ কাশীমিশ্রেশ্বর শুনি গজপতি বলে। তুলসী তোমারে মিশ্র কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥ অতএব চল তুমি কালি নেত্রোৎসব। কিবা আছে কিবা নাঞি দেখ যাঞা সব ॥ তুলসী যে আজ্ঞা বলি শীঘ্র চলি গেলা। রাজার নিকটে হোথা কাশীমিশ্র

আইলা ॥ রাজা যে নিকটে আছে মিশ্র নাহি জানে। আবেশে কহিছে কথা নিজ মনে মনে॥ মিশ্র কহে কি মধুর রথোৎসবে হব। আপনে চৈতন্য রথ অগ্রেতে নাচিব ॥

॥ তথাহি ॥

কাশীশ্বরক্ষপিত লোকচয়ঃ পুরস্তাদ্গোবিন্দ পালিত বিলাসগতিঃ পুরস্তাৎ। পার্শ্বদ্বয়েচ সপুরীশ্বর সম্বরূপো, নেত্রোৎসবায় সভবিষ্যতি গৌরচন্দ্রঃ ॥

পয়ার ॥ বলবান কাশীশ্বর লোক ঠেলি যাবে। গোবিন্দ প্রভুর পাছে সম্ভ্রমে চলিবে ॥ পুরীশ্বর স্বরূপ যাইব দুই পাশে। প্রভু দেখি লোক নেত্র ভাসিব উল্লাসে ॥

পয়ার ॥ রাজা কহে মিশ্র কথা কহে মনে মনে। আমি যে নিকটে আছি তাহা নাহি জানে॥ কাশীমিশ্র দক্ষিণে নয়ন চালাইল। তিন রথ সুমণ্ডিত অগ্রেতে দেখিল ॥ মিশ্র কহে তিন রথ করিল সাজন। জগন্নাথ তিন রথ করিল নিরীক্ষণ ॥

॥ তথাহি ॥

উৎসর্পিদর্পণ সহস্র বিভাবিতশ্রীঃ, সচ্চারুচামরসুচীনচয়ৈঃ পরীতঃ। তেজোময়ঃ সময়মেত্যবিরাজমান, আনন্দয়ন্নয়নমেষরথোবিভাতি ॥

পয়ার ॥ জগন্নাথ রথ তাতে অতি বিচক্ষণ। সহস্র সহস্র যাতে দিয়াছে দর্পণ॥ যথা তথা সুন্দর চামর সুশোভন। দেখিল হইয়া সভে আনন্দিত

মনঃ ।। সময় পাইয়া রথ অতি দীপ্তিমান। রথ দেখি আনন্দিত হইল নয়ান ।।

পয়ার ।। পুনঃ মিশ্র সম্মুখে চাহিয়া দেখে নৃপে। হেথা কেনে রাজা বলি আইলা সমীপে ।। জয় জয় মহারাজ বলি পুনঃ কয়। মহারাজ শুন এ নিবেদন হয় ।। যবে হব জগন্নাথ রথ আরোহণ। এই স্থানে থাকি তুমি করিহ দর্শন ।। দর্শন করিয়া সে পশ্চাৎ হব স্নান। তবে সে করিব নিজ সেবার বিধান ।। রাজা কহে মোর সেবা আমি তা করিব। সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা পথ যে মার্জ্জিব ।। তার লাগি উৎকণ্ঠা না হয় মোর মনে। অতিশয় উৎকণ্ঠা চৈতন্য দরশনে ।। রথ আগে নৃত্য করিবেন গৌরহরি। দেখিতে বড়ই স্পৃহা হয় কিবা করি ।। কহ মিশ্র কতক্ষণে হব প্রভু নৃত্য। দেখিলে আপনা আমি মানি কৃত কৃত্য ।। মিশ্র কহে রথে আরোহিলা জগন্নাথ। চারি দণ্ড বই নৃত্য দেখিবে সাক্ষাৎ ।। রাজা কহে মিশ্র মোরে কহ বিচারিয়া। সে নৃত্য দেখিব আমি কোন্ স্থানে রহিয়া ।। এই স্থানে থাকি যদি করি দরশন। তবে অতি পরিতোষ না পাইব মনঃ ।। নিকটে যাইয়া যদি করি দরশন। সে সুলভ না হইব হেন লয় মনঃ ।। প্রভুর পার্ষদ সব চৌদিগে থাকিব। সে গোষ্ঠী প্রবেশ আমি কেমনে করিব ।। প্রভু মধ্যে হইব চৌদিগে ভক্ত গণ। কি রূপে হইব মোর নৃত্য দরশন ।। যে হউ সে হউ মিশ্র এই মোর মনঃ। চৈতন্য চন্দ্রের নৃত্য হব যতক্ষণ ।। ততঃক্ষণ থাকিব

সে স্থানে দাণ্ডাইয়া। চৈতন্যের কৃপা দেবী শরণ লইয়া॥ কায় মনঃ বাক্যে যদি তাঁতে ভক্তি থাকে। তবে তাঁর নর্ত্তন দেখিব কোন পাকে॥ মিশ্র কহে মহারাজ যে ইচ্ছা তোমার। কিন্তু আমি আর এক কহি সমাচার॥ মহাদেবী সব আসিয়াছে নীলাচলে। প্রভুকে দেখিলা তাঁরা স্নান যাত্রা কালে॥ অতি ভক্তি তাঁ সভার হৈল সেই হৈতে। নিরবধি থাকে কৃষ্ণ চৈতন্য কথাতে॥ ইতো মধ্যে শুনিলেন অপূর্ব্ব আখ্যান। রথ আগে নৃত্য করিবেন ভগবান॥ মোর স্থানে কঞ্চুকী দিলেন পাঠাইয়া। মহাপ্রভু নৃত্য লীলা দেখিব বলিয়া॥ মহারাজা বলে মিশ্রে জিজ্ঞাসা কি তার। সুখে নৃত্য দেখে ইচ্ছা যেন তাঁ সভার॥ কে এমন মূঢ় আছে তাহা নিষেধিব। তা সভার জন্ম নেত্র কৃতার্থ হইব॥ মিশ্র কহে ত্বরা তবে কর নরেশ্বর। এখনি আসিব জগন্নাথ রথোপর॥ রাজা কহে যে কহিলে এই কথা বটে। মিশ্র কহে আমি যাই চৈতন্য নিকটে॥ অট্টালী ছাড়িয়া রাজা গেলা স্থানান্তরে। কাশীমিশ্র গেলা ভগবানের গোচরে॥ রাজার মহিষী সব কঞ্চুকীর সঙ্গে। অট্টালীতে আরোহণ কৈল অতি রঙ্গে॥ সিংহদ্বার ঈশানে অট্টালী উচ্চতর। তাহে থাকি রথ দেখি হরিষ অন্তর॥ হেনকালে জগন্নাথ উঠিলেন রথে। বলভদ্র সুভদ্রা দোঁহারে করি সাথে॥ সৌরিদল্ল বলে রাণী কর দরশন। অই জগন্নাথ কৈল রথ আরোহণ॥

॥ তথাহি ॥

সংপ্রাপ্তো রথকন্ধরং তনুভৃতাং নেত্রৈর্মনোভিঃসমং,
শ্রীনীলাচল চন্দ্রমারথপথং সংপ্রাপ গৌরোহরিঃ।
ভারাক্রান্ত তয়ৈব নেত্রমনসী তেষাং বরং মুঞ্চতঃ,
পূর্ব্বং নৈব পরন্তু পূর্ব্ব পরয়োঃ সত্যং বলীয়ান্পরঃ॥

পয়ার॥ সর্ব্ব লোক নেত্র মনঃ জগন্নাথ সনে। রথের উপরে গেল দেখে শ্রীবদনে॥ হেনকালে গৌরহরি সপার্ষদে আইলা। উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি কোলাহল হৈলা॥ জগন্নাথ দেখিছেন যত নারী নর। রথপথে দেখে সভে শ্রীগৌর সুন্দর॥ প্রভুর মধুর রূপ দেখি নর নারী। চিত্তাপিত রহে জগন্নাথেরে পাসরি॥ পূর্ব্বাপর নিধি মধ্যে পর বলবান। এই ন্যায় সত্য সভে দেখে বিদ্যমান॥

॥ অপিচ॥

মণ্ডলৈ স্ত্রীভিরসৌ স্বজনানা,মাবৃতো জয়তি কাঞ্চনগৌরঃ।
বীজকোষইববারিরুহস্য, প্রোল্লসত্তর সহস্রদলস্য॥

পয়ার॥ লোকের সংঘট্ট হৈল চৈতন্য দেখিতে। না পায়েন স্থান প্রভু কীর্ত্তন করিতে॥ তা দেখিয়া চৈতন্যের পার্ষদ সকল। নৃত্য স্থান কৈল হঞা এ তিন মণ্ডল॥ চৌদিগে পার্ষদ মধ্যে শচীর কুমার। সহস্র দলের মধ্যে যৈছে কর্ণিকার॥

পয়ার॥ রাজ রাণী দেখি সব করিল প্রণাম। কে কোন মহান্ত সৌরিদল্লেরে সুধান॥

॥ তথাহি॥

কাশীশ্বরোঽজমিবহির্বলয়স্যমুখ্যো, গোবিন্দ উত্তমতমোঽ

জনিমধ্যমস্য। অভ্যন্তরস্য মণিরজ জয়তি স্বরূপঃ, সামাজিকঃ কিস পুরীশ্বর ঈশ্বরাগ্রে॥

পয়ার॥ কঞ্চুকী বলেন দেবী প্রথম মণ্ডল। প্রধান দেখয়ে কাশীশ্বর মহাবল॥ মত্ত সিংহ হেন বুলে লোকেরে ঠেলিয়া। গোবিন্দ আছেন পাছে জন কথো লঞা॥ ভিতর মণ্ডলে শ্রীস্বরূপাদি গোসাঞি। মৃদঙ্গ তালাদি লঞা আছেন দাণ্ডাই॥

পয়ার॥ মধ্যে সভে গৌরচন্দ্র পুরীশ্বর সনে। রূপের উপামা নাহি এতিন ভুবনে॥ ঢক্কা কাঁসী কাহাল কর্ণাল ডমক ঢোল। পনব ঝর্ঝরী ভেরী বাদ্য উতরোল॥ রথ নাহি চলে জগন্নাথ হৈলা স্থির। মৃদঙ্গ তালাদি ধ্বনি হইল গম্ভীর॥ রাজ আজ্ঞা অন্য বাদ্য কৈল নিবারণ। স্বরূপ আরম্ভ কৈল হরি সংকীর্ত্তন॥ জগন্নাথ দেখি প্রভু উল্লসিত মনে। প্রভুর মনের কথা স্বরূপ সে জানে॥ জয় জগন্নাথ জয় নীলাচলচন্দ্র। স্বরূপ গায়েন এই পদ পরানন্দ॥ পদ শুনি প্রভুর আবেশ অতি হৈল। হরি বোল বলি প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥ প্রভুর পার্ষদ গণ সভে বেটিয়াছে। দেখিতে না পায় রাজা আছে সব পাছে॥ প্রভুর মধুর রূপ প্রেমের বিকার। নেত্র মনঃ প্রভুতে আবিষ্ট সভাকার॥ রাজা যে আছেন পাছে কেহ নাহি জানে। রাজার উৎকণ্ঠা অতি না পায় দর্শনে॥

॥ তথাহি॥

সংঙ্কোচাদ্বিরলী করোতিজনাং শৈচতন্য পাদাশ্রয়ান,

তৈস্তৈর্গাঢ় নিরন্তরাবৃততয়া গৌরঙ্গনোপশ্যতি।
সোৎকণ্ঠং নয়নদ্বয়ীং ততইতো ব্যাপারয়ন্নন্তরং,
সংপ্রেপসুর্হরিচন্দনাং সবিলসদ্বাহুর্নৃপোভ্রাম্যতি॥

পয়ার॥ সঙ্কোচনে রাজা আছে প্রভু ভক্ত গণে। ইতি উতি চলে নেত্র দর্শন কারণে॥ রাজ প্রিয়-পাত্র শ্রীহরি চন্দন সে নাম। তার কান্ধে হস্ত রাজা ঊর্দ্ধ নেত্রে চান॥ জলযন্ত্র ধারা যৈছে বহে প্রেম নীর। পুলকে ব্যাপিল প্রভুর সকল শরীর॥ মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে। মহাপ্রভু মধুর মধুর নৃত্য করে॥ রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন। আনন্দে আপনা পাশরিল ভক্তগণ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত রাজার আগে থাকি। আবেশে দেখেন নৃত্য অনিমিষ আঁখি॥

॥ তথাহি ॥

রাজাক্ষি বর্ত্মভিদূরং হরিচন্দনোঽসৌ, শ্রীবাসমন্তরয়তি স্বকরেণ মন্দং। রুষ্টোজঘান তমসৌ প্রতিরুষ্টমেনং, রাজৈব সান্ত্বয়তি সানুনয়ং নয়েন॥

পয়ার॥ মহোগ্র প্রতাপ মহারাজা গজপতি। তিঁহো পাছে আছে দৃষ্টি নাহি তার প্রতি॥ পাত্র হরি চন্দন আপন হস্ত দিয়া। শ্রীবাসে ঠেলিল কিছু সাহঙ্কার হঞা॥ প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস বাহ্য নাহি জানে। রাজ পাত্র ঠেলে তাঁর ক্রোধ হৈল মনে॥ রাজ পাত্রে চাপড় মারিল শ্রীনিবাস। ক্রুদ্ধ হৈল পাত্র দেখি রাজার তরাস॥ রাজা কহে পাছে মোর সর্ব্বনাশ হয়। জানি কিছু দুর্ব্বাক্য শ্রীবাসে পাত্র কয়॥

রাজা কহে শান্ত শান্ত হও সাবধান। ক্রোধ ছাড়ি পণ্ডিতেরে করহ প্রণাম ॥ কতেক জন্মের ভাগ্য তোমার আছিল। চৈতন্য পার্ষদ হস্ত স্পর্শ তেঞি হৈল ॥ শ্রীবাসের করাঘাত আমি পাইতু যবে। আপনাকে কৃতার্থ মানিতু আমি তবে ॥ পরম গম্ভীর রাজা অতি ভক্তিমান। নীতে হরি চন্দনে করিল সাবধান ॥

পয়ার ॥ সৌরিদল্ল দেখি তাহা অট্টালী উপরে। দেবী সকলেরে কহে পাঞা চমৎকারে ॥ মহারাজ পাত্র লোক পূজ্য হেন জনে। মারল ব্রাহ্মণ হৈয়া ভয় নাহি মনে ॥ রাণী কহে কঞ্চুকী তুমি সে অগে- য়ান। ঈশ্বরের পার্ষদ মহিমা নাহি জান ॥ যম কাল আদ্যে যারা দৃক্‌পাৎ না করে। হরি চন্দন কোন্ বা বরাক বল তারে ॥ তাহে অতি নিরপেক্ষ পণ্ডিত শুনিল। শ্মশ্রু কেশে ধরি যিহোঁ বাহির করিল ॥ শুনি সৌরিদল্ল পুনঃ চাহে নৃত্য স্থানে। আবেশে হুঙ্কার প্রভু করে ঘনে ঘনে ॥ সিংহগ্রীব সিংহ গতি সিংহের গর্জ্জন। উদ্দণ্ড করেন নৃত্য ভূমি কম্প হন ॥ কঞ্চুকী বলেন রাণী হোর দেখ চাঞা। বিক্রম হইল কিবা মূর্ত্তিমান হঞা ॥ এখনি মধুর নৃত্য মধুর দেখিল। এখনি প্রতাপে যেন ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিল ॥ প্রভুর প্রতাপে লোক দূরে দূরে গেল। কীর্ত্তনের স্থল অতি প্রসর হইল ॥ উচ্চ লম্ফ দিয়া প্রভু পড়েন আছাড়। লোকে বলে হায় পাছে চূর্ণ হয় হাড় ॥

॥ তথাহি ॥

উদ্দামতাণ্ডব বিধৌ জগদীশ্বরস্য, সর্ব্বে পরস্পর
কর গ্রহণং বিধায়। বাহু প্রসার্য্য পরিতঃ প্রসরন্তি
শশ্বদ্ভূমৌ স্খলত্তু রতনৌ ক্ষতশঙ্কয়ৈব ॥

পয়ার ॥ প্রভুর উদ্দাম নৃত্য দেখি ভক্ত গণ। হাতে হাতে ধরি কৈল মণ্ডলী রচন॥ বাহু পসারিয়া সভে প্রভু সঙ্গে ধায়। এই শঙ্কা পাছে ক্ষত হয় প্রভু গায় ॥

পয়ার ॥ রাণী সব বলে এবে লোক দূরে গেল। এবে প্রভু দরশন সুখেতে পাইল ॥

॥ তথাহি ॥

ক্ষণমুৎপ্লবতে মৃগেন্দ্র কল্পং, ক্ষণ মাধাবতি
মত্তনাগ তুল্যং। ভ্রমতিক্ষণ মলাতচক্র প্রভ মা-
নন্দ তরঙ্গতো যতীন্দ্রঃ ॥

পয়ার ॥ ক্ষণে প্রভু লম্ফ দেই সিংহের বিক্রম। মন্থর চলেন ক্ষণে মত্ত গজ সম ॥ আলাৎচক্রের প্রায় ক্ষণে পাক ফিরে। আনন্দ তরঙ্গে নানা মত দশা করে ॥ বিস্তর বৈষ্ণব সঙ্গে ফিরে কৃষ্ণ গাই। তাঁ সভার প্রধান শ্রীস্বরূপ গোসাঞি ॥ পরম বৈষ্ণব তিঁহো সব রস জানে। না কহিতে গায় গীত যেই প্রভুর মনে ॥

॥ অপিচ ॥

অন্তর্ভাববিদা মুদার মনসা মাদ্যঃ স্বরূপো যদা,
যদ্যাত্তং দিশতীদমেব সকলঃ প্রীত্যৈব তজ্জায়তি।
তস্যার্থস্তনু মানিব প্রতিফলন্ গৌরো নরীনৃত্যতে,
স্তম্ভাশ্রুস্বরভঙ্গকম্পপুলক প্রস্বেদ মূর্চ্ছান্বিতৈঃ ॥

পয়ার ॥ জানিয়া প্রভুর মনঃ যে গাইতে বলে। সেই গীত গান করে বৈষ্ণব সকলে ॥ স্বরূপের গানে প্রভু আনন্দিত মনে। হস্ত মুখ ভঙ্গী করি সে গীত বাখানে॥ ক্ষণ স্তম্ভ ভাবে প্রভু রহে স্থির হঞা। ক্ষণে শত ধারা বহে দুই নেত্র বাঞা ॥ স্বরভঙ্গ কম্প স্বেদ পুলক মূর্চ্ছিত। প্রেম দেখি সর্ব্ব লোক হইল বিস্মিত॥

পয়ার॥ রাণী সব বলে ভাগ্য হৈল মো সভার। আশ্চর্য্য দেখিল প্রেমানন্দ চমৎকার ॥ কঞ্চুকী বলেন দেখ এ বড় প্রমাদ। নৃত্যাবেশে প্রভুর হইল মহোন্মাদ॥

॥ তথাহি ॥

আনন্দাম্বুনিধে র্নবেন্দ্রিকতমৈ রুচ্চাবচৈ রুর্ম্মিভি,
র্নৃত্যোন্মাদ মদেন গৌর ভগবত্যানন্দ মূর্চ্ছাং গতে।
নিষ্ঠেবঃ কঠিনোঽসমস্রবদভূচ্ছ্বাসো ন সংলক্ষ্যতে,
কান্তিঃ কেবল মুজ্জ্বলৈব সুহৃদা মাশ্বাস বীজায়তে ॥

পয়ার ॥ মূর্চ্ছাগত হঞা প্রভু পড়িলা ভূমিতে। নিষ্ঠীব কঠিন লালা ক্লিন্ন পূর্ণ মুখে॥ অবিচ্ছিন্ন অশ্রু জল নেত্রে মাত্র ঝরে। বিবশ হইলা প্রভু শ্বাস গেল দূরে ॥ অঙ্গ কান্তি উজ্জ্বল করিছে ঝলমল। তেঞি সে আশ্বাসে আছে ভকত মণ্ডল ॥

পয়ার ॥ রাজরাণী সব মহাপ্রভু দশা দেখি। বিকল হইল কান্দি ফুলাইল আঁখি॥ কঞ্চুকী বলয়ে প্রভু বটেন ঈশ্বর। এই জ্ঞান আছে তেঞি প্রাণ আছে মোর ॥ নহিলে প্রভুর হেন দশা দরশনে। এখনি ত্যজিতু প্রাণ কি কায় জীবনে ॥

॥ তথাহি ॥

রোমাঞ্চাঃ পুনরুল্লিষন্তি নয়নে ভুয়োপিপর্য্যশ্রুণী,
নিষ্ঠেবশ্চ পুনঃ প্ররোহতি পুনঃ শ্বাসোধরং ধাবতি।
সর্ব্বেষামভিতোঽভিতঃ সমুদয়ত্যাহ্লাদ কোলাহলো,
দেবোজাগরয়াঞ্চকার হৃদয়ং স্বানন্দ মূর্চ্ছাং ত্যজন্॥

পয়ার ॥ এত বলি রাণী পুনঃ প্রভু পানে চায়। দেখেন পুলক সব ব্যাপিয়াছে গায় ॥ দুনয়নে অশ্রু ধারা অধিক উজ্জ্বলে। শ্বাস আসি বহিতে লাগিল কণ্ঠ স্থলে ॥ চারি দিগে আহ্লাদিত ভকত মণ্ডল। হরিধ্বনি জয় জয় হৈল কোলাহল ॥ স্বানন্দ মূর্চ্ছায় হৈতে আকর্ষিয়া মনঃ। স্বেচ্ছাময় প্রভু করাইল দরশন ॥

পয়ার ॥ মহাপ্রভু যখন হইল সচেতন। রাজরাণী সব দেখে উল্লসিত মনঃ ॥

॥ তথাহি ॥

যেনৈব গীতেন বভূব মূর্চ্ছা, তেনৈব ভুয়োজনি
সংপ্রোবধঃ। কিমেক এবৈষ সকোপি মন্ত্রঃ,
প্রয়োগ সংহার বিধৌ স্বতন্ত্রঃ॥

পয়ার ॥ কঞ্চুকী বলেন অহো দেখ অদভুত। মূর্চ্ছা পাইলেন প্রভু শুনি যেই গীত ॥ সেই গীত শুনি পুনঃ পাইল চেতন। না জানি এ গীত রূপ কোন মন্ত্র হন ॥

॥ তথাহি ॥

নৃত্যোন্মাদ তরঙ্গিণী বলবতীরানন্দ বাত্যাক্রমা,
দত্যুল্লাসয়তিস্মতত্র জনিতো বীচীতরঙ্গ ক্রমঃ।

কশ্চিৎ কশ্চিদনীলশত্তম পরস্তং চাপরস্তং পর,
শ্চেত্যানন্দ তরঙ্গজৈববিবিধা বৃত্তির্ন গীতার্থজা ॥

পয়ার ॥ অথবা এ গীত অর্থে হৈন দশা নয়। প্রভুর যে নিত্যোন্মাদ সেই নদী হয় ॥ মহানন্দ রূপ মহা ঝড় বহে তায়। ক্ষণে ক্ষণে নানা মত তরঙ্গ উঠায়. ॥ স্ববশ অবশ কভু কভু বা চঞ্চল। নানা রূপ করে নৃত্য আনন্দ প্রবল ॥

॥ তথাহি ॥

উত্থায়মন্দমুপবিশ্য সুখোর্ম্মিবেগ, নিষণ্ণস্য তর্জ্জনিকয়া
লিখতো ধরিত্রীং। আশঙ্কিতঃ ক্ষতকৃতে সদয়ং স্বরূপো,
দেবস্য পাণি মরুণন্নিজ পাণিনৈষঃ ॥

পয়ার ॥ মূর্চ্ছা ছাড়ি উঠি প্রভু বসিল ভূমিতে। সুখবশে ভূমি লেখে নিজ তর্জ্জনীতে॥ স্বরূপের প্রেম চেষ্টা কে কহিতে পারে। হাহাকার করি গেলা প্রভুর গোচরে॥ অঙ্গুলীতে ক্ষত পাছে হয় শঙ্কা পাঞা। নিজ হস্তে করি প্রভু হস্তে ধরে যাঞা ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ প্রভুকে ধরি পুনঃ উঠাইল। কীর্ত্তন করিতে শুনি প্রভু সুখ পাইল ॥ হরিবোল বলি প্রভু নাচে পুনর্ব্বার। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয়কার ॥

॥ তথাহি ॥

গচ্ছত্যেষ জগৎ পতীরথ গতো বাহূ প্রসার্য্য স্বয়ং,
প্রীত্যোত্থাপয়িতুং রথোদরমির শ্রীগৌর চন্দ্রং পুরঃ।
নৃত্যন্নেব সচাপ সর্পতি পরং বাম্যোদয়ে নাত্মনো,
ছাবেবাক্ষি পৃথং ব্যতীয়ত রহো ভাগ্যং বিশস্ত্যামনঃ ॥

পয়ার ॥ নৃত্য দেখি জগন্নাথে হইল উল্লাস। আপনে চলিল রথ মহাপ্রভু পাশ॥ বাহু প্রসারিয়া ধরি শ্রীগৌর সুন্দরে। জগন্নাথ গেলা প্রভু তুলিবার তরে॥ বাল্য ভাবে যেন প্রভু নাচিতে নাচিতে। পশ্চাৎ পলান প্রভু হাসিতে হাসিতে॥ শ্রীজগন্নাথের রথ অতি বেগে ধায়। নাচি নাচি শীঘ্র গতি চৈতন্য পলায়॥ এই রঙ্গে গেলা দোঁহে গুণ্ডিচা মন্দিরে। রাজরাণী গণ আর না দেখে প্রভুরে॥

পয়ার ॥ রাণী বলে মো সভার ভাগ্য ফুরাইল। দৃষ্টি পথ ছাড়ি প্রভু অদৃশ্য হইল॥ অতঃপর আমরা চলহ যথা স্থান। কঞ্চুকী সভারে লঞা করিল প্রয়ান॥ হোথা কাশীমিশ্রে কহে রাজা গজপতি। জগন্নাথ গুণ্ডিচা মন্দিরে কৈল স্থিতি॥ উপবনে গেলেন চৈতন্য ভগবান। লোক চিত্ত হরি লঞা দোঁহার প্রয়ান॥ রথোৎসব মহা সুখ নিবৃত্ত হইল। হোরা-পঞ্চমীর যাত্রা প্রত্যাসন্ন হৈল॥ অতঃপর মিশ্র তুমি কর এই কার্য্য। লক্ষ্মী যাত্রা করাহ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য॥ সাবধানে কর যাঞা সকল সম্ভার। রথ যাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥ ছত্র, চামরাদি যত ঈশ্বর ভাণ্ডারে। আমার ভাণ্ডারে যত ছত্র চামরে॥ সকল আনিবে বাদ্য ভাণ্ড বহুতর। অদভুত রস যেন হয় মূর্ত্তিধর॥ আজি হৈতে তুমি সব কর আয়োজন। আমি আপনার পুরে করিয়ে গমন॥ কাশীমিশ্রে কহি রাজা নিজ পুরে গেলা। হেথা কাশীমিশ্র মনে চিন্তিতে লাগিলা॥ জগন্নাথ বল্লভ নাম্নেতে উপবন।

নৃত্য করি গৌরহরি করিল গমন ॥ অদ্বৈতাদি মহান্ত গেলেন প্রভু সনে। কি লীলা করেন তথা দেখি গিয়া মেনে॥ এত বলি উপবনে কাশীমিশ্র গেলা। দেখে প্রভু বেঢি সব মহান্ত বসিলা॥

। তথাহি ॥

শ্বোমেপরশ্বো মমতৎপরেহহ্নি, মমাপরেদ্যু র্মম চাপরেহহ্নি। মমেতি ভিক্ষাদিননির্ণয়েনাদ্বৈতাদয়ঃ কৌতুকিনোবভূবুঃ ॥

পয়ার ॥ কেহ বলে প্রভু ভিক্ষা আজি আমি দিব। কেহ বলে কালি আমি ভিক্ষা করাইব ॥ পরশ্ব আমার ভিক্ষা আমি তার পর। এই মত যুক্তি করে মহান্ত সকল॥ কৌতুকে প্রভুর আগে সভে এই কয়। ও স্থানে না যাব আমি এমন সময় ॥ এত বলি মিশ্র চলি গেলা স্থানান্তরে। হোরাপঞ্চমীর সব দ্রব্য করিবারে ॥ হেথা প্রভু বসিয়াছে অদ্বৈতাদি সনে। স্বরূপে জিজ্ঞাসে প্রভু সহাস্য বদনে ॥ নীলাচলে জগন্নাথ ঈশ্বর আপনে। দ্বারকার লীলা করে বলভদ্র সনে ॥ গুণ্ডিচার ছল করি ছাড়ি নীলাচল। আইসে সুন্দরাচলে আনন্দ অন্তর ॥ এথানে আছেন দিব্য দিব্য উপবন। ইহা দেখি হয় বৃন্দাবনের স্মরণ॥ আপনে আইসে ইহাঁ বিহার করিতে। লক্ষ্মীদেবী কেনে নাহি আনেন নিজ সাথে ॥ স্বরূপ বলেন প্রভু শুনহ বৃত্তান্ত। তোমার বচন হৈল ইহার সিদ্ধান্ত॥ আপনে করিলে উপবন দরশনে। বৃন্দাবন স্মৃতি হয় জগন্নাথ মনে ॥ বৃন্দাবনে গোপী সঙ্গে করেন

বিহার। বৃন্দাবনে না হয় লক্ষ্মীর অধিকার॥ প্রভু কহে যথার্থ কহিলা এই হয়। তথাপি লক্ষ্মীর কেনে ক্রোধ উপজয়॥ স্বরূপ বলেন প্রণয়িনী যেই হয়। তাহার স্বভাব এই সর্ব্বত্র আছয়॥ আপনার অযোগ্যতা দেখিতে না পারে। তেঞি লক্ষ্মী ক্রোধ করে নীলগিরীশ্বরে॥ এই মত, প্রসঙ্গে আছেন ন্যাসী মণি। নীলাচলে হৈল হোথা মহা বাদ্য ধ্বনি॥ বাদ্য শুনি সভে মেলি অনুমান করে। লক্ষ্মীর বিজয় হৈল ঈশ্বর উপরে॥ সভে বলে ক্ষণ প্রায় চারি দিন গেল। হোরাপঞ্চমীর মহোৎসব ফিরি আইল॥ বাদ্য রস শুনি প্রভু বলে হর্ষ মনে। অবশ্য দৃষ্টব্য হয় চল সর্ব্বজনে॥ এত বলি সঙ্গে লঞা মহান্ত সকলে। প্রভু দাণ্ডাইলা দেখিবার যোগ্য স্থলে॥

॥ তথাহি ॥

মানস্যক্রম এষনৈব যদিয়ং স্বৈশ্বর্য্য বিখ্যাপকৈ,
র্নানাদিব্য পরিচ্ছদৈঃ স্বয়মহোদেবং প্রতিক্রামতি।
ব্যক্তং রৌদ্ররসোঽয়মম্বুধিভুবঃ ক্রোধস্যযৎ স্থায়িনো,
ভূয়ানেববিকারএব বিদিতং বৈদগ্ধ্য মস্যাঃ পরং॥

পয়ার॥ হোথা লক্ষ্মী চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ। বিজয় করিলা সঙ্গে বহু ভৃত্য গণ॥ জয় জয় ধ্বনি উঠে বাদ্য কোলাহল। চমৎকার হইল গগণ মহী তল॥ ঊর্দ্ধ মুখে দেখে সভে লক্ষ্মীর বিজয়। স্বরূপ গোসাঞি হাসি প্রভু প্রতি কয়॥ এমন অন্যায় আর কাহা না শুনিল। যেমন বিদগ্ধা লক্ষ্মী সব জানা গেল॥ মানিনীর মানের এমন ক্রম নয়।

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কান্ত উপরে সাজায় ।। নানা বস্ত্র অলঙ্কার নানা পরিচ্ছদ। মান করি দেখাইছে আপন সম্পদ ।। সিন্ধুকন্যা মনে স্থায়ী ক্রোধ আছে তার। রৌদ্ররস রূপে ব্যক্ত, হইল তাঁহার ।।

পয়ার ।। পুরীশ্বর স্বরূপেরে বলে সত্য হয়। কিন্তু যেই দেখে তারে অদ্ভুত লাগয় ।।

।। তথাহি ।।

পতাকাভি দেবী কলহ মনুভোগীন্দ্রঃ রসনা,
সহসস্যদ্বাভ্যাং যুগপদিব লীঢা দশদিশঃ।
নভো বাপীহংসৈরিব মুদুচলৈ শ্চামরচয়ৈঃ,
সিতচ্ছত্রৈঃ ফুল্লকুবল কমলৌঘৈরিববৃতা ।।

পয়ার ।। দেখ দেখ লক্ষ্মী চতুর্দ্দোলের উপরে। কত শত পতাকা উড়িছে থরে থরে ।। উপরে ধবল ছত্র তাহাতে পতাকা। বারে বারে উড়ে লক্ষ্মী অঙ্গ যায় ঢাকা ।। অনন্তের সহস্র ফণায় হৈতে যৈছে। দ্বিসহস্র জিহ্বা দশ দিগ ঢাকে তৈছে ।। শ্বেত চামর শত শত চারি দিগে পড়ে। হংস শ্বেত পদ্মে যেন নভো ব্যাপী বেঢে ।।

।। অপিচ ।।

সুধূপানাং ধূমৈঃ প্রতিদিশ মুদীর্ণৈরূপ চিতে,
ঘনৌঘে গম্ভীরং ধ্বনতি মুরজা দিব্যতিকরে।
বলাকানাং শ্রেণ্যামিব ধবলসন্তোরণ ততৌ,
চলন্ত্যা মন্যন্তা ইবদধতি লাস্যানি শিখিনঃ ।।

॥ তথাহি ॥

পুরোবারস্ত্রীভি র্গুণ বিজিত রম্ভা প্রভৃতিভি,
র্লসল্লীলালাস্যং মুহুরভি নয়ন্তীভি রভিতঃ।
সমন্তাদ্দাসীভি র্ব্যজনচয় তাম্বূল পুটিকা,
মণি ভৃঙ্গারাদি গ্রহণ চটুলাভিশ্চ পরিবৃতা ॥

পয়ার ॥ ধূপ ধূম বহুতর উঠয়ে প্রচুর। ঢক্কা ঢোল কাঁহালাদি বাজিছে বিস্তর ॥ নানা মণি সুবর্ণে নির্ম্মিত চতুর্দ্দোল। জগন্নাথ রথ গ্লানি করে ঝল মল ॥ তাহার উপরে দেখ বসিয়াছে রমা। ক্রোধে অন্ধ তভু সব দেখহ ভঙ্গিমা ॥ পুরীশ্বর বাক্য শুনি স্বরূপ হাসিলা। লক্ষ্মী মান বৈদগ্ধী এবে সে ব্যক্ত হৈলা ॥ চৈতন্য গোসাঞি তবে পুছে স্বরূপেরে। কেমন প্রণয় মান কহিবে আমারে ॥

॥ অপিচ ॥

বিমানস্য ম্লানীমিব বিদধতীং মুগ্ধ মহসা,
চতুর্দ্দোলীং চামীকর মাণময়ী মুখিতবতী।
অতি ক্রোধান্ধাপি স্বয়ভর সমাভুগ্ন হৃদয়া,
পয়োধেঃ পুত্রীয়ং পিতৃজনি তদপৈধবলতে ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ বলেন যবে যেমন প্রণয়। মানের বৈদগ্ধ্য তার তেন মত হয় ॥ প্রভু বলে তথাপি শুনিতে ইচ্ছা হয়। স্বরূপ বলেন গোপী মান যৈছে হয় ॥ নায়কের শিরোরত্ন শ্রীনন্দ নন্দন। কদাচিত যদি কৃত অপরাধ হন ॥ ব্রজাঙ্গনা মানিনী হইয়া দুঃখি মনে। ম্লান বস্ত্র পরে তৈছে সব বিভূ-ষণে ॥ ক্রোধ মুখে তর্জ্জনীতে করি ভূমি লিখে।

হাস্য নাহি কথা নাহি মৌনী হঞা থাকে ॥ আপনে গোবিন্দ যান মান খণ্ডাইতে। প্রণাম করেন যাঞা পড়িয়া ভূমিতে ॥

॥ তথাহি ॥

কিং পাদান্তমুপৈষি নাস্মি কুপিতা নৈবাপরাদ্ধো ভবা,
ন্নির্হেতু নহি জায়তে কৃতধিয়াং কোপোঽপরাধোঽথবা।
যোগ্য এবহি যোগ্যতাং দধতি তে তং কিং ময়া যোগ্যয়া,
তেনাদ্যাবধি গোকুলেন্দ্র তনয় স্বাচ্ছন্দ্য মেবাস্তু তে ॥

পয়ার ॥ কেনে লুঠ পাদান্তে মানিনী তাঁরে কয়। আমিত না করি ক্রোধ তোমার বিষয় ॥ আমা স্থানে অপরাধ নাহিক তোমার। হেতু বিনা কোথাহ না হয় ক্রোধ কার ॥ কিন্তু যোগ্য তোমার যে আছয়ে জগতে। সেই সে যোগ্যতা ধরে তোমার অগ্রেতে ॥ আমি সে অযোগ্যা তুমি গোকুলেন্দ্র পুত্র। স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাঞা কর প্রেমসূত্র ॥

পয়ার ॥ স্বরূপ বলেন কোপ বৈদগ্ধ্য এ হয়। ধাড়ী সাজি যুঝে মানিনীর রীত নয় ॥ শুন প্রভু মানের প্রকার আছে আর। সুখে প্রভু কহ কহ বলে বার বার ॥ স্বরূপ বলেন কৃষ্ণ মানিনীর স্থানে। দেখা করি আইলা সুবল বিদ্যমানে ॥ সুবল বলেন ক্রোধ ভাঙ্গিতে পারিলে। মানিনীর চেষ্টা সব কৃষ্ণ তারে বলে ॥

॥ তথাহি ॥

দূরাদুত্থিত মন্তিকং ময়িগতে পীঠং করেণার্পিতং,
স্মিত্বা ভাষিণি ভাষিতং মৃদু সুধানিস্যন্দি মন্দং বচঃ।

আরূঢ়েন্দ্ধ মথাসনং প্রকটিতো হর্ষস্তয়া শ্লিষ্যতি,
প্রত্যাশ্লিষ্ট মবামযৈব মনসো বাম্যং তয়াবিষ্কৃত ॥

পয়ার ॥ দূরে হৈতে আমা দেখি উঠি দাণ্ডাইলা। নিকট যাইতে পীঠ বসিবারে দিলা ॥ হাসি তাঁর প্রতি যবে কহিলুঁ বচন। হাসি বাক্য বৈল যেন সুধা বরিষণ ॥ তার অর্দ্ধাসনে আমি বসিলাঙ যবে। বাহ্যে হর্ষ প্রকাশ করিলা প্রিয়া তবে ॥ ধরি তাঁরে আলিঙ্গন করিলুঁ যথন। আমারেহো ধরি তিঁহ কৈল আলিঙ্গন ॥

পয়ার ॥ শুনি প্রভু আনন্দে বলেন স্বরূপেরে। পূর্ব্বে হৈতে এ বড় সুরস লাগে মোরে ॥ এই মতে প্রভুতে স্বরূপে কহে ভাষ। শ্রীবাস বলেন তাঁরে করি পরিহাস ॥

॥ ত্রিপদী ॥

ব্রজাঙ্গনা গোপ জাতি, বন মাঝে করে স্থিতি;
গো মহিষ আদি মাত্র ধন।
দুঃখি হঞা পড়ি থাকে, দয়া করি কৃষ্ণ তাকে;
প্রীতি করে হইয়া করুণ ॥
এমন ঐশ্বর্য্য পায়, তবে সে সাজিয়া যায়,
কৃষ্ণ সঙ্গে করে যাঞা রণ।
কিছু করিবারে নারে, দুঃখে বসি থাকে ঘরে;
জরাসন্ধ বৈরাগ্য যেমন ॥

॥ তথাহি ॥

অস্যাঃ পশ্যতভো মদস্য মহিমা দাসী কুলেনেশ্বরী,
গর্ব্বোৎসেক মদোদ্ধরেণ যদমী বদ্ধাকটী রোধসি।

মুখ্যা এব জগৎপতেঃ পরিজনাঃ প্রত্যেক মাকর্ষতা,
পাত্যন্তে স্কনজেশ্বরী পদ পুরঃ প্রাপয্যচৌরাইব॥

চাঞ্চা দেখ লক্ষ্মী পানে, চমৎকার ত্রিভুবনে;
সহস্র সহস্র দাসী সঙ্গে।
গর্ব্ব মদে মত্ত তারা, নিকৃষ্ট জনের পারা;
জগন্নাথ ভৃত্যে বান্ধে রঙ্গে॥
দড়ী বান্ধি কাটি দেশে, টানি আনে ক্রোধাবেশে,
জগন্নাথ মুখ্য মুখ্য জনে।
রাজা যেন চৌরে ধরি, আনি নানা শাস্তি করি;
পেলে লক্ষ্মী দেবীর চরণে॥
শাস্ত্রে এ প্রমাণ ধরে, ভৃত্যে অপরাধ করে;
স্বামী তার দণ্ডের ভাজন।
সে হইল বিপর্য্যয়, স্বামী অপরাধী হয়;
দণ্ড পায় তার ভৃত্য গণ॥
স্বরূপ হাসিলা শুনি; শ্রীনিবাসে কহে বাণী;
দেখহ পণ্ডিত সাবধান।
তোমার দেবীর কর্ম্মে, হাস্য উঠে মোর মর্ম্মে;
বৈদগ্ধ্য দেখহ বিদ্যমান॥

॥ তথাহি ॥

অচেতনস্যাস্যরথস্য কোবা, মন্তুঃ কথং তাড্যন্ত
এষ ভৃত্যৈঃ। যাস্যাম্যদূরেহ মিতীশ্বরেণ, প্রোক্তে
কথং বাঙ্‌শমি দীর্ঘ কোপঃ॥

অচৈতন্য রথ খানে, তাতে এত ক্রোধ কেনে;
ভৃত্য দ্বারে তার দণ্ড করে।
তার দেখ বিদগ্ধতা, শুনি ঈশ্বরের কথা;

যাব শীঘ্র আমি নীলাচলে ।।
ক্রোধ সব গেল দূরে, শান্ত হঞা চলে ঘরে;
কোন বা আদর ইথি হয় ।
শ্রীবাস বলেন স্বামী, বিচার করিল আমি;
এই রীতি ঈশ্বরী কয় ।।
স্বরূপ বলে পণ্ডিত, সদা কর আম্রেড়িত;
ঈশ্বর ঈশ্বরী গর্ব্ব কর ।
গোপীর ঐশ্বর্য্য যত, মুখে তা কহিব কত;
কিছু কহি তাহা চিত্তে ধর ।।
মহালক্ষ্মী গোপী গণ, সর্ব্বেশ্বরী রাধা হন,
চিন্তামণি হয় বৃন্দাবনে ।
কোটি লক্ষ কল্প শাখী, অপ্রাকৃত মৃগ পাখী;
রাধা বিহরেণ হেন স্থানে ।।
লক্ষ্মীশ্বর নারায়ণ, তাঁর যেঁহো অংশী হন;
হেন কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে ।
কাম ধেনু চরাইয়া, সখা সঙ্গে রাম লঞা;
ভ্রমি বুলে মুরলী বদনে ।।
মৎস্যাদিক অবতার, অংশ হৈতে হয় যাঁর;
হেন কৃষ্ণ সযত্ন করিঞা ।
রাধার প্রসাদ তরে, বিবিধ উপায় করে;
জপ ধ্যান স্তোত্রাদি পড়িয়া ।।
এক ঘট সুধা তরে, লঞা তবেশ্বরীশ্বরে;
দেবাসুর বহু যত্ন কৈল ।
সুধার কলস লাভে, কৃতার্থ হইলা সভে;
কল্পাবধি মরণ জিনিল ।।

তাহা হৈতে পরামৃত, বৃন্দাবনে জন যত,
গোপ গোপী স্নান পান করে।
ইচ্ছা শক্তি আছে তথা, কহিতে না হয় কথা,
ইচ্ছা বুঝি সেবা করি ফিরে ॥
ঐশ্বর্য্যে ন্মাহিক্ মনঃ, প্রেম করে আস্বাদন;
মাধুর্য্য লীলায় সদা মনঃ।
সকল ঐশ্বর্য্য যথা, সে বুঝিলে যথা তথা;
হেন স্থান হয় বৃন্দাবন ॥
শুনি প্রভুমুখে হাস, কহে শুন শ্রীনিবাস;
দ্বারকা বিলাস প্রিয় তুমি।
তেঞি ঐশ্বর্য্যাংশে মনঃ, স্বরূপের বৃন্দাবন,
প্রিয় ইহা বুঝিলাঙ আমি ॥
হাসি কহে শ্রীনিবাস, বৃন্দাবন সুখোল্লাস;
সকল জানিয়ে আমি জ্ঞানে।
কিন্তু পরিহাস করে, সর্ব্বত্রে ভ্রমিয়া ফিরে;
তাতে অন্য না মানিবে মনে ॥
এইমত কথা রঙ্গে, ভক্ত বৃন্দ করি সঙ্গে;
প্রভু আছে লক্ষ্মী গেলা ঘরে।
যাত্রা হৈল অবসান, দীন প্রেমদাস কন;
গৌর পদ ভাবিয়া অন্তরে ॥

পয়ার ॥ লক্ষ্মীর বিজয় দেখি শ্রীগৌর সুন্দর। আনন্দে বসিয়া আছে সঙ্গে সহচর॥ প্রভ সঙ্গ সুখ আর রথ মহোৎসব। লক্ষ্মীর বিজয় আর লীলা কথা সব ॥ দেখি শুনি অদ্বৈত পরম প্রীতি হৈলা। সাশ্রু নেত্রে প্রভু আগে কহিতে লাগিলা ॥

॥ তথাহি ॥

ভবৎ পদাম্ভোরুহয়োরনুগ্রহা, দস্মং দৃশামী-
দৃশমীদৃশং মহৎ । বভূব সৌভাগ্য মহো
মহোৎসবা, মূৰ্ত্তাইবামী বিরিঞ্চ দৃশোঃ পথি ॥.

পয়ার ॥ তোমার পদাম্ভোরুহ অনুগ্রহ হৈতে। এমন এমন সুখ দেখিনু সাক্ষাতে ॥ ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ সৌভাগ্য মো সভার । তোমার কৃপাতে হৈল বড় চমৎকার ॥

পয়ার ॥ অদ্বৈতের বাক্যে প্রভু আনন্দিত হৈলা। ভক্ত ভাব ছাড়িয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশিলা ॥ কহিতে লাগিলা মেঘ গম্ভীর বচনে । তুমি আমি যে সব কে পড়ে তুয়া মনে ॥ পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ভক্ত গণ। স্বয়ং ভগবান আমি শ্রীনন্দ নন্দন ॥ নিত্যদা নিবাস মোর হয় চারি ধামে । ব্রজ মধুপুর গোলোক দ্বারা নামে ॥ মথুরাতে দ্বারকাতে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম । ব্রজেতে গোলোকে গোপ লীলা রূপ কর্ম্ম ॥ মূল ধাম গোকুল মনুষ্য রূপ লীলা । তাহার ঐশ্বর্য্য অংশে গোলোক জন্মিলা॥ নন্দ যশোদাদি যত গুরু পরিবার। ব্রজে গোলোকেতে দুই রূপে স্থিতি তাঁর ॥ দুই রূপে দুই স্থানে সভাকার স্থিতি। আমার সমান মোর পরিবার গতি ॥ আমি যেন নিত্য তৈছে মোর ভক্ত গণ । মোর স্থান সম নিত্য প্রলয় না হয় ॥ সৃষ্টি আদি লাগি করি নানা অবতার । পরব্যোম নারায়ণ বিলাস আমার ॥ মহালক্ষ্মী তাঁর প্রিয়া বহু দাসী তাঁর । সুনন্দাদি পারিষদ চক্রাদ্যস্ত্র যার ॥ নর শক্তিযুত

যোগ পীঠ বরাসনে। নারায়ণ আছে মহা বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥ বাসুদেব আদি চারি জন চারি দিগে। দুর্গা বিনায়ক আদি শত দিগ ভাগে ॥ মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত অবতার গণ। নারায়ণ বেঢ়ি পরব্যোমে তারা হন ॥ মধ্য স্থানে নারায়ণ মহা মহেশ্বর। তিঁহো মোর বৈকুণ্ঠ বিলাস মূর্ত্তি ধর ॥ তাঁর চারি দিগে চারি বেদ মূর্ত্তিমান। নারায়ণে স্তব করে বিবিধ বিধান ॥ বেদগণ চারি রূপে কৃষ্ণ সেবা করে। গোপী রূপে বৃন্দাবনে সঙ্গেতে বিহরে ॥ অক্ষর রূপেতে সর্ব্বলোকে দেই জ্ঞান। শব্দ রূপে মুরলীতে কৃষ্ণ মুখে গান ॥ নারায়ণে স্তব করে মূর্ত্তিমান হঞা। শ্রমে ঘর্ম্ম পাত হয় সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ॥ সেই ঘর্ম্ম নদীরূপে বিরজাতে বয়। পরম পবিত্র জল পরব্যোমে রয় ॥ পরব্যোম বেঢ়ি বিরজার অবস্থিতি। পরম পুরুষ রূপে তাহে মোর মূর্ত্তি ॥ মহাবিষ্ণু তাঁর নাম অতি মহো-ত্তম। যোগনিদ্রা অবলম্বি করিলা বিশ্রাম ॥ তাঁর অঙ্গে অনন্ত রোমের যে বিবর। প্রতি বিবরেতে আছে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥ দ্বিতীয় যে ব্যূহ সঙ্কর্ষণ নাম তাঁর। পুরুষের রোম কূপে করে বীর্য্যাধান ॥ চিচ্ছক্তি স্বরূপ বীর্য্য প্রভাব অপার। ব্রহ্মাণ্ড জন্মায়ে তাহে রূপ কৃপাধার ॥ ব্রহ্মার জীবন ব্যাপী তাঁর শ্বাস বয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডের গণ মায়াতে পড়য় ॥ বির-জার পারে হয় মায়ার বসতি। বিরজাতে বৈকুণ্ঠে মায়ার নাহি গতি ॥

॥ তথাহি ॥

নযত্র মায়া কি মুতা পরে হরেরনুব্রতা
যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ॥

পয়ার ॥ মহা বিষ্ণু হৈতে ভিন্ন হয় অণ্ডচয়। শ্বাস অন্তে পুনঃ রোম কূপে পায় লয় ॥

॥ তথাহি ॥

প্রধান পরম ব্যোম্নো রন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গ স্বেদ জনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রসাবিতা শুভা ॥
যোগ নিদ্রাং গতস্তত্র সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।
তদ্রোম বিলজালেষু বীর্য্যং সঙ্কর্ষণস্যচ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানিচ ॥

॥ তথাহি ॥

যস্যৈক নিশ্বসিতকাল মথাবলম্ব্য,
জীবন্তি রোম বিলজা জগদণ্ড নাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ সইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

পয়ার ॥ একেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থান যত গতি। তার অন্ত না জানে মহেশ শত ধৃতি ॥ সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতালেতে অবচ্ছিন্ন। সুর নর নাগাদি আছয়ে ভিন্ন ভিন্ন ॥ কীটাদি ইন্দ্রান্তয় সব জীব হয়। ব্রহ্মাণ্ডেতে জন্মে তারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় ॥ ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশত কোটি যোজন। ব্রহ্মাণ্ড লোক আদি তাতে চৌদ্দ ভুবন ॥ তেত্রিশ কোটি তেত্রিশ সহস্র দেবতার সৃষ্টি। সপ্ত স্বর্গে বসে তারা সর্ব্ব ভোগে তুষ্টি ॥ পৃথিব্যাদি সপ্তলোকে মনুষ্যাদি স্থিতি।

কৃষ্ণ ভক্তি হীন সভে মায়া লুব্ধ অতি ॥ বিরজা বৈকুণ্ঠ, গোলোকাদি কৃষ্ণ ধাম। নিষ্কাম ভক্তের হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণ লোক সব হয়। এক পাদ বিভূতি কেবল মায়াময় ॥

॥ তথাহি ॥

পাদাস্ত্রয়ো বহিস্ত্বাসন্ন প্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্ত স্ত্রিলোক্যামপরো গৃহমেধো বৃহদ্ব্রত ॥

পয়ার ॥ অষ্ট আবরণ যুত চৌদ্দ ভুবন। ভক্তি হীন জীব তাতে করয়ে ভ্রমণ ॥ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে। কভু সুখ কভু দুঃখ পায় কর্ম্ম মতে ॥ স্থাবর জঙ্গম ভ্রমি পতঙ্গাদি হৈয়া। ভ্রমি বুলে জীব ভক্তি বিনা অন্ধ হঞা ॥ চারি যুগ পরিমাণ শাস্ত্রের গোচর। তেচল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসর ॥ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টবিংশতি হাজার। সত্য যুগ পরিমাণ শাস্ত্রের সিদ্ধার ॥ বার লক্ষ ছেয়ানই হাজার বৎসর। ত্রেতাযুগ পরিমাণ নর মাণ পর ॥ অষ্ট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর। দ্বাপরের পরিমাণ কহিল গোচর ॥ কলিযুগ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার। চারি যুগে এক যুগ দেবতা সভার ॥ দেবতার এক দিনে মনুষ্য বৎসর। দেবের হাজার যুগে ব্রহ্মার বাসর ॥ দিন অবসানে ব্রহ্মা করেন শয়ন। দেবের হাজার যুগ নিদ্রাগত হন ॥ দৈনন্দিন প্রলয় ব্রহ্মার নিদ্রা কালে। একাদশ লোক দগ্ধ হয় সেই কালে ॥ জন তপ সত্য তিন লোক অবশিষ্ট। নিদ্রা ভাঙ্গি পুনঃ ব্রহ্মা করে সব

সৃষ্টি ॥ এই মাণে ব্রহ্ম আয়ু শতেক বৎসর। কত কোটি জন্ম তাতে পায় নারী নর ॥ এক জন্ম হৈতে আর জন্মে ভাল বলে। স্বর্গ আদি পাইবারে নানা কর্ম্ম করে ॥ যজ্ঞ দান তপস্যাদি ফলে সব পায়। দুঃখে সুখ মানি ভোগ করিয়া বেড়ায় ॥ ভোগ সাঙ্গ হৈলে পুনঃ নীচ যোনি পায়। তাহার কারণে আমি করি যে উপায় ॥ দেখিয়া জীবের গতি নিস্তারের তরে। আপনে প্রকটি আমি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ চতুঃসন নারদ ব্যাসাদি মূর্ত্তি হঞা। জীবেরে লওয়াই ধর্ম্ম আপনে যজিয়া ॥ আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তি এবেদ পুরাণ। প্রকট করাঞা জীবে জন্মাইতে জ্ঞান ॥ মায়ায় মোহিত জীব বুঝিতে না পারে। নানা মুনি রূপে করি বিবৃত্ত তাহারে ॥ জীবেরে লওয়াই ধর্ম্ম নানা স্থানে রঞা। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দিঞা ॥ জীবেরে করিয়া সুখী স্বভাব আমার। প্রেমভক্তি নাহি দিয়ে জানে সর্ব্ব সার ॥ শুদ্ধ প্রেমভক্তি সদা মোর নিত্য ধামে। অতি গুপ্ত ধন মোর মূল্যাদি না জানে ॥

॥ তথাহি ॥

ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতাদিষ্টা মূলানামপি দুর্লভা ॥

পয়ার ॥ সপ্তবিংশ চতুর্যুগ এই মতে হয়। অষ্টবিংশে অবতরি জীবেরে কৃপায় ॥ আপনে স্বরূপ রূপ ব্রজবাসী গণ। সভা সঙ্গে পৃথিবীতে লভিয়ে জনম ॥ ব্রজ মধুপুরী দ্বারাবতিতে প্রকটি। প্রেমভক্তি দিয়া নিস্তারিয়ে কোটি কোটি ॥ যাজন

অজ্ঞান চতুর্ব্বর্গ মুনি গণ। তারে প্রেম দিতে মোর প্রকটতা হন ॥

॥ তথাহি ॥

তথা পরম হংসানাং মুনীনা মমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগ বিধ্নার্থং কথং পশ্যে মহি স্ত্রিয়ঃ ॥

পয়ার ॥ প্রেমভক্তি আশ্রয় যতেক ভক্ত গণ। প্রেম রসে কি সুখ করেন আস্বাদন ॥ ভক্তের মনের সুখ বুঝিতে না পারি। আপনে হইব ভক্ত এই মনে ধরি ॥ নিজ ধামে ছিলুঁ তবে কলি কাল হৈল। যুগাবতারের কাল আসিয়া মিলিল ॥ অবতরিবারে তবে হৈল মোর মনঃ। আগে পাঠাইনু গুরু বর্গ যত জন ॥ জগন্নাথ শচী নন্দ যশো দুই জন। গুরু বর্গ প্রধান বাৎসল্য মূর্ত্তি হন ॥ যে খানে যে খানে হয় মোর অবতার। তাঁহা তাঁহা হয় মাতা জনক আমার ॥ বসুদেব দ্রোণ কস্যপাদি বিষ্ণু যশঃ। আনন্দের মূর্ত্তি সব কেহো কলা অংশ ॥ তুমি ছিলা সদাশিব শুনহ অদ্বৈত। ভক্তরাজ আমার স্বরূপ সুনিশ্চিত ॥ গোলোকের নাথ রূপ মোর এক মূর্ত্তি। তার অঙ্গ হৈতে সদাশিবের উৎপত্তি ॥ জন্ম হৈতে কৈলে তুমি আমার ভজন। কোটি কল্পে তাহা দেখা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে হন ॥ সে কালে দুর্গারে তুমি না কৈলে স্বীকার। তবে দুর্গা লৈল মেনকাতে অবতার ॥ মোর আজ্ঞা হিমালয় গৃহে বিভা কৈলে। আমার নির্ম্মল ভক্তি দুজনে করিলে ॥ বস্ত্র অলঙ্কার ভোগ মোরে সমর্পিয়া। জটা ভস্ম ধারী হৈলে

দিগম্বর হৈয়া ॥ সর্ব্ব লোকে মোর ভক্তি কর উপদেশ। নারদাদ্যে ভক্তি দিলে জ্ঞানাদি অশেষ ॥ মোরে ভক্তি নাহি করে যেই দুরাচার। কল্পে কল্পে কর তুমি তা সভা সংহার ॥ সদাশিব রূপ ভক্ত পরম নির্ম্মল। তাহাতে নাহিক হিংসা কারুণ্য কেবল ॥ তমো গুণাবেশ অংশে রুদ্র অবতার। ভক্তি শূন্য বিশ্বে তুমি করহ সংহার ॥ সেই সদাশিব তুমি কলিতে অদ্বৈত। কল্প বৃক্ষ হঞা ভক্তি বিলাইলে নিত্য ॥ আমার অভেদ মূর্ত্তি শ্রীল বলরাম। কলিকালে মোর সঙ্গে নিত্যানন্দ নাম ॥ লোকে ভক্তি বুঝাইতে ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে। নানা মূর্ত্তি হঞা এহো মোর সেবা করে ॥ সঙ্গী সখা আসন ভূষণ শয্যা ধাম। উপানহ্ পাদুকা ছত্রাদি বাহন ॥ স্বয়ং রূপে গোকুলে আমার সঙ্গী ভাই। মূর্ত্তি ভেদে সঙ্কর্ষণ নারায়ণ ঠাঞি ॥ আরো মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মণ রাম সঙ্গে। শেষ রূপে তথাই আছেন অতি রঙ্গে ॥ ক্ষীরোদে শয়ন মোর বিষ্ণু রূপ হঞা। শয্যা রূপে তাঁহা রহে মোরে কোলে লঞা ॥ আরো মূর্ত্তি আছে মোর ব্রহ্মাণ্ডের পার। শয্যা রূপে তাঁহা নিত্যানন্দের বিহার ॥ স্বয়ং রূপে থাকি আমি শ্রীগোকুল পুরে। তাঁহা পদ্ম কর্ণিকার রূপে মোরে ধরে ॥ আমার বিচ্ছেদ নাহি সহে ক্ষণ মাত্র। পীতাম্বর রূপে মোর বেঢি রহে গাত্র ॥ রাধা আদি গোপী সঙ্গে কৌতুক যখন। বৃন্দা যোগমায়া রূপে থাকেন তখন ॥ পৃথিবী উপরে হয় মোর

অবতার। শেষ রূপে পৃথ্বী ধরে হেন ইচ্ছা তার ॥ ঐছে যাঁর অচিন্ত্য মহিমা অগোচর। হেন রাম সঙ্গে নিত্যানন্দ রূপে মোর ॥ গোকুলে যতেক গোপ গোপী পরিবার। গৌড়ে নবদ্বীপ আদ্যে লৈলা অবতার ॥ সুবল আমার সখা সর্ব্ব তত্ত্ব জানে। গৌরীদাস পণ্ডিত সংপ্রতি আমা সনে ॥ শ্রীদাম আমার সখা যেহো সদা ব্রজে। সংপ্রতি শ্রীদাম দাস স্বরূপে বিরাজে ॥ শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীপুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম পণ্ডিত কমলাকর নাম ॥ উদ্ধারণ দত্ত আর কালাকৃষ্ণ দাস। পুরুষোত্তম দাস আর পরমেশ্বর দাস ॥ এই সব আমার গোকুল সহচর। মোর ইচ্ছা আইলেন পৃথিবী ভিতর ॥ গদাধর গদাধর দাস শ্রীরাঘব। নরহরি জগদানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ॥ প্রেয়সী সকল এই পুরুষ আকার। সেহ যে হইলা শুন হেতু কহি তার ॥ গোকুলাদ্যে মোর যবে দেখিলা বিহার। ঐছে ইচ্ছা অন্তরে হইল এ সভার ॥ লজ্জাশীল বিধাতা করিল মো সভারে। সদা নাহি পাই কৃষ্ণ সঙ্গে থাকিবারে ॥ সুবলাদি সখা গণ সভার সাক্ষাতে। আনন্দে করেন খেলা কৃষ্ণের সহিতে ॥ আমরা সকল যদি পুরুষ হইতু। সভা আগে কৃষ্ণ সঙ্গে সদাই থাকিতু ॥ তাঁ সভার প্রেম চেষ্টা এই ইচ্ছা করে। তেঞি ভক্ত রূপে সদা এই অবতরে ॥ নারদ গোসাঞি সর্ব্ব অবতার সঙ্গী। শ্রীনিবাস স্বরূপে ইবে সংকীর্ত্তন রঙ্গী ॥ হনূমান অঙ্গদ শ্রীরাম সহচর। দোঁহে গুপ্ত মুরারি পণ্ডিত পুরন্দর ॥

মোর সখা উদ্ধব পরম অধিকারী। মোর সঙ্গে এবে শ্রীপরমানন্দ পুরী॥ মোর প্রাণ সমান পাণ্ডব পঞ্চ জন। তারা এই ভবানন্দ রায়ের নন্দন॥ কুন্তী দেবী মহা ভক্ত বাসুদেব সেই। সর্ব্ব অবতার ভক্ত মোর সঙ্গে এই॥ মোর আগে পৃথিবীতে তোমার জনম। গঙ্গাজল তুলসীতে কৈলে আরাধন॥ অন্তরের ভক্তি যোগ প্রেমের হুঙ্কার। আকর্ষি আমারে করাইল অবতার॥ সংকীর্ত্তন প্রেম রত্ন সর্ব্ব জীবে দিল। তোমা সভা সঙ্গে বহু সুখে বিহরিল॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যে সুখ করিল। তার শত গুণ সুখ ভক্ত রূপে হৈল॥ দাস্য ভক্ত ভাবে যবে পড়ে মোর মনঃ। সর্ব্বকাল এই রূপে থাকি চিত্ত হন॥ সখ্য ভাবাবিষ্ট হৈতে সে সভার হয়। ইহা হৈতে সুখ নাহি এই চিত্তে লয়॥ প্রেয়সীর ভাব যবে প্রবেশে আমাতে। সে স্বরূপ পাই বাহ্য করায় বিস্মৃতে॥ সংপ্রতি হৈয়াছে মোর নিজেশ্বর ভাব। ভক্ত রূপে যেই সুখ তাই কহুঁ পাব॥ তোমা সভা সঙ্গে ভক্তি সুখ জ্ঞান হৈলা। বহু উপকার মোর তোমরা করিলা॥ ঈশ্বরের আবেশে নানা মত চিন্তা হয়। আপন মাধুর্য্য লীলা বিস্মৃতি করায়॥ ভক্ত স্বরূপে স্বমাধুর্য্য ভক্তি আস্বাদন। জানিল মো হৈতে সুখী হয় ভক্ত জন॥ তোমার যে ইচ্ছা পূর্ণ হইল সকল। আর কি তোমার মনে মাগ তাহা বর॥ কোন প্রিয় কর্ম্ম আমি করিব তোমার। তোমার বিক্রিত এই শরীর আমার॥

॥ তথাহি ॥

হেলাখেলায়িতেনাতনি কলিমথনং খ্যাপিতোভক্তি-যোগো, ব্যক্তিং তত্রাপিনীতঃ পরম সুনিভৃতঃ প্রেম নামা পদার্থঃ। ক্বাপি ক্বাপি প্রকীর্ণা পুরুতরসুভগং ভাবুকা ভাবুকানাং, তত্রাপ্যাভীর নারী মুকুট মণি মহাভাব বিদ্যানবদ্যা ॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রভুর করুণা বাণী, আচার্য্য গোসাঞি শুনি;
প্রেমানন্দে সিক্ত তনু মনঃ।
কৃতাঞ্জলি কান্দি কান্দি, প্রভুর চরণ বন্দি;
কহিছেন গদ্গদ বচন ॥
শুন প্রভু করুণার সিন্ধু।
হেলা করি খেলাইতে, কলি মন্থ কৈলে তাতে;
তুমি পাপ অন্ধকার ইন্দু ॥ ধ্রুং ॥
ভক্তি যোগ গুপ্ত ছিল, জগতে ব্যাখ্যাত হৈল;
প্রেম নাম পরম পদার্থ।
যাহা তাহা লোক দেখি, প্রেমানন্দ সুখে সুখী
ত্রিভুবন হইল কৃতার্থ ॥
বুঝিয়া রসিক জন; তারে দিলে প্রেম ধন;
রাধিকার ভাব সুনির্ম্মল।
কৈলে বহু অবতার, এমন করুণা আর;
কেহুঁ কোন কালে না দেখিল ॥

॥ তথাহি ॥

ধর্ম্মার্থ কামেষু পরৈবকুৎসা, লিপ্সান মোক্ষস্যচ কর্হিচিন্ন।

এভিঃ সমস্তৈ স্তুবদেবলোকৈ, লোকান্তরেপ্যস্তু সহৈব বাসঃ ॥

মোরে আজ্ঞা কৈলে তুমি, কি বর মাগিব আমি;
তোমা বিনু সব ছার খার।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, শুনিয়ে সভার নাম;
মনে ঘৃণা উপজে আমার ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে মুনি গণ, চতুর্ব্বর্গ সাধ্যা কন;
তাহা বাঞ্ছে সকাম যে জন।
তুমি যে দেখালে পথ, তাহা দেখি মোর চিত;
তৃণ জ্ঞান না করে সে ধন ॥
বর কথা দূরে রাখ, কিন্তু আমি মাগি এক;
তাহা মোরে দেহ কৃপাময়।
এই যে তোমার যত, ভক্ত মহা ভাগবত;
সদা ইহা সভা সঙ্গ হয় ॥
জন্মিলে মরণ হয়, শাস্ত্রে শুনি লোকে কয়;
তাহে মোর নাহি কিছু ত্রাস।
এই লাগি ভয় আছে, মরিলে না হয় পাছে;
তোমার ভক্তের সঙ্গে বাস ॥
এই যে দেখিছি আর, নাম শুনিয়াছি যার;
গৌর ভক্ত বলি যার নাম।
সভাই আমার প্রাণ, সঙ্গে থাকি এক স্থান;
সদা মোর এই মনস্কাম ॥
শ্রীচৈতন্য লোক গতি, কহেন অদ্বৈত প্রতি;
যে মাগিলে সে হব সর্ব্বথা।
অদ্বৈত শুনহ আর, মনে আছে যে আমার;
অন্যেরে অকথ্য এই কথা ॥

॥ তথাহি ॥

বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ সরস বিলসিতেনাত্মনাত্মান মুচ্চৈঃ,
রানন্দস্যন্দ বন্দীকৃত মনসমুরীকৃত্যনিত্য প্রমোদঃ।
বৃন্দারণ্যৈক নিষ্ঠান্ স্বরুচি সমতনূন্ কারয়িষ্যামি
যুষ্মানিত্যেবাস্তেঽবশিষ্টং কিমপি মম মহৎ কর্ম্ম
তচ্ছাতনিষ্যো ॥

মোর এই আছে মনে, যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে;
রসময় মূর্ত্তি প্রকটিয়া।
তাঁহা তোমা সভা লঞা, আত্ম সম তনু দিয়া;
একত্রে থাকিব সুখী হঞা ॥
এ মোর মহৎ কর্ম্ম, অবশিষ্ট আছে মর্ম্ম;
নিকটে করিব আমি তাহা।
মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হয়, তাহে সে উচিত নয়;
কহিলু মনেতে আছে যাহা ॥

পয়ার ॥ প্রভু কহে অদ্বৈত শুনহ কহি আর।
নিজ চিত্তে এই আমি করিল বিচার ॥

॥ অপিচ ॥

দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যেত এবোভয়ে,
রাধামাধব নিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচনপরে যেবাবতারান্তরে, ময্যা-
বদ্ধ হৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনা সঙ্গিনঃ ॥

পয়ার ॥ এই ভক্ত গণ মধ্যে নানা মত হয়।
দাস্যে কারো প্রীত কারো সখ্য ভাবাশ্রয় ॥ দাস
সখা দুই মত কেহ আমা নিষ্ঠ। কেহ রাধা
মাধবের নিষ্ঠাতে আবিষ্ট ॥ কেহ রাধাকৃষ্ণে নিষ্ঠ·

উজ্জ্বল আশ্রয়। কেহ বা দ্বারকাধী স্বভাব নিষ্ঠ হয় ॥ বৃন্দাবন দ্বারকাতে কারো কারো প্রীতি। মোর অন্য অবতারে কারো কারো রতি ॥ সর্ব্ব মনঃ আকর্ষিয়া আমাতে বান্ধিব। বৃন্দাবনাসক্ত ভাব সভাকারে দিব ॥ বৃন্দাবনে সভা লঞা করিব বিহার। এই মনোরথ চিত্তে আছয়ে আমার ॥

পয়ার ॥ শুনি অদ্বৈতের হৈল সুখ ভয় মনে। বিনয় করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥ পরানন্দ রূপে দিবা বৃন্দাবনাশ্রয়। সে বড়ই ভাগ্য কিন্তু এই হয় ভয় ॥

॥ তথাহি ॥

জন্তোর্বৈকস্য চিদ্ধেতো র্মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ ॥

পয়ার ॥ রূপান্তর পাইলে হয় একরূপ বিস্মৃতি। শাস্ত্র বাক্য শুনি মনে ভয় উপস্থিতি ॥

॥ তথাহি ॥

নিজেচ্ছয়া প্রাপয় যদ্যদেব, স্থলান্তরং নোবপু-
রন্তরং বা। তবৈ তদাশ্চর্য্য চরিত্রমেব, জাতিস্মরা
এবচিরং স্মরামঃ ॥

পয়ার ॥ নিজেচ্ছায় মো সভারে দেহ স্থানান্তর। কিবা দেহান্তর দেহ স্বচ্ছন্দ ঈশ্বর ॥ যদি দেহান্তর দেহ তবে এই বর। দেহান্তরে মোরা যেন হই জাতিস্মর ॥ চিরকাল তোমার চরিত্র সুমঙ্গল। কীর্ত্তন চিন্তন করি আমরা সকল ॥

॥ তথাহি ॥

আকল্পং কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং,
তামেবাভিনয়স্তু নর্ত্তক গণাঃ শৃণ্বন্তু পশ্যন্তুতাং।

সন্তোমৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষ বন্তঃ সদা,
সন্তু ক্ষৌণীভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্ত্যা প্রজাঃ পান্তুচ ॥

পয়ার ॥ আমি কিছু মাগি প্রভু চরণ কমলে। যত যত কবি আছে পৃথিবী মণ্ডলে ॥ তারা সব করু তুয়া বিলাস বর্ণন। তাই অভিনয় করু যতনর্ট গণ ॥ শুনুক দেখুক তাহা যত সাধু গণ। মাৎসর্য্য ত্যজিয়া হঞা সুপ্রসন্ন মনঃ ॥ কুজন যতেক তারা সন্তুষ্ট হইয়া। শুনুক তোমার গুণ মাৎসর্য্য ছাড়িয়া ॥ রাজা সব তোমার চরণে ভক্তি করি। প্রজার পালন করু হিংসা পরিহরি ॥ তথাস্তু বলিলা প্রভু প্রসন্ন বদনে। আর কিছু কহে অদ্বৈতাদি ভক্ত সনে ॥ গৌড় দেশ যাহ সবে নিজ ঘর যাঞা। লোকে কৃষ্ণ ভক্তি দিহ সদয় হইয়া ॥ অতঃপর আর না আসিবা মোর স্থানে। তথাই আমার দেখা সবে পাবে ধ্যানে ॥ যদি আস্য আমার না পাবে দরশন। পুনঃ আমি নিকটে যাইব বৃন্দাবন ॥ তোমরাই আশীর্ব্বাদ করিহ আমারে। বিস্মৃতি না হই যেন তোমা সভাকারে ॥ এত বলি সভাকারে আলিঙ্গন করি। গৌড়দেশে সভে পাঠাইলা গৌরহরি ॥ প্রভু পদে মনঃ রৈল দেহ মাত্র লৈয়া। গৌড়ে আইলা ভক্ত গণ প্রভু আজ্ঞা পাঞা ॥ দশমাঙ্ক নাটকের এই হৈল সায়। লিখিলেন প্রেমদাস লৌকিক ভাষায় ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদ্যাং দশম অঙ্কঃ ॥ ১০ ॥

অথ কবিকর্ণপূরের আত্ম পরিচয়।

ত্রিপদী ॥ অজ্ঞান তিমির সর, মহা কবিকর্ণপর; অতি শিশু যখন আছিলা। প্রভু স্থানে নীলাচলে, গেলা চাপি পিতৃকোলে; নেত্র ভরি চৈতন্য দেখিলা ॥ গতি হস্ত জানু যুগে, প্রভু পাদ পদ্ম আগে; আনন্দে করিল পরণাম। দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট, দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ; তার মুখে দিলা ভগবান ॥ হস্তে ধরি শ্রীচরণ, অঙ্গুলী চোষেণ ঘন; প্রভুর পার্ষদ গণ হাসে। নিজ পুত্রে কৃপা দেখি, শিবানন্দ হইয়া সুখী; উর্দ্ধ বাহু নাচেন হরিষে ॥ উচ্ছিষ্ট চরণা-মৃত, শ্রীচৈতন্য কদাচিত; নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে। সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া, নিজোচ্ছিষ্ট আনাইয়া; আপনে দিলেন কর্ণ-পূরে ॥ কৃপামৃতে সিক্ত কৈলা, না পড়ি পণ্ডিত হৈলা; জানিল সকল শাস্ত্র নীত। সপ্ত বৎসরের যবে, কাব্য বর্ণিলেন তবে; তার নান চৈতন্য চরিত ॥ পূর্ব্বে অলঙ্কার যত, অসৎ কথা সুঘটিত; দেখি শুনি ঘৃণা উপজিল। দিয়া কৃষ্ণ লীলা সার, কৈল গ্রন্থ অলঙ্কার; কৌস্তুভ তাহার নাম থুইল ॥ যে বর্ণিলা কৃষ্ণ লীলা, কর্ণপূর গ্রন্থ কৈলা; আর্য্যশত তার হৈল নাম। শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন, চম্পু নাম গ্রন্থ আন; ব্রজ লীলা বর্ণন প্রধান ॥ প্রভু কৃপা গুণ দেখি, গজপতি হঞা সুখী; গৌর লীলা বর্ণিতে কহিল। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়, নাটক অমৃত ময়; রাজার বচনে যে রচিল ॥ নাটক করিয়া শেষে, প্রভু কৃপা পরকাশে; তিন শ্লোক করিয়া রচন। শ্রীচৈতন্য পদ কঞ্জে, অনরাগে মনঃ রঞ্জে; আদ্য শ্লোকে করিল বর্ণন ॥

॥ শ্লোকঃ ॥

যস্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদাদয় মর্জনিমম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী,
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থী কৃতইহসময়োৎকীর্ত্তুতস্যাবতারং।

যৎকর্ত্তব্যং ময়ৈতৎকৃতমিহ সুধিয়ো যেঽনুরজ্যন্তি তেঽমী,
শৃণ্বন্ত্বন্যান্ন মাম্‌শ্চরিত মিদমমীকল্পিতং নোবিদন্তু॥ ১॥

ত্রিপদী॥ যদুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে; ইচ্ছা হৈল কাব্য রচিবারে। বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌর লীলা বর্ণে সুখে, দ্বারমাত্র করিয়া আমারে॥ আমার কর্ত্তব্য যেই, তা আমি করিল এই; সুবুদ্ধি হয়েন যেই জন। ইথি অনুরাগ তার, গৌর লীলামৃত সার, নিরবধি করুণ শ্রবণ॥ গৌর লীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিরচিনু; সত্য এই না কহি কল্পন। ইথি রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার; তার মুখ না দেখি কখন॥

॥ শ্লোকঃ ॥

শ্রীচৈতন্য কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং যথাকর্ণিতং,
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয় মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যেক শেষং গতে,
কো জানাত শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং॥ ২॥

ত্রিপদী॥ শ্রীচৈতন্য কথামৃত, দেখিনু শুনিনু যত; কোটি গ্রন্থে না যায় বর্ণন। অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তাঁর কৃপা পাঞা; কিছু মাত্র করিল লিখন॥ গৌর প্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল; স্মৃতি পথে গেল তারা সর্ব। পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা, অন্য কেবা জানিব শুনিব॥ অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি, অন্তর্ব্বাহ্য তোমাতে গোচর। যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞা তুমি; প্রীতি হবে আমার উপর॥

॥ শ্লোকঃ ॥

দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তেষুচ,
জ্ঞাতুং বস্তু বিনিশ্চিতং চকিয়তা প্রেমাপিতত্রাসিতং।
জীবন্তি ন মৃতং মৃতৈর্যদি পুনর্ম্মর্ত্তব্য মস্মদ্বিধৈ, কৃৎ

পদৈ্যব ন কিং মৃতং বত বিধে বামায় তুভ্যং নমঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিপদী। চৈতন্যের সঙ্গে যত, মহা মহা ভাগবত; তাঁ সভারে সাক্ষাতে দেখিনু। আমা অভাগার প্রতি, কৃপা তাঁরা কৈল অতি; তাঁর সঙ্গে নিবাস করিনু॥ সঙ্গে থাকি তাঁ সভার, বস্তু বিনিশ্চয় তাঁর; তত্ত্ব জ্ঞান হইল আমার। সেই সব ভাগবত, না দেখি জীবনমৃত, মৃত্যু না হইল অভাগ্যার ॥ আরে বিধি তুমি বাম, মৃত্যু যদি পরিণাম; সৃষ্টি কৈলে আমা সভাকার। জন্মিয়া না মৈনু কেনে, দুঃখ পাইতে ক্ষণে২; বাম বিধি তোঁহে নমস্কার ॥

শাকে চতুর্দ্দশ শতে রবিবাজিযুক্তে, গৌরোহরি র্ধরণি মণ্ডল আবিরাসীৎ। তস্মিং শ্চতর্নবতি ভাজি তদীয় লীলা, গ্রন্থোয় মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ॥

ত্রিপদী। চৌদ্দ শত সাত শকে, নবদ্বীপে নরলোকে; গৌর-হরি আবির্ভাব হৈল। চৌদ্দশত চোরন্নই; শক যবে গ্রন্থ এই; মোর মুখে প্রকট হইল ॥ কর্ণপুর ইহা বলি, শ্রীচৈতন্যে নমস্করি; নাটক করিল সমাপন। ষোল শত চৌত্রিশ শকে; লৌকিক ভাষাতে সুখে, প্রেমদাস করিল লিখন॥

অথ প্রেমদাসের আত্ম পরিচয়।

ত্রিপদী ॥ ভক্ত বৃন্দে নমস্করি, কিছু বিজ্ঞাপন করি, প্রভু যবে প্রকট আছিলা। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, কুল নগর গ্রামে সেহ; গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥ কস্যপ মুনির বংশ, বিপ্র কুল অবতংস; জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম। তাঁর পুত্র কুল চন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ; তাঁর পুত্র শ্রীল গঙ্গাদাস॥ তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিন পর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা; তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট। জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ রাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম নিষ্ঠ॥

কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম; গুরুদত্ত নাম প্রেম-দাস। সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি; কৃষ্ণ দাস্যে মোর অভিলাষ॥ যবে ষোল বর্ষ বয়, তবে হৈল ভাগ্যোদয়; গিয়াছিনু মথুরা মণ্ডলে। তীর্থ ভ্রমি হর্ষ মনে, গেলাম কাম্যক বনে; শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দিরে॥ গোসাঞি কৃষ্ণচরণ, সেবার অধ্যক্ষ হন; গোবিন্দ পূজক সেবা করে। তাঁরা মোরে দেখি শান্তি, প্রীতি করি মোর প্রতি; পাক সেবা সমর্পিল মোরে॥ গোবিন্দের পাক ক্রিয়া, করি আনন্দিত হইয়া; ব্রজে ছিনু কতক বৎসর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজে গেলা, মোরে সঙ্গে লৈয়া আইলা; মোরে স্নেহ বিস্তর তাঁহার॥ এক দিন সপ্নান্তরে দেখুঁ আমি শান্তিপুরে, শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি মন্দিরে। পর্ব্বে দ্বারী চতুঃসাল, কৃষ্ণের মন্দির ভাল; কাল বারো স্তম্ভ শোভা করে। অগ্নিকোণ স্তম্ভ মূলে, পবিত্র আসন বরে; আছেন পশ্চিম মুখে বসি। দেখিল অদ্বৈত চন্দ্রে, পুথি হাতে পরানন্দে; চিকুন শ্যামল রূপ রাশি॥ পীত বর্ণ পট্টাম্বর, পরিধান মনোহর; পীত দীর্ঘ পত্র ভাগবত। দেখেন প্রসন্ন মুখে, হেন কালে আমি সুখে; অষ্টাঙ্গ করিয়া হৈলু নত॥ আমা দেখি তুষ্ট হৈলা, ব্রজ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা; কহিলাঙ সকল সাক্ষাতে। শুনি অতি প্রীতি হঞা, ভাগবত মোরে দিয়া; পীতাম্বর ফোতা দিলা মাথে॥ এই দেখি নিদ্রা ভঙ্গ, দেখিতে না পাইনু রঙ্গ; মনে মনে কান্দিয়া বিস্তর। অদ্বৈতের কৃপা ভরে, ভাগবত অর্থ মোরে; কিছু কিছু স্ফুরয়ে অন্তর॥ কত দিনে এই রূপে, স্বপ্নে গেলুঁ নবদ্বীপে; প্রভু নিত্যানন্দ বসিয়াছে। শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে, হাস্য মুখ শশোধরে; বিস্তর মহান্ত কাছে কাছে॥ প্রণাম

করিয়া তাঁরে, পাদ পদ্ম সেবিবারে; ইচ্ছা হৈল তার পাশে গেনু। নিত্যানন্দ হাস্য মুখ, কহিল দক্ষিণে দেখ; আজ্ঞা পাঞা দক্ষিণে চাহিনু॥ বসিয়াছে গৌরচন্দ্র, প্রসারি চরণ দ্বন্দ্ব; হৈমান্তিক কৈশোর বয়স। কৃষ্ণ নাম বলে সুখে, বসিয়া পশ্চিম মুখে; এক ভক্ত অঙ্গে দিয়া ঠেস॥ শ্রীচরণসেবা কর, নিত্যানন্দ আজ্ঞা হৈল; বসি কৈলুঁ পদ সম্বাহন। পাদ পদ্ম স্পর্শ করি, শ্রীরূপ মাধুরী হেরি; সুখে সিক্ত হৈল তনু মনঃ॥ স্বপ্ন দেখি এই মত, চৈতন্যে আবিষ্ট চিত্ত; চৈতন্য চরিত বর্ণি সুখে। নাহি ভদ্রা-ভদ্র জ্ঞান, তভু মনঃ সুখ পান; শ্রীচৈতন্য নাম বলে মুখে॥ স্থির [illegible] তার বুদ্ধি প্রবর্ত্তন; করি কর্ম্ম করান ঈশ্বর। না হই আমি স্বচ্ছন্দ, যে বোলান গৌরচন্দ্র, যে করান সে কর্ত্তব্য মোর॥

॥ তথাহি ॥

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং শশ্বদ্ভক্ত ভৃঙ্গগণৈর্বৃতং।
শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজং বন্দে প্রেম রসাশ্রয়ং॥

ত্রিপদী॥ অতএব ভক্ত গণ, মোর এই নিবেদন; সবে আশীর্ব্বাদ কর মোরে। চৈতন্য বলিব মুখে, চৈতন্য বর্ণিব সুখে, তাঁরে ভজি জন্ম জন্মান্তরে॥ শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, সেই সে কেবল সত্য, সেই গতি জীবনে মরণে। প্রভু শ্রীল রামচন্দ্র; জাহ্নবা চরণ দ্বন্দ্ব, সগণ চৈতন্য থাক মনে॥ কাল সর্প ভয়ঙ্কর, প্রেমামৃত হীনান্তর; অনাথ ডাকিছে গৌরহরি। প্রেমদাস অগেয়ান, প্রেমামৃত দেহ দান; কৃপা কর আত্ম সাথ করি॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।
